☎ 9153549620
✉ dumkalcollege@gmail.com

DUMKAL COLLEGE

P.O-Basantapur,P.S-Dumkal,Dist.-Murshidabad,WestBengal, PIN-742406
(Govt.Aided, Affiliated to the: University of Kalyani Included under section 2(f) & 12 (B) of UGC Act.)

2nd CYCLE NAAC ACCREDITATION PROCESS-2024

CRITERIA: 3 – Research, Innovations and Extension

Key Indicator: 3.3- Research Publications and Awards

Metric: 3.2.2- Copy of the Cover page, content page and first page of the publication indicating ISBN number and year of publication for books/chapters

BHABESH PRAMANIK

Digitally signed by BHABESH PRAMANIK
Date: 2024.08.16 17:02:47 +05'30'

KARL MARX

A Bicentenary Tribute

Editor

Gargi Sengupta

© All Rights Reserved

First Published : December, 2018

Jacket Design : Ritodip Ray

D. T. P. Compose
Progressive Publishers
37A, College Street
Kolkata-700 073

Price : ₹ 200.00
Rupees Two hundred only
$ 8.60
£ 6.70

ISBN : 978-81-8064-295-1

PRINTED IN INDIA

Published by Sri Kamal Mitra for Progressive Publishers
37A, College Street, Kolkata-700 073 and printed at
Narayan Printing, 3, Muktarambabu Lane, Kolkata-700 007

Contents

The Manifesto of the Communist Party : A Critical Reading in the 21st Century — 9-26
Avijit Saha

Marxism and Materialism : Dialectical and Historical : An Heuristic Analysis — 27-45
Dr. Kalyan Kumar Sarkar

Karl Marx and the Theory of Surplus Value — 46-52
Simanti Bandyopadhyay

Marx and Exploitation of Labour : World Today — 53-62
Granthana Sengupta

The Sociology of Gender : A Marxist Interpretation — 63-75
Dr. Kaushik Chattopadhyay

Marx on Civil Society — 76-86
Dr. Ujjal Ghosh

Karl Marx's 'On Jewish Question' and Human Rights — 87-96
Arnav Debnath

Marx, Environment and Twenty-first Century — 97-106
Pritin Dutta

Marx's Concept on Class and Class Conflict — 107-115
Dipanwita Sanyal

The Concept of Freedom through Marxist Eyes — 116-122
Prasenjit Saha

Views of Karl Marx on Democracy — 123-130
Aparna Roy

Karl Marx's 'On Jewish Question' and Human Rights

Arnav Debnath

Karl Marx, with his words and works, above all, is a revolutionary. His philosophy, as Erich Fromm writes in the 'Preface' of his book *Marx's Concept of Man*, 'is one of protest' (Fromm, 2004 : vi). But, he goes on, 'it is a protest imbued with faith in man, in his capacity to liberate himself, and to realize his potentialities.' It is concerned about 'loss of man' in the midst of prevailing forces of capitalism. And, he so endorses the radical view of the 'complete return of man to himself as a social being'. This assertion, however, may initially invoke a seemingly flawed perception to the mind of a student or reader new to the field of or having inadequate knowledge on recent study of politics : that the doctrine of Marx is somehow in conformity with the theme of Human Rights (HRs). Although, the truth sides against it : Marx was not an approver of so-called HRs, even of rights as such, neither in the periods before nor after, what Louis Althusser famously termed following Gaston Bachelard, the *'epistemological break'* (Althusser, 2005 : 34) in his career—that is to say, 'the break in 1845'. There are reasons for it. first, Marx did not live in the 'Age of Human Rights', i.e. the twentieth century, its later half to be precise, which witnessed 'such a profusion of human rights enunciations on a global scale' (Baxi, 2002 : 1). Marx's doctrine does not offer any proposition as to anything that Marx did not put to himself or that did not exist in his time; and second, as the concept of HRs belongs more or less to the liberal democratic ideal and system as it refers to the legally enforceable rules maintained by the state to its right-bearing citizens, it is alien to the thought of Marx.

Steven Lukes proposes to look at the issue of HRs from the perspectives of five doctrines. His thoughts experiments are about how a world without the concept of HRs does look like? One of such places, among other imaginative ones which he invites his readers to visit in, is called *'Proletaria'* (Lukes, 1993 : 26). Here all classes, the state, the vile money nexus, and also the

ভারত ইতিহাসের

সেই সময় এই সময়

সম্পাদনা

সোমনাথ মণ্ডল | প্রশান্ত মণ্ডল

ভারত ইতিহাসের সেই সময় এই সময় • সম্পাদনা • সোমনাথ মণ্ডল • প্রশান্ত মণ্ডল

+91 9432062928
+91 8479912362

ভারত ইতিহাসের সেইসময় এইসময়

সম্পাদনা

সোমনাথ মণ্ডল
ড. প্রশান্ত মণ্ডল

রূপালী
(সহযোগীতায় গড়িয় সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার)

Bharat Itihaser : Seisamay Eismay edited by
Somnath Mandal & Prasanta Mandal

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৮

© গড়িয়া সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার

প্রকাশক
রূপালী
সুখেন্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক সুভাষপল্লী,
পো: খলিসানি, চন্দননগর- ৭১২১৩৮ থেকে প্রকাশিত
প্রতিষ্ঠান : ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৯৪৩২৭৬২৯২৮
(সহযোগীতায় গড়িয়া সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার, গড়িয়া, কলকাতা)

বর্ণ সংস্থাপন
এল. আর. ইনফোটেক
৫৮ শ্রীরামপুর রোড (নর্থ), গড়িয়া। কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০০৯

প্রচ্ছদ
প্রবীর বিশ্বাস

মূল্য
৩০০ টাকা

ISBN - 978-93-81669-85-3

উৎসর্গ

সুচিন্তনকে

সূচী

১. মুখবন্ধ/ পৃ.৯

২. ফোক আর্ট— আর্ট-ক্রাফ্টস-আর্টিজানস্ : বাঁকুড়ার ঘোড়া/ পৃ.১৬
ড. প্রভাতকুমার সাহা

৩. মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী পরিবর্তনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট/ পৃ. ৩২
ড. মোঃ আসিফ জামাল লস্কর

৪. সমাজজীবনে নারীর অবস্থান : একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন/ পৃ.৪২
মানস কুমার দাস ✓

৫. ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় দরবারী সংগীতচর্চার ধারা :
এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা/ পৃ.৫১
অনুপ পয়্যা

৬. ঔপনিবেশিক বাংলায় "ছাপাখানার প্রবর্তন" ও
"বটতলা সাহিত্য" (উনিশ শতক)/ পৃ.৬০
তন্ময় রায়

৭. জীবন-আঙ্গিকে সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি/ পৃ.৭৩
ড. মহীতোষ গায়েন

৮. নীলবিদ্রোহ ও 'ইছামতী' : একটি আলোচনা/ পৃ.৯০
ড. বিমল কুমার মণ্ডল

৯. আধুনিক শিক্ষার বিস্তার : কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি,
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এবং মুসলিম সমাজ/ পৃ.৯৯
ড. প্রশান্ত মণ্ডল

১০. "মহাত্মা"-র পরিকল্পনায় ভারতের স্বনির্ভর গ্রাম/ পৃ.১১৫
অসিত কুমার কর

১১. প্রাগাধুনিক ভারতীয় অরণ্যনীতি বনাম বহনীয় উন্নয়ন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা/ পৃ.১২৩
সোমনাথ মণ্ডল

১২. ঔপনিবেশিক শাসনকালে মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া (১৮৩০-১৯৪৭)/ পৃ.১২৮
বিভাস বিশ্বাস

১৩ প্রথম পর্বের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা/ পৃ.১৪৮
সঞ্জয় ঢালী

১৪. পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মহিলাদের ক্যাম্পজীবন : সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে/ পৃ.১৫৪
পলাশ মণ্ডল

১৫. ঔপনিবেশিক কলকাতার ফটোগ্রাফি চর্চা ও বাঙালি বনেদী বাড়ি : একটি পর্যালোচনা/ পৃ.১৭১
অর্ঘ্য বসু

১৬. স্বাধীনতা ও ব্রাত্যজনের ইতিহাস (১৯৪৬-১৯৭১)/ পৃ.১৮১
সোহরাব মণ্ডল

১৭. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত/ পৃ.১৯১
আলোকপর্ণা বসু

১৮. লেখক পরিচিতি/ পৃ.১৯৮

প্রস্তাবনা

'সেই সময় ও এই সময়' বইটি ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রেক্ষিতে কালের পরিবর্তনশীল চরিত্রকে বোঝার প্রয়াস মাত্র। ষোলোটি রচনা নিয়ে রচিত এই পুস্তক এক সহাবস্থান করেছেন বিভিন্ন বয়সের লেখক— প্রবীণ ও প্রৌঢ় অধ্যাপক থেকে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত সকলে। এক কথায় বয়স-নির্বিকারে এ এক সমারোহ। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, দৃষ্টিকোণের ব্যাপকতায়, শহর-গ্রাম মিলিয়ে স্থানিক প্রেক্ষা-নির্বাচনের বিপুলতায় এই পুস্তক এক নিজস্বতা দাবী করতে পারে। সুচিন্তন গুরুকুল সকলের সংস্থান। এখানে বিজ্ঞান সম্মত যুক্তিনির্ভর সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণাকে পরিসর দেওয়ার চেষ্টা হয়। বর্তমান পুস্তকের প্রবন্ধাবলী পাঠ করলেই পাঠক বুঝতেপারবেন যে ইতিহাসের সাবেক বিষয়কে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেইরকম আধুনিক সমাজবিদ্যার বিষয়, যেমন অরণ্যচর্চা, মানবীবিদ্য চর্চা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমান রচনাগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।এই লেখাগুলি কোনো বিশেষ মতবাদের কাছে ঋণী নয় কোনো রাজনৈতিক বিতর্কও এখানে আলোচিত হয়নি। প্রথাগত ইতিহাসের অনালোচিত নানা দিক যেমন 'বটতলার সাহিত্য' বা 'উদ্বাস্তু মহিলাদের ক্যাম্প জীবন' কিংবা একটু অন্যরকম হলেও 'মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া' বর্তমান গ্রন্থটিকে একটি উদ্ভাবনশীল চিন্তার আকরগ্রন্থে পরিণত করেছে। 'দরবারী সংগীত চর্চার ধারা', 'বাঁকুড়ার ঘোড়া' কিংবা 'জীবন আঙ্গিকে লোকসংগীত' অপসৃয়মান ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সংস্থাপিত করেছে। 'সুচিন্তন'-এর গবেষণা ক্ষেত্র সচরাচর কোনো স্থান-কাল-পাত্রে সীমানাকে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয় না। 'এই সময় সেই সময়' এই শব্দবন্ধনের মধ্যেই একটি কাল নিরপেক্ষ সময়ের ইঙ্গিত রয়েছে। কাল যেখানে অবাধ বিষয় সেখানে মুক্ত। তাই অনায়াসে এ গ্রন্থে আমরা সন্নিবেশিত করেছি এই রকম লেখা: 'বাংলার রাজধানী পরিবর্তনের ইতিহাস' ও 'ভারতের স্বনির্ভর গ্রাম'। ঔপনিবেশিক যুগের চরিত্র বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও মুসলিম সমাজ' বা ইছামতীর তীরে নীল

বিদ্রোহ, কিংবা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা, অথবা ভিন্নভাবে ঔপনিবেশিক কলকাতার ফটোগ্রাফি। প্রাক-ঔপনিবেশিকতার যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বা স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ব্রাত্যজনের ইতিহাস আমাদের গ্রন্থে বিস্তার ও পরিধিকে সমৃদ্ধ করেছে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা বেড়েছে। এমন গভীর ইতিহাস-মনস্কতা ইতিহাস চর্চার পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। ইতিহাসকে নতুন করে বোঝা, তার আঙ্গিককে বিশ্লেষণ করা, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে সমাজ-জীবনের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা একটা বড় কাজ। দেশব্যাপী এই কাজের নতুন উদ্দীপনা দেখা গেছে। বর্তমান গ্রন্থে সুচিন্তন গুরুকুল সমাজ এই উদ্দীপনার অংশীদার হয়েছে মাত্র। সুচিন্তার প্রকরণে আমরা যার সাধনা করি তা নির্বস্তুক মনোময়তা নয়। কারণ সে মনোময়তা দিয়ে শুধু রসই সৃষ্টি করা যায়, সত্যের উদ্ভাবনা হয় না। আমরা ইতিহাসের সত্যকে সমাদর করি, ভাবের নৈরাজ্য থেকে তাকে যুক্তির সিংহাসনেস্থাপন করি। বর্তমান পুস্তকটি তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

রঞ্জিত সেন
সাবেক প্রধান
গড়িয়া সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার

মুখবন্ধ

গড়িয়া সুচিন্তন সোসাইটি ফর কালচার-এর তৃতীয় বর্ষের প্রথম আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে আগস্ট, ২০১৬। উক্ত আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল "সেই সময় ও এই সময়।" আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী প্রাবন্ধিদের মধ্যে যাঁদের প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন ড. প্রশান্ত মণ্ডল, ড. মহীতোষ গায়েন, ড. আসিফ জামাল লস্কর, অধ্যাপক সোমনাথ মণ্ডল, অধ্যাপক অনুপ পাত্র্য এবং শ্রী বিভাস বিশ্বাস।

সুচিন্তনের তৃতীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭। উক্ত আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল "Time Past and Time Present in Indian History."। আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে যাঁদের প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়েছে, তাঁরা হলেন অধ্যাপক সঞ্জয় ঢালী, শ্রী তন্ময় রায় এবং শ্রী অর্ঘ্য বসু। আলোচ্য প্রবন্ধগুলি সংকলন করে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। এছাড়াও সংকলনটিকে পূর্ণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ডঃ প্রভাত কুমার সাহা, অধ্যাপক অসিত কুমার কর, ড. বিমল কুমার মণ্ডল, গবেষক পলাশ মণ্ডল, অধ্যাপক সোহরাব মণ্ডল, অধ্যাপক মানসকুমার দাস, গবেষক আলোকপর্ণা বসু প্রমুখের মতো বিশিষ্ট অধ্যাপক- গবেষকের নিবন্ধগুলি আমন্ত্রিত রচনা হিসাবে যথোচিত সৌজন্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হল।

লোকশিল্প হল পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্প, মানুষের ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত এই শিল্প সীমাবদ্ধ হয়েছে নিজস্ব স্বভাব ও পরিবেশের মধ্যেই। আদিমকাল থেকে মানুষ প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে এবং জীবনযুদ্ধের অনুষঙ্গ ও নান্দনিকতার প্রেরণায় বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে যে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছে, তারই এক বিশিষ্ট পর্যায় হল লোকশিল্প। লোকশিল্পের একদিকে আছে আদিম পর্যায়ের চিন্তা-সংস্কার ও তার রূপসংবেদন, অন্যদিকে আছে অগ্রবর্তী গ্রাম সমাজের মনন ও অলংকরণের ছায়া।

বাংলার লোকশিল্পের বিকাশ ঘটেছে নানাক্ষেত্রে, যেমন- আলপনা, কাঁথা, পুতুল, প্রতিমা, পটচিত্র, শোলার কাজ, ডাকের সাজ, বেতের কাজ, টেরাকোটা, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি। লোকশিল্পে বিষয় বৈচিত্র্য, বস্তুগত উপাদান, দেশ-কাল-সমাজ, শিল্পরীতি-রূপবিন্যাস, শিল্প সমাজ, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির সুষম সমন্বয় লাভ করেছে। এই সমস্ত কিছুর বিরল মেলবন্ধন দেখা যায় বাঁকুড়ার ঘোড়া শিল্পের

মধ্যে। ডঃ প্রভাতকুমার সাহা "ফোক আর্ট-আর্ট ক্রাফ্টস-আর্টিজানস : বাঁকুড়ার ঘোড়া" এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সময়ের সারণী বেয়ে একটি লোকশিল্প কিভাবে আজও তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেছে, তার একটি স্পষ্ট চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে একথাও ঠিক যে আরও পাঁচটা লোকশিল্পের মত বাঁকুড়ার ঘোড়া শিল্প তার আদিম নান্দনিকতা যে হারাতে বসেছে, এনিয়ে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

অধ্যাপক আসিফ জামাল লস্কর "মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী পরিবর্তনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট" প্রবন্ধে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসকরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তর কেন করেছিলেন, তা অনুসন্ধান করেছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে এই নগরকেন্দ্রগুলির বিকাশ ও উন্নতি যে ত্বরান্বিত হয়েছিল, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি মনে করেন যে রাজধানী পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বাণিজ্যিক সুবিধা এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন। মধ্যযুগে বাংলার ভৌগোলিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক স্থানকেই রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করা হতো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে ব্যবসা-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সংক্রান্ত বা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন নগরকেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দায়িত্বভার বিশেষ বিশেষ নগরের উপর অর্পণ করা হয়। শাসনকার্যের গুরুত্ব বিচারে এই দায়িত্ব সাধারণত রাজধানী নগরের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই দায়িত্ব পালনে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে অনিবার্যভাবেই স্থানান্তরিত হয় রাজধানী ও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি। মধ্যযুগে বাংলার সেই চিত্রের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল মাত্র।

শ্রী মানস কুমার দাস "বর্তমান সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান : একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন" প্রবন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সর্বত্র নারী-পুরুষ বৈষম্য লক্ষণীয়। ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই নারী শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। হয়তো বর্তমানকালে নারীর অবস্থানের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার নিরিখে তা খুবই সামান্য। বিশেষত গ্রামের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় আশি শতাংশ মহিলা আজও শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে। নারীদেরকে বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বা তাঁদের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে বিগত কয়েকদশকে বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে বা আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কেবল রাস্তায় মিটিং মিছিল করে বা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন

করে নারীর সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিসাধন সম্ভবপর নয়। যতদিন না সনাতন, জাত-ধর্মের বেড়া ভেঙে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শামিল করা যাবে, নারীর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারি প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ হতে হবে। এর পাশাপাশি নারী-পুরুষের বৈষম্যকে দূর করতে প্রগতিশীল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই বৈষম্যহীন নতুন সমাজ ও নারীমুক্তির লক্ষ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে।

"ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় দরবারী সংগীত চর্চার ধারা : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা"- নামক নিবন্ধে গবেষক তথা অধ্যাপক অনুপ পত্রে মানব জীবনে সংগীত পরিবেশার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। সংগীত মানব জীবনের বহুমুখী প্রতিভার একটি অত্যাশ্চর্য উপাদান— যা আধ্যাত্মিক, ব্যবহারিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পূরক। সংগীতচর্চা কীভাবে সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির আবর্তন বিবর্তনের সাথে আবর্তিত হয় এবং প্রতিনিয়ত বিকশিত হতে থাকে তার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছেন। সুলতানী শাসনকালে দরবারী সংগীত বিশেষত চিশ্তি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক সংগীত সাধনার সাথে সাথে মুঘল দরবারে আকবরের রাজত্বকালে কীভাবে 'ধ্রুপদ' গান সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতরূপে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল তার প্রতি বর্তমান গবেষক বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। আলোচ্য শাসনকালে ফতেপুরসিক্রিতে তানসেন সহ অসংখ্য সংগীতজ্ঞের আলোকিত উপস্থিতি গবেষকের বক্তব্যকেই জোরালোভাবে প্রতিপন্ন করে। সংগীত সাধনায় বাঙালির ঐতিহাসিক উপস্থিতি বিশেষত পীর, ফকির, আউলিয়া, মারফতি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

তরুণ গবেষক তন্ময় রায় "ঔপনিবেশিক বাংলায় ছাপাখানার প্রবর্তন ও বটতলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে ছাপা (Print) হল আধুনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। ভারতে ছাপাখানার পত্তন ও বিস্তার হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। বিশেষ করে কলকাতার বটতলাকে কেন্দ্র করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ছাপাখানা-অঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সেখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি "বটতলা সাহিত্য" নামে পরিচিতি লাভ করে, যা বৈশিষ্ট্য ও স্বাদে ছিল ভিন্নতর। যার পাঠক শ্রেণিও ছিল আলাদা। একইসঙ্গে এর বিপরীতে নব্য ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি রচিত সাহিত্যের বিষয়গুলিকে দেখানো হয়েছে এবং বটতলা সাহিত্যকে অপকৃষ্ট আখ্যা দিয়ে আটকানোর যে প্রচেষ্টা সেটিও দেখানো হয়েছে।

"জীবন-আঙ্গিকে সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি" প্রবন্ধে অধ্যাপক মহীতোষ গায়েন সুন্দরবনের মানুষ-এর সমাজ-সংসার, আচার-আচরণ, ভাষা-সাহিত্য, পরিবেশ-পরিজন প্রভৃতি এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি চর্চায় তুলে ধরেছেন। সমগ্র প্রবন্ধটিতে

কতকগুলি আঙ্গিক ধরা পড়েছে, যেমন- লোককথা, লৌকিক দেবদেবী, পূজা ও উৎসব, পূজা ও পালাগান, প্রবাদ ও প্রবচন, লোকাচার বিশ্বাস ও সংস্কার, লৌকিক ছড়া ও ধাঁধা, লোকসঙ্গীত ও লোকনাট্য। এছাড়া লোকসংস্কৃতির নিজস্ব ধারাকে উপজীব্য করে বিভিন্ন স্থানে লোকউৎসব পালিত হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সুন্দরবনের মানুষ পারস্পরিক প্রীতি, মৈত্রী, ভালোবাসার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখে চলেছেন এবং শাশ্বত কাল ধরেই তার ধারা প্রবাহিত। যদিও তার গতি ও ধারা ক্রমশ পরিবর্তনমুখী।

ড. বিমল কুমার মণ্ডল ''নীলবিদ্রোহ ও ইছামতী : একটি আলোচনা" প্রবন্ধে উনিশ শতকের নীলবিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে অবশ্যই তা সাহিত্য নির্ভর। এক্ষেত্রে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' এই তিনটি গ্রন্থকে আলোচনায় রেখেছেন। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়েছেন 'ইছামতী' উপন্যাসটির উপর। সাহিত্যিক আলোচনায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এবিষয়ে অন্যতম মূল গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে চর-ঘোষপুরে নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরু সর্দারের লড়াই ও তাতে নীলচাষীদের যোগদান সংগ্রামকে ভিন্নমাত্রা দান করেছিল। আর 'ইছামতী' এই আলোচনাকে অন্যমাত্রা দান করেছে।

বিশিষ্ট গবেষক তথা ড. প্রশান্ত মণ্ডল তাঁর গবেষণাপত্র— ''শিক্ষা বিস্তারের আলোয় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এবং মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুসন্ধান"-এ ইংরেজ শাসনের পূর্ববর্তী অর্থাৎ মুঘল আমলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা মূলতঃ আলোচ্য দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'র সাথে মুসলিম সমাজের সম্পর্ক এবং ভূমিকা তাঁর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্যরূপে তুলে ধরা হয়েছে। একথা সত্য যে, এই দুটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন মক্তব, পাঠশালা ও বিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করেছিল। ইংরেজদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ হস্তক্ষেপ না করা। যদিও সমসাময়িক শাসককূল আলিয়া মাদ্রাসা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও শাসকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান করে তোলে। লেখক আরও দেখিয়েছেন যে, কলিকাতায় উর্দুভাষী মুসলিমদের হাত ধরে উনিশ শতকের শেষদিকে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে। অপরদিকে বাংলার বৃহত্তর বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

''মহাত্মা-র পরিকল্পনায় ভারতের স্বনির্ভর গ্রাম" প্রবন্ধে অধ্যাপক অসিত কুমার

কর মনে করেন, ভারতীয় সভ্যতায় গ্রাম-জীবনের গুরুত্ব সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে সর্বজনবিদিত। ''জাতির জনক" মহাত্মা গান্ধী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাতে আদর্শ গ্রাম গঠনের উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্ত ও কুটির শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে, দেশীয় শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতি শাসন প্রতিষ্ঠা করে গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, জাতিভেদ প্রথা, ধনী-নির্ধনের পার্থক্য, অশিক্ষা প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে নির্মূল করতে গেলে শিল্প স্থাপনের দ্বারা গুটি কয়েক বৃহৎ শহরের পরিবর্তে গ্রামগুলির মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। গান্ধীজী মনে করতেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যে আদর্শ গ্রাম গড়ে উঠবে, তাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ।

দক্ষিণ এশীয় অরণ্য সম্পদের ওপর দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসচর্চাকে বর্তমানকালে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে। পরিবেশের ওপর হস্তক্ষেপ থেকেই এই চর্চার বিষয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক প্রয়োজনে উক্ত সম্পদের নাভিশ্বাস কিংবা ধ্বংসের পর্ব ঔপনিবেশিক কালে প্রপদি রূপে প্রতিভাত হল। বহনীয় উন্নয়নের (Sustainable Development) এর নামে অরণ্য ধ্বংসের কাহিনির সূত্রপাত আমাদের দৃষ্টিগোচর হল ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তী দিনগুলিতে। আলোচ্য সম্পদের ব্যবহারের প্রশ্নে রাজনীতির কর্ণধারগণ, বিশেষজ্ঞরা, উন্নয়নশীল জাতিগুলি দ্বিধা বিভক্ত। অধ্যাপক সোমনাথ মণ্ডল তাঁর গবেষণাপত্র— ''প্রাগাধুনিক ভারতের অরণ্যনীতি— বনাম বহনীয় উন্নয়ন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা"-তে বহনীয় উন্নয়নের নামে অরণ্যসমাজ তথা সবুজের ধ্বংসের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

বিশিষ্ট গবেষক বিভাস বিশ্বাস তাঁর গবেষণাপত্র— ''ঔপনিবেশিক শাসনকালে মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া (১৮৩০-১৯৪৭)"-এ ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের পূর্বে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানকে তুল্যমূল্য বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠির যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস এবং প্রায় ক্রীতদাসত্বের সমতুল অবস্থান কিভাবে উনিশশতকের অভিঘাতে পরিবর্তিত হল তা আলোচ্য নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। লেখক বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন মুসলিম নারীদের সামাজিক অবস্থান কীরূপ ছিল তার বিশ্লেষণের ওপর। ইসলামিক রক্ষণশীলতা এবং ধর্মীয় অনুশাসন কীভাবে ভারতীয় মুসলিম নারী সমাজকে পর্দা প্রথার অন্তরালে নিক্ষেপ করেছিল এবং তৎপরবর্তী বাঙালি মুসলিম নারীদের আলোকপ্রাপ্তির ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকখানি পরিষ্কারভাবে ফুটে

উঠবে। অপরদিকে বঙ্গদেশের অনেক প্রভাবশালী মুসলিম নারী ব্যক্তিত্বের সাথে পাঠককুলকে পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষক শ্রী বিশ্বাস ধন্যবাদার্হ।

গবেষক **সঞ্জয় ঢালী** তাঁর গবেষণাপত্র— "প্রথম পর্বে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন : একটি পর্যালোচনা"-য় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল তার ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতি আলোকপাত করেছেন। বিপ্লববাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার নীতিগত যোগ ছিল না ঠিকই কিন্তু বিপ্লবাদী আন্দোলন তার আপন বৈশিষ্ট্যে সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে বর্তমান লেখক মনে করেন। মুসলিম সম্প্রদায় কেন প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে মুখ সরিয়ে রেখেছিল তা আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতিভাত হয়েছে।

"পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মহিলাদের কেমন জীবন : সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" নামক গবেষণা নিবন্ধে **পলাশ মণ্ডল** দেশভাগের অভিশাপ বা তার বহিঃপ্রকাশ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মূলত নারীদের ওপর যে অত্যাচার নেমে এসেছিল তা তিনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দেশভাগজনিত দুর্ভোগ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নারীর নারকীয় লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত আজও সভ্য সমাজকে আতঙ্কিত করে। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং তার প্রতি আসক্তি বাঙালি জাতিকে কীভাবে মানবতাহীন ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে— তা আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। অপরদিকে ভারতবর্ষে আশ্রিত নারীরা বিভিন্ন উদ্বাস্তু তাঁবুতে পুরুষতান্ত্রিক শোষণের সম্মুখীন হয়েছে তাও বিশেষভাবে জানতে পারা যাবে।

গবেষক **অর্ঘ্য বসু** তাঁর গবেষণা নিবন্ধে "ঔপনিবেশিক কলকাতার ফোটোগ্রাফি চর্চা ও বাঙালি বনেদী বাড়ি : একটি পর্যালোচনা"য় দেখিয়েছেন— ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন এবং তার প্রাণকেন্দ্ররূপে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি এই শহরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে ইউরোপে বিভিন্নরকম প্রযুক্তি বিষয়ক কৃৎকৌশল আবিষ্কারের সুফল এখানেও আসতে শুরু করেছিল— যেমন এসেছিল ফটোগ্রাফি এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি। তবে, ঔপনিবেশিক কলকাতায় ফটোগ্রাফি চর্চার ইতিহাসের বিভিন্ন অভিমুখ রয়েছে। এর মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অভিমুখ ছিল এখানকার শিক্ষিত বাঙালি সমাজের ভূমিকা ফটোগ্রাফি চর্চা প্রসঙ্গে। ঔপনিবেশিক দাক্ষিণ্যে কলকাতা শহরে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত বিজ্ঞান প্রবেশ করলেও সেই চর্চা বিশেষত, তার উদ্ভাবনী দিকটি শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের করায়ত্ত ছিল না। শহরের বিভিন্ন শিক্ষিত বাঙালিরাও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের চর্চা কখনও আন্তর্জাতিক খ্যাতিও এনেছিল। সমসাময়িক রক্ষণশীলতাও কখন প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তা বর্তমান গবেষক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। যদিও সব

বাধা অতিক্রম করাতে তা সমর্থ হয়েছিল। ফটোগ্রাফি চর্চা সমসাময়িক আর্থসামাজিক ক্ষেত্রের একটি দলিল হিসেবেও প্রতিভাত হয়েছে।

দেশভাগ, জাতীয়তাবাদকে অবৈজ্ঞানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা, শরণার্থী সমস্যা, দাঙ্গাজনিত সীমাহীন দুর্দশার ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করেছেন **অধ্যাপক সোহরাব মণ্ডল**। তিনি তাঁর গবেষণাপত্র— "স্বাধীনতা ও ব্রাত্যজনের ইতিহাস"-এ বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় ট্রাজেডিকে পুনঃব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন- ভিন্ন আঙ্গিকে। তাঁর মতে দেশভাগের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজের নিম্নশ্রেণি তথা ব্রাত্যজনকে চরম আঘাতের সম্মুখীন করে। শরণার্থীদের আশ্রয়দাতারা ছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে নির্মম তার বর্ণনা তিনি আলোকপাত করেছেন ক্যাম্পজীবনের ধারাবাহিক বর্ণনায়। লক্ষ লক্ষ সহায় সম্বলহীন নরনারীর একটু নিরাপদ আশ্রয় পাবার বাসনায় যা চেয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের অদক্ষতা এবং পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে তাঁরা অনেকক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। আলোচ্য গবেষক দেখিয়েছেন পূর্ববঙ্গের হিন্দু ব্রাত্যজনেরা কীভাবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে মুসলিম জনজাতি দাঙ্গার ফলে নতুন দেশে পাড়ি দিলেন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য। নবগঠিত পাকিস্তান কখনোই বাঙালি মুসলিমদের স্বপ্নের দেশ হয়নি তা অদূরেই প্রমাণিত হল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে যাঁরা এলেন তাঁদের বইতে হল জন্ম "উদ্বাস্তু", আগাছা পরগাছা প্রভৃতি বিশেষণে। বর্ধিষ্ণু পরিবার কীভাবে কয়েক মুহূর্তে সম্বলহীন—হলেন সেই ইতিহাস পুনর্দর্শিত হল আলোচ্য নিবন্ধে।

বিশিষ্ট গবেষক আলোকপর্ণা বসু তাঁর গবেষণাপত্র "কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত"তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং সমসাময়িক সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিপ্লবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যে প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় অনুসন্ধিৎসু মনকে আকৃষ্ট করে। পৃথিবীর প্রায় সব গ্রহণযোগ্য ধর্মেই নানাযুগে আমরা শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে থাকি। বাংলায় জাতি এবং বর্ণবৈষম্য প্রশমনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং অবস্থান সচেতন মনকে আজও প্রলুব্ধ করে। আলোচ্য গবেষক যথার্থই তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতি আলোকপাত করেছেন। সামাজিক অসাম্য প্রশমনে মহাপ্রভুর ভূমিকা যে প্রকৃতই এক 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তা সচেতনভাবে তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

সোমনাথ মণ্ডল

ড. প্রশান্ত মণ্ডল

সমাজজীবনে নারীর অবস্থান : একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন

মানস কুমার দাস

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নারীর ইতিহাস (Women's History) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ ও সভ্যতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু কোনও কালেই নারীর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নারীকে পুরুষের সহযোগী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই ইতিহাসের পাতায় সুলতান রাজিয়ার প্রশাসনিক দক্ষতা বা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সামরিক পারদর্শিতা থেকে শুরু করে আধুনিককালের মালালা ইউসুফজাই-এর সাহসিকতা— সবকিছুই খানিকটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উদাহরণ হয়েই থেকেছে। কিন্তু নারী ব্যতীত মনুষ্য জীবনের অস্তিত্বই যেখানে সংকটাপন্ন সেখানে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু দিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এত কুণ্ঠাবোধ কেন? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মূলত ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তীকালে ইউরোপে নারীদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা যায়। আর এই ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন মেরি ওলস্টোনক্রাফট, মেরি অ্যাস্টেল, সাইমন ডি বিউভিয়র, কেট মিলেট প্রমুখ। যারা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিভিন্ন কারণ উন্মোচন করে নারীর মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং নারী শিক্ষার প্রসারের দাবি জানিয়েছেন।[১] আর এইসবের ভিত্তিতেই ক্রমশ গড়ে উঠেছে নারী মুক্তি আন্দোলন— যাতে শামিল হয়েছেন ভারতীয় নারীরাও।

তাদের এই দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজ নারীরা অনেকাংশে তাদের অধিকার লাভে সক্ষম হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বের অধিকাংশে দেশের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে। উনিশ শতকের শেষ দশকে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নারীরা ভোটাধিকার অর্জনে সক্ষম হয় এবং ১৯১৮ তে ব্রিটেন ও ১৯২০ তে মার্কিন নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। ৮ ই মার্চ, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্কে বস্ত্র শিল্পের কাজে নিযুক্ত প্রায় ১৫

হাজার নারী শ্রমিকের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রেক্ষিত সারা বিশ্বে পালিত 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' মহিলা ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা মনে করায়।[২] তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার বিষয়টি আরো গুরুত্ব পায়। ১৯৭৫ সালটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' এবং ১৯৭৫-১৯৮৫ দশকটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দশক' বলে ঘোষণা করে। এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচি ও ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা ও সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের মূল স্রোতের অংশীদার করা। এরপর যথাক্রমে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কোপেনহেগেন (১৯৮০), নাইরোবি (১৯৮৫), এবং বেজিং (১৯৯০)-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ও নারীর অগ্রগতির সপক্ষে সওয়াল করা হয়। এছাড়া ১৯৯০-এর বেজিং মহাসম্মেলনে মানবজাতির সার্বিক অগ্রগতির পথে লিঙ্গজনিত বৈষম্যকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত ক'রে বলা হয় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণই নারীদের ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার প্রধান হাতিয়ার। এমনকি একুশ শতকে নারীর উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে ২০০১ সালকে 'নারীর ক্ষমতায়নের বর্ষ' বলে ঘোষণা করা হয়।[৩] কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কি সমগ্র বিশ্বে নারীরা তাঁদের সমানাধিকার ও সামাজিক মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে?

ভারতবর্ষে উনিশ শতকের শেষ দিকে পণ্ডিতা রমাবাঈ ও তারাবাঈ সিন্দে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম শরিফা হামিদ আলি, সাবিত্রী বাঈ প্রমুখ নারীশিক্ষা ও নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। সরোজিনী নাইডু ১৯১৭ সালে ভারতের নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখ-শান্তির দাবিতে ভারত সরকারের কাছে একটা 'দাবিপত্র' পেশ করেন এবং মহিলাদের স্বায়ত্ত শাসনের নির্বাচনে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেন। তবে এই নারী মুক্তি আন্দোলনে কেবল মহিলারাই নয়, বহু উদারচেতা ব্যক্তিও শামিল হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ধন্দ কেশব কার্ভে প্রমুখের নাম উল্লেখের দাবি রাখে।[৪] রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার—যেমন সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কুলীন বিবাহ ইত্যাদি অমানবিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। বস্তুত তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। এর পাশাপাশি তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরও নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। বস্তুত তাঁরই প্রচেষ্টায় সরকার ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'Age of Consent Bill' পাশ করে। যার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়।[৫] ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী নারীর সামাজিক অধিকার ও নারীশিক্ষার বিষয়টি তুলে ধরে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব তত্ত্ববোধিনী সভা ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ, গোবিন্দ রাণাডে ও ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠিত প্রার্থনাসমাজ নারী শিক্ষার প্রসার, নারীদের সামাজিক ও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলে। ধন্ধ কেশব কার্ভে নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রের পুনেতে ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬ খ্রি.) গড়ে তোলেন।[৬] অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ তাঁদের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। এঁরা কেউই প্রথাগত সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তাই একজন প্রথাগত সমাজ সংস্কারকের ন্যায় এঁরা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে নারীমুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেননি, কিন্তু নারীদের সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখিয়ে নারী মুক্তির সপক্ষে এক শক্তিশালী জনমত গঠনে তাঁরা যে অবদান রেখে গেছেন তা অনস্বীকার্য।

সুতরাং ভারবর্ষেও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের উপর শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটানোর জন্য বেশ কিছু আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। এমনকি ভারতীয় সংবিধানেও নারীর মৌলিক বা মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (Fundametnal Rights) ১৪, ১৫ ও ১৬ নং ধারা অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) নারীপুরুষ নিরপেক্ষভাবে সাম্য, স্বাধীনতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া নারী পুরুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পাঁচের দশক থেকে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় আইনও প্রণীত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন (Hindu Marriage Act, 1955), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act, 1956), পণপ্রথা বিরোধী আইন (Dowry Prohibition Act, 1966), পারিবারিক হিংসা বিরোধী আইন (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি ১৯২৯ সালেই নাবালিকা বিবাহ রোধে Child Marriage Restraint Act, 1929 প্রণীত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়ে নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর করা হয়।

কিন্তু নারীদের নিয়ে এত লেখালেখি, আলোচনা, প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক স্তরে মহাসম্মেলন এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে সম্মান জানিয়ে এতগুলি আইন প্রণয়ন ও মহিলা কমিশন গঠন সত্ত্বেও একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে ভারতীয় নারী কী তাদের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে পেরেছে? আজও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বত্র নারীরা লাঞ্ছিত এবং অবহেলিত। দুঃখের বিষয় শিশুকন্যার ভ্রূণ হত্যা থেকে শুরু করে, নাবালিকা বিবাহ, পণপ্রথা, নারী নিগ্রহ, ঘরে বাইরে নারী নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধর্ষণ বর্তমানকালের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের ঘটনা যেন প্রতিদিনকার সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে এসে পড়েছে। ঘরে বাইরে সর্বদা মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইদানীং সারা দেশে প্রতিদিন ৫৩ টিরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ২০০৯ সালে দেশে ২১,৩৯৭ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন— যা আগের বছরের থেকে ৩ শতাংশ বেশি। আর ২০১০ সালে প্রতি তিন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়েছেন। এই পরিসংখ্যান দেখলে উপলব্ধি করা যাবে এদেশে মেয়েরা কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে সময় অতিবাহিত করছে। যদিও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সরকারি রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত এই পরিসংখ্যান প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা অনেক কম। কারণ বেশিরভাগ ঘটনাই নানা কারণে নথিভুক্ত হয় না। তবে কেবল সাধারণ যুবতী নয় নাবালিকা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়া এমনকি বৃদ্ধারাও মানুষের বিকৃত লালসার শিকার হচ্ছে। ৭ই জুন ২০১৩ কামদুনি কাণ্ড, ১৬ ই ডিসেম্বর ২০১২ দিল্লিতে প্যারামেডিক্যেল ছাত্রী নির্ভয়ার উপর পাশবিক অত্যাচার, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ পার্কস্ট্রিট কাণ্ড, বেলুড়, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, মেদিনীপুরের ঘাটাল, মুর্শিদাবাদের রাণীতলা, খোরজুনা, রানাঘাটে মিশনারী প্রৌঢ়ার উপর আক্রমণ এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পাঁচ-ছয় বছরের শিশুরাও এই নৃশংস অত্যাচার থেকে বাদ যায় না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০১ সালে ভারতে মোট শিশু নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছিল ২২৫৬টি, আর ২০০৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৭৪৯টি। ২০১০ সালে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে ৫৪৮৪টি শিশুকে। আর ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ১৪০৮ টি শিশুর। মুম্বাই-এর নার্সারিতে পাঠরতা তিন বছরের শিশু ও রাজধানী দিল্লির বুকে সাত বছরের বালিকাকেও ধর্ষিত হতে হয়।[৭] হেস্টিংস-এ আড়াই বছরের শিশু বিকৃতকাম ও যৌন লালসার শিকারে প্রাণ হারান। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, এই ব্যুরোর সমীক্ষা অনুসারে এদেশে ৫০ শতাংশ শিশুই আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা নিগৃহীত হয়।

এর পাশাপাশি পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, বাল্য বিবাহ[৮], স্বামীর বহুগামিতা, বহু বিবাহ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ, ডাইনি সন্দেহে হত্যা,[৯] নারী পাচার, কারণে অকারণে মুসলিম মেয়েদের তালাক ইত্যাদি নানাভাবে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেব অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৪০ লক্ষ নাবালিকা গর্ভবতী হয়।[১০] এমনকি এটা ভাবলে আরো অবাক হতে হয় যে একুশ শতকে দাঁড়িয়েও নিঃসন্তান হওয়ার জন্য অথবা পুত্রহীন হওয়ার জন্য নারীকেই দায়ী করা হয়, কিন্তু পিতার অক্ষমতার কথা বিশেষ বিবেচনা করা হয় না। পর পর একাধিক কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার 'অপরাধে' আজও সদাসর্বদা বধূহত্যার ঘটনা ঘটছে। অথচ বিজ্ঞানের সৌজন্যে জানা গেছে কন্যার জন্মের জন্য একমাত্র পুরুষ ক্রোমোজোমই দায়ী, স্ত্রী ক্রোমোজোম কোনোভাবেই দায়ী থাকে না। তা সত্ত্বেও এখনও কোথাও কোথাও বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পুত্রের জন্মের আশায় আইনের নির্দেশকে ফাঁকি দিয়ে পুরুষ আবার বিয়ে করে অথবা পুত্রহীনা স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামীর পুনরায় বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক করা হয়। এমনকি অতি সম্প্রতি কালো স্ত্রীর কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র থানার মিশ্রপুকুর গ্রামে ২২ বছরের এক মহিলাকে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছে।[১১] এর থেকেই অনুমান করা যায় আজ আমাদের দেশের মেয়েরা কতখানি 'স্বাধীন'।

এর পাশাপাশি বধূ নির্যাতন ও হত্যার অন্যতম কারণ হিসাবে বরপণ ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। প্রধানত বরপণের কারণেই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার কাছে, বিশেষত দরিদ্র পরিবারে কন্যা একটি বোঝা স্বরূপ। অনেক অলঙ্কারাদি, দ্রব্য সামগ্রী এবং অর্থের সঙ্গে সারাজীবনের জন্য কন্যাকে অন্যের পরিবারে পাঠিয়ে দিয়ে তবেই এই বোঝা থেকে ভারমুক্ত হওয়া যায়। এমনকি অনেকক্ষেত্রে ধার-দেনা করে বরপণের টাকা বিবাহের পূর্বেই পরিশোধ করলেও উত্তরোত্তর তাদের চাহিদা বাড়তেই থাকে, ফলে নববধূর উপর চলতে থাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন; যার শেষ পরিণতি হয় বধূহত্যা বা আত্মহত্যা। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার দিন হয়তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে, বিষ খাইয়ে কিংবা গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিষ্পাপ নারী হত্যার ঘটনা বিরল নয়।[১২] ২০১৩ সালে হরিয়ানার সোনপেটে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন দুই সন্তানের মা গৃহবধূ গীতাঞ্জলি। আদালতে দাখিল করা চার্জশিটে সিবিআই দাবি করে, নগদ ৫১ লাখ টাকা, ১০১ স্বর্ণমুদ্রা, দু'টি লাক্সারি গাড়ি পাওয়ার পরেও, আরও যৌতুকের জন্য গীতাঞ্জলির উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক।[১৩] ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দফতরের সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী এখন ভারতে বরপণজনিত কারণে প্রতি দেড় ঘণ্টায় একটি করে নারীর মৃত্যু হয়। ২০০০ সালে

যেখানে পণজনিত কারণে বধূ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৯৯৫, সেখানে ২০১০ সালে তা বেড়ে হয় ৮৩৯১ জন। এই বরপণ একজন নারীর জীবনে কীভাবে অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয় তা রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে তাঁর 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার অকালমৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মেয়েরা আজও পরিবারের দায় এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই বরপণ দিয়ে বরকে কিনে আনতে হয়।

ভারতবর্ষে নারীদের অসহনীয় লাঞ্ছনা ও দুর্বিষহ যন্ত্রণার জন্য বহুবিবাহপ্রথা ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনাও অনেকাংশে দায়ী। দুঃখের হলেও সত্যি ভারতবর্ষের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক আইন থাকার ফলে মুসলিম আইনে চারটি পর্যন্ত বিয়ে আইনসিদ্ধ। এর বিষাক্ত ফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে গরীব অশিক্ষিত পরিবারগুলিতে প্রায়শই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহের সংখ্যাধিক্য। অথচ কোরানের নির্দেশ "তোমরা যদি তাদের সকলের সঙ্গে সমভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ করতে না পার, তবে তোমরা একটি মাত্র বিবাহ করবে।"[১৪] এখানে ন্যায় বিচার (আদল) বলতে শুধু আহার, বাসস্থান, বস্ত্র ও অন্যান্য পারিবারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সমান আচরণ বোঝায় না, পরন্তু প্রেম, প্রীতি ও সমীহের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সমান আচরণ বোঝায়, কার্যত কোরানের নির্দেশে বহুবিবাহ যথার্থই নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনরায় বিবাহের ফলে পূর্বেই স্ত্রীকে পরিত্যক্ত হতে হয়। টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে গত কয়েক বছরে গড়ে এদেশে স্বামী পরিত্যক্ত বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলারা সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার থেকে ৮ হাজারেরও অধিক।[১৫] সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে এই সমস্ত স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের পড়তে হয় চরম দুরবস্থার মধ্যে। তালাক প্রাপ্ত ও স্বামী পরিত্যক্তা এই সমস্ত নির্যাতিতা নারীরা দিশেহারা হয়ে কাজের সন্ধানে গিয়ে হারিয়ে যায়। তাদের আশ্রয় হয় পতিতাপল্লীতে। অভাবের তাড়নায় কেউ কেউ রাত্রের অন্ধকারে নিজেকে বিক্রি করে সন্তানদের মুখে একটু খাবার তুলে দেয়। এছাড়াও কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কাজের লোভ দেখিয়ে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দিতেও পিছুপা হয়না। যাদের স্থান হয় কোনও এক রেড লাইট এরিয়ায়।[১৬] সুতরাং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমাদের দেশের মেয়েরা আজও কতটা নিরুপায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথাপি নারীর এই প্রায়ান্ধকার জীবনেও ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে আলোর দিশা। নারীশিক্ষার ক্রমবিস্তার, নারীর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি এবং বিভিন্ন অর্থকরী পেশায় নারীর প্রবেশ বাইরের জগতের সাথে নারীর পরিচয় ঘটিয়ে ক্রমশ

তাকে করে তুলছে সপ্রতিভ ও ব্যক্তিত্বময়ী। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার অর্জন করে চলেছেন। শুধু দেশের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এমনকি অচিনকূলের মহাকাশেও তারা পাড়ি দিচ্ছেন। তবে আমাদের দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার নিরিখে এই অগ্রগতির অনুপাত আর কতটুকু?

দেশের বহুল উন্নয়ন এবং কন্যার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও বেশিরভাগ পরিবারেই কন্যা আজও লাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এখন মাতৃগর্ভেই পুত্র-কন্যার মধ্যে বৈষম্যটি ধরা পড়ে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ সহজ হওয়ার ফলে নারীকে তার জন্ম নেবার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে বহুক্ষেত্রে। বর্তমানে আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ হলেও এখানে আইন এতটাই অসহায় যে কন্যা ভ্রূণহত্যার জন্য দলে দলে দম্পতি থাইল্যান্ডে চলে যাচ্ছেন, যেখানে লিঙ্গ নির্ণয় ও ভ্রূণহত্যা আইনত নিষিদ্ধ নয়।[১৭] ২০১৫-র এপ্রিলে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী মানেকা গান্ধী জানান, দেশে প্রতিদিন ২০০০ কন্যাসন্তান মাতৃজঠরেই খুন হয়।[১৮] এই অনাহূত অবাঞ্ছিত কন্যার জন্ম হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে তার শৈশবও হয় উপেক্ষিত। অধিকাংশ পরিবারে পুত্র যে যত্ন-পরিচর্যা ও শিক্ষা পায়, কন্যা তা পায় না। কন্যাকে তার বিবাহিত জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্মাণ করা হয়। খাদ্য, পুষ্টি এবং চিকিৎসার ব্যাপারে কন্যারাই থাকে বেশি অবহেলিত। পারিবারিক কোনো আর্থিক সংকটের সময় বালিকাদের খাদ্যেই বেশি টান পড়ে। ফলে ০-৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর তালিকায় বালিকাদেরই থাকে সংখ্যাধিক্য। ২০১১ সালে প্রকাশিত United Nations-এর Department of Economic and Social Affairs কর্তৃক পৃথিবীর ১৫০টি দেশের ৪০ বছরের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ শতকে ভারতে ১-৫ বছর বয়সের বালিকা এবং বালকের মৃত্যুর অনুপাত ছিল ১০০: ৫৬। ভারতের সেন্সাস রিপোর্টেও বালিকার মৃত্যুর অধিক হার প্রতিফলিত হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ০-৬ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার অনুপাত অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরিসংখ্যান বলে, ১৯৯১ সালে এই লিঙ্গ অনুপাত ছিল ১০০০:৯৪৫। ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৯২৭ এবং ২০১১ সালের সেন্সাসের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী এই অনুপাত ৯১৪। অর্থাৎ ১৯৯১ থেকে ২০১১ এই দুই দশকে ১০০০ বালক প্রতি বালিকার সংখ্যা ৯৪৫ থেকে কমে এখন হয়েছে ৯১৪। আর এই অনুপাত নেমে যাবার ফলে লিঙ্গবৈষম্যের চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠছে। ব্যাহত হচ্ছে নারীপুরুষের ভারসাম্য। সাধারণ নিয়মকে পাশ কাটিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের যেসব কন্যারা শৈশব থেকেই আদর যত্ন ভালোবাসা এবং প্রথাগত ও বিশেষত অ-প্রথাগত শিক্ষা পেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের সংখ্যাটা আজও সীমিত। ভারত

সরকারের Report of the Committee on the Status of Women (December 1974) থেকে জানা যায় 'Only a few thousand girls, mostly belonging to urban upper and middle class families, entered the formal system of education between 1850 and 1870.'[১৯] এমনকি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত পরিবারে বহু বালিকা ও কিশোরী স্কুলের গণ্ডিটুকুও অতিক্রম করতে ব্যর্থ হচ্ছে নানা কারণে। ফলে গত এক দশকে নারী শিক্ষার গড় হার ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নারীদের ৩৫ শতাংশ আজও নিরক্ষর।

ভারতের মতো শ্রেণি, বর্ণ ও ধর্মের সূত্রে বহুধাবিভক্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের অধীন, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনেকাংশে বিপন্ন। সে কখনো পিতার অধীন, কখনো স্বামীর, কখনো বা পুত্রের অধীন।[২০] নারীর আত্মশক্তি বিকাশের জন্য, তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থানের জন্য প্রয়োজন ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন হল এমন স্থানে অবস্থান করা যেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া সম্ভব। এই অর্থে সাধারণ নারীর পারিবারিক, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুদূরপরাহত। শুধু তাই নয় একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে নারী আজও সর্বত্র বিপন্ন, বিপর্যস্ত। ব্যতিক্রমী কিছু অল্প সংখ্যক নারীই কেবল এই নিয়মের বাইরে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই বর্তমান শতকের প্রথম দশকটি শুরু হওয়ার বছরটিকে অর্থাৎ ২০০১ সালকে নারীর 'ক্ষমতায়ন বর্ষ' ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রথম দশকটি অতিক্রম করে দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করেও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ ঘটেনি। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং পুরুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে আসার প্রাথমিক শর্তটি হল নারীর আত্মানুভূতি, আত্মচেতনা জাগ্রত হওয়া। এই প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল তার 'The Subjection of Women' (1869) গ্রন্থে বলেছেন—'My object to prove that the legal Subjection of women to men is wrong and should give way to perfect equality'. অর্থাৎ আইনত নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখা ভুল ও অন্যায় এবং নারী-পুরুষের সর্বস্তরে সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়।[২১] বর্তমানে নারী তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে অনেকাংশে সচেতন হয়েছে, এমনকি পুরুষের সাথে তুলনা করে তারা আজ পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের বাস্তব অবস্থানটিকে কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছেন। তবে নারীর সামগ্রিক উন্নতির জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে যে নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করতে হবে। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা এটাকেই তাদের ভবিতব্য বলে মনে করে নির্বিচারে সমস্ত অত্যাচার ও শোষণ মুখ বুজে সহ্য করে চলে। এই ধরনের চিন্তাভাবনার বেড়াজাল ছিন্ন করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে

হবে। তাহলেই তাদের প্রকৃত মুক্তিলাভ সম্ভব, অন্যথা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যাঁতাকলে পড়ে তাদের নিষ্পেষিত হতে হবে।

সূত্রনির্দেশ

১. রাধাকৃষ্ণ দে, 'মানবীবিদ্যা : উদ্ভব-প্রেক্ষাপট', প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, জুন ২০০৮, পৃ. ৩২।

২. https://www.internationalwomensday.com/About&grqid. Derived on 10th November, 2017.

৩. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে : অন্ধকারে আলোর দিশা*, কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১২, পৃ. ৯।

৪. সঙ্ঘমিত্রা রায় মুখার্জী, 'নারীবাদী আন্দোলন', প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, জুন ২০০৮, পৃ. ৮৩।

৫. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঊনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।

৬. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dhondo_Keshav_karve.Derived on 10th November 2017.

৭. The Times of India, Calcutta, 8 February 2011.

৮. ২০১১-র জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে ৩.৭ শতাংশ মহিলার আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

৯. ২০১৬-র ৭ই আগস্ট মাকরাতে কাড়খণ্ডের কাঞ্জিয়া মারাহেতলা গ্রামে ডাইনি সন্দেহে একসঙ্গে পাঁচ মহিলাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই একবিংশ শতাব্দীতেও এভাবে ডাইনি অপবাদে খুন করা হয়। এর বেশিরভাগই মহিলা।

১০. সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা, ৮ ই মার্চ ২০১৫।

১১. সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা, ৭ ই জুন ২০১৫।

১২. ১৯৮৬ সালে রাজস্থানের রূপ কানোয়ার গ্রামে সতীদাহের ঘটনা ঘটে। দ্রষ্টব্য : এস.সি.দুবে, *ভারতীয় সমাজ*, (অনুবাদ: রজত রায়), কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, পৃ. ১০২।

১৩. সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ২০১৭।

১৪. Sir Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam : The Life and Teachings of Mohammed*, Calcutta, S.K.Lahiri & Co., 1902, p. 65.

১৫. *The Times of India*, calcutta, 13th January 2010.

১৬. মৃণালকান্তি দত্ত, *যৌনকর্মীদের জীবনসত্য*, কলকাতা-৬, দুর্বার প্রকাশনী,২০১১, পৃ. ১৭-২২।

১৭. The Times of India, Calcutta, 27th December, 2010.

১৮. সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা, ২৪শে এপ্রিল ২০১৭।

১৯. Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, Government of India, Department of Social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, December 1974, p. 238.

২০. মনু সংহিতা অনুযায়ী "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" অর্থাৎ কুমারী মেয়ের রক্ষা কর্তা পিতা, যৌবনকালে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রেরা—নারীর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

২১. সমীর কুমার শাহ, শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী (সম্পা.), *ইতিহাস চর্চা সাম্প্রতিক প্রবণতা*, মহিষাদল রাজ কলেজের ইতিহাস বিভাগ, ২০১১।

লেখক পরিচিতি

১. ড. প্রভাতকুমার সাহা
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রামসদয় কলেজ, আমতা, হাওড়া

২. ড. মোঃ আসিফ জামাল লস্কর
অধ্যাপক, মৌলনা আজাদ কলেজ, কলকাতা

৩. মানস কুমার দাস
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ

৪. অনুপ পত্রো
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কাটোয়া কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

৫. তন্ময় রায়
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৬. ড. মহীতোষ গায়েন
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা

৭. ড. বিমল কুমার মণ্ডল
সহকারী শিক্ষক, উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়, নিমতা, কলকাতা

৮. ড. প্রশান্ত মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

৯. অসিত কুমার কর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী নগর ডে কলেজ, কলকাতা

১০. সোমনাথ মণ্ডল
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১১. বিভাস বিশ্বাস
প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট গবেষক, সিংজোল অমলেন্দু বিদ্যাপীঠ, সিংজোল, উত্তর ২৪ পরগণা

১২. সঞ্জয় ঢালী
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচলা মহাবিদ্যালয়, হাওড়া

১৩. পলাশ মণ্ডল
এম.ফিল. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১৪. অর্ঘ্য বসু
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১৫. সোহরাব মণ্ডল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রভাত কলেজ, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

১৬. আলোকপর্ণা বসু
গবেষক, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

CONSTITUTION, GOVERNMENT & PROBLEMS OF GOVERNANCE IN SOUTH ASIA

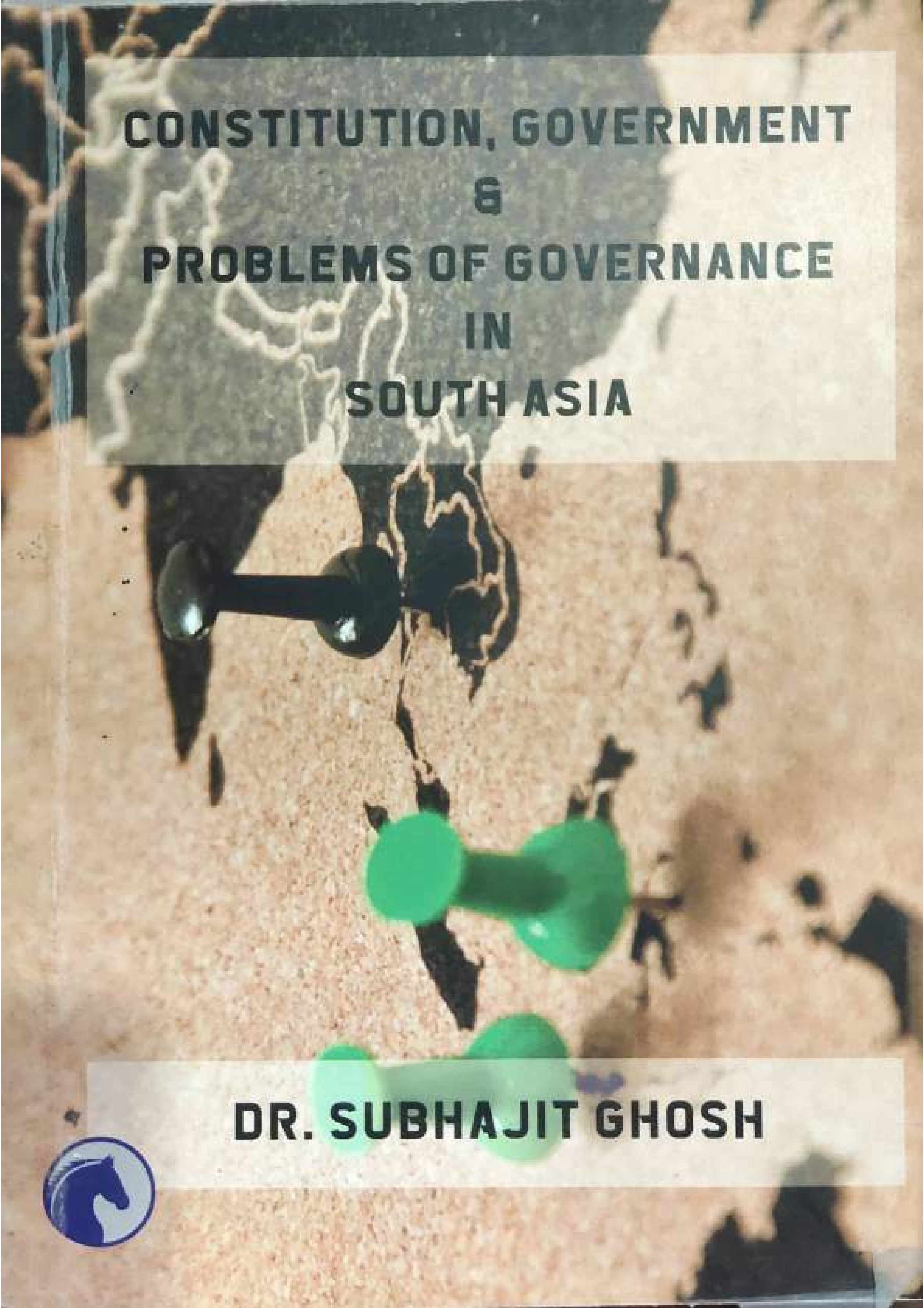

DR. SUBHAJIT GHOSH

BLUE ROAN PUBLISHING

An independent Publishing Firm
Blue Roan Publishing House LLP
Chandranagar, Paldi,
Ahmedabad, Gujarat – 380 007

All rights reserved

Book Cover Design © Copyright by
Blue Roan Publishing House
First Edition, 2019 © Copyright by Dr. Subhajit Ghosh
No part of this publication may be reproduced, transmitted, or stored in a retrieval system, in any form or by any means, without permission in writing from the Author. For permission, suggestions or reviews contact: subhabehala99@gmail.com

ISBN: 978-81-945161-0-1

Disclaimer: The opinions expressed in our published works are those of the author(s) and do not reflect the opinions of Blue Roan Publishing House. The authors of this book shall be solely held responsible for piracy or plagiarism related issues, originality of article and authenticity of information if it arises or any other issue related to the content of the article.

Content

	Preface	IV
	Abbreviation	VII
1.	**Role of CBI in India : Partiality supersedes Neutrality** *- Shiladitya Chakraborty*	1-11
2.	**Mapping South Asian Democracy: Highlighting India's Position** *- Krishna Roy*	12-24
3.	**Findings on Institutional Governance in Pakistan: Reality and Hope** *- Subhadip Mukherjee*	25-35
4.	**Constitution, Government and Problems of Governance in Nepal : A Perspective** *- Arup Sen*	36-50
5.	**Politics, Administration and Islam in Democratic Bangladesh** *- Siddhartha Dasgupta*	51-69
6.	**State, Politics, and Governance in Post-colonial Sri Lanka** *-Arnav Debnath*	70-85
7.	**Governance in Maldives: Problems and Prospects in the Twenty-first Century** *-Subhajit Ghosh*	86-98
	List of Contributors	99

6

STATE, POLITICS, AND GOVERNANCE IN POST-COLONIAL SRI LANKA

Arnav Debnath

Introduction

The tropical island country of 'Democratic Socialist Republic of Sri Lanka' has a prepossessing history in terms of politics that makes it distinct from any other country in the South Asia. The state of Sri Lanka, known as 'Ceylon' under the British colonial rule, became independent through the process of negotiation with the colonizers, and the transfer of power held through the 'Ceylon Independence Act, 1947'. **(Ross &Savada 1990:40)**Sri Lanka, the state that had achieved its liberation through peaceful process, unlike neighboring states of India and Pakistan, that was able to attain universal adult franchise under the British rule long before its freedom in 1931, so 'by the time of independence it had a well-functioning democratic system in place'**(Kelegama 2000:1477)**, that had 'most extensive and respected education systems among developing countries' of this region and that was once 'considered as a model of democracy in the Third World' in the early decades, seemed to have been decayed in the latter part of its journey. Almost three and a half decades after its independence and, even thereafter, the state had been clouded around by crises one after another that tend to raise questions about its capability to run the nation in a manner a democratic state is supposed to do in the post-colonial phase or, neo-liberal age of globalization as well. Why, then, it functions improperly in terms of the crises it had? Or, to be precise, what makes it function in that way? The answer is difficult to be found for there might be several points of views, debates and socio-economic, political and cultural reasons behind it. But, a close perusal to the problem would lead one to one of the most convincing answer to it, that is, the problem of governance attached to the state itself. The governments, the 'physical entity' that had been in the power in Sri Lanka lacked implementation of 'rules-in-use', i.e. principles of governance, in order to cope with the crises they had faced individually or in tandem.

A Brief Political History of Sri Lanka as Context of Politics

The political history of Sri Lanka since its independence in 1948 has been marked by convolution. The history of the post-colonial Sri Lanka can be divided into two broad phases: (1) from 1948 to 1978, and (2) after 1978 (until recently). In the first phase, after the British granted independence to the people of Sri Lanka, United National Party, led by the D.S. Senanayake won the election, 'opposed only by a collection of small leftist parties'. 'On February 4, 1948, when new constitution went into effect (making Sri Lanka a dominion), the UNP embarked on a ten-year period rule.' **(Ross &Savada 1990:41)** In 1956, UNP was defeated by S.W.R.D. Bandaranaike's Sri Lanka Freedom Party that had made alliance with the other Sihala-dominated parties in a general election. 'The 1956 election is a landmark not only in Lankan history, but in the history of post-colonial states. A free democratic election removed a government that had been handed power by the colonial ruler'. **(Peebles 2006:106)**It was a political victory based upon the strength of Sihalese votes only. S.W.R.D. Bandaranaike's decision to enact "Sinhala Only" bill having privations for the use of Tamil and English as a result created much political

মন্থন

প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা

ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক পার্থ দাস

Manthan
All articles Edited by Dr. Achintakumar Ganguli
& Prof. Partha Das

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা মার্চ ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সঞ্চিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও রাখী দাস সেন।

প্রকাশক ঃ
কল্যাণকুমার দাস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,(৭৪২১০২) পঃবঃ।
আলাপনী ঃ ৯৪৭৪০৪১১৩০

অক্ষর বিন্যাস ঃ
শিল্পনগরী, বহরমপুর (পঃবঃ)

মুদ্রক ঃ
শিল্পনগরী প্রিন্টার্স,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)

প্রচ্ছদ ঃ
সমীর দাস

ISBN : 978-93-84487-26-3

মূল্য - ₹ ২০০ টাকা

বিষয়-সূচি

১. সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা/ ড. স্নেহলতা দাস /১১

২. বাংলা গদ্য ও ভাষাশৈলীঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ/
ড. অচিন্ত্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়/১৭

৩. বাংলা নাটকের পদসঞ্চালনঃ একটি নিবিড় পরিক্রমণ/পার্থ দাস /২৪

৪. 'সাধু এবং সজ্জন'ঃ নব পর্যালোচনা/ পার্থ দাস /২৮

৫. বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ঃ উনিশ শতক/ ড. রণবীর নাথ /৩২

৬. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলঃ বাস্তবতার আলোকে / ড.বিমলচন্দ্র বণিক /৩২

৭. বাংলা শিশু সাহিত্য ও অবনীন্দ্রনাথ / প্রসেনজিৎ দে /৪৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ ঃ অন্য ভাবনা / অর্ণব দেবনাথ/৫১

৯. বাংলা লোককথার গর্ভে দ্বান্দ্বিক জীবন অন্বেষণ / তরুণ সামুই/৬৫

১০. প্রশাসক রবীন্দ্রনাথ / ড. মোসা. সৈয়দা নাফিসা ইসলাম/৭১

১১. স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য / সাকিলা বিশ্বাস/৮৯

১২. Multiple Voices in Tagore's short stories/
Atanu Ghosh / ৯৪

১৩. The Inner Transformation : The Pivot of Indian Classical Music : With Reference to 'Dasyu Kenaramer Pala (The Ballad of Kenaram The Robber chief) by Chandravati Devi /
Somnath Chakraborti/ ১০১

রবীন্দ্রনাথ, জাতীয়তাবাদ এবং অন্য একটি ভাবনা

অর্ণব দেবনাথ

একটি একটি করে তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো। (১)

No more arresting emblembs for the modern culture of nationalism exist than cenotaphs and tombs of Unknown Soldiers.(২)

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন জাতীয়তাবাদের বিরোধী এবং জাতীয়বাদীদের বিরুদ্ধে স্বদেশী ও আর্ন্তজাতিক। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ডিসেন্টার (Dissenter)। তাঁর জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা আবেগমূলক ছিল না, বরং তার ভিত্তি ছিল বিশ্বসংসার, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর সচেতন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা ছিল যুক্তিশীল যা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর এই বিশ্বাস আর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অর্থাৎ, গত শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী শাসনের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সমাজ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে জাতীয়তাবাদকে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, নির্দিষ্ট করে বললে—কেন্দ্র করে যে চর্চা, ভাবনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে একদিকে পক্ষ ছিল, আর অন্য দিকে বিপক্ষ ছিল। পক্ষঃ স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের জাতীয়তাবাদকে নির্দিষ্ট করে বললে-কেন্দ্র করে যে চর্চা,ভাবনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে একদিকে পক্ষ ছিল, আর অন্যদিকে বিপক্ষ ছিল। পক্ষঃ স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তক ও রাজনৈতিক মুখ্যত জাতীয় কংগ্রেসের নের্তৃবর্গ; আর বিপক্ষ ঃ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পরাধীন ভারতে সূচনা ঘটে 'Nationalism Proper'-এর। ভারতে জাতীয়তাবাদের এই প্রাথমিক ধারা পরবর্তী দুই দশক সক্রিয় ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসাবেএর কর্মসূচী ও প্রভাব ছিল অগুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Nationalism in India' শীর্ষক ভাষণে বলেছিলেন যে,

" ... there was a party known as the Indian Congress; it had

বাংলার ইতিহাস

সমাজ ও সংস্কৃতি

(অন্তর্শৃঙ্খলা সমন্বিত ষাণ্মাসিক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ)

সম্পাদনা

ড. মহীতোষ গায়েন
সমরকান্তি চক্রবর্তী
কৌশিক দত্ত

BANGALAR ITIHASH : SWMAJ O SANSKRITI

Edited By Mahitosh Gayen, Samar Kanti Chakrabartty, Kaushik Dutta

(অন্তর্শৃঙ্খলা সমন্বিত ষাণ্মাসিক বিশেষজ্ঞ শংসোধিত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ
২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদনা :
ড. মহীতোষ গায়েন, সিটি কলেজ, সমর কান্তি চক্রবর্ত্তী, অক্ষুরাম মেমোরিয়াল কলেজ,
কৌশিক দত্ত, শ্রী চৈতন্য কলেজ, হাবড়া

সম্পাদকমণ্ডলী

অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহ্‌মেদ, নর্থ-সাউথ ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা, সহ সভাপতি এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. সৈয়দ তনভীর নাসরিন, ডিরেক্টর- ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র, মালদ্বীপ, অধ্যাপক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. আনওয়ারুল করিম, প্রাক্তন উপাচার্য ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক অনিল সরকার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশক
রূপালী
সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য
সুভাষপল্লী, পো: খালিসানি, চন্দননগর ৭১২১৩৮
থেকে প্রকাশিত
প্রাপ্তিস্থান: ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮

অক্ষরবিন্যাস
এল.আর.ইনফোটেক
৫৮ শ্রীরামপুর রোড (নর্থ), গড়িয়া। কলকাতা- ৭০০ ০৮৪

মুদ্রণ
নিউ কালীমাতা প্রিন্টার্স
১৯এ/এইচ/২ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুদীপ্ত জানা

ISBN : 978-81-940094-5-0

মূল্য : ৪০০ টাকা

➤ স্বাধীনতা উত্তর মানভূমের লোকসাহিত্য
(লোকগান ও ঝুমুর)- অসীম কুমার মুখার্জী/১০১

ঘ শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস

➤ অভিব্যক্তি : রাঢ় বাংলার এক শিল্পচর্চা কেন্দ্র- সমর কান্তি চক্রবর্তী/১১২

➤ পুরুলিয়ার জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি ও জনজীবন-সন্তোষ মাহাত/১২৪

➤ বলাগড়ের ঐতিহ্যবাহী নৌশিল্পের ইতিহাস- উৎকলিকা সাহু/১৩৫

➤ ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলার বিবর্তন :
একটি সমীক্ষা- ড. টিকেন্দ্র নাথ সরকার/১৪৬

ঙ জীবনী ইতিহাস

➤ চারণকবি মুকুন্দদাস ও স্বদেশী যুগের বরিশাল- কৌশিক দত্ত/১৫৪

➤ ইতিহাসের আলোকে শ্রীচৈতন্যদেব- ড. অমল চন্দ্র সরকার/১৭৪

➤ 'লিভিংস্টোনের স্মৃতির অভিযান 'জীবনস্মৃতি'তে নিহিত রাজনীতি ও অথরের আত্মপরিচয়'- অর্ণব দেবনাথ/১৮২

➤ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু ভাবনায় দুই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব : শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল- পলাশ মণ্ডল/১৯১

➤ সাধক ধুলিয়া বাবার কথা ও কিংবদন্তী- চন্দন বর্মন/২০১

'লিভিংস্টোনের স্মৃতির অভিযান 'জীবনস্মৃতি'তে নিহিত রাজনীতি ও অথরের আত্মপরিচয়'

অর্ণব দেবনাথ*

(এক)

এই নিবন্ধটি একাধারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সাহিত্যে ও রাজনীতি বিষক। এর উদ্দেশ্য : রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক মাত্রাগুলির সন্ধান ও প্রকাশ। 'হিমালয়যাত্রা পর্বে' রবীন্দ্রনাথ খেদোক্তি করেছিলেন: 'দেখিবার জিনিস ঢের আছে কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না।'[১] অ্যারিস্টটলীয় প্রতীতির সমীপবর্তী এই রবীন্দ্র-মননকে অনুসরণ করে এই নিবন্ধের ভাবী পরিসরে অদৃশ্য অথচ স্থিত রাজনীতির অস্তিত্বকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। চুয়াল্লিশটি পর্ব ও দুইশো পঁচাত্তরটি পাদটীকা- সম্বলিত 'জীবনস্মৃতি' একটি আত্মজীবনী সদৃশ টেক্সট। স্মৃতির রঙিন সুতোয় 'ফ্যাক্ট' ও 'ফিকশন'-রে টানাপোড়ের বুনন। স্মৃতি শিল্পী রবীন্দ্রনাথ 'কথারম্ভ'-এ স্পষ্ট জোর দেন: 'আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে দ্বিধামাত্র করে না।'[২] স্মৃতির নাগরদোলায় অবিরাম ওঠা-নামায় 'জীবনস্মৃতি' হয়ে উঠেছে অনবদ্য বয়ান— ক্রোনোলজি ও রেট্রোস্পেকশনের এক লিপিবদ্ধ আয়তন। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিমাখা 'এপিসোডিক': স্থান, সময়, মুক্তি, আবেগ, জ্ঞানের সাপেক্ষে জমাটবদ্ধ অথচ পলকাটা প্রিজমের মতো। 'জীবনস্মৃতি'-এর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একইসঙ্গে 'ঐতিহাসিক অথর', 'ইমপ্লায়েড অথর' এবং স্বয়ং 'ন্যারেটর'। এটি একটি 'মনোলগ', একটি স্বতন্ত্র ভাষা-নির্মাণ যার শিরা-ধমনী জুড়ে রাজনীতির গথিক চলাচল।

---

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (স্টেজ II), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মন্থন

(প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনা -

ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক পার্থ দাস

শিল্প নগরী

Manthan

All articles Edited by Dr. Achintakumar Ganguli
& Prof. Partha Das

প্রথম প্রকাশ :
১লা মার্চ ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : সঞ্চিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও রাখী দাস সেন।

প্রকাশক :
কল্যাণকুমার দাস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,(৭৪২১০২) পঃবঃ।
আলাপনী : ৯৪৭৪০৪১১৩০

অক্ষর বিন্যাস :
শিল্পনগরী, বহরমপুর (পঃবঃ)

মুদ্রক :
শিল্পনগরী প্রিন্টার্স,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ (পঃবঃ)

প্রচ্ছদ :
সমীর দাস

ISBN : 978-93-84487-26-3

মূল্য - ₹ ২০০ টাকা

বিষয়-সূচি

১. সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনা/ ড. স্নেহলতা দাস /১১

২. বাংলা গদ্য ও ভাষাশৈলী ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ/
ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়/১৭

৩. বাংলা নাটকের পদসঞ্চালন ঃ একটি নিবিড় পরিক্রমণ/পার্থ দাস /২৪

৪. 'সাধু এবং সজ্জন' ঃ নব পর্যালোচনা/পার্থ দাস /২৮

৫. বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয় ঃ উনিশ শতক/ ড. রণবীর নাথ /৩২

৬. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ঃ বাস্তবতার আলোকে / ড.বিমলচন্দ্র বণিক /৩২

৭. বাংলা শিশু সাহিত্য ও অবনীন্দ্রনাথ / প্রসেনজিৎ দে /৪৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ ঃ অন্য ভাবনা / অর্ণব দেবনাথ/৫১

৯. বাংলা লোককথার গর্ভে দ্বান্দ্বিক জীবন অন্বেষণ / তরুণ সামুই/৬৫

১০. প্রশাসক রবীন্দ্রনাথ / ড. মোসা. সৈয়দা নাফিসা ইসলাম/৭১

১১. স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য / সাকিলা বিশ্বাস/৮৯

১২. Multiple Voices in Tagore's short stories/
Atanu Ghosh / ৯৪

১৩. The Inner Transformation : The Pivot of Indian Classical Music : With Reference to 'Dasyu Kenaramer Pala (The Ballad of Kenaram The Robber chief) by Chandravati Devi /
Somnath Chakraborti/ ১০১

বাংলা গদ্য ভাষাশৈলী ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালি মনন ও মানসিকতায় ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যে নতুন দিশার সূচনা হয়েছে তার উজ্জ্বল প্রভা যুক্তিও বুদ্ধি বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন পড়েছে, ঠিক তেমনি আবেগ ও জাতীয় জীবনের প্রকাভঙ্গিতে ক্লাসিক অভিজাত্যের পরিচয় দেন মধুসূদন। কথাসাহিত্য চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই ব্যক্তিত্বের রিশেল এনেছেন আঙ্গিক ও তার গদ্যের প্রয়োগরীতিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বিজাতীয় ভাষা চর্চার পরিধি থেকে তার সাহিত্য নির্মানকে শুরু করেন। কারণ মধুসূদনের মতো তিনিও তাঁর প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'Rajmohan's wife'[১] ইংরেজিতেই লেখেন। আবার উপন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সমাজ সম্পর্কিত প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প চেতনায় তার উৎসারন সঠিক মাত্রায় এসেছে। এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বস্তুরসিক মানুষের দৃষ্টি যেমন প্রয়োজন,তেমনি বাস্তব ঘেঁষা, দৈনন্দিনতার মেজাজ,সেই সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারীতার জোরাল সমাবেশ থাকা জরুরী। গদ্যভাষার উপযুক্ত বিকাশের আগে এই কথাসাহিত্যর বলিষ্ঠ রূপের পরিচয়কে আমরা পেতাম না।

উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা আঞ্চলিক উপভাষার লিখিত রূপ কেরী'র লেখা 'কথোপকথনে'[২] পাওয়া যায়। সেই ঐতিহ্য 'আলালের ঘরের দুলালে'র[৩] ও 'হুতুমী নক্সা'[৪] এর মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বোক্ত দুই ভাষাকেই রুচিদৃষ্টির কারণ হিসাবে দেখেছিলেন। সঙ্গত কারণেই বিজাতীয় ইংরাজী ও পূর্ববর্তীকালের সংস্কৃত শব্দনির্ভর বাক্যবন্ধ থেকে নিজস্ব রচনারীতিকে সরিয়ে আনার জন্য তিনি বাংলা গদ্যের নির্মান করেছেন প্রতি পদক্ষেপেই। সে যুগের টোল পণ্ডিতরা এই বাংলা গদ্যকে 'চণ্ডাল' বংশোদ্ভূত বলে ঘৃনায় প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। আবার বঙ্কিমী রচনাতে হাস্যরসাত্মক 'মুচিরাম গুড়'[৫] কিংবা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'[৬] তার উপলব্ধি ও দার্শনিক বিশ্লেষণ জটিল জীবন উপাখ্যান বলে স্বীকৃতি দিতে চান নি। কখনো বা এই রচনাকে বিদেশী অনুসরণ বলেও মুখ ফিরিয়ে নিতে কুণ্ঠিত হননি। যেকোন ভাষার কাঠামোকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য একটি প্রাণশক্তি সম্পন্ন ভাষার আশ্রয় নেওয়া জরুরী। বিদ্যাসাগরী গদ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার আদলে কাঠামো নির্মানের প্রয়াস দেখা যায়। মাণসিকতায় যতই বৈরিতা আসুক বিদ্যাসাগরীয় মডেলকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গদ্যে স্বীকার করেছেন। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে বিদ্যাসাগরের শব্দচয়ন ও বাগ্ প্রতিমা নির্মানের মধ্যে অনুপম ধ্বনিগত

সুষমা ও চিত্ররূপ রমনীয় যুগলবন্দীতে ক্লাসিক ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতগন্ধী দুরান্বয় সমাসবদ্ধ পদের সমাহারে গঠিত বাক্য বিন্যাস বঙ্কিমী গদ্যের একালের পাঠকমনে দুরত্ব তৈরি করে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তবু ক্ষেত্র বিশেষে নাটকীয় গুনের চমৎকার ব্যবহার পড়ার একমুখী গতিকেও টানটান অবস্থায় নিয়ে চলে। দুর্গেশনন্দিনী থেকে চন্দ্রশেখর পর্যন্ত উপন্যাসে, মননশীল তার্কিক রচনা 'বিবিধ প্রবন্ধে কিংবা লোকরহস্যের মতো কৌতুককর রচনার স্রষ্টা বঙ্কিমভুলে যাননি Standard of Laguage বা ভাষার মান্যতার স্তরটিকে।

রেনেসাঁ মূলত দুটি প্রান্তের নির্মানশক্তিকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। একদিকে পশ্চিমি আধুনিকতার জগৎ আর অন্যদিকে দেশজ সংস্কৃতির আঙিনায় বেড়ে ওঠা মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহার্য আচার-রীতি ও মুখের ভাষাকেও নিখুঁতভাবে লোকজীবন থেকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর লেখাতে। দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যেই লোকভাষার বিশেষ প্রয়োগ কুশলতা সচেতন পাঠকের চোখ এড়ায় না। আশমানি ও বিদ্যাদিগগজের ছদ্মপ্রণয় নির্মানের প্রয়াসে দেখা যায় উভয় লোকজীবন ভিত্তিক পরিসরে নিজেদের ভাবনা আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি বঙ্কিম রচনার একটি বড়গুণ চরিত্র ও ঘটনায় সংঘাতপূর্ণ পটভূমিকে নির্মান। এর প্রেক্ষিতে অনিবার্য ভাবে তাঁর এসেছে নির্মানরীতির মধ্যে নাটকীয়তার পরিমণ্ডল। বিচিত্র ভাষার প্রয়োগিক সাফল্য দৃশ্যসৃজনে নির্দ্বিধায় কৃতিত্বকে দাবি করতে পারে ঃ

> " ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা। অত সুরা ঢালিতেছ কেন? ঢাল ঢাল,আরো ঢাল বসন মধ্যে দূরিকা আছে তো? আছে বৈকি! তবে অত হাসিতেছ কিরূপে? কতুল খাঁ তোমার মুখপানে চাহিতেছে। ও কি? কটাক্ষ। ওকি আবার! কতুঁল খাঁ সাবধান। কঁতুল খাঁ কি করবে। যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে সুরাপাত্র দিতেছে। ও কি ধ্বনি। এ কে গায়? একি মানুষের গান, না সুররমনী গায়? বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গাহিতেছে।"

সমগ্র পটভূমিকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত বর্ণনাংশে মেলে ধরেছেন কাব্যবৈভব ভাষার সমুন্নতিকে। যেখানে সন্দেহও সংশয় অলংকারের বহুল ব্যবহার চিত্ররূপটির উৎকর্ষতাকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যভাষাতে এ জাতীয় সংলাপ বহু এসেছে। লোকপ্রচলিত ভাষাকে সেযুগের চাহিদা মত আপামর মানুষের মুখের উক্তি হিসেবে নিয়ে আসতেও সংকুচিত হন না বঙ্কিমচন্দ্র। যদিও একথা আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুসরণে 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র' অংশটিতে রুচিশীল বঙ্কিমচন্দ্র সভার একটি অংশে কিছু সাধারণ মানুষ মন্দ গালিগালাজ যুক্ত ভাষার ব্যবহার করছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেখান থেকে অতিসত্বর তাঁর কান চেপে প্রস্থান করেন। দুঃসাহসিক চলিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে আলালীও হুতুমী ভাষাকে বলে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠিত হননি। ভাষার মান্যকরনের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলেই শক্তিশালী ভিতের উপর উত্তরকালের এই বাংলাগদ্য নির্মিত হয়েছিল। যা হোক

তার লৌকিক মুখের বুলি লেখক নিয়ে আসেন সাধারণ জনতার ভাষায়। যেমন 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসটির সূচনা বাক্যটিতে চমৎকার লোকব্যবহার্য শব্দকে তুলে এনেছেন বঙ্কিম। তাই দেখা যায় ঃ

"ও পি — ও পিপি ও পোড়ামুখী, ও প্রফুল্ল।"

এখানে 'পোড়ামুখী' শব্দটি লোকজীবন বাহিত একটি অপরিহার্য শব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ প্রতীম নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর একাধিক নাটকে এই শ্রেণির ইতর নাগরিক বা গ্রামীন শব্দকে ব্যবহার করেন। কোন সন্দেহের অবকাশ নেই জনতার মুখে এই গোত্রের শব্দকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিলে তার গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চিন্তার বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে তাঁর কথাসাহিত্যে একে পরিহার করতে চাইলেও, সময়ান্তরে তার উপযোগিতা অনুভব করেন। কপালকুণ্ডলাতে লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র ঃ

'তোর নবকুমার কি আর বেঁচে আছে। তাকে ছিয়ালে খেয়েছে।' পূর্ববঙ্গীয় ঢঙে 'ছিয়াল' শব্দের উচ্চারণ একদিক থেকে ব্যাঙ্গক শব্দ হিসাবে উঠে এসেছে; সেই সঙ্গে আঞ্চলিক সোঁদা মাটির স্পর্শ তাতে লেগে রয়েছে। ভাবতে বিস্ময় জাগে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১২-১৩ বছর বয়সে লেখা ম্যাকবেসের অনুবাদে যথেচ্ছভাবে 'হতচ্ছাড়ী','ধাড়ী','মিনসে', 'মাগী' প্রভৃতি গ্রামীণ শব্দগুলিকে অনায়াসে ব্যবহার করলেও, পরবর্তীকালের পরিণত বয়সে তাঁর রচনার মধ্যে তাদের স্থান দিতে চাননি। বিশেষত ছোটগল্পদ্বয় 'দেনাপাওনা' ও ' রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতার' —মতো রচনায় প্রবাদ ও প্রচলিত ও গ্রামীন শব্দকে উপেক্ষা করে তার শুদ্ধ বাংলার বাক্‌রীতিতে তাদের পুনর্নির্মান করেন; দেখা যায় গ্রামীণ শব্দ 'ভাতারখাকি' কিংবা 'চোকখেদি' পরিবর্তিত হয়ে এলো ভার্তারপরমায়ুহন্ত্রী' বা 'চক্ষুখাদিকা'—এর মাধ্যমে নতুন রূপে। 'ছুচো মেরে হাতে গন্ধ' করার মতো প্রচলিত প্রবচনেও রুচিহীনতার ছাপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'দেনাপাওনা'তে তার ভাষা পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায় এই লোকপ্রবাদটিতে'— 'সামান্য জন্তু মারিয়া হাতে গন্ধ করিতে তিনি নারাজ।' হয়তো ভিক্টোরীয়ান মূল্যবোধের দৌলতে শব্দব্যবহারের শুচিতা (Puritan) রক্ষার দিকে বেশিমাত্রায় সংযমী হয়ে উঠেছিলেন। আর এ কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যে আটপৌরে চেহারা ধরা দেয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত গদ্যশৈলীর মধ্যে ঘরকান্নার ভাষাকে যথেষ্ট জোরালভাবে চিত্রিত হতে দেখি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হাস্যরসাত্মক লোকরহস্যের মতো গ্রন্থে 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনে স্বামীদের দুর্গতি নিয়ে নানা কথা বলেছেন। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' প্রবন্ধে বিবাহ সম্পর্কে দীর্ঘনখের অভিমতটি রীতিমতো আকর্ষনীয় ঃ

"প্রত্যেক মানুষই এক একটি প্রভু চায়। সকল মানুষ এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলে নিযুক্ত করে। একেই তারা বিবাহ বলে।" পক্ষান্তরে কপালকুণ্ডলার মুখঃনিসৃত বাক্যে উনিশশতকী নারী স্বাধীনতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য চোখে পড়ে ঃ

" যদি জানিতাম বিবাহ পুরুষের দাসত্ব, তাহা হইলে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

আবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দের প্রথম স্বামী তারাচরণ আধুনিক মনোভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন তার ভাবনাতে —

"তোমরা ইঁট, পাটকেলের পূজা ছাড়, মেয়েদেরলেখাপড়া শেখাও, পিঁজরায় পুরে রেখো না।"

পাশাপাশি ঐ বিষবৃক্ষ উপন্যাসের গদ্য চমৎকার মালোপমা অলংকার রূপে উঠে আসে —

"নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন, সূর্যমুখী কি আমার স্ত্রী?
সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে আমার স্ত্রী, সৌহার্দ্যে
ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করতে কুটুম্বিনী,
স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমাদে বন্ধু,
পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী।"

একই সঙ্গে তার্কিক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেয়; যখন বিষবৃক্ষ উপন্যাসে চরিত্রের ধারণায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় —

"শুনিয়াছি কলিকাতায় এক পণ্ডিত বিধবার বিবাহ দেন;
তিনি যদি পণ্ডিত হন, তাহা হইলে মুর্খ কে?

এখানেও কাকু বক্রোক্তির একটি নির্ভেজাল প্রয়োগ বাক্যের নিখুঁত বিন্যাসে প্রকাশ পায়।

একথা মনে রাখতে হবে যেকোন মহৎ সাহিত্য কর্মের মধ্যে কবিতার গঠনবিন্যাস সার্থক হয়ে প্রকাশ পায়। তাই আমরা দেখি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে হাল আমলের তারাশংকর, সুনীল, জয় গোস্বামী কিংবা শঙ্খ ঘোষ তাদের গদ্য লেখার মধ্যেও পদ্যের রঙ ফুটিয়ে তোলেন। স্মরণীয় যে, বঙ্কিম তাঁর কথাসাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে কাব্যময়তাকে গ্রহণ করেন। তার রচনা প্রকাশের সময় পশ্চিমী বায়রণ, কীটস, শেলি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের নানান ভাবনা ছাপ ফেলেছিল বাঙালির কাব্যকল্পনাতে। মহাকাব্যের যুগ অপসৃত হয়ে গীতিকবিতার সুরেলা ধ্বনিঝংকার তখন বাংলা কাব্যের উদ্যানে শোনা যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ধারাপথটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি। তার লেখা প্রথম জীবনে 'ললিত ও মানস' কাব্যগ্রন্থটি গীতিকবিতার সাক্ষ্য দেয়। এমনকি তাঁর লেখা উপন্যাসের বর্ণনাত্মক অংশে এ ধরণের কাব্যধর্মিতার পরিচয় দুর্লভ নয়। গদ্য রচনা করতে গিয়ে নায়ক ও নায়িকার রূপবর্ণনাতে প্রভূত পরিমাণে এই জাতীয় কাব্যকলার ব্যবহার তিনি আনেন। কপালকুণ্ডলার মধ্যে পাওয়া যায়; সেই বিখ্যাত গভীর উচ্চারণ -

'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

'সসাগরা পৃথিবীকে টলায়মান' বোধ হয় এই উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত পংক্তির মাধ্যমে নবকুমারের মনে। একালে প্রথিতযশা লেখক ও সমালোচক স্বয়ং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সমগ্র উপন্যাসটিকেই এক আদর্শ কাব্যনির্মান হিসাবেই দেখতে আগ্রহী।

পাশাপাশি দার্শনিক উপলব্ধি বঙ্কিমী রচনাতে কবিতার সত্যকে যেন উৎঘাটিত

করে দেয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'আমার মন' নিবন্ধটিতে এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যখন প্রাবন্ধিক বলেন —

'অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি পরার্থে জীবন বিসর্জন
ভিন্ন প্রকৃত স্থায়ী সুখ কোথাও নাই।'
তিন দশক পরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন
প্রায় সমকালে কবি কামিনী রায় তাই একই সুরেঃ

"মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ
যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে
যে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

কিংবা আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষাতে শুনতে পাই —
" আমার সকল গান তোমাকে লক্ষ্য করে।"

শিল্পী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বাঙালি লেখক কুল তাদের রচনাকে আত্মনেপদীতে পরিণত করতে চাননি। বৃহত্তর সমষ্টি ও সময়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই যত্নবান হতে চেয়েছেন।

মহত্তম শিল্পসৃষ্টির রসদ আসলে দুটি পন্থায় স্রষ্টার মনে জেগে ওঠে। আধুনিক ইউরোপের কাব্যগুরু টি.এস.এলিয়ট এই কাব্যসম্পদকে বিভাজন করে দেখাতে চান। প্রথমভাগে যার রয়েছে দেশজ সংস্কৃতি বাহিত সম্পদ আর দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় কবি কল্পনায় উদ্ভাসিত নিজস্ব উজ্জীবনী শক্তি। ফলে মহৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রটিতে দেশজ সংস্কৃতির নানান রূপকে প্রয়োগ করা হয়। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় কার্থ্যরীতি ও প্রকাশ গত বৈশিষ্ট্যকে পুরোমাত্রায় দূরে সরিয়ে রাখেননি। আলাপচারিতার ভাষা যেমন কত্যরীতি নির্ভর হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি তার নির্মানদক্ষতাও বেশ বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও ১৯৮২তে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন লেখকদের রচনার সঙ্গে বঙ্কিমী প্রভাবের তুলনা টানতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে তাদের সৃষ্টিশীলতার জগতে একজন দূরবর্তীর যাত্রী তা স্মরণ করেন। তবে আমাদের ধারণা স্বাধীনতা সমকালের সুবোধ ঘোষের মতো রচনাকার যে গভীরতায় রোমান্টিকতা মণ্ডিত আবেগ অতীত ঐতিহ্যকে বিবৃত করেন তাঁর 'ভারত প্রেমকথা'য় কিংবা সমরেশ বসুর 'সাম্ব' উপন্যাসেও এ ধরনের গদ্যরীতির কাঠামোকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

একই সঙ্গে স্মরণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস প্রীতি অদম্য ছিল। এই ইতিহাস প্রীতি পরবর্তীকালে স্বদেশপ্রীতির জন্ম দিয়েছিল। আর অতীত ইতিহাসের কাহিনিকে অবলম্বন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন গদ্যভাষার একটি স্বতন্ত্র মহিমাকে। যেভাষা অনেক বেশি কোমল পেলব ও রোমান্টিক আবেদনবাহী সংবেদনশীল মনের ভাষা। যথার্থ অর্থেই কাব্যের ঐশ্বর্যকে ধারণ করার পক্ষে এই ভাষা যথেষ্ট অনুকূল হয়েছে। তাই একদিকে প্রবন্ধের দুরূহ তত্ত্বচিন্তা, কমলাকান্তের দপ্তরের মতো রসপ্রসন্ন জীবনচেতনার

স্বতন্ত্র রম্যরচনার আকারে এসেছে, আবার অন্যদিকে উপন্যাসের কাহিনি ও জীবনের সমগ্রতাকে প্রতিভাত করে তুলবার আয়োজন সেখানে কম ছিল না। রমেশচন্দ্র দত্ত একদা ইতিহাসনির্ভর কাহিনি লিখবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাঁর লেখার ক্ষেত্রে পরামর্শ চাইতে গেলে বঙ্কিম তাঁকে জানান 'তোমরা শিক্ষিত যুবক, যা লিখিবে তাহাই বাংলার গদ্যকে সমৃদ্ধি দান করিবে।' সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটিকে অন্তঃকরণ থেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই তাঁর লেখায় সমন্বয় সাধন ঘটাতে কোনও ধরনের অন্তরায় আসে নি।

আধ্যাত্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেও স্বামী বিবেকানন্দ চিরকাল নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে সরল, সদাহাস্যময় রসপ্রসন্ন অভিব্যক্তিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তার ফলস্বরূপ বিবেকানন্দের গদ্যের প্রকাশ কলাও সরেস ও জীবনধর্মী শিল্পকলাকে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা রীতিকে ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণের গল্পকথনরীতি ও আন্তরিক বাক্যবিনিময় বিবেকানন্দকে নির্দ্বিধায় প্রভাবিত করেছে। স্বীকার্য যে আধ্যাত্মিক জগতের যাত্রী হয়ে স্বামীজি বিবরণের মধ্যে কোনও ধরনের দুষ্প্রগাম্ভীর্যকে বজায় রাখতে চাননি। জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির মতো ঈশ্বর মাহাত্ম্য কাহিনী বা উপদেশাত্মক বাণী রচনার সময় তিনি তৎসম,দুরাশ্রয়ী সমাসবদ্ধ পদ সহযোগে বাক্য বিন্যাসে উৎসাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ বাংলা গদ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা স্বামীজি চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশ করেন তা সংস্কৃত গন্ধী তৎসম শব্দকেও প্রয়োজনে ভেঙেচুরে ইচ্ছামতো প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ধর্মীয় প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে নিতান্ত সাদামাটা গদ্যকে পত্রাকারে ব্যক্ত করতেই স্বামীজি উৎসাহ দেখান। তাঁর লেখা মূলত চারটি প্রবন্ধ গ্রন্থ — 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' তাঁর মানসিক উৎকর্ষের পরিচয়কেই বহন করেছে। 'বর্তমান ভারত' ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনাংশকে বাদ দিলে সরল কথ্যরীতির আশ্রয়ে চলিত ভাষা হয়ে উঠেছে তার প্রধান প্রকাশভঙ্গির হাতিয়ার। নিছক শব্দগত প্রয়োগ কুশলতাই তিনি দেখাননি একই সঙ্গে যুক্ত করেছেন আঞ্চলিক ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের ইতর শব্দগুলিকে নিপুন মুন্সীয়ানায় —

উদাহরণ ১ — জ্যাতন না জানলে ভদ্রো অবদ্রো বুঝবো ক্যামনে,'

উদাহরণ ২ — 'আহা-হা!! কি প্যাঁচওয়া বিশ্লেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! এই সব মরণের লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল।... দুটো কথায় সে ভাবরাশি আসবে। দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।"

স্বামিজী চলিত বাংলার একটি শক্তিশালী বুনিয়াদ গড়ে তুলতে ঘরকন্নার ভাষারীতিকে আশ্রয় করে নতুন প্রসারণকে পরখের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

নিতান্ত সাবলীলভাবে মনের বার্তাকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন স্বামিজী এই গদ্যভাষাকে অবলম্বন করে। তাই দেখা যায় নিজস্ব ধর্মবোধ সম্পর্কে যেমন তিনি

প্রগতিশীল ছিলেন, একইভাবে অন্য ধর্মকেও সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

'আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সেজন্যেই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খিষ্টান সকলেই তাদের পদে পদে দলছে। সুতরাং, ধর্মের কোন দোষ নেই, লোকের দোষ।

পত্ররচনার হার্দিক সুর স্বামীজির রচনাকে আন্তরিকতাপূর্ণ করে দেন। চমৎকারভাবে ভ্রাতৃত্ববোধের সাক্ষ্য তিনি লেখায় প্রকাশ করেন। নিছক মৌখিক আবেগের আবেশটিকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করেন স্বামীজি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি এখানে বেশ বলিষ্ঠ ভাবে মিশে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে হয় পাঠককে যখন তিনি লেখেন —

'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম
না হইব কেন? (কপালকুণ্ডলা)

কিংবা অনুরূপ ভাবনার ছাপ প্রত্যক্ষ গোচর হয় তার লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহে'র মধ্যে যখন মানিকলাল ও নির্মলকুমারীর পরিণয় পর্বের সিদ্ধান্ত খোদ পাঠককেই উদ্দেশ্য করে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র জানান!

'কোটপিটা বোধ হয় পাঠকের খুব পছন্দ হইল না' উপন্যাসকে বস্তুনিষ্ঠ শিল্প হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হলেও লেখকের আত্ম আবেগের ভাষ্য যেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্র রূপদান করেছেন, তেমনি বিবেকানন্দের পত্ররচনার ঢঙের মাধ্যমে এক নতুনতর দিশাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন স্বয়ং লেখক। তীব্র শ্লেষ ও লোক প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে মৌখিক ভাষার নিকট প্রতিবেশি করে তোলেন স্বামীজি। সেখানেই তিনি দায়বদ্ধ ভাষার গদ্য রূপের উজ্জ্বল অবসরের প্রকাশে। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরি তার চলিত বাংলাকে কয়েকটি কদম চলতে সাহস দেখান এই রচনাশৈলি।

পাদটীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. ১৮৬৪তে লেখা ইংরেজিতে একটি অসম্পূর্ণ নভেলেট জাতীয় রচনার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সাহিত্য যাত্রা শুরু হয়।

২. ১৮০১-তে চলিত বাংলার প্রথম প্রকাশ কেরির এই গ্রন্থে।

৩. ১৮৫৮ সামাজিক নক্সার আকারে প্যারিচাঁদ মিত্রের লেখনীতে এর প্রকাশ ঘটে।

৪. ১৮৬২,কালিপ্রসন্ন সিংহের হাতে একটি সামাজিক নক্সা লেখা হয়।

SOCIETY AND POLITICS IN BENGAL

Md Reja Ahammad
Gobinda Naskar
Amalesh Kr Pradhan

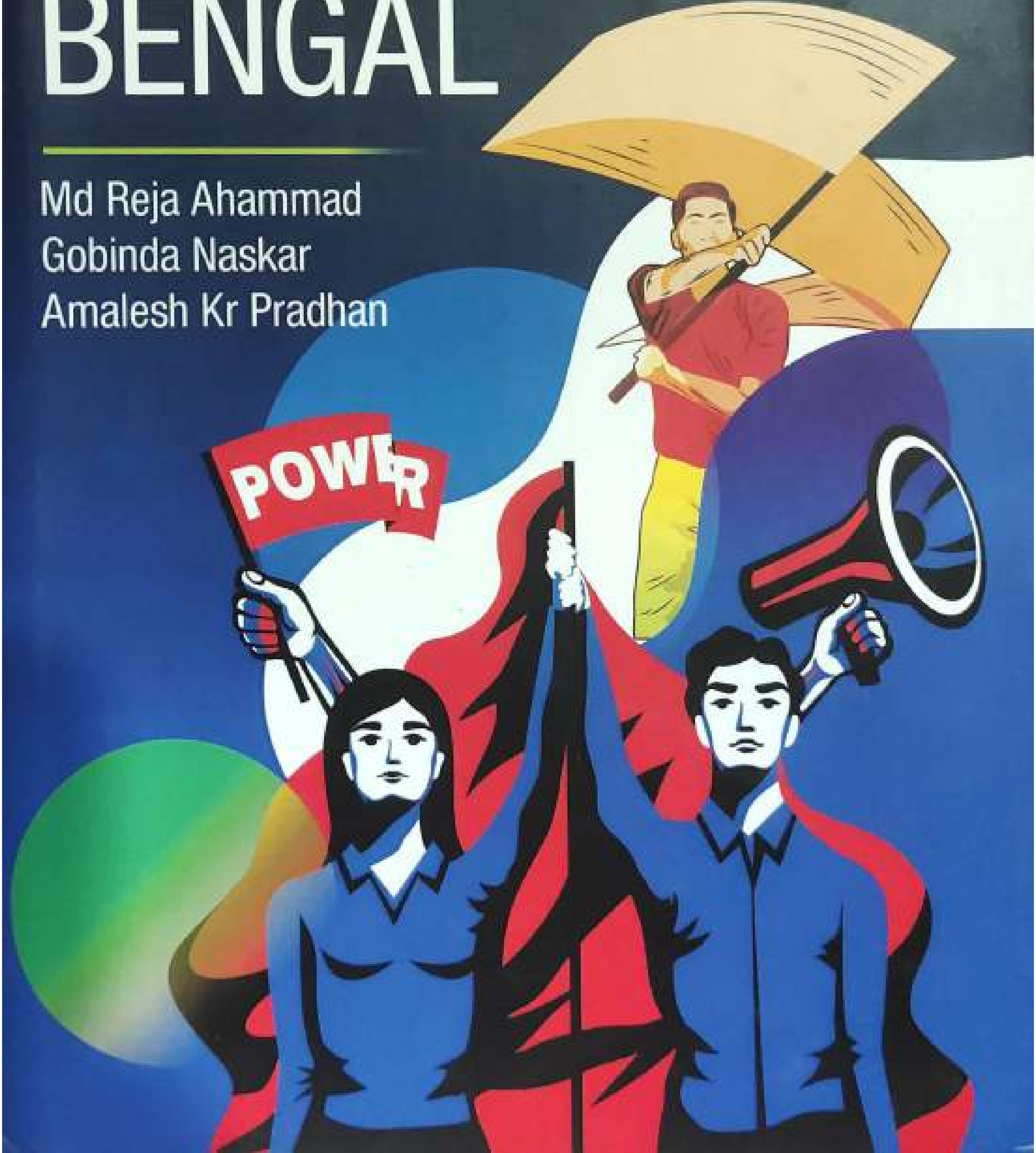

Society and Politics in Bengal
Edited by Md Reja Ahammad, Gobinda Naskar & Amalesh Kr Pradhan

Copyright © All rights reserved with the editors

First Edition : October, 2020
Reprint : January, 2022

ISBN : 978-93-84550-11-0

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or stored or transmitted or utilised in any form or by any means including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without the prior permission in writing of the editors through Alpana Enterprise. Enquiries concerning reproduction should be sent to the editors through Alpana Enterprise at the address below.

Published by :
Alpana Enterprise
9, Bir Ananta Ram Mondal Lane,
Sinthee, Kolkata-700 050
Mobile : 9836821125 / 9804135725
E-mail : alpanaenterprise05@gmail.com

Type setting :
Amit Kumar Maity
9474968866

Printed by :
S. I. Pvt. Ltd., Kolkata- 700 009

Cover design by :
Chandra Mondal

Price : 550.00

CONTENTS

1. In search of Bengal civil society
Amalesh Kr Pradhan 1

2. Representative democracy of Bengal: Through the lens of leftist politics
Manas Mukul Bandyopadhyay 7

3. A forgotten Communist Party of Bengal and its approach to the 1947 partition of India
Gouri Sankar Nag
Gargi Nag 23

4. Changing trends in Bengal politics
Sugandha Roy 37

5. The experience of grassroots politics in Bengal
Md Reja Ahammad
Asmita Bhattacharyya 48

6. Gorkhaland : From Ghising to Gurung
Biswajit Gain 60

7. Identity, politics of violence and the post-colonial state: Marichjhapi of West Bengal
Arnav Debnath 72

8. Human rights violation in Bengal: An outlook
Mampi Paramanik 80

9. Rethinking women: From historical excurse to modern reality
Krishna Saha 87

10. Bengali women: An exploration of socio-legal status of women in West Bengal
Ipsita Choudhuri Jana
Jayanti Paul 99

Identity, politics of violence and the post-colonial state: Marichjhapi of West Bengal

Arnav Debnath

'In the shade of an orange tree,
They are like refugees,
From the perilous front
Of a lost battle.'

- Pablo Neruda, An Untenable Situation, The Yellow Heart.

Introduction

A post-colonial state both as a break from and continuity of its colonial past is left with certain kinds of features that serve as signs of its existence. Such a state even under a democratic and federal political system may reflect those features, although often in negative terms, concerning politics taking shape within its domain irrespective of its size, geographical location, or cultural conditions. The island of Marichjhapi in the delta of Sundarbans in West Bengal after India's independence, in 1979 to be precise, had come to witness a tragedy of politics constructed basically upon the issue of *identity* as one of the malicious features of post-colonial state and politics: 'between 14 and 16 May 1979, in one of the worst human rights violations in post-independent India, the West Bengal government forcibly evicted around 10,000 or more from the island'.

The Hindu Bengali, a new generation of refugees who came to India from East Bengal was sent to camps in central India for rehabilitation, journeyed back to settle in Marichjhapi in the late

INTERNATIONAL RELATIONS

Emerging Issues

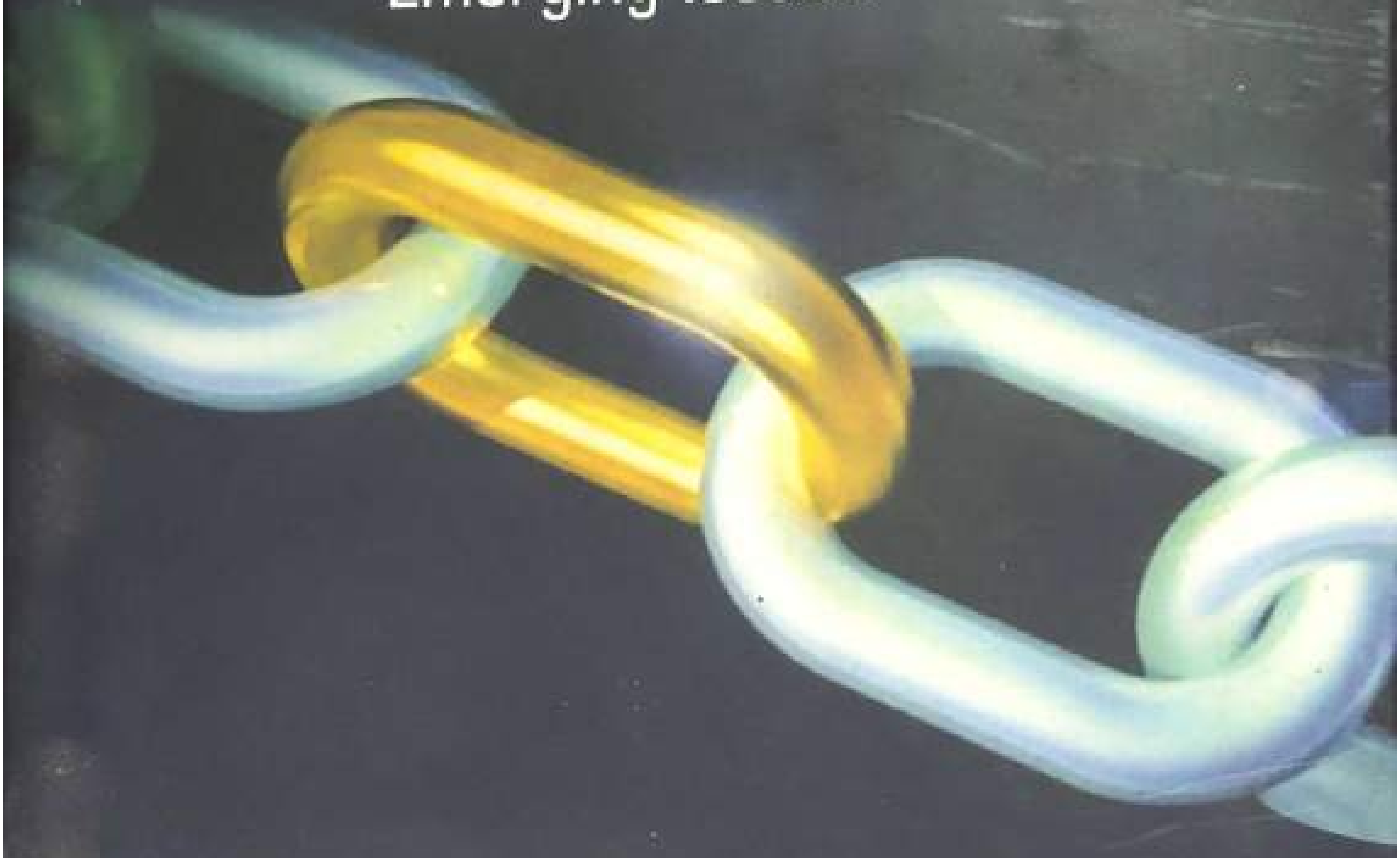

Edited by

Dr Nazmul Hussain Laskar

Worldwide Circulation through Authorspress Global Network
First Published in 2020
by
Authorspress
Q-2A Hauz Khas Enclave, New Delhi-110 016 (India)
Phone: (0) 9818049852
E-mail: authorspressgroup@gmail.com
Website: www.authorspressbooks.com

International Relations: Emerging Issues
ISBN 978-93-90459-62-9

Copyright © 2020 Editor

Concerned authors are solely responsible for their views, opinions, policies, copyright infringement, legal action, penalty or loss of any kind regarding their articles. Neither the publisher nor the editor will be responsible for any penalty or loss of any kind if claimed in future. Contributing authors have no right to demand any royalty amount for their articles.

Printed in India at Thomson Press (India) Limited

28. Transnational Water Politics: A Case Study of India and Bangladesh 256
Md. Salman Sohel, SHI Gouging, SUN Zhonggen, Babul Hossain and **Shahidul Islam**

29. Kasmir Issue: Abrogation of Article 370 and Its Aftermath 273
Abhilesh Buragohain

30. Ethnic Cleansing: History, Politics, and Violence 280
Arnav Debnath

31. From Look East to Act East: India's Engagement with ASEAN 287
Priyotosh Sharma

32. Social Media, Diplomacy and International Relations: A Brief Analysis 294
Rajarshi Guha

33. Post Cold War Politics: A Brief Analysis 300
Debalina Sinha

PART IV: TERRORISM

34. Indian Foreign Policy and International Terrorism: A Heuristic Analysis 309
Kalyan Kumar Sarkar

35. Concepts and Problems of Terrorism: A Brief Outline 321
Gargi Sengupta

36. Terrorism and Global Anti-terror Initiatives 328
Deepanjana Halder Majumder

37. Terrorism: A Threat to International Peace and Security 337
Saifuddin Molla

PART V: HUMAN RIGHTS

38. Understanding Human Rights: A Theoretical Perspective 343
Chandan Kumar Dan

39. Human Rights and Anti-Terror Laws in India: An Exploration of AFSPA 354
Himadri Sekhar Mistri

40. Human Rights in India – Introducing the Subject 361
Krishna Roy

41. Awareness among Women with Special Reference to Human Rights at Tiruchirappalli District, Tamilnadu 376
M.A.Parveen Banu

42. Government Surveillance and its Impact on Right to Privacy in India 383
Sreemoyee Chatterjee

30

Ethnic Cleansing: History, Politics, and Violence

ARNAV DEBNATH

Introduction

'given that violence is, and has always been, the essence of politics' (Bufacchi, 2005:193), the interplay between these two universal themes tend to produce several odious offshoots, and 'ethnic cleansing' is, indeed, one of them. The term 'ethnic cleansing' has become a board term which includes 'all forms of ethnically inspired violence from murder, rape and torture to forceful removal of population' (Carmichael, 2002:2). It has, therefore, been existed throughout the history of humankind, over time and across the societies. No wonder that 'foreign invaders has used the term (or its equivalents) and practised the concept regularly against indigenous populations from biblical time to the height of colonialism' (Pappe 2006:1-2). The notion is thus so important in understanding the larger (including global) perspective of politics and nature of violence it unleashed in order to enhance or repossess its own domain. Although it is also claimed that the notion of ethnic cleansing 'became more frequent and deadly in modern times', and comes to expose the 'dark side of democracy' (Mann 2005:2) as well.

Like any other form of violence defined and backed up by political agenda, ethnic cleansing gathers its victims (e.g. ethnic or religious groups, populations), perpetrators (e.g. the sovereign state, more powerful ethnic or religious groups), and the witnesses who see, observe, or bear testimony to the event of violence together. This triad, these differences of angles so to say, on the event of ethnic cleansing is what makes the concept and its real practices political, for it has to take contending parties into its account so that a clear overview of the same can be obtained. Being political by nature, it would not be wrong to infer that, it usually has instrumental rationale, and calculated moves; it, therefore, exhibits power, and often has propensity towards sheer domination. These features seem to be true with its etymological meaning: the term ethnic cleansing derives from the words

Crossroad of Indian Democracy

Challenges and Prospects

Editors

Gargi Sengupta & Satarupa Pal

Worldwide Circulation through Authorspress Global Network
First Published in December, 2020
by
Authorspress
Q-2A Hauz Khas Enclave, New Delhi-110 016 (India)
Phone: (0) 9818049852
E-mail: authorspressgroup@gmail.com
Website: www.authorspressbooks.com

Crossroad of Indian Democracy: Challenges and Prospects
ISBN 978-93-90588-16-9

Copyright © 2020 Gargi Sengupta & Satarupa Pal

Concerned authors are solely responsible for their views, opinions, policies, copyright infringement, legal action, penalty or loss of any kind regarding their articles. Neither the publisher nor the editors will be responsible for any penalty or loss of any kind if claimed in future. Contributing authors have no right to demand any royalty amount for their articles.

Printed in India at Thomson Press (India) Limited

Contents

Preface 7

1. The Intellectual Tradition of Democracy in India: An Introduction 11
Abhisek Karmakar

2. Democracy in Indian Foreign Policy: An Analysis 24
Alik Naha

3. Minority Representation and Indian Democracy in New Millennium: An Overview 34
Aliul Hoque

4. Communalism in Indian Democracy: An Overview 44
Aparna Roy

5. Role of Media in Indian Democracy: News Television, People, and Politics. 53
Arnav Debnath

6. Women in Indian Democracy 63
Bhaswati Chakrabortty

7. Regionalism and Indian Democracy: Problems and Prospects 70
Biswajit Mandal

8. Caste and Class in Indian Democracy 79
Chandan Mandal

9. Ethnic Conflicts and Indian Democracy: An Overview 86
Gargi Sengupta

10. Dalit Feminism in Indian Democracy 92
Jayashree Sarkar

11. Political Culture of India: Problems and Prospect: An Heuristic Analysis 103
Kalyan Kumar Sarkar

12. Human Rights and Democracy in India: A Reflection against the Backdrop of the Covid-19 Pandemic 117
Koyel Basu

5

Role of Media in Indian Democracy: News Television, People, and Politics

Arnav Debnath

'The Universal Declaration of Human Right' (1948) has proclaimed that: 'Everyone has the right to freedom of opinion and expression; the right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through media and regardless of frontiers' (Article 19). The recognition of 'Freedom of speech' in the Constitution of India, Article 19 (1), as one of the important 'fundamental rights' underpins its democratic worth. It, however, requires medium, media so to be precise, for the democratic rights to be actualised. But, the Constitution of India, differing from the Constitution of United States, does not allow 'freedom of speech and expression' to include 'freedom of press and media' for Dr. B. R. Ambedkar (1891-1956), the Chairperson of the 'Draft Committee of Indian Constitution', had argued that the media and the citizens of India are same as far as the 'right to expression' is concerned. The freedom of media in democratic society is important for several reasons: they have '*direct contribution*' to free speech; they play 'major *informational role* in disseminating knowledge and allowing critical scrutiny' (Sen 2010:336); media also assume '*protective function* in giving voice to the neglected and the disadvantaged'; and they help to form 'values' for 'openness of communication and argument'. Eventually, 'a well-functioning media can play a critically important role in facilitating public reasoning in general' (Sen 2010:337). Thus, the task of the media, being 'eyes and ears' of the people, is to provide platform to consciously follow the course of action of the state, to examine and evaluate its policies, to criticize them if they have flaws, and to edify larger society. Besides, they have duty to prepare the ground for public discussion, and to educate people. Media are so considered as the fourth pillar of democracy. Justice P.N. Bhagwati had observed in S.P.Gupta vs. Union of India case (1982) that 'Open government is the new democratic culture of a society toward which every liberal democracy is

অবৈদিক দর্শন

চার্বাক-বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন

সম্পাদনা

আব্দুল আলীম শেখ

অবৈদিক দর্শন

সম্পাদনা

আব্দুল আলীম শেখ

সম্পাদক মণ্ডলী

ড. সুমনপাল ভিক্ষু, অধ্যাপক অলোক মণ্ডল,

অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার, অধ্যাপক মহঃ নাজির হোসেন

সহকারী সম্পাদক মণ্ডলী

অধ্যাপক দেবব্রত সরকার, অধ্যাপক সাফিন প্রামানীক

উপদেষ্টা সম্পাদক মণ্ডলী

লতিকা সরকার, অভিষেক চৌধুরী, প্রিয়াঙ্কা দাস

রোহিণী নন্দন

১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০১২

Avaidik Darshan

Edited by : Abdul Alim Seikh

প্রকাশক : রোহিণী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

গ্রন্থ স্বত্ব : পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ : ২০২০

ISBN : 978-93-88866-34-7

মুদ্রণ সহায়তা : রোহিণী নন্দন মুদ্রণ বিভাগ
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

মূল্য : ৫০০ টাকা

সূচিপত্র

আর্যশূরের জাতকমালায় দার্শনিক তত্ত্ব ১৩
◂ *ড. সুমনপাল ভিক্ষু*

বসুবন্ধু কর্তৃক বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব খন্ডন ৩৩
◂ *প্রসেনজিৎ পাত্র*

চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শনে শব্দ প্রমাণ খন্ডনের পুনর্বিশ্লেষণ ৪১
◂ *সাফিন প্রামানীক*

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে শীল ঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৪৯
◂ *আব্দুল আলীম শেখ*

বস্তু জ্ঞানঃ জৈন নয়বাদের দৃষ্টিতে একটি আলোচনা ৫৬
◂ *বীথিকা সাহা*

বৌদ্ধ ও জৈন নীতিবিদ্যায় পরিবেশ ভাবনা ৬১
◂ *অলোক মণ্ডল*

সামাজিক সংস্কার ও প্রচলিত রীতিনীতির ভিন্ন স্বর: চার্বাক দর্শন ৬৭
◂ *তাপস দাস*

ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের নীতিতত্ত্ব : একটি সমীক্ষা ৭৮
◂ *ইসমাইল সেখ*

জৈন দর্শনের আলোকে জীবের মোক্ষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৮৭
◂ *প্রিয়াঙ্কা দাস*

বৌদ্ধ অনাত্মবাদ ও ভারতীয় দর্শন ৯৪
◂ *সঙ্কেত সরদার*

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে শীল : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আব্দুল আলীম শেখ*

সংক্ষিপ্তসার :

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে দৃশ্যমান জগতের অতিরিক্ত পাপ, পূর্ণ, ধর্ম (Merit), অধর্ম (Demerit) স্বীকার করলেও ঈশ্বরাদি বিষয়কে কঠোর ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম একটি নীতিনির্ভর ধর্ম। ঈশ্বরবিহীন ধর্মে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শীলতত্ত্ব বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। শীল শব্দের অর্থ হল সমস্ত প্রকার পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা, যা মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এককথায় শীল হল সদাচার। ত্রিপিটকের অন্তর্গত 'বিনয় পিটকে' ভিক্ষুদের জন্য মোট দশটি শীল এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। শীল যেমন বিভিন্ন বিষয়ে গৃহী ও শ্রমণের বিরতি থাকার কথা বলা হয়েছে ঠিক তেমনি শীলের মধ্য দিয়ে বিপরীত ক্রমে সদর্থক দিকও রয়েছে। তাই, শীল পালন করলে মানুষের জন্মান্তররোধ হয় এবং মুক্তি বা নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মাত্রই পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন অবশ্য কর্তব্য। শীল পালনে বৌদ্ধধর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, শীল পালনে বাধ্য করার কথা বুদ্ধ কোথাও বলেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু শীল পালন না করলে বৌদ্ধ ধর্মে কুফল লাভের কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। বৌদ্ধ মতে, শীল হল সকল কুশল কর্মের ভিত্তি। শীল মূলত সৎ চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চিত্ত কলুষ মুক্ত করার জন্য শীল পালন একান্ত কর্তব্য। এই নিবন্ধে দেখানো হয়েছে পঞ্চশীল নীতিকে হৃদয়ঙ্গম করলে মানুষ কীভাবে আরও অহিংসক ও নৈতিক হয়ে উঠবে।

ভূমিকা :

বৌদ্ধ দর্শন এমন একটি দর্শন যেখানে প্রায় সকল প্রকার অলৌকিকতাকে বর্জন করা হয়েছে। একমাত্র বৌদ্ধ দাশনিকগণ সবল যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের

*স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

Recent Advancement in Therapeutic Use of Chemical Compounds and Drug Delivery

Editors

Dr Bidhan Chandra Samanta

Associate Professor & HOD, Department of Chemistry,

Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Bhupatinagar,

Purba Medinipur, West Bengal, India

Dr Narottam Sutradhar

Assistant Professor, Department of Chemistry,

Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Bhupatinagar,

Purba Medinipur, West Bengal, India

walnutpublication.com

INDIA • UK • USA

Copyright © Dr Bidhan Chandra Samanta & Dr Narottam Sutradhar, 2020

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of the author.
This book has been published with all reasonable efforts taken to make the material error-free after the consent of the author. The author of this book is solely responsible and liable for its content including but not limited to the views, representations, descriptions, statements, information, opinions and references ["Content"]. The publisher does not endorse or approve the Content of this book or guarantee the reliability, accuracy or completeness of the Content published herein. The publisher and the author make no representations or warranties of any kind with respect to this book or its contents. The author and the publisher disclaim all such representations and warranties, including for example warranties of merchantability and educational or medical advice for a particular purpose. In addition, the author and the publisher do not represent or warrant that the information accessible via this book is accurate, complete or current.

Paperback ISBN: 978-9-390785-16-2
eBook ISBN: 978-9-390785-24-7

First Published in November 2020

Published by Walnut Publication (an imprint of Vyusta Ventures LLP)
www.walnutpublication.com

USA
6834 Cantrell Road #2096, Little Rock, AR 72207, USA

India
#722, Esplanade One, Rasulgarh, Bhubaneswar – 751010, India
#55 S/F, Panchkuian Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001, India

UK
International House, 12 Constance Street, London E16 2DQ, United Kingdom

About the Book

This book is a collection of papers which were presented by eminent resource persons from different institutions of India in an International conference organized by Department of Chemistry and Research Cell, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Bhupatinagar, Purba Midnapur, West Bengal, India under DBT Star College strengthening scheme (Govt. of India) on "Recent Advances in Therapeutic Use of Chemical Compounds and Drug Delivery" held on 2nd August, 2020 virtually to commemorate 159th Birth Anniversary of Acharya Prafulla Chandra Ray, the father of Indian Chemistry.

Chemists and the Chemical Sciences have been integral to the development of modern medicine, from diagnostics to drugs and the creation of the pharmaceutical industry. The result has been a steady improvement in our health and life expectancy over the past century. All of modern medicine is dependent on advances in chemistry. The science of medicinal chemistry began with the discovery of metal-based drugs to treat syphilis. Now, metal and metalloid elements such as platinum, titanium, bismuth, arsenic, antimony, selenium, silver, gold, vanadium, copper, manganese, germanium, iron, ruthenium, gadolinium and technetium are incorporated into many important therapeutic drugs and diagnostic imaging agents. Worldwide sales of inorganic drugs are growing rapidly. However, an ageing population and the lack of access to modern healthcare worldwide still pose significant challenges. We all face problems with the spreading of infectious disease on an unprecedented scale. The exponentially increasing prevalence of non-infectious disease in an ageing population brings

unforeseen and expensive challenges to healthcare. But Chemistry and Chemists have been offering solutions from last decades. Acharya Prafulla Chandra Ray, the father of Indian chemistry, a well-known Indian scientist, teacher and one of the first "modern" Indian chemical researchers, was one of the role models in this regard. Hydroxychloroquine or HCQ, the anti-malarial drug publicized by some, as a potential weapon against Covid-19, has put the spotlight on a company founded by Prafulla Chandra Ray.

So, to pay profound respect and homage to Sir Acharya Prafulla Chandra Ray on the eve of his 159^{th} Birthday, this is a small attempt of us to focus light on some recent development in therapeutic use of chemical compounds and drug delivery. This book includes the elaborate discussions on several themes associated with the conference topic. We do hope that, this book will greatly enrich the knowledge of researchers, students and readers to equip them with proper implementation.

Preface

Development of new drug molecules, discovery of herbs with medicinal properties, game changer drug delivery methods is revolutionizing the therapeutics with unreached possibilities for treatment of deadly diseases like cancer, HIV-AIDS, incurable common diseases like BP, Cholesterol, Stroke, hearing impairment, Paralysis, Diabetes, Arthritis, Gastroenteritis etc. Every year around 15 million people suffer stroke worldwide among which 5 million lose their life another 5 million are disabled permanently. Scientists are coming up with newer and better techniques of drug delivery and pathological techniques by use of nanotechnology, biotechnology, nano-biotechnology. However this needs better understanding of the science behind human physiology, its working procedure, constituent elements of human body, its interaction with environment along with the development of technology in different field of science that includes more and more research regarding human body, invention of better pathological methods and instruments for precise identification of ailment, new effective drug molecules with enhanced specificity and lesser side effect and better delivery methods of drug in human body to achieve treatments of specific organ or area of our body through targeted drug delivery. This will reduce the necessity of surgeries, precise detection of the ailment, intake of amount of medicine, cost of treatment and of course chances of rapid cure from the ailment. In this regard few common efforts which are being made worldwide includes development of better Transdermal delivery system of protein-based therapeutics assisted by both chemical adjuvant and physical penetration enhancements, search for effective treatment of inner ear

disorders as delivery of drugs to the inner ear is a challenge, development of stents, discovery of drugs for therapy of Stroke, development of stents, synthesis of better anticancer drugs, better diagnostic methods for detection of deadly diseases much before the patients reaches incurable condition and of course vaccines for preventing ourselves from deadly bacteria and viruses like COVID-19. In this regard chemists, physicists, microbiologists, engineers need to come up with extreme effort to make miracles.

This is a small attempt of us to focus light on some aspects of recent development in therapeutic use of chemical compounds and drug delivery. If the readers and researchers are benefited to some extent by this book, our endeavor will be succeeded enough. We express regret for any kind of unwilling errors and mistakes.

Dr. Bidhan Chandra Samanta
Dr. Narottam Sutradhar
Editors

Acknowledgement

First of all, the editors wish to express their gratefulness to DBT, Govt. of India for generating funding to conduct such type of International Conference under DBT Star College strengthening scheme. Then they wish to convey their profound respect and gratitude to all eminent personalities who have enriched the book with their valuable thinking and writings.

The editors would like to convey their devotion and regards to Dr. Swapan Kumar Misra, Principal of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Bhupatinagar, Purba Medinipur for his kind co-operation and support to take up this work and showered blessing throughout the entire works to publish this book successfully.

Our thanks are also to Honorable members of Governing Body, Teachers, Students, Librarian and Non – Teaching staffs of Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya for their sincere help and constant supports.

We are highly thankful to all of our friends and well wishers who have extended their helping hands throughout the entire period of the work.

Above all, without the sincere assistance of Walnut Publication, India, this venture would not have been possible.

Contents

Preface i

1. Modified Graphene Oxide-Based Nanocomposite as a Carrier for Drug Delivery: A Short Review
Dr. Kinkar Biswas 1

2. Therapeutic Applications of Transition Metal Complexes
Dr. Abhinandan Rana 19

3. Applications of Nano Based Systems in Drug Delivery
Kalipada Bankura 35

4. Synthesis, Characterization, Antimicrobial and Biological Activity of Cd (II) Complex with O, N, O-Donor Schiff Base Organic Moiety
Dr Animesh Patra 52

5. The Recent Development in Stent Technologies
Dr. Nabin Chandra Maity 64

6. Nanomaterials as Advanced Drug Delivery Systems
Tarapada Midya 71

7. Intramolecular Palladium-Catalyzed Cyclization and Subsequent β-H Elimination or C–H Activation: A General Method for the Synthesis of Pyran Rings as Anticancer Capabilities in Medicinal Chemistry

*Mitali Dewan, Dr Rathin Jana** 83

8. Recent Advances in Carboxy Methyl Cellulose Grafted Polyacrylamide: Synthesis, Characterization and Potential Application in Drug Delivery System

Dr Pialee Roy..96

9. Colourimetric Sensing of Copper Ion by Using 2, 2'-Biquinoline and Its Biological Applications

Dr Gobinda Prasad Sahoo 112

10. Application of selective Carbon-based Nano Material for Targeted Drug Delivery

Dr Sujit Ghosh 126

11. Biological Significance of Schiff Bases and their Metal Complexes: Special Emphasis on A Newly Synthesized Cu(II) Complex

Kalyanmoy Jana...157

Chapter – 5

The Recent Development in Stent Technologies

Abstract

Cardiovascular diseases are the most prominent cause of death worldwide. Unfortunately, Patient who are having heart-related problems are easily succumbing in the current COVID epidemic. Stenting of arteries as a percutaneous transluminal angioplasty procedure has become a promising minimally invasive therapy. Re-opening narrowed arteries by stent insertion have become a norm for those patients already having heart-related issues or very old patient for whom open-heart surgery is very problematic. Thestent was first appeared in the market in 1986 since then lots of progress have been made on the stent design and application. Starting with stainless steel stents, these devices have been continuously enhanced by applying new materials, developing stent coatings based on inorganic and organic compounds including drugs, nanoparticles, and biological components. Drug-eluting stent (DES) has been developed to overcome the main disadvantages of Bare metal stent (BDS), reducing restenosis and thrombosis. A drug-eluting stent is generally having a coating of biodegradable polymers like poly caprolactone, poly hydroxy butyrates, polylactide etc. These coating layers are infused with immunosuppressing drugs. There is significant development on biodegradable stent which are made ofbiodegradable

polymer or metal. A biodegradable stent will slowly degrade in our body, unlike metal stent which remains in our body forever. This article provides an overview of the latest stent technology, demonstrating the huge potential for the development of a promising stent solution.

Keywords: Angioplasty, Coronary Stent, Sirolimus, Biodegradable polymer.

5.1 Introduction

For decades, the stent has been used in coronary and peripheral procedures to prevent and counteract narrowing and blocking of blood vessels due to disease or injury. When Andreas Grüntzig introduced revolutionary balloon coronary angioplasty in 1977, it was hailed an alternative to coronary artery bypass graft surgery. Even now, balloon angiography is given to about 40% of patients who are having mild heart blockages. However, balloon angioplasty is having inherent limitations – including elastic recoil andblood vessel closure in acute cases. In 1980, bare-metal stents appeared in the scenario and stent rapidly demonstrated its superiority in acute cases.Since the first human coronary stent implantation in 1986 by Puel and Sigwart, stent technology has rapidly evolved from a simple bare-metal stent to self-expanding stent to cater to the growing demand around the world.In India alone, more than 100 million people are suffering from various form of heart-related diseases.Coronary stent utilization during the percutaneous coronary intervention (PCI) has risen rapidly both in India and abroad. Though stent has revolutionized the percutaneous intervention it comes with inherent issues like deliverability, restenosis, blood clotting. Scientists are pushing

hard the boundary of stent technology to mitigate those issues. Multiple companies both in India and abroad are striving hard to make new and advanced stents which are not only extending the lives of numerous patients, they are spending normal life after stenting. This is all possible due to constant improvement in the stent technologies.

5.2 Various types of coronary stent

5.2.1 Bare Metal Stent

Bare metal stent (BMS) which was the first stent brought in the market. Unfortunately, it is having inherent complications, BMS implantation can lead to repeat revascularization procedures in up to 20% of cases.

5.2.2 Drug Elluting Stent

An In this scenario, drug-eluting stents (DES) appears in the market in the middle of 2002.After the arrival of the Drug-eluting stent, it quickly becomes a favourite stent among clinicians and the patient. A drug-eluting stent is indeed coated bare-metal stent (Fig. 1).[1]

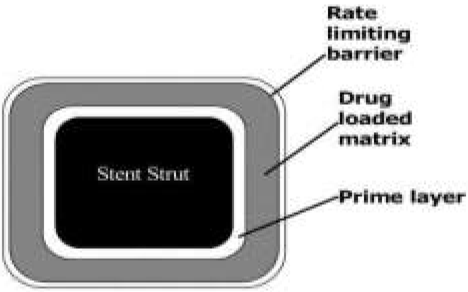

Fig 1 Cross section of a stent with a drug loaded polymeric coating

DES dramatically reduces the in-stent restenosis (ISR) rate in all subgroup of patients in both randomized clinical trials and real-world practice. Many methods of coating stents with drugs (Paclitaxel, Sirolimus, Everolimus, Tacrolimus etc.) have been developed for DES. Some drugs can be coated directly to the metal stent, but the majority of the drug is bonded to a matrix polymer, which acts as a drug reservoir to prevent drug loss during deployment and uniform distribution on the stent, control release of the drug over weeks or months following the implantation.[2]Initially, DES (Cordis, Johnson and Johnson) arrives in the market with nonerodable polymer, allowing controlled release of the active antiproliferative drug.DES brings down the in-stent restenosis considerably compare to just bare-metal stent. The first generation of DES was thicker (~130^{0}M), while a new generation of DES is thinner up to 60^{0}M (e.g., *Supraflex Cruz* of Sahajanand Medical Technology) [Fig. 2], having high radial strength, corrosion resistance.[3]

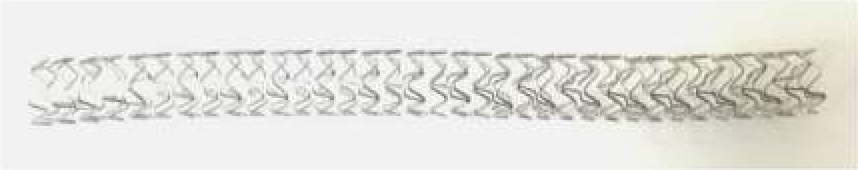

Fig. 2 Biodegradable polymer with Sirolimus coating on cobalt chromium stent.

Stents with thinner struts are more flexible, less the risk of subacute thrombosis, easy to deploy into the vessel, better the endothelialization. [4 a, b] All of the currently available stents are made by laser-cuttinga metallic tube and followed by smoothing the metal surface by electrolysis.

New anti-proliferating drugs are also explored in DES. First-generation DES used paclitaxel and sirolimus and they are continuing in the latest generation of DES as well. Sirolimus is a powerful immunosuppressing agent. Everolimus, Umirolimus, Zotarolimuswhich belongs to litmus series drugs with higher potency are being used in the latest series DES. The use of different drugs or combinations of drugs with different actions to address issues like intimal proliferation, late-stage thrombosis is also considered.

5.2.3 Poly Lactic Co-caprolactone (PLCL)

The polymer coating is an integral part of DES. The first generation of DES arrived with durable polymers which led to resistant polymer induced arterial wall inflammation and delayed vascular healing.[5] A new generation of stent comes with biodegradable polymers like polylactic acid, poly lactic-co-caprolactone (PLCL), poly lactic-co-glycolic (PLGA), polyvinylpyrrolidone (PVP) etc. This polymer coating enhances the deliverability of the stent by reducing the resistance whilemaneuvering through complex blood vessel anatomy. A huge effort is undergoing to developa new type of biodegradable polymer for thestent.

5.2.4 Bioresorvable Stent Technology (BRS)

Bioresorbable stent technology (BRS) is also peaking up space to address the issues of some patient regarding the non-degrading metal stent.

Some patients don't like the fact which is a metal stent remain lodged in their heartfor a lifetime. That is why scientist comes up with BRS which are made of degradable metal or polymer.

Polylactide acid made bioresorbable stent was first brought into the market by Abbott, though after a while it was withdrawn from the market. Magnesium alloy made bioresorbable stent is still in the market but with limited uses (Fig 3).

Fig.3 Magmaris, a magnesium alloy stent from Biotronik AG

The issues which are most prominent in the BRS are the process of resorption and scaffold disintegration in human coronary arteries.

5.3 Conclusion

Currently, market available stents and stenting technologies are so robust that the stent-related death has dropped to single-digit from double-digita few decades back. Although considerable advances have been made, the ideal stent has yet to be developed. Off course, it not possible to eliminate death due to stent but there is still enough space to improve the currently available stent and stenting technologies.

References

[1] Htay T.; Liu M. W. *Drug-Eluting Stent: A Review and Update.*Vasc Health Risk Manag. **2005**,*1*, 263-276.

[2] Sousa J.; Serruys P. Costa M. *New frontiers in cardiology: drug-eluting stents* partII. Circulation. **2003**,*7*,2383-2389.

[3] Lee D.; Hernandez J. *The Newest Generation of Drug-Eluting Stents and Beyond*.European Cardiology Review. **2018**, *13*, 54-59.

[4] Kastrati A.; Mehilli J.; Dirschinger J. *Intracoronary stenting and angiographic results: Strut thickness effect on restenosis outcome (ISAR-STEREO) trial*. Circulation. **2001**,*103*, 2816-2821.b) Foin N.; Lee R. L.; Torli R.; Chico J. L. G.; Mattesini A.; Nijjer S.; Sen S.; Petraco R.; Davies J. E.; Mario C. D.; Joner M.; Virmani R.; Wong P. *Impact of stent strut design in metallic stents and biodegradable scaffolds*. Int. J. Cardiol. **2014**,*177*, 800-808.

[5] Joner M.; Finn A.V.; Farb A. *Pathology of drug-eluting stents in humans: delayed healing and late thrombotic risk*. J. Am. Coll. Cardiol.**2006**,*48*, 193-202.

বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক

(বিংশ-একবিংশ শতাব্দী)

সম্পাদনা

ড. সুবল কান্তি চৌধুরী

ভবানী কর

ISBN : 978-93-90717-06-4

SOPAN
206, Bidhan Sarani
Kolkata - 700 006
p- 033 2257 3738 / 9433543616
e- sopan1120@yahoo.com

ISBN : 978-93-90717-06-4

www.sopanbooks.in

Bangla Absurd Natak (Biograha-Ekabingsho Shatabdi)
edited by Dr. Subal Kanti Chowdhury & Bhabani Kar
published by Sopan
Joyjit Mukherjee
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006
Ph. (033) 22573738, 9433343616, 9836321521
Email : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbook.in

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব
ড. সুবল কান্তি চৌধুরী
ভবানী কর

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখার্জী
সোপান
২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬
দূরভাষ : (০৩৩) ২২৫৭৩৭৩৮, ৯৪৩৩৩৪৩৬১৬, ৯৮৩৬৩২১৫২১
ইমেল : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbook.in

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১৬, জগদীশনাথ রায় লেন, কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা

ISBN : 978-93-90717-06-4

এবং ইন্দ্রজিৎ : স্বপ্ন ভঙ্গের এক অভিনব আখ্যান — ১৯৩
—পাঞ্চালী সরকার

'রাজরক্ত' নাটকে গণজীবন ও গণচেতনার প্রেক্ষিত এবং বাদল সরকারের নাটক 'বীজ'—একটি বিশ্লেষণ — ১৯৮
—অমল কান্তি পাল

মৃত্যুর ঊর্ধ্বে জীবনবোধ : প্রসঙ্গ 'বাকি ইতিহাস' — ২০৫
—দীপঙ্কর দাস

বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটক 'পাগলা ঘোড়া' : ভাগ্যহীনা নারীর কথা — ২১১
—প্রগতি পাল

বাকি ইতিহাস : বিমূঢ় জীবন বৃত্তান্তের অন্য নাম — ২১৭
—ইলতুৎ ইয়াসমিন

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রিঙ' : ইঙ্গিতময়তা, নেতিবাচকতা ও সম্পর্ক — ২২২
—শ্রেয়সী আইচ

অ্যাবসার্ড নাট্যচিন্তা ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক : প্রসঙ্গ 'রিঙ্', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'দ্বীপের রাজা' — ২২৯
—প্রিয়াঙ্কা মৈত্র

পাঠকের চোখে বর্তমান সমাজের স্বপক্ষে অ্যাবসার্ড নাট্যতত্ত্ব : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নিরিখে — ২৩৬
—অনিন্দিতা গাইন

বুদ্ধদেব বসুর অ্যাবসার্ড নাটক : কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ — ২৪৭
—কৃষ্ণা পাত্র

বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটক : একটি পর্যালোচনা — ২৫১
—ভবানী কর

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যু সংবাদ' : বিষণ্ণতা থেকে উত্তরণের প্রতিবেদন — ২৫৬
—সুবল কান্তি চৌধুরী

'রাজরক্ত' নাটকে গণজীবন ও গণচেতনার প্রেক্ষিত এবং বাদল সরকারের নাটক 'বীজ'—একটি বিশ্লেষণ

তমাল কান্তি পাল

সময় বহুর পূর্বে নাট্যশালার যে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্বলে উঠল যাদের হাত ধরে তারা হলেন মধুসূদন দত্ত, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজন ভট্টাচার্য, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্র প্রমুখদের সৃষ্টির উজান স্রোতে। সেদিন থেকে দেশী ও বিদেশী নাট্যপ্রেমী যাঁরা নাট্যশালার এই প্রদীপ জ্বেলে ছিল, তাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে বিদেশি রঙ্গালয়ের সূচনা হয়েছিল। তবে সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালার দ্বার উন্মোচন করলেন যিনি, তিনি হলেন 'গেরাসিম্ লেবেডেফ' নামে একজন রুশ দেশবাসী বিদেশী মানুষ। তিনি 'বেঙ্গলি থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করলেন। সাহিত্য বিশেষত নাটকে মানুষের এই ভাবনার রূপান্তর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'উদ্ভট' ভাবনার একটি ভিতরের অর্থ এবং বাইরের অর্থ থাকে। 'অ্যাবসার্ড' বা 'উদ্ভট' বা 'কিমিতি' নাটকে এই অদ্ভুত অবাস্তব ভাবনা স্থান পায়। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ফসল এই 'অ্যাবসার্ড' নাটক। ১৯৭৪ সাল থেকেই এই ধরনের নাটক লেখার সূত্রপাত ঘটে। তবে এই ধরনের নাটকের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। এখানে সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয় দার্শনিক জীবনে যে গভীরতর পরিবর্তন মানুষের মনে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেই প্রতিক্রিয়া থেকেই জন্ম নিয়েছিল 'অ্যাবসার্ড নাটক'। মার্টিন এস্লিন বলেছিলেন—"The Theatre of the Absurd aims at concentration and depth in any essentially lyrical poetic." (Theatre of the Absurd 1962)

রাজার রাজা

সম্পাদক

ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ

রাজার রাজা

সম্পাদক ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল এর প্রধান কারণ – ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্ত গ্রহণ করেছিলেন।

১১.	প্রমথ চৌধুরী ও সৈয়দ মুজতবা সিরাজের চোখে : আধুনিক মানুষ রামমোহন	: রমাকান্তি পাল	৯৬
১২.	নবজাগরণের পথিকৃৎ ও সাহিত্য রূপকার রাজা রামমোহন রায়	: তিতলি ব্যানার্জী	১০৫
১৩.	রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ উনিশ শতক	: নিত্যানন্দ খাঁ	১১১
	পরিশিষ্ট – ১ রাজা রামমোহন রায় রচিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা	: নিত্যানন্দ খাঁ	১৫৫
	পরিশিষ্ট – ২ রাজা রামমোহন রায়ের কলকাতায় পদার্পণ থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত, বাংলার ঐতিহাসিক সালতামামী	: নিত্যানন্দ খাঁ	১৬৩

উৎসর্গ

বাংলার নবজাগরণের সকল প্রতিনিধিস্থানীয়
ব্যক্তিত্বের স্মৃতির উদ্দেশে

প্রমথ চৌধুরী ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের চোখে :

আধুনিক মানুষ রামমোহন

[illegible] পাল

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের আদি ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, যেসব মানুষ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজের যে যে ধরনের পরিবর্তন এনেছেন, তাঁদের মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়ের নাম সবার উপরে। উনিশ শতকে বাংলার মাটিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, এসব ক্ষেত্রে যে যে পরিবর্তন এসেছে তার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রাজা রামমোহন রায়ের। আধুনিক মনস্কতা, উদার অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রবল চিন্তাশক্তির এক যুক্তিবাদী মানুষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে বলেন –

> 'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভালো করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিস্ময় জন্মিবে। আমাদিগকে যদি বাঙালি বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব, রামমোহন রায় বাঙালি ছিলেন।'

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিদেশি ব্যবসায়ী কোম্পানি দেশ শাসন ও পরিচালনা করার মালিক রূপে আবির্ভূত হয়। দেশে সৃষ্টি হয় অরাজকতা, অত্যাচার, প্রতিহিংসার রাজনীতি। পশ্চিমা কোম্পানির তৎপরতায় পর্যায়ক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি প্রমুখের আমলে ইংরেজ শাসন বাংলার মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[1]

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সংস্কার, আচার-আচরণের প্রভাব, কৃষি সভ্যতার প্রতিশ্রুতি বাংলার সমাজ জীবনে এক অসামান্য প্রভাব ফেলে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতীয় নগর সমাজে উঠতি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস ভূমিতে পরিবর্তন আনে। যদিও সে সময় ইংল্যান্ডের শিল্প থেকে উৎপাদিত পণ্য সম্ভারে ভারতীয় বাজার পূর্ণ হয়ে যায়।

জাতীয় শিল্প কারখানা ও সম্পদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে বিদেশি পণ্যসম্ভার। বিদেশি প্রবর্তিত সমাজে উঠতি নতুন সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করে। রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে এবং যার বিবরণ দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় সমাজের দৈন্যদশার প্রয়োজন ছিল একজন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ। রামমোহন রায় অসাধারণ মনীষার প্রবল শক্তিতে ভারত পথিক অভিধায় সমাদৃত হয়ে আছেন।

চিত্তের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করে মুক্ত চিন্তা, নৈতিকতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি দ্বারা অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রামমোহনের জীবন ও কর্মক্ষেত্র ছিল বহুদূর বিস্তৃত। তিনি পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সালের ২২মে (মতান্তরে ১৭৭৪) জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়কালে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র তো পরাধীন, রাষ্ট্রের পরিচালক ব্রিটিশ কোম্পানি। তিনি সর্বদা ব্রিটিশ কোম্পানির হাত থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন। তাঁর কৌলিক পদবী ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়' তবে কয়েক পুরুষ আগে রায় উপাধি গ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ও মাতা তারিণী দেবী। তিনি ছিলেন রামকান্ত রায়ের তিন পত্নীর মধ্যে দ্বিতীয়া। তিনি জগমোহন ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন।

শৈশবকাল থেকেই রামমোহন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সেই জন্য পিতা রামকান্ত রায় এই পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য মাত্র নয় বছর বয়সে পাটনায় পাঠিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে রামমোহন আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষাশিক্ষা লাভ করেন। তারপর পাটনা থেকে তিনি ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃত-চর্চার পীঠস্থান বারাণসী বা কাশীতে আসেন। এখানেও তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের নানাগ্রন্থ ও শাস্ত্রপাঠ করে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) গ্রন্থে বলেছেন –

> রামমোহন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, গ্রিক, হিব্রু, লাতিন, ইংরেজি, ফরাসি এই নয় ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিলক্ষণ বুদ্ধি শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

অসম্ভব মেধার কারণেই তাঁর জীবনে এই ধরনের সাফল্য অর্জন হয়েছিল। তিনি জ্ঞানচর্চার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এখান থেকে বোঝা যায়

সাগর সঙ্গমে

ঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

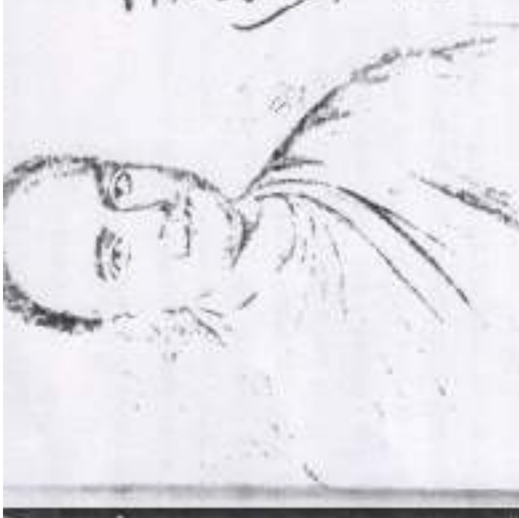

সম্পাদনা

ড. অমিত দে • নিত্যানন্দ খাঁ

সাগর সঙ্গমে

সম্পাদনা - ড. অমিত দে নিত্যানন্দ খাঁ

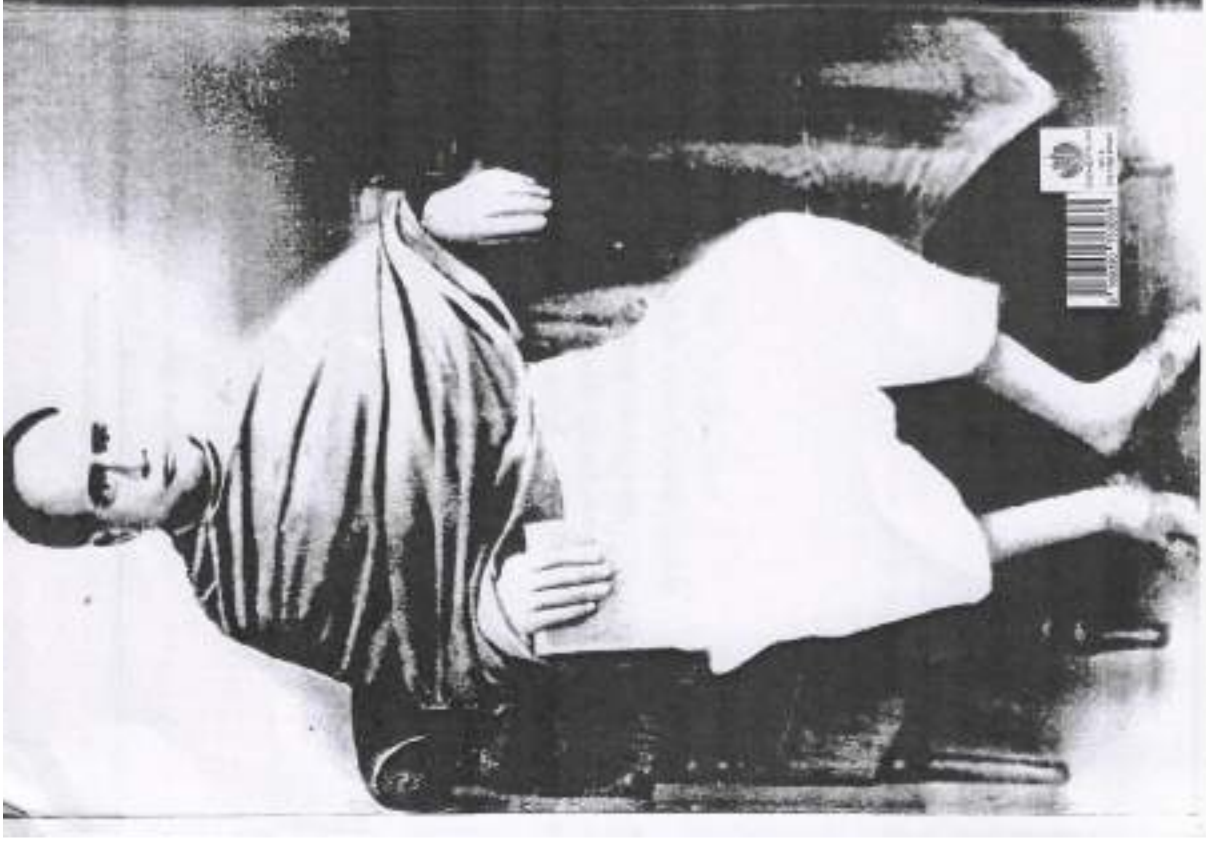

উনিশ শতকের আলোকে
২২. সৌরভ লায়েক – ১৯৯
করুণারসাগরের শেষ জীবন- "কার্মাটাঁড়"
২৩. শুভ্রা পাড়ুনী – ২০৬
ভগিনী নিবেদিতার চেতনার আলোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২৪. সুপ্রভাত সিট – ২১২
বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি
২৫. তমাল কান্তি পাল – ২২২
বিদ্যাসাগর বিরোচিত শিশুপাঠের নৈতিকতা :
একটি বিশ্লেষণ
২৬. তিতলী ব্যানার্জী – ২৩১
বিদ্যাসাগরীয় চেতনা ও রীতি
২৭. কালীকৃষ্ণ সূত্রধর – ২৩৬
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :
আধুনিক চিন্তাধারা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন
লেখক পরিচিতি – ২৪৬

□ আকবর হোসেন □

যুক্তি-তর্কে বিধবা বিবাহ প্রস্তাব

ঊনবিংশ শতকে একজন বিশিষ্ট বাঙালী শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাণ্ডিত্য, দয়ার্দ্রচিত্ততা, তেজস্বিতায় বাংলাদেশের একক ব্যক্তিত্ব তিনি ১৮২০ খ্রীঃ ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী।তিনি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধারণ। বস্তুত তিনি অসাধারণত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বিদ্যা, শক্তি, সাহস, সংস্কার, গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ।সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, তাঁর জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে তিনি কর্মী ছিলেন- কল্পনা বিলাসী ছিলেন না তাঁর দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, তা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের সেই সময় বাঙালীর চিন্তনে ও মননে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব তথা জাগরণের সূচনা হয় অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে এক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী আলোড়নের সূচনা হওয়ার ফলে তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় নারীদের অবস্থার সেই রূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। প্রতিনিয়ত অপমানিত, লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করতে হত- কোন সম্মান, মর্যাদা, অধিকার, বাক-স্বাধীনতা ছিল না।ধর্মীয় সংকীর্ণতার বেড়াজালের মধ্যে তাদের বেঁধে ঘরে বন্দী করে রাখা হত।সমস্ত বিধি নিষেধের বোঝা চাপিয়ে নারীদের একটা ভুল ধারণার মধ্যে রেখে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের স্বার্থকায়েম করেছে।শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে অন্ধ করে রাখা হয়েছিল নারীদের।স্বামী মারা গেলে স্বামীর সঙ্গে চিতায় তাকে পুড়িয়ে মারা হত। এই নৃশংসতার হাত থেকে রাজা রামমোহন রায় নারীদের জীবনে বাঁচার কিছুটা

□ তমাল কান্তি পাল □

বিদ্যাসাগর বিরোচিত শিশুপাঠ্যের নৈতিকতা : একটি বিশ্লেষণ

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। তখনকার বাঙালি সমাজ বহুত্তরীয় নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ছিল। জীবন ধারায় অনেক পরিবর্তন এলো, পরিবর্তনের চিন্তাধারায় তার প্রতিফলন সাহিত্যিক সৃষ্টিতে লক্ষ করা গেল। প্রাগাধুনিক যুগের গৌড়বঙ্গে বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির যে আবির্ভাব হয়নি তা নয়। কিন্তু একই শতাব্দীতে সমগ্র দেশের মানুষ-আকাশ এভাবে আর কোনোদিন ফলবান সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের বঙ্কিকুঞ্জ জ্বালিয়ে পুরাতন বাঙালি সংস্কৃতির একটা বিরাট ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে হিমালয়ের মত চির বিরাজমান, অর্থাৎ বলা যায় চারিদিকের নানা ষড়যন্ত্র, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রভৃতিকে যেমন রক্ষা করে হিমালয় পর্বত, তেমনি বাংলা ভাষাকে তিনি তেমন ভাবে রক্ষা করে সামনের দিকের পথকে সুগম করে তুলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ চরিত্রে যেন অনায়াসে চরিতার্থ হয়েছিল। মধুসূদন দত্তের সাথে বিদ্যাসাগরের একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তাই কবি মধুসূদন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি পত্রে লিখেছেন -

> "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali Mother."

রামমোহন বাংলা গদ্যকে দুরূহ দার্শনিক বিষয়সমূহের আলোচনায় নিযুক্ত করে তাঁর ভিত্তি দৃঢ় করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সাহিত্যের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করলেন। আবার সেই প্রাণসঞ্চারের মধ্যদিয়ে সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— "যেমন কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়, তেমনি মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপন কৌশলে বাঙালিকে বিদ্যাসাগরের প্রতি মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" বিদ্যাসাগরের

গদ্যরীতির একটা আলাদা রীতি ছিল। সেই গদ্যরীতি সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— "বিদ্যাসাগর মহাশয় এর ভাষা মধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" আধুনিক মানুষ রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলেও আসল জনকত্বের দাবিদার স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়।?

উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং বাংলা গদ্যের রূপকার ছিলেন। তিনি ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে(অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়)এ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ছিলেন ভগবতী দেবী। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অত দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়া সত্ত্বেও কখনো অবনমিত থাকেননি। ১৮২৮ সালে নভেম্বর মাসে গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতায় চলে আসেন। তারপর ১৯২৯ সালে ১লা জুন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে বারো বছর বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেন। ১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিষয় নিয়ে ভর্তি হন তার ঠিক পরের বছর ১৮৩১ সালে মার্চ মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসিক ৫ টাকা হারে বৃত্তি এবং আউট স্টুডেন্ট হিসেবে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 'বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত' হিসেবে যোগ দেন। তিনি সংস্কৃত ছাড়াও বাংলায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি গত পারদর্শী ছিলেন। প্রথমদিক থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন এবং তারপর কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৪৬ সালে জুলাই মাসের দিকে আবার যোগদান করেন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক রূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় যোগদান করেন। ঠিক তার পরের বছর জানুয়ারি মাসে সেখানে অধ্যক্ষপদে যোগদান করেন। এখানে তাঁর প্রজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মান-যশ-কীর্তি অনেক বেড়ে গেল। তাঁর আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও সেখান থেকে সম্মানের সহিত বেরিয়ে এসেছেন বারংবার, এখানেই তাঁর চরম

'বাংলা' বা 'বঙ্গ', শুধুমাত্র ইতিহাসলব্ধ শব্দবিশেষ নয়। এরই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি গোটা জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার ইতিহাস। ইতিহাস শুধু অতীতের দিকেই টানে না, অগ্রগতিতেও সাহায্য করে। তবে তার জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইতিহাস সম্পর্কে অভিনিবেশ। বর্তমান গ্রন্থটি, সেই উদ্দেশ্যসাধনেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ISBN-978-93-90733-05-7

বাংলার মুখ
সম্পাদক ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ

বাংলার মুখ

ড. অমিত দে এবং নিত্যানন্দ খাঁ
সম্পাদিত

	স্মরণা			
৩০.	হাতিবাগানের 'থ্যাটার' : যেন এক স্বপ্ন-গড়া কাগজের নৌকা	:	সুদীপ পাঠক	২৭০
৩১.	বাংলা ও বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়	:	জয়ন্তকান্তি পাল	২৮০
৩২.	বাংলা কবিতায় হাংরি প্রজন্ম ও ফাল্গুনী রায়	:	অভিষেক ঘোষ	২৮৮
৩৩.	পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ : স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থা	:	ড. অমিত দে	২৯৮
৩৪.	উৎসভূমির আলোকে জৈনধর্ম : দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ভূমি	:	অরূপ মণ্ডল	৩২১
৩৫.	লৌকিকদেবী বসনবুড়ি : অস্তিত্বের সংকট	:	ড. জ্যোতির্ময় রায়	৩৩৩
	পরিশিষ্ট - ১ উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জি : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)	:	নিত্যানন্দ খাঁ	৩৪৩
	পরিশিষ্ট - ২ শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি চর্চা সংক্রান্ত পত্রপত্রিকার তালিকা : বিশ শতকের শেষার্ধ (১৯৫০-১৯৯৯)	:	নিত্যানন্দ খাঁ	৩৫৫
	লেখক পরিচিতি			

উৎসর্গ

বাংলা ও বাঙালি জাতির উদ্দেশে

বাংলা ও বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়

কমলকান্তি পাল

সত্যকে যিনি জয় করেছেন তিনিই সত্যজিৎ। তিনি যে বনেদি রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পরিবার আগে থেকেই সাহিত্যচর্চার পরিবেশের অঙ্গনে নিবদ্ধ ছিল। সেই সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেই, তিনি নিজেকে বাংলা চলচ্চিত্রকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তপ্ত বৈশাখের দুরন্ত কালবৈশাখী প্রকৃতিকে এলোমেলো করলেও বৈশাখ-ই আমাদের গোটা ভারতবাসীর কাছে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ। একদিকে এই তপ্ত বৈশাখের মধ্যবর্তীতে জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীদের কাছে এক গগনস্পর্শী অহংকার, অন্যদিকে সেই তপ্ত বৈশাখেই এই ভারতবর্ষের বুকে জন্মেছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। তিনি শুধু বাঙালি নন, তিনি সমগ্র ভারতবাসীর কাছে জীবন চেতনা। একদিকে জোড়াসাঁকোর সম্ভ্রান্ত 'ঠাকুর পরিবার', অন্যদিকে গড়পার 'রায় পরিবার'। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিখ্যাত বাঙালি শিশুসাহিত্যিক এবং বাংলা ছাপাখানার অগ্রদূত। তিনি একাধারে যেমন লেখক, চিত্রকর, প্রকাশক, শখের জ্যোতির্বিদ, সুদক্ষ বেহালা বাদক ও সুরকার ছিলেন।

বিখ্যাত "সন্দেশ" পত্রিকা তিনিই প্রথম শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সুকুমার রায়, পৌত্র সত্যজিৎ রায়, ও তাঁর পুত্র সন্দীপ রায় সম্পাদনা করে আসছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ শ্রী রামসুন্দর দেও (দেব) অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার চাকদহ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে তিনি তাঁর পৈত্রিক ভিটে মাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গের শেরপুরে গমন করেন। সেখানে শেরপুরের জমিদার বাড়িতে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যশোদলের জমিদার রাজা গুণী চন্দ্রের সাথে। সেই সময় রাজা গুণী চন্দ্র রাম সুন্দরের সুন্দর চেহারা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন এবং তারপর রামসুন্দর কে তাঁর সাথে তাঁর জমিদারিতে নিয়ে যান। যশোদলে জমিজমা, ঘরবাড়ি প্রভৃতি দিয়ে তিনি রামসুন্দরকে তাঁর জামাতা বানান। তাঁর বংশধররা সেখান থেকে সরে গিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদি উপজেলায় মসূয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে কলকাতার এক দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয় রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়। একদিকে উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ এঁরা ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রেখা। শৈশব থেকে আমৃত্যু সুদীর্ঘকালের সাধনা ও সাফল্যের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান ধারা সত্যজিৎ রায়। সুন্দর তুলির টানে চিত্রকাণ্ডকে করে তুলে ছিলেন জীবন্ত। সেই সময় উত্তর কলকাতার ১০০ নম্বর গড়পার রোডের বিখ্যাত 'রায় পরিবারে' ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২রা মে মহান চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুকুমার রায় ছিলেন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী। মাতা ছিলেন সুপ্রভা রায়। তিনি মাত্র দু-বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তখন সুপ্রভা দেবীর একেবারেই অসহায় সম্বলহীন অবস্থা, তারই মধ্যে একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ-কে নিয়ে তিনি থাকেন গড়পার বাড়িতে। যৌথ পরিবারের বেষ্টনীতে সত্যজিৎ মানুষ হতে থাকেন বলে ছোটোবেলায় অনেক কিছুরই অভাব বোধ করেননি। তারপর সত্যজিৎ ১৯৩০ সালে কলকাতার বালিগঞ্জ গভমেন্ট স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হন। তিনি স্কুল জীবন থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শৃঙ্খলা পরায়ণ এবং পরিমিত কথাবার্তার মানুষ ছিলেন। ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে অর্থশাস্ত্রে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটোবেলা থেকেই চারুকলার প্রতি সবসময়ই তাঁর ভীষণ দুর্বলতা ছিল। ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ তাঁর মাতাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভর্তি হবার জন্য আসেন। কলকাতাপ্রেমী সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু সর্বশেষে মায়ের প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ফলে রাজি হন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রাচ্যের শিল্পের মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি স্বীকার করেন যে, সেখানকার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এর কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছিলেন। নিয়মানুযায়ী বিশ্বভারতীতে সত্যজিতের পাঁচ বছর পড়াশোনা করার কথা থাকলেও তা আগেই ১৯৪৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন। তারপর ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমারে মাত্র আশি টাকা বেতনের বিনিময়ে "জুনিয়ার ভিজুয়ালাইজার" হিসেবে তিনি যোগ দেন। চিত্রসজ্জা বা ভিজুয়াল ডিজাইন সত্যজিতের পছন্দের একটি বিষয় ছিল ও সংস্থাটিতে তিনি ভালো সমাদরেই ছিলেন। কিন্তু সংস্থাটি ইংরেজ ও ভারতীয়

আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

আরোগ্য।। ২৯ সংখ্যক কবিতা।। উদয়ন
২৩ জানুয়ারি ১৯৪১।। সকাল

মহামারি : ইতিহাস ও উত্তরণ
সম্পাদনা- ড. অমিত দে ও নবীন দাস ২ য় খণ্ড

মহামারি
ইতিহাস ও উত্তরণ

দ্বিতীয় খণ্ড
সম্পাদনা
ড. অমিত দে • নবীন দাস

১১.	মহামারি জর্জরিত বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র	:	কমলকান্তি পাল	৮৫
১২.	বাংলা কথাসাহিত্যে প্লেগ : দুঃস্বপ্নের আখ্যান	:	তীর্থা সিনহা	৯২
১৩.	মহামারি : সভ্যতার ধ্বংস না অবসাদ ও পুনর্গঠনের ইঙ্গিত	:	মানু বধূক	৯৮
১৪.	'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির প্রভাব	:	অবিনাশ কোচ	১০৫
১৫.	'নিম অন্নপূর্ণা'— নিরন্নের আর্তি অথবা বিপন্ন মূল্যবোধ	:	প্রীতম চক্রবর্তী	১১১
১৬.	ভয় থেকে বিশ্বাসের পথে : সৌজন্যে মহামারি	:	সুমন কর	১১৭
১৭.	করোনা ভাইরাস : সামাজিক মানসিকতা	:	জয়া দাস	১২৪
১৮.	বাংলা গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নারী ভাবনা	:	সুব্রত আনক	১৩২
১৯.	বিশ্ব-মহামারি : ইতিহাস, উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ইঙ্গিত	:	ড. স্বরূপ দে	১৩৮
২০.	বিগত দুই শতকে ভারতবর্ষে মহামারি ও অতিমারির প্রাদুর্ভাব ও ভয়াবহতার ইতিহাস	:	কালীকৃষ্ণ সূত্রধর	১৪৫
২১.	মহামারি : উত্তরণের স্মৃতিচারণে সাহিত্য	:	কমলেশ মণ্ডল	১৫১
২২.	ইতিহাসের আলোকে মহামারি : একাল-সেকাল	:	মনোরঞ্জন পড়ুয়া	১৫৮
২৩.	মহামারির প্রতিষেধক : নন্দনতত্ত্বের আলোকে	:	সুলগ্না চ্যাটার্জী	১৬৬
২৪.	কোভিড-১৯ : সামাজিক সংকট ও স্বদেশভাবনা	:	কৃত্তিরঞ্জন কর	১৭১
২৫.	অতীতের মহামারি বর্তমানের সংকেত	:	ত্রিবিদ নারায়ণ দাস	১৭৭
২৬.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে বাংলায় মহামারির স্বরূপ চিত্রণ	:	সুপ্রিয়া গুপ্ত	১৮২
২৭.	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে মন্বন্তর : মনন বিশ্লেষণে	:	হজরত উমার ফারুক	১৯৪
২৮.	কুমুর গান : প্রসঙ্গ করোনা সচেতনতা	:	ড. সংগ্রাম মাহাত	২০০
২৯.	ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে মহামারি	:	ড. চন্দ্রাণী পাল	২১১
৩০.	নাটকের পথ পথনাটক : মারিকালে অন্যতম এক দিশা	:	কোয়েল সাহা	২১৮
৩১.	লেখক পরিচিতি	:		২২৫
৩২.	পরিশিষ্ট – ১ অতিমারির কালক্রম	:	নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন)	২৩০
৩৩.	পরিশিষ্ট – ২ করোনার বর্ষপূর্তি (তথ্য - আনন্দবাজার পত্রিকা)	:	নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন)	২৪৭
৩৪.	পরিশিষ্ট – ৩ বিদেশি সাহিত্যে অসুখবিসুখ	:	নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন)	২৫০

পৃষ্ঠা-৩৫০, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বিরাজ বৌ", গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স প্রকাশনী, অষ্টবিংশ মুদ্রণ,বৈশাখ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পৃ-১৮

৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "দেনাপাওনা", অমিয়ী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পৃঃ-২০১।

৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, "পুতুল নাচের ইতিকথা", প্রকাশ ভবন প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, প্রথম সংস্করণ,কার্তিক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।পৃঃ- ৩৩।

৬. জহির রায়হান, "হাজার বছর ধরে", অনুপম প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ ২০১২ খ্রিঃ ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ-৪৭।

৭. তদেব, পৃঃ- ৪৯।

৮. তদেব, পৃঃ-৫০।

৯. হাসান আজিজুল হক, "আগুন পাখি", দেজ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০০৮ খ্রিঃ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পৃঃ- ৭।

মহামারি অতিক্রান্ত বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

তমালকান্তি পাল

১৯১৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন জোর কদমে। আমেরিকার বোস্টন শহরের অদূরে আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পের এক সেনা উর্ধতন অফিসারকে জানান একজন অসুস্থ। কী হয়েছে তার ? প্রচণ্ড জ্বর। ব্যারাকের ডাক্তারবাবুরা সন্দেহ করলেন রোগটা 'মেনিনজাইটিস'। সে সন্দেহ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল পরের দিন। দেখা গেল একজন সেনাও ওই একই রকম লক্ষণ নিয়ে সেনা হাসপাতালে ভর্তি। ১৬ সেপ্টেম্বর ভর্তি হল আরো ৩৬ জন। ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই ব্যারাকের মোট ৪৫০০০ সেনার মধ্যে অসুস্থ হলো ১১৬০৪ জন, সংখ্যাটা নিমেষের মধ্যে একটা থেকে যাবে কেউ ভাবতে পারেনি। এই মহামারি চলল প্রায় দেড় বছর। আক্রান্ত ব্যারাকের এক-তৃতীয়াংশ সেনা, মৃত্যু ? প্রায় ৮০০ জন। যারা মারা গেল, তাদের চামড়া প্রায় নীলাভ, আর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। সকলের নয়, তবে যাদের মৃত্যু হল তা এল সংক্রমণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে দেখা গেল ফুসফুসে জমেছে তরল কিংবা রক্ত। চিনা রোগের এমন পরিণাম তো দেখা যায় না। এত বেশি পরিমাণে তো নয়ই, আমেরিকার মানুষ হতচকিত।

আজ চারিদিকে একটা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে 'কোভিড-১৯' ঠিক তেমন আকার ধারণ করেছে। অকস্মাৎ থাবা বসানো এই রোগকে গবেষকরা বলছেন, 'দা মাদার অফ অল প্যানডেমিক্স'। সত্যিই তাকে অতিমারিদের মধ্যে রাজার আসনে বসানো যায়। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলল ১৯২০ অবধি। এই মহামারির প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, এবং জাপানেও। মোট ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হল। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে যা আজকের হিসেবে কুড়ি কোটি দাঁড়াত। সে সময়ে অতিমারির যে বিরাট প্রকোপে সমাজের যেমন পরিবর্তন হয়েছিল, বর্তমান করোনাকালেও সেই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেই হিসেবে তার সমপর্যায়ের বলা যেতেই পারে ?

সমকালীন দেশ-কালের প্রেক্ষিতে সমগ্র ঘটনাক্রমকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে সেই যুগের পারিপার্শ্বিকতা, যা জীবন অভিনব শিল্পরূপ হয়ে ফুটে

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য-চর্চা
সম্পাদনা - ড. অমিত দে • নিত্যানন্দ খাঁ

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য-চর্চা

সম্পাদনা -

ড. অমিত দে • নিত্যানন্দ খাঁ

সম্পা রায় ► ৮৬
শ্রীরামপুর মিশন ও সমকালীন বাংলা গদ্যচর্চার ধারা
সুপ্রিয়া গুপ্ত ► ৯৭
কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা'য় উনিশ শতকীয় কলকাতার বাঙালি সমাজের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকৃতি নির্মাণ
স্বপন নন্দী ► ১০৬
হালহেডের ব্যাকরণ : মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন
তমাল কান্তি পাল ► ১১০
উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের প্রাক্-নক্শা নির্মাণ
সুব্রত দত্ত ► ১১৮
উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
গোপীনাথ সরকার ► ১২৬
ঊনবিংশ শতকে বীরভূম জেলার অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ► ১৩৩
উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অনবদ্য সমোচ্চারিত নাম- 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' / হুতোম প্যাঁচার নক্শা
দেবাশিস ঘোষ ► ১৫০
উনিশ শতকের বাংলা গদ্য-চর্চা সাহিত্যের ধারায় আত্মজীবনী/ আত্মস্মৃতিকথার সাহিত্যরস

উনিশ শতকের বাংলা গদ্য-চর্চা

□ তমাল কান্তি পাল □

"উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের প্রাক্-নক্‌শা নির্মাণ"

বাঙালি যখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করে, তখন সে হাজার দেড়েক বছরের মধ্যে ভারতের হিন্দু-আর্য সংস্কৃতির ও হিন্দু আর্য ভাষার উত্তরাধিকারী। ভারতের আর্য সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি কতকটা কাল ক্রমে সামাজিক নিয়মে, আর অনেকটা এই দেশের প্রাচীনতর নানা অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ততদিনে এক নিজস্ব ভারতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকে চর্যাপদের দিন থেকে একেবারে ইংরেজি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পদ্য প্রাধান্য পেয়েছে 'পদ' ও 'পাঁচালী' কাব্যে, কিন্তু তাতে যে কি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম আলোচনা ও সম্ভব তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে। প্রায়ই সব সাহিত্যেই দেখা যায় পদ্য আগে গদ্য পরে। মনের মতো কথা ও মনে রাখবার মত কথা সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল রীতি। আবার লেখা কথাকে জীবিত রাখবার এটাই একমাত্র কৌশল। লিখিত কথা ছন্দে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল নিয়ম। সেই সময় বাংলা ভাষার যে গঠনরূপ লক্ষ্য করা যায় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তার ফলে পাঠকগনের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কলকাতার নাগরিক সমাজ ভাবতেই পারেনি এমন সাদা চামড়ার বিজয়ী বীর ইতিহাসের পাতা থেকে সদ্য উঠে আসতে পারে, একেবারে বাঙালির নিজস্ব উৎসব- সংসারে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) গ্রন্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন, জব চার্নকের কুঠি নির্মাণ এবং আদি কলকাতার এই পত্তনের ইতিবৃত্ত চিত্রিত করেছেন।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কিছু পরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের যে অভাবিত পরিবর্তন ঘটে, তার ধাক্কা সামাল দেওয়া খুব সহজ ছিল না। পাঁচশো বছরের বৈচিত্র্যহীন মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসন ভালো-মন্দ মিশিয়ে অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু প্রায় প্রতিরোধহীন একটা জাড্য- শক্তির ভেতর থেকে তাকে বিনিষ্ট করছিল। সমুদ্রপারের বিশ্বে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকিত আধুনিক চৈতন্যের যাত্রা শুরু হয়েছে, তার নাড়ী নক্ষত্রের কোন খোঁজ সে রাখেনি। সেইসময় বাবু কালচারের

আর এক চমকদার জমজমাট ধন-উল্লাসের বিচিত্র ইতিকথার 'নকশি কাঁথার' পটভূমি, যা উনিশ শতকে কোম্পানীর অবদান। উনিশ শতকের 'বাবু' কলকাতা মদের নেশায় সুপ্তি হারা চোখে নিশাযাপন করে। স্বাভাবিকভাবেই আত্মস্ফূর্তি প্রদর্শনের চটক দারিদ্র, অসংযত আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, সস্তা প্রমোদ বিহার বিত্তবিলাসের একটা বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার বিকাশ ও প্রচারের জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের। ঊনবিংশ শতাব্দি হল মিশ্র সংস্কৃতির 'শতাব্দি'। দেশের মাটি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়েই পশ্চিমের উদার হাওয়াকে বুকের সব জানালা খুলে আহ্বান করেছিলেন যাঁরা- রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ন বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখরা। আবার বিধাতাকে কিছুটা জর্জরিত হয়ে প্রশংসা- নিন্দায় দোলায়িত চিত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। প্রাচীনপন্থী শশধর তর্কচূড়ামণি ক্ষয়রোগগ্রস্ত প্রাচীনের মধ্যে সন্ধান করলেন হাস্যকর অপ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ। আর একদল জেদি নবযৌবন এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝাকে একেবারে কালবৈশাখীতে পরিণত করলেন।[২]

সমকালীন সময়, মানুষের প্রতি ঔৎসুক্য ও বাস্তব জীবনাগ্রহ থেকেই উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। বাংলা উপন্যাসের সূচনা সম্পর্কে ও একথা অনেকটা সত্য। বাংলা উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বাস্তব চেতনা। কিন্তু যে বিশেষ শিল্প প্রক্রিয়া, উপাদান এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববাদী উপন্যাসের প্রাণ সেগুলি যে বাংলা উপন্যাসের জন্ম থেকে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু নক্‌শা জাতীয় রচনা ('আলালের ঘরের দুলাল') নামক একটি আখ্যান গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাসের রূপকথা, উপকথা, সংবাদপত্র, সাময়িকী ব্রতকথা, গীতিকা, অনুবাদ সাহিত্যের স্তরকে বলতে হয় উপন্যাস সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্ব। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রাক্-পর্ব হিসেবে উল্লেখ করতে হয়- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), হানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), রেভারেন্ড লালবিহারী দের 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার

প্রবন্ধ সংকলন ১

সম্পাদনা

ড. অমিত দে নিত্যানন্দ খাঁ

প্রবন্ধ সংকলন ১
সম্পাদনা ড. অমিত দে • নিত্যানন্দ খাঁ

9 789390 733340

২৫. সমৃদ্ধি সেনের বর্মন ▷ ২২১
বিভূতিভূষণের গদ্যশৈলীর একটি বিশেষ প্রবণতা :
(শৈলীবিজ্ঞানের) সমান্তরালতা'Parallelism)' তত্ত্বের প্রয়োগ
২৬. ড. সংগ্রাম মাহাত ▶ ২৩০
বিবাহ গীত এক অনন্য জীবন আবহ : (বিহার গীত)
২৭. শর্মিলী মাইতি ▶ ২৪৭
সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর তিনটি পরব সম্পর্কে একটি আলোচনা
২৮. ড. সাথী ঘোষ ▶ ২৫৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে মানবমনের আলো-আঁধারি খেলা
২৯. সৌরিশ দে ▶ ২৬৫
কর্মে পরিণত বেদান্ত ও স্বামী সারদানন্দ তত্ত্ব ও প্রয়োগ
৩০. সুব্রত আদক ▶ ২৭৩
আত্ম-মুক্তির কবি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবন্ধ সংকলন)
৩১. শুভ্র গাঙ্গুলী ▶ ২৭৮
ভারতের আদর্শ নারী রূপে প্রাচীন মহাকাব্যের নারী :
প্রসঙ্গ ভগিনী নিবেদিতার 'পুরাণের গল্পগাথা'
৩২. ভবানী কান্তি পাল ▶ ২৮৮
"সাম্প্রতিক সৃষ্টি সম্পর্কের জটিলতা ও অভিনিবেশ"
৩৩. তিতলী ব্যানার্জী ▶ ২৯৬
রাজসিংহ :
বাস্তবী থেকে সাধারণ নারীর মনের জীবন্ত দলিল
৩৪. রাজা মেহেলী আলি সরদার ▶ ৩০৫
আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ বোধ ও তার
ব্যবহার প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থ
৩৫. সুব্রত দত্ত ▶ ৩১০
তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নারী
৩৫. সৌমিতা সরোয়ার ▷ ৩১৭
সত্যজিতের শব্দবলী
৩৬. সেবন্তী সাহা ▷ ৩৩১
নিম্নবর্গের প্রতিবাদ : উৎপল দত্তের 'অঙ্গার'
৩৭. জয় দাস ▷ ৩৩৭
অধ্যাপনার নির্বাচিত শ্রেণীগুলি : প্রসঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান
৩৮. কৃষ্ণলাল পাঠক ▷ ৩৪৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে
বাঁকুড়া জেলার কৃষক বিদ্রোহ- একটি পর্যালোচনা
৩৯. শ্রীতম চক্রবর্তী ▷ ৩৫১
পূর্ণিমা দেবীর উপন্যাসে 'মেঘ প্রেম করুণা আকাশ'

□ অমল কান্তি পাল □

"দাম্পত্যে সৃষ্ট সম্পর্কের জট-জটিলতায় অন্ধবিশ্বাস"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সাহিত্যের একটি রূপকর্ম হিসাবে উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বাঙালি পাঠক সমাজ সবচেয়ে বেশি আপন করে নিয়েছে। উপন্যাসের সমালোচনার ক্ষেত্রে এ কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে, ফ্লবেয়ার আগে উপন্যাস শিল্প নিয়ে কেউই বিশেষ চিন্তা করেননি। ইংরেজিভাষী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম হেনরি জেমসই নাকি ফ্লবেয়ার অনুসরণে উপন্যাস শিল্প সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেছেন। বস্তুত ঔপন্যাসিক একদিক থেকে সত্যিই রসায়নিক। জীবনের বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রন তার স্বাদের তারতম্য তাঁর থেকে জানা যায়। সামাজিক শ্রেণীগত ব্যবধান পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা আগে যতটা ছিল তার চেয়ে আরোও বেশি দেখা দিয়েছে এই বিংশ শতকের সাহিত্যে। শ্রেণিচেতনা এবং একই শ্রেণীর মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও অন্যান্য সূত্রে জটিলতা সম্পর্কে সচেতন হবার ব্যাপারে মূলত মার্কস ও ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার প্রভাব কাজ করেছে বেশি। বিংশ শতকের এই সামাজিক শ্রেণীগত কঠোরতা ও ব্যবধান অনেকটাই শিথিল হয়েছে, ব্যক্তির পক্ষে শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বা অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বেশি। বর্তমান শতাব্দীতে বিশেষত দুটি মহাযুদ্ধের পর রুক্ষশ্রী পরিণাম ভীতি কোনো বিশেষ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং শ্রেণী নির্বিশেষে মানবসমাজ সেই ভীতিও অসহায়তার শিকার হয়েছে। তৎকালীন সমাজে যে দাম্পত্যে সৃষ্ট সম্পর্কের জট-জটিলতার কথা বেশিরভাগ ঔপন্যাসিকের কলমে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের দিকে তাকায়, সেখানেও সামাজিক পটভূমি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতর ও প্রকাশের মধ্যে যে বিরোধ বাংলাদেশের নগরজীবনে একদিন দেখা দিয়েছিল এবং সেই বিরোধ উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নর-নারীর দৈনন্দিন ব্যক্তি জীবনে যে আবর্ত ঘনিয়ে তুলেছিল তা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অবিশ্রাম প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটেনি। বাঙালি পাঠকসমাজের এক বৃহদাংশ এখনো শরৎচন্দ্র আকর্ষণের বশীভূত। যুক্তির অভাবে,ভাবালুতার সংযোগে, উপলব্ধি বর্জিত বর্ণনা যোগে, বাংলা উপন্যাস শরৎচন্দ্রের হাতে এক রমণীর কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র পাঠক তৈরি করেননি, পাঠকই তাঁর জন্য তৈরি হয়ে বসেছিল। তাঁর আবির্ভাব ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত আকস্মিক নয়, বাংলাদেশের জলবায়ু ও বাঙালি মানস প্রকৃতির পক্ষে তা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও গতানুগত। আসলে শরৎচন্দ্র পাঠকগণের নাড়ী টিপে তার অন্তরবোধ ও প্রত্যাশা ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলাদেশের সমতল ভাবালুতাপূর্ণ মাটিতে পরিবেশে 'ত্রিলসঙ্গীর' মত গল্পগ্রন্থ, অথবা 'গোরা', 'যোগাযোগ'- এর মত উপন্যাস রচনা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। তাই গোড়া থেকেই তিনি সারল্যের অঙ্গীকার নিলেন। তাঁর উপন্যাসে অব-চেতনার বহুযত্ন বুদ্ধি ও মননকে পাঠালো নির্বাসনে, আর প্রেমের স্থান গ্রহণ করল মধ্যযুগীয় রোমান্স। চরিত্র গুলি লেখকের ইচ্ছাশক্তির পদানত হল, মানুষই স্বভাবের বদলে তারা হয়ে উঠলো লেখক কবলিত পুতুল। যা সবই জনপ্রিয়তার উপাদান, তার সঙ্গে যুক্ত হল শরৎচন্দ্রের ভাষাশৈলী। যেকালে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন সেকালে বাংলা গদ্যরীতির অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধু গদ্যভাষের ভিত্তিতে শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনা করে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যে পদ্ধতি নতুনত্বের উপযোগী, তাদের অনুকূল শরৎচন্দ্র তাকেই আশ্রয় করলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার আলোচনা বিশদভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিশেষ করে নারীচরিত্র গুলিতে দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে কখনই সংস্কারের সীমা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। যেমন 'রাজলক্ষী' (শ্রীকান্ত), 'সাবিত্রী' (চরিত্রহীন), 'রমা' (পল্লীসমাজ), 'ষোড়শী' (দেনাপাওনা), 'এমনকি ললিতা' (পরিণীতা), ও 'বিজয়া' (দত্তা) প্রভৃতি উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি সংস্কারের কাছে হার মেনেছে। কিন্তু আবার 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা সম্পর্কে একথা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের তিনটি ব্যতিক্রম সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম ব্যতিক্রম কাহিনীর সূচনাতেই মহিমার অচলার বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। বস্তুত এই বিবাহের পর কাহিনীর যথার্থ সূত্রপাত ঘটে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নর-নারীর মিলনরূপ রমনীয় পরিণাম বিশেষ নেই। এখানে ত্রিকোণ প্রেম যে নর-নারীর জীবনের কি ভয়াবহ পরিণতি ঘটাতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই উপন্যাসটিতে রয়েছে। এই ত্রিকোণ প্রেমের মধ্য দিয়ে সমাজে

প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানব জীবন: সাহিত্যিক সহাবস্থান

সম্পাদনা

শুভদীপ সরকার

ও

ভবানী কর

সম্পাদনা

শুভদীপ সরকার ও ভবানী কর

SOPAN

সোপান

SOPAN
206, Bidhan Sarani
Kolkata - 700 006
p- 033 2257 3738 / 9433343816
e- sopan1120@yahoo.com

ISBN : 978-93-90717-46-0

ISBN : 978-93-90717-46-0

www.sopanbooks.in

চিত্রাদর্শী : বাংলা কবিতার মানব স্বভাবে
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
'[illegible]' : প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানবজীবন
—[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

প্রকৃতি পরিবেশ ও মানবজীবন

পবিত্র সরকার

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড [illegible] বলি, তার মধ্যে মানুষের সৃষ্টি আর বিশ্বাসের জগৎ, যা শিক্ষাতত্ত্ব এবং তার যুক্তি, অভিজ্ঞতা আর উপভোগ [illegible] নানা আয়তনে দাবি করে, তাকে ঠিক আর দুটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই শেষ অংশে আমি মানব জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটা বোধের কথা বলতে চাই, যা ওই মানচিত্রে ধরা যাবে না, বরং [illegible] একটা ভিন্ন পরিধিতে স্থাপন করতে হবে। সে কোন পরিধি?

সে আমরা এক দিকে জন্ম অনন্তয়ার, অন্যদিকে মৃত্যু। দুটো একই সূত্রে গাঁথা, যে আমরা জানি। মানুষের অস্তিত্ব নিরন্তর গতিশীল, তা কোনও সময় এক অবস্থানে স্থির থাকে না, ঘটনা থেকে ঘটনায়, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায়, সম্পর্ক থেকে সম্পর্কে তা এগিয়ে চলে, যতদিন না মৃত্যু এসে এই নিরন্তর পরিবর্তমানতার মধ্যে একটি ছেদ টেনে দেয়। মৃত্যুতেই কি শেষ? রবীন্দ্রনাথ তো বলেন, 'তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে' — কিন্তু এই জীবন কি একই ব্যক্তির জীবন? না, রবীন্দ্রনাথ এক ব্যক্তির অব্যাহত জীবনের কথা বলেন না — তাঁর পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম ইত্যাদি কিছুতে তেমন বিশ্বাস নেই। তিনি কবিতায় বলেন বটে 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে' কিন্তু তা কবিসুলভ অতিরঞ্জন মাত্র, বাস্তব ঘটনার বর্ণনা নয়। একা মানুষের অস্তিত্ব অনন্ত, অব্যাহত, চিরকালীন নয়। কিন্তু মানুষ চিরকালীন। 'চিরকালীন' হয়তো বৈজ্ঞানিক অর্থে সত্য না, কারণ মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সেদিনমাত্র, অনেক আগে। পৃথিবী নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যতদিন থাকবে মানুষ ততদিন থাকবে না। হয় সে ধ্বংস করবে, সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে প্রাণ ও প্রকৃতি, না হয় আসবে এক প্রাণহীন বরফযুগ, তার আগেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কাজেই মানুষ চিরকালীন কথাটি তার এই সুন্দর বিজ্ঞান-লব্ধ আয়ুর পরিপ্রেক্ষিতে

৮. দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শোভন (প্রথম সাহিত্য) সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২।
৯. সেণু মহলায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৪।
১০. বিভূতিভূষণ রায়, বিশ্বসৃষ্টি, দেশজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৮।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮।
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯।
১৫. বেণু মহলায়, কলোনেশন ট্রেনে বৃষ্টি, সংকলন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১১, পৃষ্ঠা-৫৮।
১৬. দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শোভন (প্রথম সাহিত্য) সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৪৪২।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪৭।
১৮. দেবেশ রায়, 'তিস্তাপুরাণ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৯৮।
১৯. দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শোভন (প্রথম সাহিত্য) সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২২৯-২৩০।
২০. বেণু মহলায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৭১।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬।
২২. মীনা সরকার, চোরাবালিশ, হীরক দত্ত, এন.বি.এস পাবলিকেশন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৪।
২৩. দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শোভন (প্রথম সাহিত্য) সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৭১-৫৭২।
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮২।
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮৩।
২৬. জীবন সরকার, আরণ্যকের সন্তান, জীবন সরকারের শেষকথা, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৯৯।

"নজরুলের কবিতায় প্রকৃতিবাদ : দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তাধারা"

প্রমোদ কান্তি পাল

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে উজ্জ্বল হয়ে বিশ্বব্যাপী আলোর প্লাবন এনেছিল, তখন অনেক কবিই সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় আকাশের দিকে ধূমকেতুর মূর্তিতে নজরুলের আবির্ভাব বাংলা কাব্যে নতুন স্বর ও সুর সংযোজন করল। রবীন্দ্র প্রতিভাকে অস্বীকার করে নয়, বরং তাঁরই পাশেই তাঁর কাব্যে এক নতুন যুগের নিশ্চিত পদধ্বনি শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথের দুর্বার উত্তরাধিকারকে সাদরে গ্রহণ করেও তিনি তা থেকে স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে প্রয়াসী হলেন। নজরুলের সাহিত্যজীবন চর্চার কালপর্ব থেকে মোট তেইশ বছর (১৯১৯-১৯৪২), সময়ের সূত্রে নজরুলের সাহিত্য চর্চার জীবন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর মধ্যবর্তী কালসীমা। ত্রিশোত্তীর্ণ নজরুল হঠাৎ তেতাল্লিশ বছর বয়সে বাক্-রুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় অনন্যস্থান এনে দিয়েছিলেন। বাংলাকাব্যের ইতিহাসে নজরুলের কবিতার মূল্যায়ন শুরু হয়েছে অনেক দোলাচল সরিয়ে। কবি হিসাবে তিনি মূলত রোমান্টিক, বিদ্রোহ-বিপ্লবে-প্রেমে নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর। তিনি শোষিত-পীড়িত মানুষের পক্ষে, ধর্ম-ভণ্ডামির ভণ্ডামি ও বিদেশী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের আকুতিতে কবিতা লিখেছেন। কবিতায় হিন্দু-পুরাণের প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে আরবি-ফারসি শব্দের চমৎকার প্রয়োগ। নজরুল আবেগকে প্রশান্তির মাধ্যমে শোধন করে তার স্মৃতির ভাষারূপ রচনা করেননি। তিনি শুধু আবেগকে উদ্দাম সংরাগে শিল্প করে তুলবার কৌশল অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা গল্প উপন্যাসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যে অবদান অর্থাৎ তাঁকে সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষের রসের সামগ্রী করে তোলা— তা একইভাবে প্রযোজ্য নজরুলের কবিতার ক্ষেত্রেও। অভিজাতের কবী বাংলা কবিতার প্রধান ধারাটিকে তিনি জনসমুদ্রের সমতলে ছড়িয়ে দেন। বাংলা কবিতায় হিন্দু ও মুসলমান যে এই দুই পৃথকধারা নির্মিত হয়েছিল উনিশ শতকে, নজরুল তাদের একসূত্রে বেঁধেছেন।[১]

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সম্পাদনায়

বাংলার ইতিহাস অন্বেষণ

১

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী

ড. সমর কান্তি চক্রবর্তী

সুরাইয়া আক্তার

কৌশিক দত্ত

সহযোগী সম্পাদক

অনন্ত চন্দ্র

BANGLAR ITIHAS ANWESHAN, VOL-I

A COLLECTION OF ARTICLES ON BENGALS HISTORY

by a group of editors

₹ 500.00

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২

© কার্যকরী সম্পাদকমণ্ডলী

প্রচ্ছদ : মেগাবাইট

ISBN : 978-93-93763-07-5

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ, দে বুক স্টোর : ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

ধ্যানবিন্দু : কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, ব্লক ৪, স্টল ৫, ৬

বাংলাদেশ : পাঠক সমাবেশ, তক্ষশীলা, আজিজ মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা

আবিষ্কার-এর পক্ষে মুর্শিদ এ এম কর্তৃক ১২এ আদিগঙ্গা রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭০ থেকে প্রকাশিত (মো. ৯৮৩০৩৩১০৯২, ৮৬৯৭১৫৪৩৭৮ e-mail : aaviskarbooks20@gmail.com) অক্ষর বিন্যাসে রেজ ডট কম ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ ও গীতা প্রিন্টার্স ৫১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হতে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০০ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়)

৬০০ টাকা (বাংলাদেশী মুদ্রায়)

• বাংলার রাজনৈতিক ও আন্দোলনের ইতিহাস

বাংলার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা: অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী/১০৯
কৌস্তুভ গৌতম

সাঁওতাল বিদ্রোহ: ভূমিপুত্রদের অধিকার রক্ষার লড়াই/১১৮
মোঃ মহিউদ্দিন

বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধের প্রকৃতি: প্রসঙ্গ ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান/১২৯
স্বপন কুমার সরকার

জাতীয় আন্দোলনে গৌড়বঙ্গের গ্রন্থাগার, ব্যায়াম সমিতি ও পত্রপত্রিকা/১৩৭
শুভজয় রায়

বাঙালির দুই সংগ্রাম ও বাঙালির ঐক্য/১৪৬
কুদ্দুছ আলি মণ্ডল

দেশ বিভাগের যন্ত্রণা ও উদ্বাস্তু বাঙালি/১৫৩
সাগর সিমলান্দী

বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে জওহরলাল নেহেরুর কার্যকলাপ/১৬৫
জয়দেব মণ্ডল

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা/১৭৩
সাঈদা নাসরিন

'দেশ'-এর চোখে মুক্তিযুদ্ধ/১৮১
সায়ন্ত চ্যাটার্জী

সাত শহীদের সৌধ: হিংসা, স্মৃতি এবং ইতিহাস/১৯১
অর্ণব দেবনাথ

• বাংলার সামাজিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাস

বাংলার লোকমানসে গোপাল ভাঁড়ের নির্মাণ ও বিকাশ/২০১
অনন্ত চন্দ্র

মরমী সাধক লালন সাঁইয়ের সমাজ দর্শন: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা/২১০
শাহানাজ পারভীন রিমি

বর্ধমান জেলার বন্যা ও লোকভাবনা/২২২
মুসাদ্দেক হোসেন

উনিশ শতকের নদীয়ায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন/২৩৪
রিয়া চৌধুরী

সাত শহীদের সৌধ : হিংসা, স্মৃতি, এবং ইতিহাস

অর্ণব দেবনাথ

ভূমিকা

পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের নিয়ম। কিন্তু সবসময় তা এই মার্কসীয় প্রতিপাদ্য অনুসারে ঘটবে যে— 'first as tragedy, second as farce',[১] তেমনটা নাও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে 'first as tragedy, second through memory', এই রীতি ইতিহাসে অস্বাভাবিক, বা নেহাত বিরল নয়। ইতিহাসের 'ছোট স্বর' (Small voices)এই সূত্রকে উজাগর করে। 'ছোট স্বর' ভৌগলিক সীমারেখা, অথবা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, বা ব্যক্তির জীবন আখ্যানকে নির্দেশ করে, যে বা যারা এযাবৎ উপেক্ষিত, অশ্রুত, তাকে বা তাদের না-জানা দলিলকে ইতিহাসের পাঠকের/গবেষকের কাছে পেশ করে। ইতিহাসকে অনুধাবনের এই প্রকারভেদটি মূলত ইতিহাসের সার্বজনীন, বৈশ্বিক, এমনকি জাতীয় ধারার (যেমন, কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন) থেকে স্বতন্ত্র — ইমান্যুয়েল কান্ট, জি.ডব্লু.এফ. হেগেল, কার্ল মার্কস ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি, বা গান্ধি উপমহাদেশের ভাবাদর্শের নিরিখে যে ভাবে ভেবেছেন বা দেখেছেন, ঠিক সেরকম নয়। এই ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাত্রা হলো এর 'স্থানিকতা'। 'local history as the study of past events, or of people or groups, in a given geographic area-a study based on a wide variety of documentary evidence'.[২] নিদারুণ মেঘলা আকাশ জুড়ে বিদ্যুতের সক্রোধ আস্ফালন আর তার নির্বিচার পতন: বিশালতা আর ক্ষুদ্রত্ব, সার্বজনীনতা আর স্থানিকতা। ফলে কোনো ক্ষুদ্র ভৌগলিক এলাকার ইতিহাস, তার অর্থনীতি সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, বা ধর্মচর্চার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সময়ের অফুরন্ত গতিপথের কোনো এক নিঃসঙ্গ বাঁকে ওই স্থানের ইতিহাস— সমাজ, গোষ্ঠী, বা ব্যক্তির— বিশেষ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, 'Local history is, despite its limited geographical focus, a broad field of inquiry; it is the political, social, and economic

গান্ধী-ভাবনা : পুনর্বিবেচনা

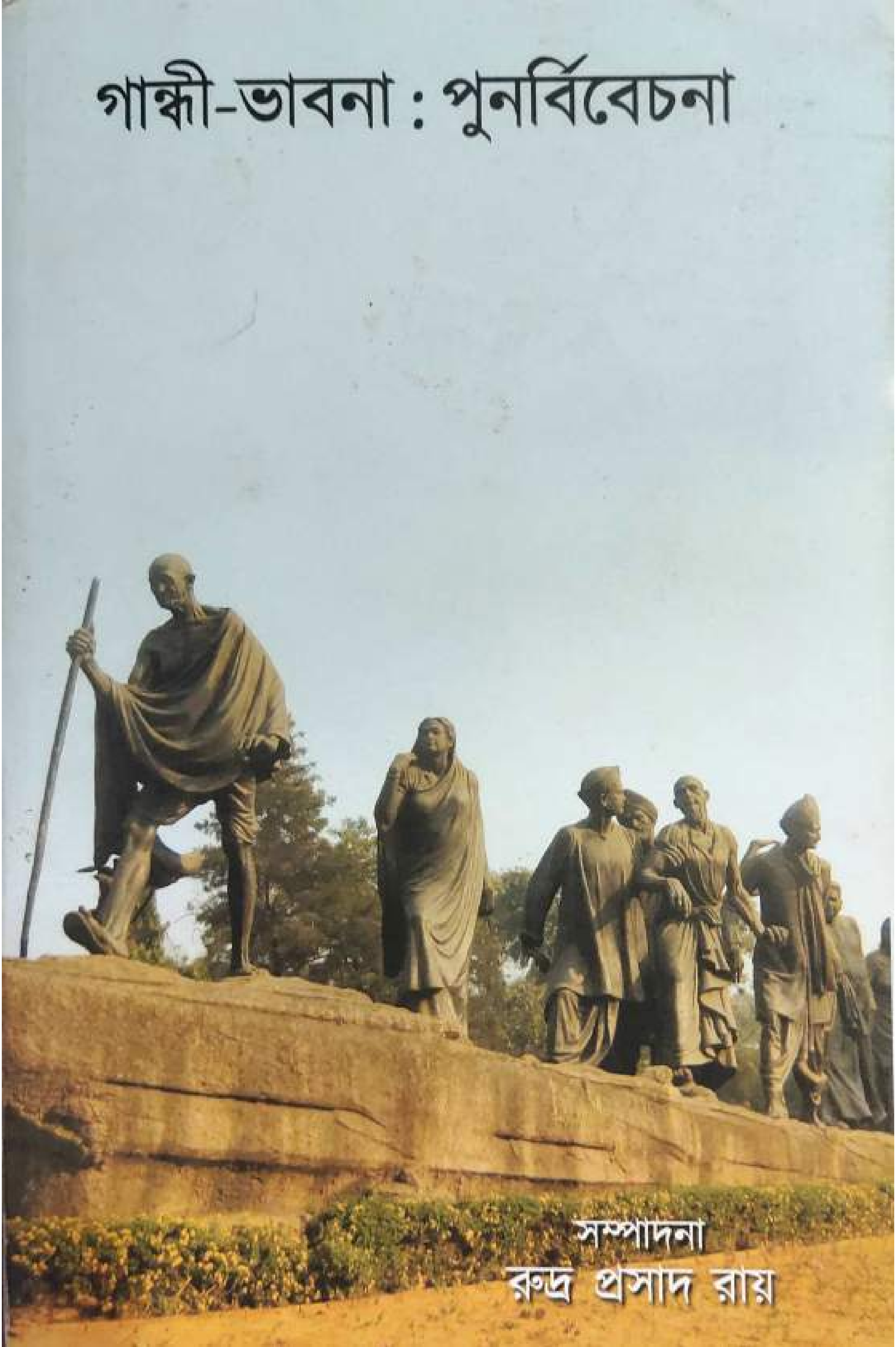

সম্পাদনা
রুদ্র প্রসাদ রায়

Gandhi Bhavna : Punarbibachana
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২১

@ গ্রন্থস্বত্ব : ড. রুদ্র প্রসাদ রায়

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ঃ
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোন পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন ডিস্ক, পেট পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-949068-9-6

এভেনেল প্রেসের, সুভাষ নগর, মেমারী, বর্ধমান, পিন : ৭১৩১৪৬ থেকে অঞ্জন সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশন্স প্রাঃ লিঃ, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : কম্পিউটার সেন্টার, শক্তিগড়

Email : avenel.india@gmail.com/avenelpress34@gmail.com
Website : www.avenelpress.com

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

সূচীপত্র

১১ ভূমিকা

গান্ধীজী : তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

১৯ গান্ধীর বাচন ও তার পরিপ্রেক্ষিত : একটি পুনঃপাঠ—
অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায় (অনুলেখক ও অনুবাদক: দীননাথ মণ্ডল)

৩২ গান্ধীজীর স্বরাজ ভাবনা—*গার্গী সেনগুপ্ত*

৪৪ গান্ধীজী সর্বোদয় ভাবনা—*অশোক কুমার গিরি*

৬২ গান্ধীজী ও রামরাজ্য : একটি আদর্শ সমাজ—*স্বরূপ রানা*

৭২ গান্ধী ও অস্তিতত্ত্ব—*সত্যজিত সাহা*

৮৬ রাষ্ট্রহীন সমাজ ভাবনায় গান্ধীজী—*চন্দন মণ্ডল*

৯৩ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসা নীতি—*শুভ্রা দেবনাথ*

১০০ গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে গান্ধীজী—*সৌমেন রায়*

১০৭ সার্ধশতবর্ষে গান্ধীজী এবং একবিংশ শতকে তাঁর স্থানীয় প্রশাসনের প্রাসঙ্গিকতা
—জয়শ্রী সরকার

১১৪ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা—*মৌপিয়া বিশ্বাস*

১২৭ গান্ধী উত্তর গান্ধীবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ—*ইয়াসিন খান*

গান্ধীজি : সমাজ, রাজনীতি ও অন্যান্য ভাবনার আলোকে

১৪১ ভারতে পরিচিতি-সত্তাগত রাজনীতি : মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান—
দেবনারায়ণ মোদক

১৬২ সাম্প্রদায়িক হিংসা, ভয় শূন্যতা ও গান্ধীয় পথ—*অর্ণব দেবনাথ*

১৭৬ অহিংসা, বিশ্বশান্তি ও গান্ধীয় পথ : একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস—*রুদ্র প্রসাদ রায়*

সাম্প্রদায়িক হিংসা, ভয়শূন্যতা ও গান্ধীয় পথ

অর্ণব দেবনাথ

সারসংক্ষেপ :

এই নিবন্ধটিতে অধুনা পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিন্তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসাবে 'ভয়শূন্যতা'কে, এর অর্থ এবং তাৎপর্যকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে, যে প্রত্যয়টি তাঁর অন্যান্য প্রচলিত ও আলোচিত ধারণাগুলির মতেই—যেমন অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, অসঙ্গ-প্রাসঙ্গিক আর চর্চাযোগ্য। একই সঙ্গে এখানে বোঝার প্রয়াস করা হয়েছে হিংসা ও ভয়শূন্যতার মধ্যে লীন সম্পর্ককে যেখানে দ্বিতীয় ধারণাটি গান্ধীর দৃষ্টিতে প্রথমটির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিষেধের ভূমিকা পালন করতে পারে।

মূল শব্দ: *ভয়শূন্যতা, অহিংসা, হিংসা, নোয়াখালি, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক পরিচয়।*

ভূমিকা : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ছিলেন একজন আদর্শবাদী রাজনৈতিক যাত্রী, এবং একইসঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন কৌশলী কর্মী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একজন নাছোড় লড়াকু। তিনি একদিকে ছিলেন গভীর ভাবুক, দূরদর্শী; আর অন্যদিকে একনিষ্ঠ সত্যাগ্রহী, জেদী উপবাসী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম রূপকার, অগণিত দেশবাসীর প্রিয় নেতা, 'জীবনের ধ্রুবতারা' অলৌকিক মাসিহা। আর রাজনৈতিক বেলাশেষে 'এই বিরাট উপমহাদেশের নিঃসঙ্গতম পুরুষ।'[১] তাঁর জীবন অহিংসার সাধনা, আর স্বার্থান্বেষী হিংসায় তাঁর মহাসমার্পণ। তাঁর সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর পর্যবেক্ষণ তাই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় যে, 'Gandhi was an odd kind of

দর্শন চিন্তায় সমাজ ও নৈতিকতা

সম্পাদনা - বিমল ব্যানার্জী

দর্শন চিন্তায় সমাজ ও নৈতিকতা

সম্পাদনা

শ্রী বিমল ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ
রাণীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান

সম্পাদকমণ্ডলী

ভবেশ গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়,
আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

বিজয় সরদার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

মেবার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সুপ্রিয় কোনাই
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সবংসজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়।

Powered by

24by7Publishing.com

This book **Darshanachintay Samaj O Naitikata** by Bimal Banerjee is self-published by the author.

All the printing & distribution process of the book is powered by

24by7 Publishing
13 New Road, Kolkata - 51, India
https://www.24by7Publishing.com
mail@24by7publishing.com
+91 9831 470 133
+91 9433 444 334

Copyright © 2021 by Bimal Banerjee
Cover Design by 24by7 Publishing
Copyright © cover design by 24by7 Publishing
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored in a retrieval system, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

This book is sold subject to the conditions that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published.

MRP: INR 500.00

First Published in February, 2021

Version 1.00

ISBN: 978-93-90537-36-5

Powered by

24by7Publishing.com

সূচিপত্র

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১	নৈতিক দৃষ্টিতে ও ধর্মীয় ভাবাবেগে ভ্রূণহত্যা : একটি পর্যালোচনা	নুরুল ইসলাম	১১
২	আদর্শ মানব জীবন গঠনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভূমিকা : একটি নৈতিক পর্যালোচনা	নাসিরুদ্দিন বিশ্বাস	২১
৩	ভারতীয় দর্শনে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ	আব্দুল আলীম শেখ	৩৫
৪	রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন	আরিফ সরকার	৪২
৫	রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ	ডঃ বিশ্বরূপ ঘটক	৫৩
৬	নৈতিকতার দৃষ্টিকোণে চার্বাক দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা	মাহামুদা খাতুন	৫৮
৭	পরিবেশের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব	নৃপেন বিশ্বাস	৬৩
৮	গান্ধীজী : অহিংসা ও সত্যাগ্রহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	ছোটন দাস	৬৭
৯	দারিদ্রমোচন ও কৃষির উন্নয়ন : স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে একটি আলোচনা	Ujjal Halder	৭৪
১০	EWS সংরক্ষণ ভারতের বিপরীত বৈষম্যের লাঘব না উদ্ভব : একটি দার্শনিক আলোচনা	সুদীপ কর্মকার	৮৩
১১	প্লাস্টিকের পথে সভ্যতা : একটি নৈতিক অবতারণা	সোমা সামন্ত	৯৫
১২	ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রে লিঙ্গ ভূমিকা এবং নারীবাদী দর্শন	Priyanka Sarkar	১০৯
১৩	নারীবাদ : একটি পর্যালোচনা	নাসিরউদ্দিন শেখ	১১৫
১৪	ভাষায় অপ্রকাশ্য পরমার্থসৎঃ অদ্বৈতবেদান্তী ও বিজ্ঞানবাদের মত পর্যালোচনা	পিউ মুখার্জী	১২৪
১৫	মীমাংসা দর্শনে অনুপলব্ধি কেন একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ?	সূর্যেন্দু রানা	১৩১
১৬	ন্যায়াবয়ব : একটি পর্যালোচনা	সঞ্জীব নস্কর	১৩৫
১৭	অদ্বৈতমতে প্রমার লক্ষণ : একটি পর্যালোচনা	বিশ্বনাথ শীল	১৪০
১৮	স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রী নারায়ণ গুরুর ধর্ম-চিন্তা : একটি সমীক্ষা	বাণী মজুমদার	১৫১
১৯	শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য : একটি পর্যালোচনা	প্রবীর নস্কর	১৭২
২০	ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে শরীরতত্ত্ব	মোঃ অলি আহমেদ	১৭৫
২১	The # *Me Too* Movement: Stumbling Block/ Stepping Stone	Dr.Nargis Tabassum	১৮২
২২	Women in Media: A Critical Study with Feminist Discourse	Afrin Akter	১৮৫
২৩	Problematizing Human Rights: A Feminist Approach	Sania Khatun	১৯২
২৪	Displacement and Dislocation of Women During and the Aftermath of the Partition of India in Selected Partition Fictions and Its Cinematic Representations.	Harisadhan Ghosh	১৯৮
২৫	A Critical Assessment of Spirituality and Religion for Curbing Corruption	Torab Ali	২০২
২৬	The Politics of Post-modern Feminism: A Critical Study	Papiya Adhikary	২০৯

ভারতীয় দর্শনে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

আব্দুল আলীম শেখ

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি মানুষের যা আবশ্যিক প্রয়োজন তাকেই বলা হয় পুরুষার্থ। পুরুষার্থ শব্দটির দ্বারা ভারতীয় দর্শনে মানুষের জীবনের লক্ষ্য বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। প্রধানত পুরুষার্থের সংখ্যা চারটি। যথা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম পুরুষার্থের মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ধর্ম শব্দটির পূজা অর্চনাদির থেকে জোর দেওয়া হয়েছে অহিংসা, সত্য, সেবা ও দানের উপর। যা কিছু আয়ত্ত করা যায় তাই অর্থ পদবাচ্য। বৈদিক শাস্ত্রে অর্থ বলতে টাকা, বিত্ত, জ্ঞানের বিষয়াদিকে বোঝানো হয়েছে। ভারতীয় মুনিঋষিগণ অর্থকে ধর্ম বা ন্যায়ের পথে আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছে। ধর্ম বিরুদ্ধ পথে উপার্জিত অর্থকে বলা হয় অনর্থ। সমস্ত প্রকার সঙ্কল্পরূপ মানস ইচ্ছাকে বলা হয় কাম। কামই প্রীতি বা সুখের কারণ। লাম্পট্যরূপ রিরংসাকে নিন্দামন্দ করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে ত্যাগ ও সংযমের মাধ্যমে ধর্মের পথে কাম চরিতার্থের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত ত্রিবর্গ পুরুষার্থ ছাড়াও মানুষের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে মোক্ষকে চতুর্থ প্রকার পুরুষার্থ স্বীকার করা হয়েছে। এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে মানব জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বীজ। তবে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ তাঁদের জীবনে দ্বিবর্গী বা ত্রিবর্গী পুরুষার্থের পৃষ্ঠপোষক। ভারতীয় দর্শন মতে, দ্বিবর্গী কিংবা ত্রিবর্গী পুরুষার্থই আমাদের সমাজের হতাশা, হিংসা, বিদ্বেষাদির কারণ। এই নিবন্ধে সবিস্তারের প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র, বৌদ্ধ শাস্ত্র, সংহিতা ও তন্ত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে মনোগ্রাহী ভাবে পুরুষার্থের সুগভীর অর্থকে সংক্ষেপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ভূমিকা

'পুরুষার্থ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি অর্থযুক্ত শব্দ পাই 'পুরুষ' এবং 'অর্থ'। এখানে 'পুরুষ' শব্দের দ্বারা মানুষ বা আত্মা এবং 'অর্থ' শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে বোঝানোহয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে চলার পথে যা আবশ্যিক প্রয়োজন তাকেই বলা হয় পুরুষার্থ। অন্যভাবে বলা যায়মানুষের প্রার্থিত বস্তুই হল পুরুষার্থ।'মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? এই দার্শনিক জিজ্ঞাসারউত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণপুরুষার্থের কথা বলেছেন। পুরুষার্থ লাভই হল মানব জীবনের মূল লক্ষ্য। ঋষি মনুর মতে, পুরুষার্থ চারটি। যথা- ধর্ম (সদগুণ / কর্তব্য), অর্থ (সম্পদ), কাম (আনন্দ) ও মোক্ষ (মুক্তি)। ধর্ম নামক পুরুষার্থের দ্বারা ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নীতিবোধ, আধ্যাত্মিকতা ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্যকর্মকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অর্থ নামক পুরুষার্থের দ্বারা জাগতিক জীবনে অর্থনৈতিক প্রগতির বিষয়টিকে

CULTURE OF FEAR IN WORLD POLITICS

Origin and Ramifications

Edited by

BIKASH RANJAN DEB

Culture of Fear in World Politics: Origin and Ramifications

Edited by

Bikash Ranjan Deb PhD.
Associate Professor
Department of Political Science
Surya Sen Mahavidyalaya
Siliguri, West Bengal

LEVANT

Levant Books
India

Papers presented at the ICSSR-ERC Sponsored Two-day International Webinar on Culture of Fear in World Politics: Origin and Ramifications held on February 23-24, 2021.

Culture of Fear in World Politics: Origin and Ramifications
by Bikash Ranjan Deb

© 2022, Surya Sen Mahavidyalaya

First Published : March 2022

Published by
Levant Books
27C Creek Row,
Kolkata 700 014, India

Exclusively distributed by
Sarat Book Distributors
18B, Shyama Charan Dey Street
Kolkata 700 073
orders@saratbookhouse.com

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of publisher.

ISBN: 978-93-91741-32-7

Cover Design: Alipta Roy

Printed and bound at
Sarat Impressions Pvt. Ltd.
18B, Shyama Charan Dey Street,
Kolkata - 700 073

দহনকালঃ জেলেজীবনে একাত্তরের যুদ্ধভীতি ও যৌনসন্ত্রাস 117
রঞ্জিত কুমার বর্মন

বিশ্বে ভয়ের বাতাবরণের স্বরূপ ও তাসের দেশ 123
সুফল বিশ্বাস

Remapping the Indian Federalism in the Eyes of Cultural Traits: a Dissection 142
Tabesum Begam

Women's Reservation Bill and the Fear of Losing Power 157
Abhirupa Majumder

The Road to Xinjiang: Understanding the Uyghur Ethnic Unrest in China 168
Priyadarshini Ghosh

Presenting Vexed Politics in the Name of 'Culture of Fear': Reading Naxalites as an Alternative Canonisation 176
Tirthankar Chakraborty

Freedom of Speech and Expression: a Study from a Theoretical Perspective 190
Babita Das

রুদ্ধ বাকস্বাধীনতা ও লড়াইয়ের পথে দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর 198
আব্দুল আলীম শেখ

Culture of Fear – a Dominant Tool in the 21st Century Politics 204
Priyanka Chhetri

The Mechanism of Suppression in Orwell's 'Nineteen Eighty-Four' 209
Puja Mahajan

Contributors 217

রুদ্ধ বাকস্বাধীনতা ও লড়াইয়ের পথে দাশনিক আরজ আলী মাতুব্বর

আব্দুল আলীম শেখ

সারসংক্ষেপ ঃ

ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তিক প্রকাশ করার অধিকারকে বলা হয় বাকস্বাধীনতা। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যেকোনো তথ্য সংগ্রহ এবং অন্য কোথাও ঐ সমস্ত তথ্য বা চিন্তা মৌখিক, লিখিত, চিত্রকলা কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করার অধিকারকে বৃহত্তর অর্থে বাকস্বাধীনতা বলা হয়। সমাজের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতা সুনিশ্চিতকরণই দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিগন্ত। ব্যক্তি ও সমাজ বিবর্তনের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে বাকস্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শাসক শ্রেণী জনসাধারণের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ধর্মগুরুদের সঙ্গে অদৃশ্য বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই বাকস্বাধীনতাকে হরণ করেছেন বারংবার। বাকস্বাধীনতার অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম হল গণমাধ্যম। গণমাধ্যমকে শাসক শ্রেণী তাঁদের পেশীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত দাশনিক আরজ আলী মাতুব্বরেরমতে প্রথম ও প্রধান নির্মম যে ধর্মীয় রীতিনীতি সুচিরকাল ধরে ভারতীয় উপমহাদেশকে গ্রাস করেছে সেগুলিকে তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন সুপ্রাচীনকাল থেকে শাসক শ্রেণী আমজনতার উপর তাদের শোষণ-শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি ব্রহ্মার মুখ থেকে, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শুদ্রদের সৃষ্টি করেছেন। এ যেন শাসক শ্রেণী স্রষ্টার নামে নিজেদের আখের গুছিয়ে সমাজের মধ্যে বর্ণভেদ, জাতিভেদের মতো অসংখ্য সংকটের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজ বিবর্তনের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে বাকস্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যেকোন প্রগতিশীল লেখক আমাদের সমাজের আজীবন আলোকবর্তিকা। তাঁদের লেখার অনুকূল পরিবেশের জন্য প্রয়োজন হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। স্পষ্টতই এই স্বাধীনতা হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। দাশনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর কলমের আঁচড়ে সমাজ সংকটের জট ছাড়িয়ে একটি সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন।

শব্দবন্ধ ঃ

শরিয়ত, ধর্ম, কুসংস্কার, বাকস্বাধীনতা, মৌলবাদী ইত্যাদি।

HEALTH DISPARITIES IN INDIA

Conceptual and Empirical Explorations

Dr. Sangeeta Roychowdhury
Dr. Nazrul Islam
Dr. Dipanjana Chakraborty

ALLIED PUBLISHERS PRIVATE LIMITED

D-5, Sector-2, **Noida**–201 301
Ph. Nos.: 0120-4320295/2542557/4352866 • E-mail: delhi.books@alliedpublishers.com

17 Chittaranjan Avenue, **Kolkata**–700072
Ph.: 033-22129618 • E-mail: cal.books@alliedpublishers.com

15 J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, **Mumbai**–400001
Ph.: 022-42126969 • E-mail: mumbai.books@alliedpublishers.com

No. 25/10, Commander-in-Chief Road, Ethiraj Lane *(Next to Post Office)*
Egmore, **Chennai**–600008
Ph.: 044-28223938 • E-mail: chennai.books@alliedpublishers.com

P.B. No. 9932, No. 15, 3rd Floor (Next to Vijaya Bank), 5th Cross, *Gandhinagar*,
Karnataka, **Bangalore**–560009, Ph.: 080-41530285 / 22386239
E-mail: bngl.journals@alliedpublishers.com / apsabng@airtelmail.in

Sri Jayalakshmi Nilayam, No. 3-4-510, 3rd Floor (Above More Super Market)
Barkatpura, **Hyderabad**–500027
Ph.: 040-27551811, 040-27551812 • E-mail: hyd.books@alliedpublishers.com

Website: www.alliedpublishers.com

© 2022, Conveners, Health Disparities in India: Conceptual and Empirical Explorations

First published: June 2022

ISBN: 978-93-90951-40-6

No part of the material protected by this copyright notice may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from the copyright owners. The views expressed in this volume are of the individual contributors, editor or author and do not represent the view point of the centre.

Published by Sunil Sachdev and printed by Ravi Sachdev at Allied Publishers Pvt. Ltd., D-5, Sector-2, Noida–201 301

Contents

Message from Hon'ble Vice-Chancellor, CBPBU v

Foreword by Dr. Afzal Hossain, Principal Sitalkuchi College vii

Acknowledgements xi

SECTION I: **A Glimpse of the Seminar**

1. A Glimpse of the Seminar 3

SECTION II: **Technical Papers**

2. Barriers to Utilization of Maternal Health Care Services 15
in Rural Uttar Dinajpur, West Bengal:
A Qualitative Ground Level Assessment
Ranjan Karmakar and Dhiman Debsarma
3. Disparities of Health Care Infrastructure 34
in Cooch Behar District, West Bengal
Sheuli Ray, Manoj Debnath and Nazrul Islam
4. Distribution and Organisational Structure of 45
Health Care in Delhi: An Overview
Sharmistha Mukherjee
5. Health Disparity between Slum and Non-Slum Population 53
of Tufanganj Municipality, Cooch Behar District, West Bengal
Pinku Das and Nazrul Islam*
6. The Relationship between Air Pollutant Exposure and 75
Allergic Health Diseases among the Children in
Durgapur Industrial Complex, West Bengal, India
Keshab Mondal, Arindom Biswas and Biplab Kumar Mohanta
7. Regional Disparities in Health Care Infrastructure 92
in Darjiling District, West Bengal: An Analysis
Chandana Singha and Ranjan Roy
8. The Impacts of Neo-Liberal Economic Policies 102
on Public Health Services in India
Amit Kumar Dutta
9. Comparative Analysis of Health Disparities 108
between West Bengal and India
Rakiul Hoque and Rashmi Prakash

The Relationship between Air Pollutant Exposure and Allergic Health Diseases among the Children in Durgapur Industrial Complex, West Bengal, India

Keshab Mondal[1*], Arindom Biswas[2]
and Biplab Kumar Mohanta[3]

ABSTRACT: This investigation presents the association between allergic symptoms of children and major air pollutants, here identified as Suspended Particulate Matter (SPM), Respiratory Suspended Particulate Matter (RSPM), Sulphur Dioxide (SO_2), Oxides of Nitrogen (NO_x), and Carbon Monoxide (C.O.) at eight sampling sites (Angadpur, Durgapur Industrial Estate, Sagarbhanga, City Centre, Benachity, Steel Township, Bidhannagar, and Bijra) in Durgapur Industrial Complex, West Bengal, India. Seventy-two samples were collected from the study area in different sites. Meteorological parameters such as temperature, relative humidity, barometric pressure, wind speed, and wind direction were recorded. Remote Sensing and GIS technique are used to identify the pollution zone, and Children's allergic health data has been collected by primary survey and secondary data. The results depict a clear correlation between the allergic health symptoms of children and the level of pollutants. Various health problems like intestinal, skin, and respiratory have been categorized. Eventually, the spatial distribution of pollutants and the worse affected areas were also identified, considering some remedial measures had been suggested.

Keywords: SPM, RSPM, SO_2, NO_X, CO, Air Pollutant, Allergic Diseases.

[1] Assistant Professor, Cooch Behar College, West Bengal.
[2] Research Scholar, University of North Bengal, Darjeeling, West Bengal.
[3] Research Scholar, Department of Geography, Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar.
[*] Corresponding Author.

সৃজন

সম্পাদনা

অধ্যাপক পার্থ দাস

ও

অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী

বীরুৎজাতীয়

Srijan

A Collection of Essays on Bengali Literature

First Impression:
December 2021

© Mrs. Rakhi Das Sen

© Mrs. Sanchita Ganguly

Cover Design & Layout by:
Adwaita Krishna Basu

Typed by:
Maitreyee Basu

Published by: Birutjatio Sahitya Sammiloni
Kalimohan Pally, Ward no.-6
Bolpur, PIN-731204

Printed at: Jayasree Press
91I/B Baithakkhana Road
Kolkata - 700009

Price: Rs. 250

ISBN: 978-93-91736-28-6

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the copyright holder.

সূচি

সম্পাদকীয় ৭

প্রাক্-কথন ৮

ডিরোজিও: জীবন ও কর্ম
ড. অভিজিত কুমার ঘোষ ১১

দেশভাগ অতঃপর: সাবিত্রী রায়ের কলমে ছিন্নমূল মানুষ
ড. শেখর শীল ২২

ব্রেশটীয় নাট্যচিন্তা এবং আলকাপের নাট্যপ্রকরণ: একটি তুলনা
ড. অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী ৩৯

নারীর অন্দরমহল ও বাংলা ব্রতকথা
ড. স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৬২

কমলাকান্তের দপ্তর: বঙ্কিমচন্দ্রের মানস দর্পণ
পার্থ দাস ৬৮

ওয়ালীউল্লাহর লালসালু: ধর্মব্যবসায়ীর অস্তিত্বসংকট
অতনু ঘোষ ৭৭

দ্বীপান্তরের বন্দিনী: একটি বিপ্লবী প্রত্যয়
ড. সুদীপ্ত সাউ ৮২

ব্রেশটীয় নাট্যচিন্তা এবং আলকাপের নাট্যপ্রকরণ : একটি তুলনা

ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আলকাপ গানের আসরে সাধারণত একটি বৃত্ত রচনা করে মুখোমুখি শিল্পীরা বসে থাকেন। আর এই লোকনাট্যের কুশীলবেরাও বৃত্তের চারপাশের মধ্যেই তাদের অভিনয়টিকে পরিবেশন করেন। এইসব অভিনেতাদের কাছে মাঝে মাঝে বাদ্যযন্ত্র থাকায় তারাও যন্ত্রী হয়ে ওঠেন। অবশ্য তারা ঐ বৃত্তাকার ক্ষেত্রটির এক পাশে বসে থাকেন। প্রধানত বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে হারমোনিয়াম ও তবলচি ছাড়া সকলেই প্রয়োজনে লোকনাট্যের কুশীলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।[১] প্রকৃত অর্থে বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতার আলোয় আলকাপের বিষয় ভাবনাগুলি রসসিক্ত হয়ে ধরা দেয় তাদের অভিনয়ে। সেখানেও উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হয়ে ওঠে আলকাপের ছোকরা-ছুকরি। যাদের অধিকাংশই এই সমাজেরই চিরচেনা প্রেমিক-প্রেমিকা নতুবা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পাতিয়ে নানান ধরনের রসালাপ করে চলে। বাক্য, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি, চোখমুখের বিচিত্র প্রয়োগে শ্রোতাদের মনে আনন্দের প্লাবন তোলেন এরা দুজনেই।

যথার্থ অর্থে আলকাপে থাকে পারিবারিক কাহিনির আদলে নিজেদের তৈরি করা নাটকীয় সংলাপ বা গান। এই ধরনের লোকনাট্যে প্রধানত গানের মাধ্যমে নানান সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার জট পাকিয়ে যায়, কখনো বা খোলা হয় সমস্যার গ্রন্থি। গম্ভীরার মতোই আলকাপেও মূল অভিনেতা বা মাতব্বর অংশ নেন অভিনয়ে। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সমস্যার সমাধানও করেন। কখনো তাঁর বর্ণনায় স্থানীয় বা বৃহত্তর জগতের সামাজিক কেচ্ছা এসে পড়ে, আবার কখনো

স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যাপারও এসে হাজির হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অঞ্চলভেদে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা থাকলেও সর্বস্তরের গ্রামীণ মানুষের কাছে এই আলকাপ লোকনাট্যের জনপ্রিয়তা প্রায় তুঙ্গস্পর্শী। নাট্যআঙ্গিকে থাকা পালাগান বা কথাবস্তুর উপর সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেন মাস্টার বা খলিফা (আলকাপের অভিনয়ের জগতে একে পরিচালক বলা চলে)। কবিগানের মতো এখানেও বিষয় নির্ভর করে শ্রোতার চাহিদার উপর। এলাকাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা চরিত্রের বিশেষ উপস্থিতি এ ধরনের পালাকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। সে কারণে এই খলিফা বিষয় নির্বাচন করেন আলকাপের সমকালীন কোনো সামাজিক-পারিবারিক অথবা রাজনৈতিক সংকটের কাহিনিকে অবলম্বন করে। এই পালাগানের বিশেষত্ব হল তাৎক্ষণিকতা, স্থানীয় বিষয়কে উপস্থাপনের মাধ্যমে আসরকে গরম করা। পরিবেশ অনুযায়ী এই আলকাপের শিল্পীরা তাদের গান তৈরি করতে পারেন স্বভাবকবিদের মতো। অবশ্য লোকনাট্যের ঘটনাবৃত্ত (Plot) জানা থাকলেও পরিস্থিতি (situation) অনুযায়ী তার প্রয়োগক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পীমনেই জন্ম নেয়। এর কোনো লিখিত আকারের সংলাপ নেই। যদিও কবিগানের মতো সৃষ্টি রহস্য ও সামাজিক প্রসঙ্গের বিতণ্ডার পরিচয় এতে দেখা যায়, কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ আলকাপের ও পঞ্চরসের মধ্যে কিছু লিখিত রূপ দেখা যায়। যদিও কবিগানের মতো একধরনের সরল ও সাদামাটা অভিনয়রীতি এই লোকনাট্য আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আলকাপ লোকনাট্যটি সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে যায়। এখানেই ব্রেশটীয় ভাবকল্পনার সঙ্গে আলকাপের নাট্যরীতির প্রায়োগিক জগতের সম্পর্ক সাধিত হয়।

ঝাঁকসুর পরিণত বয়সে আলকাপ যখন পঞ্চরসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন ডুয়েট বা দ্বৈত সংগীতের ব্যবহার এল অনেকটা কবিগানের মতো করে। সমাজবদ্ধ সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ পান করেছে ধর্মীয় সুধারস, আর মননশীল মানুষ অতি সুকৌশলে সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির তত্ত্ব, দর্শনগুলিকে তাতে যুক্ত করেছেন।[২] এখানেই ঝাঁকসুর দৃষ্টিকোণ ও জার্মানি নাট্যনির্দেশক ও নির্মাতা ব্রেশটের চিন্তা একই পথের অনুসারী হয়ে ওঠে। ১৯২২-এ নাট্যজগতে

বিশিষ্ট অবদানের জন্য যে পুরস্কার ব্রেশটকে জার্মানি সরকার প্রদান করেন তার প্রশস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল –

> "Brecht's language is vivid without being deliberately poetic, as a dramatist because his language is felt physically and in the mind." *

ব্রেশট গল্প নির্মাণের দক্ষতা দেখান তাঁর নাট্যদর্শকদের কাছে। চিরাচরিত নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর এই গল্পকথনরীতিটি বিপরীতমুখী অভিঘাত সৃষ্টি করে দর্শকমনে। কিন্তু ব্রেশটের নাট্যপরিকল্পনা কাহিনিবস্তুকেও প্রাধান্য দেয়। ব্রেশটীয় এই কাহিনি গ্রন্থনাতে স্থান পেয়ে যায় গীতিকা (Ballad) জাতীয় বা রূপকথার মতো কোনো আখ্যান। সেই নির্মিত প্লটের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সোজাভাবে গল্পকে সাজিয়ে দিতে পারেন। ফলত তাঁর নাটকের মধ্যে মানুষ ও তার বিভিন্ন সম্পর্কের বা যুগের কথা প্রকাশ পেয়ে যায়। বাস্তবিক নাটক যেহেতু সমকালের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল, তাই তাঁর নাটক সমকালীন জীবনের স্পন্দন ও সমস্যার কেন্দ্রভূমিকে ছুঁতে চায়।

একই নাট্যদেহে চিরায়ত বা ধ্রুপদী মার্গের সঙ্গে সমকালীন যুগচিন্তার ছাপ পড়তে দেখা যায়। যেমন ব্রেশটের 'তিন পয়সার পালা' (মূলনাট্য 'The Three Penny Opera')। পুরোনো যুগের ভণ্ডামিকে নস্যাৎ করে সমাজের শোষিত অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার করুণ দিকটিকে ব্রেশট মেলে ধরেছেন এই নাটকে।

বাস্তবিক ব্রেশট তাঁর নাটকের নৈতিকতাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধ্রুপদীবাদকে বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন। আসলে চিন্তার ও বিবেচনাশক্তির পাশাপাশি সাবলীল ছন্দে গল্প বলাই এই নাট্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে বড় কাজ। ব্রেশট তাঁর নাটকে তাই মানুষ ও তার যুগের চিন্তাকে একই সঙ্গে যুক্ত করে দেন। পিটগার বার্জার এই জাতের নাটকের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেন এভাবে –

"Brecht, a collective subject that certainly seemed to have a distinctive style but was no longer the personal in the bourgeois or individualistic sense"[৭]

আলকাপ লোকনাট্য বলে ব্রেশটীয় নাট্যভাবনার অনুসরণ এসেছে। বিশেষভাবে তাই দেখি এতেও সমষ্টিবদ্ধ মানুষের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা বা অধরা স্বপ্নকে সত্যি করে তুলবার প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এতে ধ্বনিত হয়। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানবিরোধী চিন্তাধারার উৎসারণ এই সমস্ত নাট্যের পরিকল্পনায় মিশে যায়। কোরাস গানের মাধ্যমে ঐকতানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ দর্শক মনে ও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যে উদ্যোগ এতে সার্থক প্রয়োগ রয়েছে আলকাপের সঙ্গে তার মিল পাওয়াও সম্ভব। পাশাপাশি এ কথাটি স্বীকার্য যে, প্রথাশাসিত জীবনযাত্রার রীতিনীতির ঘেরাটোপ ছেড়ে আলকাপ যখন আমজনতার দরবারে আসে, তখন সংস্কৃতির দায়ভার মেটানোর দায়িত্ব তার শিল্পীদের উপর বর্তালো।

এই কথা উল্লেখ করতে হয় কিছুটা অনুন্নত ও পেছনের সারিতে থাকা আমাদের সমাজের মানুষকে এই লোকনাট্যের মাধ্যমেই তার চারপাশের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্যে সচেতনতামূলক ভাবনাচিন্তা প্রয়োগ করে যা যথেষ্ট বলিষ্ঠ হয়ে ধরা দেয়। এই জাতীয় লোকনাট্যের আঙ্গিকের মাধ্যমে স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতায় ধৃত হয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রান্তিক মানুষের মনে শ্রেণিগত অবস্থানবিন্দু – যা আমাদের সমাজের মূল সমস্যা রূপে প্রতিভাত হয়ে চলছে। দীর্ঘদিন যাবৎ একে এক অর্থে আমাদের বদ্ধমূল মানসিকতার সঙ্গে সংগ্রামের অস্ত্র হিসেবে ভেবে নেওয়া হয়েছে, প্রধানত পশ্চাৎপদ শিল্পীদের হাতিয়ার রূপে। সামাজিক স্তরবিন্যাসগুলি প্রধানত কাহিনির অন্তর্গঠনে (Base Structure) মুখ্য হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে পশ্চিমী বিশ্লেষক লেভি স্ট্রসের দৃষ্টিভঙ্গিকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর Structural Anthropology গ্রন্থে myth সম্পর্কিত আলোচনায় 'Binary opposition'[৮]-এর প্রসঙ্গে। এই বিপরীতমুখী দ্বিধারিক মতবাদের নিরিখে চরিত্রের আচার-আচরণ, জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পেয়ে যায় শিল্পীদের চিন্তাভাবনায়। নিম্নলিখিত উপায়ে লোকনাট্য আলকাপের এই বিষয়গুলি আমরা তুলে ধরলাম –

চরিত্র => দেবতা (সৎভাবাপন্ন) X মানব (অসৎভাবাপন্ন)

চরিত্রের আচার => বিবাহ ও বৃত্তিতে স্বাধীনতা X পরাধীনতা

জাতি => হিন্দু ও মুসলমান

বর্ণ => উচ্চ X শ্রমজীবী মানুষ

লিঙ্গ => পুরুষ X নারী

যদিও সমাজতাত্ত্বিকদের চোখে সমাজদেহে সুনির্দিষ্টভাবে থাকা এই বৈপরীত্যের মাত্রাগুলি দীর্ঘদিন প্রচলিত রয়েছে; যার পরিচয় লোকসাহিত্যের নানান প্রকরণের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এর নেপথ্যে সমাজ গাণিতিক বিষয়ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। তাই স্ট্রসের বক্তব্য অনুসারে উল্লেখ করতে হয় –

> "The myth will be treated as an orchestra store would be if it were unwittingly considered as a unileaner series; our task is to reestablish the correct arrangement. For instance, we were confronted with a sequence of the type : 1, 2, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 8, ... The assignment being to put all the it's together all the 2's, the 3's etc."[৮]

যে কোনো লোককাহিনি গঠনে সহায়ক একাধিক সংযোজক একক এর থেকে তৈরি করা সম্ভব। বিচ্ছিন্নতাকে দূরে সরিয়ে এই সংখ্যাগুচ্ছ থেকেই একটি অর্থবোধক পন্থায় বিপরীতমুখী বক্তব্য এবং শক্তির জাগরণ ঘটে। সেই নিরিখে মধ্যযুগের পূর্ববঙ্গীয় গীতিকা থেকে চলে আসা রক্তমাংসের এক শরীরী সত্ত্বার উন্মোচন সহজেই সংঘটিত হয় এই ধরনের লোকনাট্যের বিপরীত যুগলের মধ্যে দিয়ে। কখনো দ্বন্দ্বের বীজটি থাকে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত অবস্থার মধ্যে। তারই কারণে সে অন্যকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে থাকতে দিতে চায় না। যেমন আলকাপের জগতে 'দুঃখিনীর কাপ', যে কাপে বিবাহিত মেয়েটির আশা ও আবেগের যথার্থ পরিণতিটি প্রায় অধরা বলে সে নন্দিনীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করার ফন্দি-ফিকির আঁটে আর তাকে নানান দুঃখকষ্টের যন্ত্রণার

মধ্যে দিয়ে কালাতিপাতে বাধ্য করে। একইসঙ্গে 'মহাজন ও সুন্দরী'র কাপটিও সংঘাতপূর্ণ মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছে, সাধারণ শিল্পীর শ্রেণির চরিত্র এতে ধরা পড়েছে। নারীসমাজ ভারতীয় জনমানসে যে একটি স্বতন্ত্র ও অধঃপতিত শ্রেণি এবং বহুকাল যাবৎ যে তারা পুরুষের দ্বারা শোষিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈদিক যুগে এই নারীকেই শূদ্রজাতির সঙ্গে তুলনা করা হত। একালের নৃতত্ত্ববিদ ট্রসের সমালোচনা রীতিকেও অনুসরণ করে – 'Binary opposition" বা দ্বিধারিক বৈপরীত্য আলকাপের মতো লোকনাট্যগুলিতে দেখানো সম্ভব।

নাট্যসংঘাত বা শ্রেণিসংঘাত যখন শিল্পের দেহে আত্মপ্রকাশ করে তাকে সরলরেখার মাধ্যমে এঁকে বোঝাতে চান স্বয়ং ট্রসে। বরং খাড়াখাড়ি বা বাঁদিক থেকে ডানদিকের অভিমুখে দেখানো হয়েছে যা জোড়ায় জোড়ায় বৈপরীত্য সৃষ্টির সহায়ক।

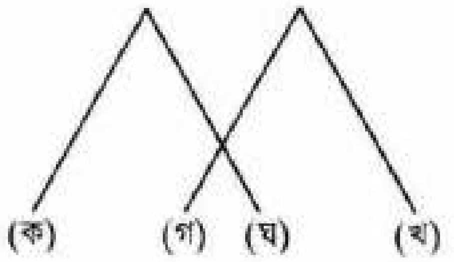

এই সামাজিক স্তর বিভাজনে জোতদার, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির শোষক যদি হয় (ক) তবে তার বৈপরীত্য নিম্নবর্গের সাধারণ শোষিত জনগণ (খ) দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে। প্রবল ক্ষমতাশীল প্রশাসক যদি হয় (গ) তবে তার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করবে (ঘ) অবহেলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষেরা। উচ্চ-নীচের নিরন্তর প্রতিবাদ শিল্পীর মননের অন্তর্গত সমাজসত্ত্বায় স্থায়ীভাবে ছাপ ফেলে। লোকনাট্যের শিল্পীরাও সেই ভাবনাচিন্তাকে ব্যবহার করতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই তির্যক রেখার দ্বারা শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা তাদের চিত্তলোকের এক সাম্যাবস্থাকে প্রদর্শন করা হয় এই চিত্রটির আশ্রয়ে।

নোয়াম চমস্কির পরিচিতি অন্যধারার ভাষাতাত্ত্বিক রূপে। মানুষের সৃজনশীল সৃষ্টির ক্ষমতাকে কল্পনাচারিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। মানবভাষা যেমন অন্তহীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তেমনি তার কল্পনার সাথে

অবাচনিক অনেক শিল্পকেও তৈরি করতে পারে, যেমন সুর, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য ইত্যাদি এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এগুলি অনেকক্ষেত্রে মানুষের ভাবনার দ্বারা বাহিত, পুষ্ট ও বিস্তারিত হয়। মৌলিক মানবিক সামর্থ্য প্রসঙ্গে মতামত দিতে গিয়ে চমস্কি একদা উল্লেখ করেন –

> "The capacity and need for creative activity depends on self-expression and the free control of different aspects of one's life and thought."[৮]

মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজনের এই ব্যাপারটার উপর জোর দিয়ে চমস্কি মানবসমাজের কথাকে সংগঠন রূপে চিহ্নিত করে বলেন, 'রাষ্ট্র হোক, গোষ্ঠী হোক, সমাজ হোক – যা তাকে প্রকাশ ও সৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য স্বাধীনতাকে ব্যাপ্ত করবে। কারণ মানুষের ভাষা বিশেষভাবেই তার স্বাধীনতা ও সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করে রাখে।[৯] মানুষের সংগঠনগুলিকেও সেভাবে গড়ে তোলা সঙ্গত। যখন তা হয় না তখনই সমালোচনা, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের প্রশ্ন ওঠে।' এক্ষেত্রে চমস্কি নিজেই যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের শুভবুদ্ধির জাগ্রত বিবেক। প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হয়েছেন নানা সময়ে। বাংলার লোককবির অনুভবস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পায় সেই প্রতিবাদের ভিন্ন কণ্ঠস্বর –

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা
লইতে চায়।
কথায় কথায় শিকল পড়ায়
আমার হাতে পায়..."।[১০]

পশ্চিমের লোকসংস্কৃতির আঙিনায় এ্যালান ড্যান্ডেস ও প্রপের প্রতিষ্ঠিত ভাবনাচিন্তায় 'ম্যাজিক রিয়ালিটি' বা 'অ্যালিয়েনেশনে'র মতো উত্তরাধুনিক শব্দগুলির বীজ যে আমাদের চিরন্তন বহমান লোকসংস্কৃতির ধারায় মিশে আছে তা জানা যায়। দিনাজপুর বা মালদহের কিছু এলাকাতে নিম্নলিখিত এই কাহিনিটি চালু আছে –

"মাঠের এক জায়গায় নতুন বউ দেখল, উঁচু একটা আলের উপর একটা মরা গরু পড়ে আছে। কিষাণকে খাবার দিয়ে ফিরবার পথে গরুকে পাওয়ার আশায়

শকুনের ভিড় ঐ বউটি লক্ষ করে। এতে বউ কিছু একটা ব্যাপার ভেবে তার পাশে গেলে তিনটি শকুন এসে বউটিকে মিনতি জানায়।

নতুন বউ ব্যাপারটা বুঝল। সরু কিন্তু উঁচু আলের উপর গরুটি পড়ে আছে। কোনো শকুনই কোনো উপায়ে তাকে খেতে পারছে না। খেতে হলে বসতে হবে। তেমন কোনো জায়গা নেই। এদিকে বউ তো সহজে রাজি হয় না। না 'বাপু মুই পারুম না'। তখন তিন শকুনই মিলিতভাবে এসে জানায় –

"বৌমা গে, তোমাক হামরা একটা ভালো বর দিমো।
তুমি একটু ঠেলে দিলে গোটটা গরু নিচে সমান
জাগায় মাটিতে পড়ে যাবে। হামরা খাবার পাবো।
তোমার পুণ্য হোবে গো মা"।[১১]

নতুন বউ শেষ পর্যন্ত তা ঠেলে দিলে, আর অমনি সব শকুন ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিন শকুনের একজন কাছে এসে নতুন বউকে পরীর সাদা থান পরিয়ে দিল, তার সাদা ডানার উপর কয়েকটি ঝকঝকে পালক উপহার দিল। একই সঙ্গে তারা পরামর্শ দিল, 'বৌমা গে পালকটা লুকায়ে থুবি। যখন বিপদে পড়বি, তখন একা একা দেখবি'।

এদিকে গ্রামে তো হৈ চৈ পড়ে গেল – ছি ছি ছি কী কান্ড ! গ্রামের নতুন বউ মরা গরু ছুঁয়েছে। এই নিয়ে অনেক রটনা, অনেক কথা। কিষাণ এসে নতুন বউকে জানায় যে, তোকে আর এ বাড়িটিতে রাখা যাবে না। তোর জাত গেছে তুই এ বাড়ি থেকে চলে যা।

স্বামী স্ত্রীর চরম ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত নতুন বউ কিষাণকে বলে যে কোনো অন্যায় কাজ বা অধর্মের কোনো কিছুই সে করেনি। গ্রামের পাঁচমানুষকে ডেকে পরীক্ষা করা হোক। মনের অশান্তিতে শকুনের দেওয়া ডানার কথা মনেই আসেনি। একদিন দুপুরে একা থাকার সময় ঐ ডানাটির কথা মনে পড়লো। দেখল নতুন বউয়ের পূর্বপুরুষরা একে একে সবাই আসছে। ছবির মতো দেখা যাচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। পূর্বপুরুষেরা বলছে, যারা পরের জন্যে কাজ করে তারা ভালো থাকে, স্বর্গে যায়। আর যারা ভালো কাজ করে না তারা নরকে যায়, শাস্তি পায়।

অবশেষে পরীক্ষার দিন এসে গেল। দিঘির পাড়ে শতশত মানুষ। নতুন বউ একখানি ভালো শাড়ি পরল। সাজগোজ করল। সিঁথিতে সিন্দুর দিল। তারপর ধীরে ধীরে দিঘির দিকে এগোল। দিঘি তখন শুকনো খটখটে। নিচে নামার সময় স্বামীকে বলল, শোনো আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি। আমার কথা মেনে নাও। এই বলে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। স্বামী নিরুত্তরই রইল। বাধ্য হয়ে নতুন বউ দিঘির ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝদিঘিতে যেতে যেতে মাটির তলা থেকে উঠে এল জল। এমন সময় উৎকণ্ঠিত মানুষেরা সচকিতভাবে তার স্বামীকে বলল যে, এখনও সব মেনে নাও, ও কোনো অধর্ম করেনি। কিন্তু কিষাণ পুরুষটি কিছুই বলল না, নতুন বউ তখন তাকে উদ্দেশ্য করে জানাল, তাহলে আমি স্বর্গে চললাম। এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে দিঘির জলের পরিমাণ আরো বাড়ল। আর নতুন বউ ডুবে গেল। কিষাণ তখন ছুটে গেল বউকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু নতুন বউ তার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। যার ফলে নতুন বউকে খুঁজে পাওয়া গেল না"।[১২]

একটি বধূনির্যাতনের নিশব্দ প্রতিবাদী শক্তি এই কাহিনিতে প্রকাশ পেল। যা একদিকে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর অন্যদিকে অনন্য এক ম্যাজিক রিয়্যালিজম। এ শক্তির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বলছেন –

"পার্থিব সমাজে কোনো বিশেষ কারণে মানুষ যখন বাধার সম্মুখীন হয়, তখন তার নিজের শক্তিটুকু দ্বিগুণ তীব্রতা পায়। সে তীব্রতা কোনো আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করতে সে চেষ্টা করে"।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে নোয়াম চমস্কি, এ্যালেন ডান্ডেস, প্রপ ও লেভি স্ট্রসের চিন্তাধারায় যে শাসিত ও উপেক্ষিত সমাজের মানুষ তাদের নিজস্ব শৈল্পিক প্রতিবাদকে সঞ্চারিত করেছেন তা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। ব্রেশটীয় নাট্যচিন্তায় প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভঙ্গি, কখনো বা প্রতিরোধ প্রকাশ পেয়েছে। আলকাপের 'আল' শব্দটি লক্ষণীয় যা ব্যক্তিগত ভূখণ্ডকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে দেয়। আবার 'জোড়কলম' শব্দ হিসেবে একে বিশ্লেষণ করা চলে। আল কাটা কাপ অর্থাৎ কাপট্য অংশটি এর সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে। ব্রেশটের ভাবনায় প্রতিটি মানুষ দেশকাল নিরপেক্ষভাবে বিশেষ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একই মানসিকতার পরিচয়কে বহন করে। আলকাপের নামের স্বার্থেই সীমানা ও

পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে যাওয়ার ভাবনাটি যুক্ত রয়েছে। ব্যঙ্গ ও কৌতুকের আশ্রয়ে এই আলকাপ কাহিনিটির মনোরঞ্জনী ক্ষমতা ও অতীত ইতিহাস বীক্ষার পথকে প্রশস্ত করে দেয়। যা ব্রেশটীয় নাট্যবিস্তারের সঙ্গে একইভাবে যুক্ত করে দেয়। এখানে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগের এক গ্রামীণ শিল্পীর কণ্ঠে সে সময়ের মানবিক যন্ত্রণার আর্তিটি ধরা পড়েছে –

> সবাই পেল স্বাধীনতা আমরা কেন পেলাম না।
> ভারত স্বাধীন, আমরা স্বাধীন
> কানেই শুধু শুনতে পাই
> খুঁজতে গেলে বুঝতে নারি
> স্বাধীন কি তোর আখার ছাই।
> দেশের নেতা আছে যারা
> তারাই তো সব মানুষ মারা।
> সর্বদা সে চেষ্টা করে
> যায় শহরে পল্লীকে ছাড়া
> পল্লীর ঘরে ঘরে ঘটল রে কি যন্ত্রণা।
> সবাই পেল স্বাধীনতা
> আমরা শুধু পেলাম না।[১৩]

আলকাপের শিল্পীর কণ্ঠে এভাবেই বর্তমান দেশীয় ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ ও কশাঘাত বর্ষিত হয়। এ যথার্থই এক প্রতিষ্ঠানবিরোধী বঞ্চনা ও শোষণের পরিচয় বহন করে। মামুলি সংস্কার ও ধর্মচিন্তার পরিসর ত্যাগ করে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির নানাবিধ সমস্যা এই আলকাপের নাট্যসমস্যা রূপে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে গ্রামের মানুষের মনে। আর সেখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মূল উপাদান লেবেল, লাইট, আর লোকেশানের দূরত্বকে অতিক্রম করে আসতে পারা যায়। এভাবে সাধারণ গ্রামের দর্শককে লোকনাট্যের লোকশিল্পীদের দ্বারা আবেগদীপ্ত গেয়ে ওঠা গানে ধ্রুবপদ বা ধুয়ার যে ব্যবহার পান, পূর্বোক্ত আলকাপ গানের শেষ দুটি চরণ (যা ব্রেশটীয় নাট্য প্রয়োগে কোরাসের আকারে) জন্ম নিতেও পারে বলে আমাদের মনে হয়। তাই উপস্থাপন কৌশলে দর্শক ও অভিনয়রীতির দিক

থেকে আলকাপ ও ব্রেশটীয় নাট্যকলা অনেকাংশে একই পথের অনুসরণকারী বা যুক্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে করাই সঙ্গত।

বাস্তবিক নাট্যরীতির দিক থেকে অ্যারিস্টটলের ঠিক একটি বিপ্রতীপ বিন্দুতে ব্রেশটের অবস্থান। যেখানে অ্যারিস্টটল তাঁর নাট্যগঠনশৈলীতে নানান অভিমুখের নির্দেশ উত্থাপন করেন, কার্যকারণ শৃঙ্খলায় গাঁথতে সচেষ্ট হন। অ্যারিস্টটল নাট্যগতিকে ক্রমান্বয়ে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিতে উৎসাহ বোধ করা নাট্যকারদের উচিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু ব্রেশটীয় নাট্যপ্রকল্পনায় প্রচলিত নাট্যরীতিকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের নাটকে তিনি ছোট ছোট ঘটনাবৃত্তকে দেখাতে উদ্যোগী হন যা (প্লট বা বৃত্তের আকারে) তিনি নাট্যদেহে সজ্জিত করে দিতে চান। এই এপিসোডিক (পর্ববিভাজনগুলি) প্রধানত বিচ্ছিন্ন, শিথিলভাবে বিন্যস্ত থাকে যা অখণ্ডবৃত্তের আকারকে কখনোই গড়ে তোলে না। শান্ত ও নিস্তরঙ্গ জীবনের বিবরণ দান করে না, কোনো ব্রেশটীয় দর্শনে লালিত নাট্যচিন্তা। বরং এই নাট্যপ্রকরণের মূল উদ্দেশ্য বা তার অভিমুখ হল সুরূপকে বিরূপ করে দেখানো, স্বাভাবিকের বিকৃতি সাধন, সন্তোষকে খোঁচা দিয়ে অসন্তোষে পরিণত করা। আপতিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠান, তার ঐতিহ্য, প্রথাশাসিত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, মায়ার আবরণ ভেদ করে প্রকৃত সত্যের নিকটবর্তী করে দেওয়া তার দর্শক বা শ্রোতাকে। এক কথায় বিচার ও বিশ্লেষণের ধারাপথটিতে দর্শকের চিত্তরাজ্যে সহজেই যাতে তা স্থান পায় তার জন্যে সক্ষম করতে চেয়েছেন ব্রেশট তাঁর নাট্যরীতিকে। পশ্চিমী বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক মার্টিন এলিসনের অভিমত অনুসরণে আশাহীন এক নেতিবাচক দৃষ্টিকোণই এই ধরনের নাট্যের বিষয়বস্তুতে নিহিত –

> "A Brechtian theatre is a theatre designed to abuse indignation in the audience, dissatisfaction, a realization of contradictions, therefore it is an essentially a negative theatre."[৩৮]

আলকাপের কবিদের মুখে একটি অনুভবকে প্রকাশ করার জন্যে যেমন বিশেষ একটি ভাবনা বা পদ, ধুয়া বা ধ্রুবকের মতো ব্যবহৃত হয়, ব্রেশটের নাটকের ক্ষেত্রে চলমান পোস্টার প্রদর্শনীর মধ্যে চরিত্রের পরিচিতি ও পরিস্থিতির

বিবরণ ও অভিপ্রায়টি ফুটে ওঠে। এজন্য ব্রেশট তাঁর নাট্যকলায় বর্ণনা ও সংবাদ দানের লক্ষ্যে একজন ভাষ্যকারকে ব্যবহার করেন (যা বহুলাংশে লোকনাট্যের সূত্রধারকে মনে করিয়ে দেয়)। ব্রেশটীয় নাট্যরীতির সূত্রধার বা বিবেক নাট্যদর্শকের মন থেকে মঞ্চমায়া একইসঙ্গে দূর করতে আগ্রহী। ব্রেশটীয় এই নাট্যরূপায়ণের মতোই আলকাপের আঙ্গিকেও পাওয়া যায় কোরাস ও বিবেকের চরিত্র।

বিংশ শতাব্দীতে নাট্যজগতে সবচেয়ে আলোড়ন জাগানো থিয়েটার রীতি হ'ল ব্রেশটের মহাকাব্যিক থিয়েটার। মহাকাব্যিক কথাটির তাৎপর্য হ'ল একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কোনো একটি সময়পর্বে যেভাবে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে; তার পরিচয় এতে বিধৃত থাকে। এক অর্থে সমাজসমস্যামূলক বিষয়কে অবলম্বন করে এই নাট্যগুলি মঞ্চস্থ হয়, যার সঙ্গে লোকনাট্যের যোগ রয়েছে। স্বয়ং ব্রেশট তার বহু নাট্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের নাট্যধারার সমন্বয় গঠনের কথাকে স্বীকার করেন। যেমন, চৈনিক, জাপানি, ভারতীয় নাট্যধারাগত নানান লোকনৃত্য, যার কাছে তিনি ছিলেন অধমর্ণ।[১৬]

ব্রেশট থিয়েটারকে শুধু থিয়েটার বলেই মনে করতেন না। সেজন্য ব্রেশটীয় মঞ্চ অনেকটাই পরিকল্পিত হ'ত বহুউদ্দেশ্যসাধক রূপে, সেখানে দর্শক আসেন বিবিধ সমাচার প্রাপ্তির আশা নিয়ে। প্রথমে তার চোখে এই থিয়েটার উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী হলেও শেষে এই নাট্যশালা থেকে গল্পের আকারে দর্শক এক নির্ভেজাল আনন্দকেই নিতে থাকেন, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। থিয়েটার বিরোধী মনোভঙ্গি ব্রেশটের মনে সবসময় সক্রিয় ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রচলিত থিয়েটারের দ্বারা সত্য আবিষ্কার কখনোই সম্ভব নয়। তাই তিনি চাইলেন বুদ্ধি ও মননের দ্বারা গভীরতর এক জাগতিক অন্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। বাস্তবের কাছাকাছি এনে দর্শকচিত্তকে মুক্তমনে হাজির করতে হয় এই ধরনের নাটকে। আর সে কারণেই প্রচলিত থিয়েটার রীতিকে ব্রেশট ভেবেছেন বুর্জোয়া মাদক প্রচলিত থিয়েটারীয় ব্যবস্থাপনা, বা নাট্যপ্রযুক্তিকে ব্রেশট মনে করলেন বুর্জোয়া মাদক প্রয়োগের একটি শাখা (branch of the bourgeois drug traffic) বলে।[১৭] তাঁর নাটকের মধ্যে তাই দেখাতে চাইলেন দর্শকের জীবন ও জগৎনির্ভর ঘটনাবলিকে, যাতে দর্শক সেগুলিকে বিচার ও বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের

সংসার ও অভিজ্ঞতা থেকে চারিদিকের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। সেইসঙ্গে দর্শকের অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করবে তাঁর নাটক।

অভিনয় সম্পর্কে ব্রেশটের যুক্তি অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের একাত্মতা প্রচলিত নাট্যরীতির কার্যকারণ সংক্রান্ত নাট্যের বিশ্লেষণকে বাধা দেয়। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারী দর্শক, যে ব্যক্তি নায়কের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলে তা সামাজিক সম্পর্কের জটিল মনোভাবকে চিহ্নিত করায় না। ব্রেশট মনে করতেন, ব্যক্তিনায়কের পরিপ্রেক্ষিতে এক আধুনিক সমাজের জটিল মনোভঙ্গিকেই ব্যক্ত করে তুলবে। এই জটিল সংক্ষোভের গভীর অভিঘাতকে চিনিয়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন ব্রেশট স্বয়ং তাঁর নাট্য বা চরিত্র বিশ্লেষণে। তিনি টাইপ বা এক ছাঁদে ঢালা চরিত্রকে তাঁর নাটক থেকে পুরোপুরি বাতিল করলেন। ব্রেশটের মূল প্রতিপাদ্য ছিল দর্শক যেন নাটকটি পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমগ্র সমাজ ও মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করতে শেখে। কারণ রহস্যের আলো-আঁধারে ঘেরা দুর্জ্ঞেয় মানুষকে যেকোনো পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সহজভাবে চেনা বা জানা সম্ভব নয়। ব্রেশটের ধারণায় এই দুরূহ মানুষ হল –

চেনা + অচেনা = গভীরভাবে চেনা।

ব্রেশটীয় ভাবধারায় অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে দর্শকচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন যেরকম প্রেক্ষাপট, তার জন্য স্বয়ং নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রেশট বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নাটকের এই বিশেষ প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে তিনি নিজেই উচ্চারণ করেন –

"আমার জীবন্ত বাস্তব এমনভাবে জীবন্ত জনগণের হাতে তুলে দেব যেন তারা প্রকৃত বাস্তবকে আয়ত্ব করতে পারে।... কোন নন্দনতত্ত্বের বিধিনিষেধ মানব না, প্রচলিত রেওয়াজ থেকে মুক্ত হ'ব।"[১৮]

ব্রেশট নাটকের গল্পাংশকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চান, যাতে ডায়ালেটিকের মাধ্যমে এমন এক গল্প বলার পদ্ধতি গৃহীত হবে যা সরল উপকথার মতো উপযোগী। ব্রেশটের বিচ্ছিন্নতাবোধের ভাবনায় empathy-র কোনো স্থান নেই। কারণ দূরত্বের মধ্যেই নৈকট্যের পরিচয়টি স্পষ্ট বা বড় হয়। মনে প্রাণে ব্রেশট বিশ্বাস করতেন, নাটকে দর্শককে শান্তভাবে বিচারের সুযোগ

দিতে হবে। তার জন্যে দর্শককে কোনো সময় ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ করে দিলে চলে না। কারণ সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে বুঝতে হলে সর্বাগ্রে জানা দরকার বহুস্তরীয় সমসময়ের মানুষ ও তার প্রত্যক্ষলব্ধ এই জীবনের জটিলতাটা প্রকাশ করতে পারা চাই একজন বাস্তববাদী নাট্যকারকে।

ব্রেশট প্রয়াসী হন তাঁর সজাগ ও সতর্ক দর্শককুলের কাছে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বা তাতে বিধৃত চরিত্রগুলিকেও স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখাতে। যে কারণে তাঁর রচিত 'গ্যালিলিও' নাটকে প্রদর্শিত হয় নামচরিত্রটি অন্যের আবিষ্কারকে নিজের নামেই অনায়াসে চালিয়ে দিচ্ছেন, দূরবিন বানিয়ে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে গণতন্ত্রী নায়ক রাষ্ট্রের সাথে স্বয়ং প্রতারণায় লিপ্ত হচ্ছেন। আবার কোথাও তিনি খাদ্য লোলুপতা প্রকাশ করছেন। কোথাও বা মেয়ের সুখেও তিনি বাধ সাধছেন। আবার এই গ্যালিলিওকে নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও দর্শক তথা সাধারণ ব্যক্তি মানুষ তাকে যুক্তিশীল আর মজার এক মেজাজি মানুষ বলে ভেবে নিতে পারে।

সামগ্রিকভাবে এই ব্রেশটীয় নাট্যরীতি যেকোনো চরিত্রকেই বেশ কয়েকটি আপাতসংলগ্ন ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চায় যেখানে চরিত্র ও তাতে সজ্জিত ঘটনাবিন্যাস এক নতুন স্বরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়। অনুরূপভাবে 'তিন পয়সার পালা'তে দরিদ্র ভিক্ষুকের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে চারপাশের জীবন্ত এক বাস্তব ও নরকের ছবি। এই নাটকেই নায়কদ্বয় এই সমস্ত খণ্ডচিত্রগুলিকে জোড়া লাগাবেন। তখন দর্শকরা তার আবেগ পরিবর্তনকে সহজে চিনতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রেশটের নাট্যরীতি অত্যন্ত সরল ও বাস্তবানুগ। শিল্পসৃষ্টির ভ্রান্ত সত্যতার প্রত্যয় এড়িয়ে এক চরমতম অভ্রান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় এই ব্রেশটীয় নাট্যকলা।

লোকনাট্য আলকাপের মধ্যে ব্রেশটীয় নাট্যকলার প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। যেমন, 'মায়ামৃদঙ্গ' বর্ণিত একটি লোকনাট্যে দেখি – বিবাহযোগ্য একটি ছেলে, যে ছেলেটির মনে সাধ হয়েছে নতুন জীবনে প্রবেশ করার। তাই একধরনের কৌশলকে সে গ্রহণ করেছে। প্রথমেই বাবার কাছে গিয়ে সে জানায় যে, মাকে দেখেছে একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে। এই খবরটি তার বাবা বুঝে উঠতেই পারল না। বাবা ছুটে গেল মার কাছে মূল ঘটনাটি

জানতে। একইভাবে ছেলেটি তার মার কাছেও অনুরূপ বার্তাই পৌঁছে দেয়। ফলে ছেলেটির বাবা ও মা দু'জনেই মুখোমুখি এসে পৌঁছায় বিস্তর ভুল বোঝাবুঝির পর। ক্রমান্বয়ে তাদের কথাবার্তায় ধরা পড়ে যে, ছেলেটি এই বিবাদের পটভূমিকে খুব যত্ন সহকারে তৈরি করেছে। এরপর মা ও বাবা যে খুব দ্রুততায় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এভাবে একটি আলকাপের মাধ্যমেই কৌতুকপূর্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে খণ্ড অবকাশে ছেলেটি গ্রামের সমগ্র নাট্যামোদী দর্শককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। স্মরণীয় যে, লোকনাট্যের আঙ্গিকে এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকনাট্যের চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তবিক এই ধরনের লোকনাটকে অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলি বৃত্তাকারে উপবিষ্ট থাকে। যেকোনো চরিত্রই উঠে দাঁড়ালে দৃশ্যটির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ সম্পন্ন হবে। আর বসে পড়লেই তাঁর সঙ্গে সমগ্র প্রেক্ষিতটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বিষয়গত দিক থেকে অরাজনৈতিক ভাবধারা থাকলেও নাট্যাঙ্গিকের বিচারে আলকাপের অভিনয় পদ্ধতি অনেকাংশেই ব্রেশটীয় স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যরীতিকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধিলাভ করে।

একদা আলকাপের জগতে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত আলকাপের একটি কাহিনির অভিনীত দৃশ্য-বর্ণনায় এমনই চিত্তাকর্ষক বিশেষত্বপূর্ণ নাট্যমুহূর্তের ছাপ পাওয়া যায়। অভিনীত আলকাপে এক গ্রামীণ দাম্পত্যসমস্যা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত স্বামী ও স্ত্রী তাদের সংসারিক জটিলতাকে লাঘব করার জন্যে বিবাহবিচ্ছেদকেই শ্রেয় পন্থা বলে মনে করেছে। কিন্তু ঐ গ্রামের মোড়ল গোছের বয়স্ক মানুষটি চেয়েছেন মনেপ্রাণে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিয়োগান্তিক নাটকটি থেকে দাম্পত্য-যুগলকে অব্যাহতি দিতে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে তিনি এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে চান। কিছুটা সংশয়, দ্বিধা ও অস্থিরতা নিয়ে সেই গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিটি পূর্বোক্ত সমস্যাটি প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এক মোড়ল গোছের মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত একটা দোদুল্যমান রূপ তাঁকে স্বাভাবিক একজন মানুষ বলেই মনে করায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির ফেরে এই মোড়লই হয়ে পড়েন এক বিচক্ষণ বিচারক। বাদী ও

বিবাদীর পক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনাটিকেই পরিপূর্ণভাবে জেনে তিনি কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড় করান এই বিবাহিত যুগলকে।

চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ঘটনা ও চরিত্রের অন্তরশায়ী রূপকে নতুন রূপের পটভূমিতে স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সর্বার্থে অভিনয়কলাতে বিশ্লেষণ ও চিন্তনকে প্রয়োগ করাই এই শ্রেণির ব্রেশটীয় নাট্যচিন্তার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। যাকে পূর্বোক্ত জাতের আলকাপের মতো নাট্যসৃষ্টিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই ইতিহাস সচেতন জীবনদর্শন ব্রেশটের নাটকের মধ্যে বড় ব্যাপার হয়ে পড়ে। যুক্তি আর বুদ্ধির চুলচেরা বিশ্লেষণী ক্ষমতা, নাট্যকার বা চরিত্রের ভূমিকাতে অতীতকেও নিরীক্ষা করার মানসিকতা ব্রেশট ব্যবহার করেন তাঁর সৃষ্টির সামগ্রীতে। একটি আলকাপের ছড়ার গানে তাই পাওয়া যায় –

দেখ ব্রিটিশের গুলিতে যারা
বুক পেতে দিয়েছে প্রাণ।
তারা সর্বগ্রাসী জলধিতে
আজও পারে ডুবিয়ে দিতে;
সেদিন ভারতে উঠলো পতাকা
দিল্লির দরবারে
ভেঙে দিলো শিকল ভারতবাসী
সিংহের বিক্রমে।[১৮]

উদ্ধৃতিটিতে অতীত ভারতীয় মনের বীরত্বব্যঞ্জক মহিমাকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অতীতের জয়গাথাকে প্রচার করা হয়েছে এই লোকগানের মধ্যে।

আলকাপের নাটকের মধ্যে অন্যান্য লোকনাট্যের মতো সূত্রধরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঘটনাবলি ও চরিত্রের সন্ধিলগ্নে এই সূত্রধারই এসে নাট্যসমস্যার গ্রন্থিমোচনের কাজ করে। তাই দেখা যায়, একটি পালায় সাধারণ গ্রামবাসীরা একালে যেকোনো স্তরের সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের কাজকর্মে শৈথিল্য বা দায়িত্বজ্ঞানের অভাব নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। বিতর্কের আগে সূত্রধারই মূল বিষয়টিকে স্বচ্ছতা দিয়ে একটি ছড়া পরিবেশন করেন –

"আহা কি মজারে
বাবা কি মজারে
লেখাপড়া শিখিলে
মনের আঁধার যাবে চলে
জ্ঞানের বাতি জ্বাইলে লে।
বিদ্যাতে বিজ্ঞানী হয়
কি আনন্দ এ দুনিয়ায়
কলে নাচে, কলে কুঁদে
কলেতে কথা বলে।"[২০]

ব্রেশট রচিত 'থ্রী পেনি অপেরা' বাংলায় অনুদিত হয়েছে, যে অনুবাদ কর্মের সর্বাধিক প্রচারিত নাম হ'ল 'তিন পয়সার পালা'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই নাটকটি ভিন্ন স্বাদের আমদানি করেছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির নায়ক কোনো রাজা নয়। একজন গুন্ডা ও ডাকাতের সর্দার হ'ল এই নায়ক। এক ডাকে সবাই চেনে তাকে ম্যাকহিথ। সে একাধিক মহিলার সঙ্গে পাশাপাশি প্রণয় চালায়। ঝুঁকি নিয়ে বড়লোকের আদুরে মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। ধরা পড়ে আবার মুক্তিও জুটে যায় তার কপালে। প্রকৃত অর্থে ম্যাকহিথের মধ্যে ধনতন্ত্র আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে যেভাবে বিপন্ন করে দিয়েছে তাকে পরিচিত করে দেওয়ার এক দায় অনুভূত হয়। ধরা পড়ে কৌশলী নায়ক যে নিজেকে প্রতিকূল পরিবেশে মুক্তির পথও দেখাতে পারে। প্রকৃত অর্থে ম্যাকহিথের মধ্যে ধনতন্ত্রের মুখ ও মুখোশের তারতম্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকে। তাঁর জীবনের বিকৃত পথ ধরে লোভ-প্রবঞ্চনা, সাহস ও সংস্কারহীনতার পাশবিক অথচ চিত্তাকর্ষক মূর্তিটি যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আলকাপের নাট্যজগতেও অনুরূপ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে একটি 'গ্রাম্যবধূ ও নারীলোলুপ' জমিদারের পালায় কিংবা পণের কারণে বিবাহিতা স্ত্রী'র উপর নারকীয় অত্যাচারের পালায়। এসবের নেপথ্যে যে পুরুষতন্ত্রের নিষ্পেষণ বা জমিদারির নীলরক্তের মিথ্যা অহংকার নিহিত আছে তাকেই প্রবলভাবে আঘাত করা করেছে এই ধরনের নাট্যকৌশলের চমৎকারিত্বে। যেমন কন্যাপণ একটি নির্মম সামাজিক প্রথা,

একালেও যথেষ্টভাবেই যা টিকে আছে। তাই আলকাপ শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তাকে গানে রূপদান করেন –

ছোঁড়া দিলে বারো টাকা বুড়া দিলে ষোল
বুড়ার সঙ্গে বিহা দিতে বাবা
রাজি হয়ে গেল।
শাঁখা পড়লাম, সিন্দুর পড়লাম
গেলাম শ্বশুরবাড়ি।
খাট পারলাম, বিছানা পারলাম
শুইলাম বুড়ারর পাশে।
সারারাত্রি বুড়া হুঁকা টানে সৈ,
খুকুর খুকুর কাশে।
বাপ মায়ের তাই চোখ ছিলনা
টোলা পরসী কানা
বুড়ার সঙ্গে বিহা দিতে সৈ
কেউ করল্যা না মানা... হৈঁ।[২১]

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে ব্রেশটের বিশেষ এই নাট্যপ্রয়োগ প্রচলিত নাট্যধারণাকে ভেঙে ফেলার প্রণোদনাকে রূপায়িত করতে দেখা যায়। ব্রেশটের নাট্যরীতি তাই ছকে বাঁধা টানটান উত্তেজনা সৃষ্টিকে পুরোদস্তুর বাতিল করে। প্রকৃতপক্ষে ব্রেশট আলগা দৃশ্য বা একটি এপিসোডিক প্রকরণে নাটককে সাজিয়েছেন তাঁর নাট্যনির্মাণ রীতিতে। একটি দৃশ্যের জন্যে নয়; একটি দৃশ্যের পরে আর একটি দৃশ্যের মধ্যে পুরো নাটককেই হাজির করা হয়েছে। এই জাতের নাটকে ব্রেশটের চরিত্রের সামান্য অভিব্যক্তিময় উপাদান হিসাবে গান ও ছড়ার ব্যবহার রয়েছে বারেবারে। ছোট ছোট কোরাসধর্মী গান ও ছড়া আবেগের ছাপ বহন করছে, তা সে সাধারণ নারী বা শ্রমিক যাই হোক না কেন। প্রচলিত ব্রেশটীয় নাট্যপদ্ধতিকে বলা হয় – জেষ্টিক।[২২] আলকাপের মধ্যেও সমিল ছন্দে এই ধরনের এক ভাষারীতিকে লক্ষ করা যায় –

আমরা গরীব পাইনা খেতে
থাকি ভাঙা ঘরে

ধনীরা ভাত দেয় গো ফেলে
খায় যে তাদের কুকুরে।
আমরা কাঙাল বলে
পাপ করেছি বিশ্বচরাচরে।
কেউ থাকে ভাই সাত মহলায়
কেউ ঘুমিয়ে থাকে ড্রেনের তলায়
ধনীরা হাসে বসে আমরা যখন যাই
দুয়ারে।[২৩]

এই ধরনের লোকনির্ভর ছড়া বা গান শোনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে গ্রামীণ হলেই ব্যক্তি যেমন লোকস্তরের অন্তর্ভূক্ত হয় না, তেমনি যেকোনো নাগরিক মাত্রই শিষ্ট নয়। সব গ্রামের জনবিন্যাসে স্তরভেদ আছে, নাগরিক জীবনেও তা বর্তমান। গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ বাস করলেও তারা নাগরিক শ্রেণির লোকস্তরের 'লোক' না হতেও পারেন। আবার তেমনি এক নগরের অর্থসঙ্গতিহীন ও অশিক্ষিত মুটে মজুর শ্রেণি লোকেরাও হতে পারেন প্রকৃত অর্থেই এই লোকসাধারণের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ। বঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনে যে বিপুল পরিবর্তনের কথা ব্রেশট ভাবেন, নাটকে সেটাই তাঁর রসদ হয়ে ওঠে। ব্যক্তি মানুষের আবেগকে উন্মোচিত করে তাঁর নাটক। কিন্তু কখনোই নাট্যচরিত্রগুলি সরাসরি গোষ্ঠীর হয়ে প্রতিবাদী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না, বরং পরোক্ষ বিবৃতি এই ভাবনাটির পোষকতা করে। বঞ্চিত ও অনাহারী মানুষের জীবনপ্রণালীর ভালোমন্দকে প্রকটিত করে তোলার দায়িত্ব ব্রেশটের নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রেশটের নাট্যরীতিতে প্রচলিত দেখার দৃষ্টিতেই অভিনবত্ব আসে চরিত্রগুলিতে।

একইভাবে নাট্যচরিত্রগুলির মধ্যে মানবিক গুণের পরিবেশনের চেষ্টা এই ধরনের লোকনাটক আলকাপে বড় হয়ে ওঠে। আলকাপের শিল্পীরা চিন্তা ও চেতনায় পরিমার্জিত একটি রুচিবোধের অধিকারী না হলেও তার প্রয়োগনৈপুণ্য ও শিল্পরসের পরিপূর্ণতা সর্বত্র বজায় রাখতে চেয়েছেন। তবু স্বীকার করতে হবে যে, পরাধীন ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রে পিষ্ট সেদিনের কৃষকসমাজ, তাদের

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এতে প্রকাশের চেষ্টা করেছে এবং বহুলাংশে তা সার্থকও হয়ে উঠেছে।

ব্রেশটের নাটক ও অন্যান্য সৃষ্টিকর্মের মূল অভিপ্রায় ছিল অন্যায়ের বিলুপ্তি সাধন, ন্যায় ও কল্যাণের সৃষ্টিতে প্রবল আস্থাজ্ঞাপন। যেমন তাঁর লেখা অনূদিত একটি ছোট কবিতায় টিকে থাকার সমস্যা নিয়ে লেখা হয়েছে –'বেঁচে থাকাটা কাম্য ছিলো না' :

"আমি জানি এই জীবনযাপন, ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়
তাই অনেক ইয়ারদোস্তের মধ্যে আমি বাঁচি,
কিন্তু গত রাতের স্বপ্নে
শুনতে পেলাম সেই দোস্তরাই আমাকে বলছে;
যেকোন উপায়ে টিকে থাকে –
নিজের উপর ঘেন্না হ'ল"। (রাজীব চক্রবর্তীর অনুবাদ)[২৮]

নাটককে বাহন করে যেকোনো দেশ ও তার ইতিহাসকে বিশেষ ভাবে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা রয়েছে ব্রেশটের নাট্যভাবনায়। সাধারণ মানুষকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমসময়ের সমস্যা ও প্রত্যাশা নাটকে প্রতিফলিত হয়। বাস্তবিক এই ধরনের নাটক সমাজ পরিবর্তনের সূচক হয়ে ওঠে। নিতান্ত বিনোদনমূলক হয়ে প্ররোচনা থেকে নাটক সৃষ্টি না হলেও তার মূল অভিপ্রায় মানুষের মনে আগ্রহের জন্ম দেয়। যদিও বিষয়বস্তুর উপর জোর পড়ে বিশেষ জায়গার বিশেষ সমস্যার উপর। একটি ক্ষেত্রে স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য – এই নাটকে দেখা যায় দর্শক ও অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব ভেঙে যাচ্ছে, তারা সর্বত্রই একে অন্যের নিকটবর্তী হচ্ছেন। নাটক ও জীবন নিবিড়ভাবে মিশে যাচ্ছে এই নাট্যে। আলকাপের মধ্যেও অনুরূপ নাট্যলক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বর্ণনায় পাই –

"এটা ঘটেছিল সালার গ্রামে। সমৃদ্ধ গ্রাম। একদলের আসর। রাত শেষ হয়ে এসে ঝিমুনি দেখা যাচ্ছিল চারপাশে। সঙাল লাতু বলল, জমাট কাপ লাগাই ওস্তাদজী। কাল্লু ফকিরের কাপ। কাল্লু গরীব লোক। তার বউ ভেগে গেছে শহরের ফিরিওয়ালার সঙ্গে। বেচারা কাল্লু ভিক্ষে করবে ঠিক করল – অন্ধ আর

খোঁড়া সাজল। এক মুসলিম দর্শক সদ্য ভোরের নামাজ সেরে আসরে এসেছেন। তার কাছে টুপিটা সাধাসাধি করে নিল লাতু। আসর ঘুরে ভিক্ষেও পেল – সত্যিকারের ভিক্ষে। তারপর সে শহরে গেছে ভিক্ষে করতে। বউকে দেখেছে। বউয়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে বলে ওঁত পেতে আছে রাতে। হঠাৎ শুনল বউ তার নতুন স্বামীকে বলছে, ওই যা! ভুলে গিয়েছিলাম –

'লোকটার বাড়ির পিছনে মানকচুর ঝাঁড়ে কয়েকটা রূপোর টাকা পুঁতে রেখেছিলাম যে'! শুনেই কাল্লুফকির দৌড়ল। বাড়ির পেছনে মানকচুর ঝাড় খুঁড়তে যেই এসেছে, গাঁয়ের মোড়ল সেখানে তার 'মাঠ সারছে'। বেগতিক দেখে সে বাঘ ডাকল। কাল্লু 'বাপরে বাঘ' বলে দৌড়ল দিশেহারা হয়ে। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। আসরের পেছনের দিকে একটা তালগাছ ছিল। লাতু দৌড়ে গিয়ে সেই গাছে উঠল। বাঘ-বাঘ বলতে বলতে সটান ডগায় উঠে গেল। কাপের শেষে গাছের থেকে নিচে নেমে এসে সে বলল, বকশিশ দেন– ওস্তাদজী। 'সারা গাঁয়ের সঙ্গে বাতচিত করে এলাম'। এখানেই নাটকটি শেষ হল নিজের থেকেই।[২৫]

প্রকৃতপক্ষে লোকনাট্যের মধ্যে লোকসমাজের সামগ্রিক চালচিত্রকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। যুগ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্যের ধারাও লোকজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক জীবনাচরণের মাধ্যমে যে দেশজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি উঠে আসে, তা বিশেষভাবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্বকে বহন করে। আলকাপের নাট্যশিল্পীরা সমাজ জীবনের ভিতর থেকে নাটকের বীজ সংগ্রহ করে দর্শকের জমিতে পুঁতেছেন এবং শস্য ফলিয়েছেন। এক অর্থে নাটকে তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তি অস্তিত্বের সংকট কিংবা শূন্যতা মূল্যবোধের অবক্ষয় – সব ক্ষেত্র থেকেই আলকাপের নাট্যরীতি বৈপ্লবিক ও গতিশীল পরিবর্তনকে বহন করছে। যা অনেকটাই ব্রেশটীয় রীতির অনুসরণে গড়ে ওঠে বলে ধারণা করা যায়।

সূত্রনির্দেশ ও পাদটীকা

১। প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা, ১৯৭৬ পৃ-১১৮।

২। সুস্মিতা সোম, মালদা জেলার ইতিহাসচর্চা, ১৯৭৬, পৃ-২২১।

৩। Emulin Piscator, On Brecht performance, 1927, printed in award.

৪। Peter Burger, the most important writer in our time, 1933, page 18-22.

৫। Cloude Levi Straus, structural anthropology, 1972, page 228.

৬। As above, page 234

৭। Straus established 'the theory of Binary opposition'

৮। Noam Chomsky, 1971, problems of knowledge and freedom, page 192.

৯। এ্যালান ডান্ডেসের প্রতিষ্ঠিত সূত্র অনুসারে Lack and Liqidation of theory.

১০। জলঙ্গী এলাকার এক লোককবির উপস্থাপিত ছড়া, ২০০৩

১১। পুষ্পজিৎ রায়, অর্ধেক আকাশের মেঘবৃষ্টি ঝড় (প্রবন্ধ) গণশক্তি, ২০০৮ শারদসংখ্যা, পৃ- সং ৫৩৮-৫৩৯

১২। রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, ১৯০৭, পৃ- ২৩

১৩। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির মির্জাপুর গ্রাম নিবাসী আলকাপ শিল্পী প্রাণবন্ধু দাশের কাছ থেকে গৃহীত আগষ্ট, ২০০৮-এ।

১৪। Schechner Richard, Essay on performance theory 1977, page no. 19

১৫। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনেমার ব্রেশটের রচনা থেকে সংগৃহীত, ১৯৯৮ পৃ ২৬

১৬। তদেব, পৃ ২৮

১৭। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদঙ্গ, ১৯৮৪, পৃ সং ৪৯

১৮। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কথিত গল্প, প্রাবন্ধিক কর্তৃক গৃহীত, ২০০৮

১৯। পুষ্পজিৎ রায় সংগ্রাহক, লৌকিক সৃজনী, অক্টো ডিসে ৮৫, পৃ- ৩৯

২০। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও বহুরূপী নির্দেশিত তিনপয়সার পালা ১৯৭২

২১। মহবুব ইলিয়াস, নবাবগঞ্জের আলকাপগান, ১৯৯৫, পৃ- ১১৭

২২। আনিসুর রহমান, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফারাক্কা থানার লাহড়্যা গ্রামের বাসিন্দা, গবেষক কর্তৃক গৃহীত, ২০০৮

২৩। ব্রেশটের গানের অনুবাদ (অনুবাদক রাজীব চক্রবর্তী) ১৯৮৫, পৃ- ১৯

২৪। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মায়ামৃদঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪ (পৃ- ৩৩-৩৪)

২৫। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মুসলিম আর্ট, চিত্রকলা ও অন্যান্য দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ-৪৬-৪৮

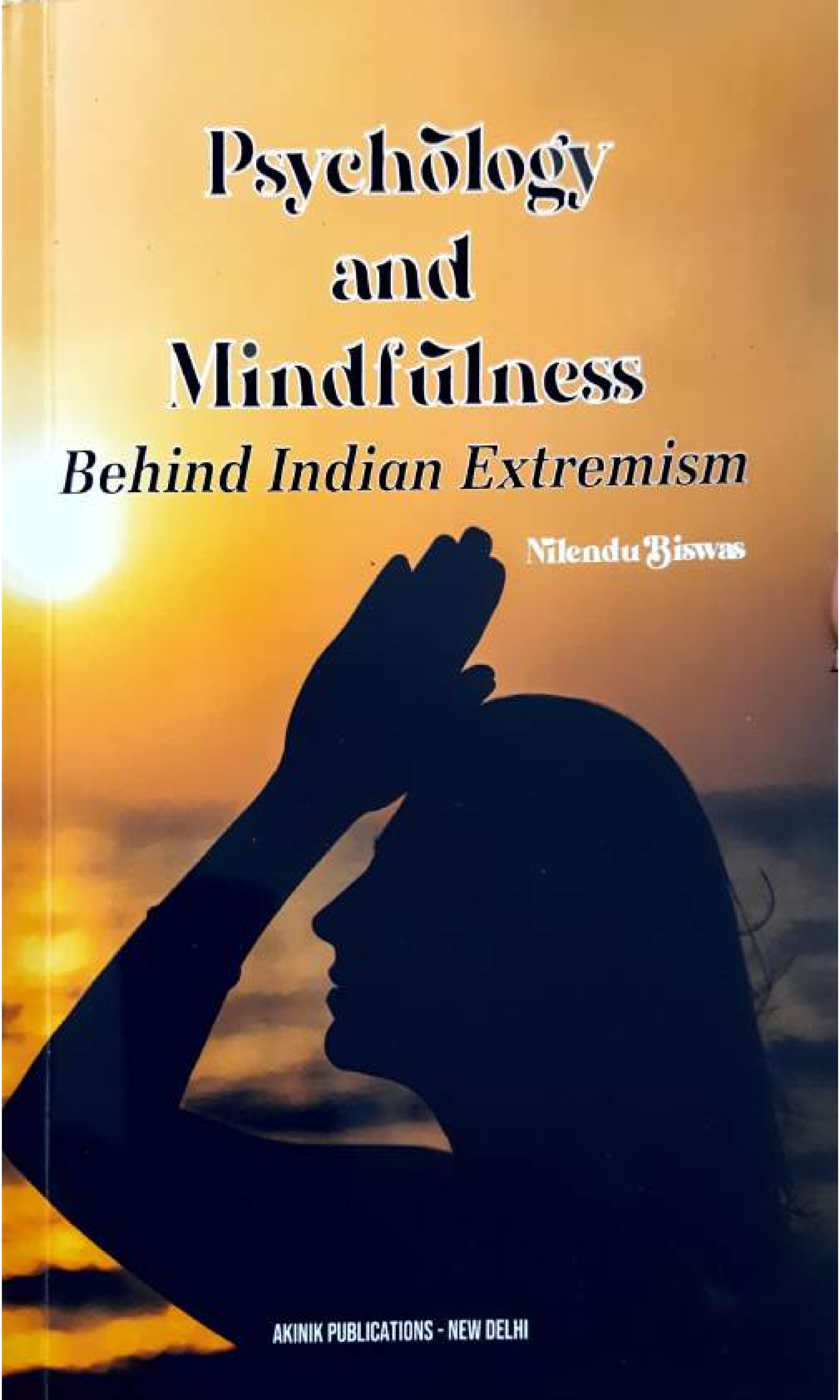
Psychology
and
Mindfulness
Behind Indian Extremism
Nilendu Biswas
AKINIK PUBLICATIONS - NEW DELHI

Published By: *AkiNik Publications*

AkiNik Publications
169, C-11, Sector - 3,
Rohini, Delhi-110085, India
Toll Free (India) – 18001234070

Author: *Nilendu Biswas*

The author/publisher has attempted to trace and acknowledge the materials reproduced in this publication and apologize if permission and acknowledgements to publish in this form have not been given. If any material has not been acknowledged please write and let us know so that we may rectify it.

© AkiNik Publications

Edition: *1st*

Publication Year: *2021*

Pages: *122*

ISBN: *978-93-91538-08-8*

Book DOI: *https://doi.org/10.22271/ed.book.1397*

Price: *₹605/-*

Contents

S. No.	Chapters	Page No.
1.	**The role of Bengali Mindfulness in the Context of Indian Extremism** Nilendu Biswas	01-07
2.	**Revolutionary Movement of Bengal: Sister Nivedita and Sri Aurobindo** Ghanteswar Halder	08-14
3.	**Aims & Demands of Early Indian National Congress** Purnendu Sekhar Ray	15-23
4.	**Tilak is the Originator of Extremist Ideology in India** Partha Roy Chowdhury	24-28
5.	**Establishment of the Indian National Congress and the 'Safety Valve Theory': An Inquisitive Experiment** Dr. Kalyan Kumar Sarkar and Biswajit Pal	29-34
6.	**Extremist Bipin Chandra Pal in the Freedom Struggle in Bengal** Utpal Mondal	35-40
7.	**Press and Newspapers in the Eyes of the Early Congress Leaders (1885-1905)** Golam Rejuan	41-47
8.	**Persian Leaders in the Awakening of Nationalism in India (1885-1907)** Md Abdur Rajjak Hossain Sk	48-55
9.	**Contribution of Women Leadership in Indian Extremist politics** Narattam Biswas	56-63
10.	**Swadeshi Movement: A Different Trend of the Nationalist Movement in India** Manas Kumar Das	64-71
11.	**Indian Extremism in the Eyes of Dadabhai Nowrozi** Baidyanath Sarkar	72-78

12.	**Variations of the Extremist Movement: Khudiram Bose** Asit Mondal	**79-85**
13.	**Surat Congress and Bengali Leaders: A Psychological Analysis** Arpita Nath	**86-91**
14.	**Self-reliance Movement and Extremist Ideology in the Context of the Gymnasium** Uttam Kumar Barman	**92-98**
15.	**Prafulla Chaki, the Neglected Hero of Bengal Extremism** Riya Biswas	**99-104**
16.	**Psychological Thoughts in the Context of the Partition of Bengal** Subrata Adhikary	**105-110**
17.	**Extremism in the Light of Film: 'Mahabiplabi Arvindo' and 'Chattagram Astragar Lunthon'** Nilendu Biswas	**111-122**

Chapter - 10

Swadeshi Movement: A Different Trend of the Nationalist Movement in India

Manas Kumar Das

Abstract

The anti-Partition movement or Swadeshi movement that started all over Bengal in protest of Lord Curzon's plan to partition Bengal in 1905, ignoring Bengali nationalism and bringing it to fruition, brought about a significant change in the nationalist movement in India. Until now, the nationalist movement in India has been led mainly by moderate leaders and the main aim of this movement from 1885 to 1905 was to gain the right of autonomy from British rule through petition. But in the wake of the Swadeshi movement, the anti-British movement in India began to flow in a completely different direction. This is the first time that the Bengali nation has used the double-edged sword of 'swadeshi' and 'boycott' as a tool to achieve their goals. In addition to this, active British opposition can be noticed through revolutionary terrorist activities. The reaction of this movement can be seen in different parts of India besides Bengal and this movement took an all-India form [1]. Even in response to the Swadeshi movement, 'extremist' ideology emerged within the National Congress. As a result, the nature of the national movement in India changed completely. So the main purpose of this research paper is to highlight how a new trend was started in the anti-British nationalist movement in India centering on the events of this Swadeshi movement.

Keyword: Swadeshi-Governance Policy-Autonomy-Passive Resistance. Revolutionary-Terrorism

Introduction

The Swadeshi movement of 1905 is a landmark event in the history of the national movement in Bengal and India. The anti-British movement that took place all over Bengal in 1905 against Lord Curzon's plan and conspiracy to partition Bengal is known as the Anti-Partition Movement or Swadeshi Movement. The chief architect of the partition was Lord Curzon.

and one of his associates was Home Secretary Herbert Rizley and the Lieutenant Governor of Bengal, Sir Andrew Fraser. On 19 July 1905, the plan for the partition of Bengal was officially announced and on 16 October, at the behest of Lord Curzon, the entire Bengal Presidency was divided into two parts. Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Hill Tripura and Assam are the 'Provinces of East Bengal and Assam' and its capital is Dhaka. On the other hand, West Bengal, Bihar and Orissa form the 'Province of Bengal', with Calcutta as its capital. In protest of the partition of Bengal, a mass movement was started all over Bengal and India [2]. This movement was the first all-out nationalism movement of the Bengali nation, self-conscious, determined to establish independence [3].

According to the official commentary, the argument of the division of Bengal was mainly administrative. Because it is not possible for a governor to rule this huge 'Bangla Presidency' consisting of Bengal-Bihar and Orissa. Therefore, the size of the state needs to be reduced for administrative convenience. But nationalist historians like Sumit Sarkar and Amalesh Tripathi have clearly shown the imperialist motive behind the partition of Bengal. Rizal, the Home Secretary of the Government of India, said on December 6, 1904, "Bengal united, is power, Bengal divided, will pull several different ways. That is, Unified Bengal is a force, but if it is broken, that force will flow in various sectors and become weak" [4]. Thus Lord Curzon planned the partition of Bengal, not for administrative convenience, but to weaken the national movement by dividing Bengal, the seat of the Indian nationalist movement, to reduce the importance of Bengali Hindus in the two Bengals, and to create Hindu-Muslim religious divisions in the newly formed state. An example of the Divide and Rule policy followed by the British in this period is seen in 1902 when the Marathi main region of Berar was annexed to Madhya Pradesh instead of the Marathi-dominated state of Maharashtra [5]. Because only if the partition of Bengal was planned for administrative reasons, Bihar and Orissa could be separated from Bengal. Even the President of the Congress, Sir Henry Cotton, made a similar proposal. But neither Sir Andrew Fraser, Rizley nor Lord Curzon listened. On the contrary, in order to weaken the Bengali nationalism, the process of separating one district after another of Bengal was underway and on 16 October 1905, the plan for the partition of Bengal was officially adopted [6].

Emergence of 'extremist' ideology: Naturally, a strong movement was started all over Bengal in protest of the declaration of Partition of Bengal and this anti-Partition movement was in full swing from late 1905 to the official declaration of abolition of Partition by George V at the Delhi court on 12

December 1911. It is true that initially the sole purpose of this movement was to protest against the partition of Bengal and to abolish the partition of Bengal. At that time there was no rational reason to accept this movement as an episode of India's liberation struggle. But soon a peculiarity was noticed in this movement which was accepted by the whole of India. This is because the main aim of the anti-British movement led by the Indian moderate leaders from 1885 to 1905 was to gain the right of autonomy from British rule through petition. In this episode, the idea of resisting the English monarchy based on one's own strength arose in the minds of individuals, but attempts to turn it into action were not widely observed. But on the basis of the Swadeshi movement, the anti-British movement in Bengal and India began to flow in a completely different direction.

In response to the Swadeshi movement, an 'extremist' ideology emerged within the National Congress [7]. Their main goal was to abandon the politics of begging and organize a movement to achieve Swaraj. Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Roy, Bipin Chandra Pal, Brahmabandhab Upadhyay, Arvindo Ghosh and others were believers in this extremist ideology. The extremist party unequivocally declared that it was impossible for India to achieve its proper welfare by being attached to the British rule. So they demanded full independence for India. Extremist politicians have denied that the policy of appealing to moderates is completely wrong for national liberation [8]. As a result, ideological divisions soon led to a split in the Congress and the National Congress split into 'moderate' and 'extremist'. Gradually the moderate parties were removed and the extremist parties gained an important place in Indian politics. Thus began a new era in Indian politics based on the Swadeshi movement. That is why Lala Lajpat Roy rightly said in the Varanasi Congress in 1905, "Congratulations Bengal on heralding a new political era for the country. If other provinces followed the example of Bengal the day was not far distant when they would win."

'Swadeshi' and 'Boycott' are the two-pronged use of these weapons: During the Swadeshi movement, Indian leaders realized that the infallible weapon of the war of independence for unarmed India was the attempt at national liberation through self-reliance, as well as the organized application of the 'Passive resistance' movement. However, Bipinchandra Pal thinks that the use of the word 'unarmed resistance' instead of 'passive resistance' is more acceptable in the Swadeshi era. According to him, "Passive resistance is a Bengali synonym for which many writers nowadays use the term 'passive resistance'. But this application is confusing. 'Passive resistance' means 'Not non-active but non-aggressive' i.e. its basic nature is non-

aggressive, but not passive. So it seems reasonable to use the term 'unarmed resistance'." At the beginning of the twentieth century, this trend of passive resistance emerged as a new tool of the anti-imperialist movement in Bengal.

This passive resistance developed mainly between 1905 and 1906 through boycotts and the Swadeshi movement. According to Dr. Ramesh Chandra Majumdar, the idea of boycott has come before, the Swadeshis have also become popular as a complement to it and over time they have come forward as complements to each other. The boycott and swadeshi was an economic and political crusade against the British government in protest of Curzon's plan to partition Bengal. 'Boycott' means non-cooperation with the law or institution created by the English and exclusion of British products, foreign education, office-court, titles etc. On July 13, 1905, Krishnakumar Mitra called for a boycott of the first British product in his 'Sanjivani'.[10] People from all walks of life joined the boycott movement. Government offices-courts, all educational institutions were boycotted. Even during this time strikes were observed in many factories motivated by the ideology of passive resistance. After the government issued a 'Carlyle Circular' to keep the students away from the movement and announced the expulsion and punishment of the agitating students from the school, the student society formed an 'Anti-Circular Society' under the leadership of Sachindra Prasad Basu.

On the other hand, the word 'swadeshi' means the production and use of one's own indigenous products. Along with this, indigenous civilization, indigenous culture, indigenous literature and indigenous music, indigenous commodities etc. were all part of the indigenous people. Dr. Sumit Sarkar in his book 'The Swadeshi Movement in Bengal' referred to this period as 'constructive Swadeshi' or 'self-empowerment' and said that self-reliance was achieved by rejecting the politics of futile and degrading begging and establishing indigenous industries, national education, rural development and associations. Karai was the goal of this section. This is what Rabindranath Tagore called 'Atmashakti' in his article 'Swadeshi Samaj'.[11] Prafulla Chandra Roy, Nilratan Sarkar and other business ventures, Rabindranath Tagore's 'Swadeshi Bhandar', Sarala Devi's 'Lakshi Bhandar', Dawn Society's 'Swadeshi Bipani' etc. Scientist Prafulla Chandra Roy established 'Bengal Chemical and Pharmaceutical Works' with the aim of establishing industry on his own initiative, Satish Chandra Mukherjee established 'Dawn Society' with the aim of establishing English free national education With the active cooperation of Gurudas Bandyopadhyay, Satyendranath Tagore, Hirendranath Dutta and other scholars, a 'National Council of Education'

was formed in Calcutta on 11 March 1906 with 92 members [12]. Under this council 'Bengal National School and College', 'Bengal Technical Institute' which later became Jadavpur Engineering College; And many national schools were built. Thus, from the very beginning of the Swadeshi movement, the first Bengali nation used the double-edged sword of 'Swadeshi' and 'Boycott' as a tool to achieve their goals, which is rare in the history of India's independence movement.

However, the boycott movement and the resulting boycott of British goods and the use of indigenous goods were initially confined to Bengal, and at first the boycott of foreign goods and the use of domestic goods was the main aim of the indigenous movement. But soon the attempt to revive India's own civilization by abandoning foreign fascination in all these different fields of education, initiation and culture became the motto of the Swadeshi movement. This gradually became the main goal of the Indian national movement. Thus the political system and aims with which the Swadeshi movement was started in Bengal were completely changed and expanded into a national movement. In this context, Ramesh Chandra Majumder writes, "We see in 1905 the first significant trend in the tide of India's independence struggle and national awakening that was flowing at full speed in 1947. That is why it is my firm belief that it will forever be recognized in the history of India as a pioneer of the freedom struggle and the new age" [13].

The beginning of revolutionary terrorism: Based on the Bengal Partition of 1905, the leaders of Bengal realized that their demands could not be met by the British government through petitions, which required an armed coup. For this reason, in this period, along with the passive resistance movement, revolutionary activities continued in Bengal. This stage of the Swadeshi movement is called 'revolutionary terrorism'. Dr. Ramesh Chandra Majumdar is in favor of calling it 'militant nationalism' [14]. The main features of this movement were self-sacrifice for the liberation of the motherland and isolated violent and terrorist activities against the British rulers and their allies. In response to the partition of Bengal, the activities of secret revolutionary organizations in different parts of Bengal increased. Satish Chandra Bose, Chittaranjan Das, Arvindo Ghosh, Jatindranath Mukherjee and other founders and one of the members of Anushilan Samiti (1902) played a significant role in conducting revolutionary activities in Bengal from 1906-07.

The revolutionary Hemchandra Kanungo built a bomb-making factory at Maniktala in Kolkata. The Dhaka Anushilan Samiti was established in East

Bengal in September 1908 under the leadership of Pulin Bihari Das. Jugantar Samiti was established in 1906 under the leadership of Barindranath Ghosh and Bhupendranath Dutt. Khudiram Basu and Prafulla Chaki, two young revolutionaries of the Jugantar party, plotted to assassinate the tyrant Kingsford, a magistrate of the Calcutta Presidency, on 30 April 1906. Thus, the trend of terrorism continued sporadically till the withdrawal of Partition of Bengal in 1911 [15]. Even a large section of the Bengali nation who had been out of politics for so long became actively involved in the movement. As a result, various trends came together in the Swadeshi movement and it became a significant episode of anti-imperialism. In this way, various sections centering on the Swadeshi movement were associated with the national movement. As a result, the intensity of the anti-British movement multiplied.

All-India character: "In 1905, the beginning of the Indian Revolution on the soil of Bengal. The agitation caused by the Partition of Bengal spread from one end of India to the other [16]. This movement was not confined to Calcutta or Bengal, but soon spread to East Bengal and Assam, Bihar, Orissa, United States, Madhya Pradesh, Punjab, Bombay Presidency, Madras Presidency etc. The response to the boycott movement can be seen in 23 districts of the United States, 15 districts of Madhya Pradesh, 24 districts of the Bombay Presidency, 20 districts of the Punjab and 13 districts of the Madras Presidency [17].

Satish Chandra Bose, Chittaranjan Das, Arvindo Ghosh, Jatindranath Mukherjee and others played a significant role in conducting this revolutionary activity in Bengal. However, Bipin Chandra Pal was the most notable of the Bengali scholars. Outside Bengal, the movement, led by Lala Lajpat Roy and Bal Gangadhar Tilak, spread to the Punjab and Bombay Presidencies [18]. In fact, these three representative men of Lal-Bal-Pal turned the Swadeshi movement into an all-India movement. Besides, this movement was not confined to any particular class or community. Such a clear expression of nationalism has never been seen before in Indian history. The intensity of the Swadeshi movement was much greater than the united movement that was observed across the country in 1883 AD in protest of the Ilbert Bill movement or the imprisonment of Surendranath Bandyopadhyay.

Conclusion

Thus, as a result of the Swadeshi movement, there was a drastic change in the character of the nationalist movement in India. As a result of this movement the emergence of extremist ideology within the National

Congress, the anti-British movement began to flow in a completely different direction. This is the first time that the Bengali nation has used the double-edged sword of 'swadeshi' and 'boycott' as a tool to achieve their goals. From the beginning of this movement, secret organizations became more active in different parts of Bengal and India. Above all, the impact of this movement was felt not only in Bengal but in the whole of India. Even in response to this movement, on 12 December 1911, George V was forced to formally declare the partition of Bengal at the Delhi court. Which gave a new impetus to the anti-British movement in India and the Swadeshi movement was first born in the land of Bengal and gradually took an all-India form. In 1906, Mahatma Gandhi rightly said of the Swadeshi movement, "The real awakening (of India) took place after the partition of Bengal.... That day may be considered to be the day of the partition of the British Empire" [19]. Will Durant also admits, "It was in 1905, then the Indian Revolution began" [20]. Thus, it is acknowledged that a revolutionary form of nascent Indian nationalism was manifested through this Swadeshi movement and a new era in Indian politics began.

References

1. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. "Swadeshi andolon o Banglar Naboyug", Calcutta, Saraswati Library, 1961, Pg-1.
2. Sarkar, Sumit. "The Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908)", New Delhi, People's Publishing House, 1973. Pg-12.
3. Desai, A. R. "Bharatio Jatiaotabader samajik Potbhumi", Calcutta, KP Bagchi & Company, 1987, Pg-263-265.
4. Chandra, Bipan. Mukherjee, Mridula. Mukherjee, Aditya. Mahajan, Sucheta. Panikkar, K. N. "India's Struggle For Independence 1857-1947", New Delhi, Penguin Books, 1989, Pg-125.
5. Sarkar, Sumit. Ibid, 1973, Pg-15.
6. Banerjee, Surendranath. "A Nation in Making", London, Oxford University Press, 1925, Pg-184.
7. Bandyopadhyay, Shekhar. "Palashi to Partition", History of Modern India, translated by Krishnendu Roy, Delhi, Orient Longman, 2004, Pg-297.
8. Chandra, Bipan. "Modern India", translated by Gouranga Gopal Sengupta, Kolkata, West Bengal State Book Board, 2013, Pg-353
9. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. Ibid, 1961, Pg-7.

10. Sarkar, Sumit. "Adhunik Bharat (1885-1947)", Calcutta, KP Bagchi & Company, 2004, Pg-94.

11. Sarkar, Sumit. Ibid, 1973, Pg-31.

12. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. Ibid, 1961, Pg-44.

13. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. Ibid, 1961, Pg-6.

14. Majumdar, R. C., "History of the Freedom Movement in India", vol.I, Kolkata-12, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1971, Pg-390.

15. Chandra, Bipan., 2012, Ibid, Pg-267.

16. Sitaramayya, B. Pattabhi. "The History of the Indian National Congress" vol. 1 (1885-1935), Working Committee of the Congress, 1935, Pg-70.

17. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. Ibid, 1961, Pg-34.

18. Bandyopadhyay, Shekhar. Ibid, 2004, Pg-297.

19. Mukherjee, Haridas. Mukherjee, Uma. Ibid, 1961, Pg-7.

20. Durant, Will. "The Case for India", New York, Simon and Schuster, 1930, Pg-123.

interested in graduating with his own subject. Also, an article entitled 'Naribad, Narisomaj o Amra: Ekti Anusanditsu Biksha" has been published.

6. **Utpal Mondal:** Mr.Utpal Mondal has completed his graduated in History at Asannagar MMT College (2012). He completed his Masters in History at Kalyani University (2014). He wrote some articles in journals and edited books. He has a keen interest in writing about historical issues.

7. **Golam Rejuan:** Mr. Golam Rejuan has completed his Masters in History at Kalyani University (2019). And he has qualified for the National Eligibility Test (NET) on 2019. He wrote some articles in journals and edited books. He has a keen interest in writing about historical issues.

8. **Md. Abdur Razzaq Hossain Sheikh:** He has graduated from the then Krishnath College affiliated to the University of Kalyani in 2017 and post graduated in History from Presidency University, Kolkata in 2019. He has qualified for the State Eligibility Test (SET) on 2020. He is currently involved in research writing on various historical topics.

9. **Narattam Biswas:** A University topper in Graduate Mr. Narattam Biswas is working as a SACT Teacher at Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College, Nadia. He qualified his Gradution in History on 2012 (University Rank-1) and completed his Masters in History at Kalyani University (2014). He published some research articles in International journal and also writes some articles in edited books.

10. **Manas Das:** Mr Manas Das is an Assistant Professor of History of Dumkal College, Murshidabad, West Bengal. He completed his M.Phil. in 2014 under the supervision of Dr. Hitendra Kumar Patel from Rabindra Bharati University. He has participated and presented papers in more than 20 National and International Conferences, Seminars and Webinars. He also published two book chapter in reputed edited book. His areas of interest are political history of India and social history of Bengal.

11. **Baidyanath Sarkar:** Mr. Baidyanath Sarkar is working as a SACT Teacher at Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College, Nadia. He completed his Masters in Geography 2016 at KSOU, Karnatak. He also qualified BLIS & MLIS at KSOU, Karnatak. He has a keen interest in writing about literature issues.

978- 93- 91538- 08- 8

₹ 605 US$ 12

Published by
AkiNik Publications,
169, C-11, Sector - 3, Rohini,
Delhi - 110085, India
Toll Free (India): 18001234070
Email: akinikbooks@gmail.com

আধুনিক যুগের বাংলা
রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি

মানস বসুকে
— সুভাষ বিশ্বাস

সম্পাদনা
সুভাষ বিশ্বাস ০৯.০৬.২০২৩

দিশা প্রকাশনী
৩৭/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯
Mo. 8101847326 / 7439227007

Adhunik Juger Bangla : Rajniti, Samaj, Sanskriti
Edited by : Subhas Biswas

প্রথম প্রকাশ : ২০২২

প্রকাশক
রীনা দে
দিশা প্রকাশনী,
৩৭/১এ, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা- ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ পট
অভিষেক সাহা

মুদ্রণে
মা কালি প্রেস, ২৪২/২ডি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলকাতা- ৭০০০০৪

মূল্য : ৩০০ টাকা

ISBN : 978-93-93490-31-5

ভূমিকা

বাংলায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। সেই বিতর্ককে দীর্ঘায়িত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা বাংলায় নবাবী শাসনের সূত্রপাতকে বাংলায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হিসেবে ধরবো। তখন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেখা যায় যে, উক্ত সময়কালের বেশিরভাগটাই বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন বিরাজমান ছিল। ঔপনিবেশিক কালে বাংলা ছিল এক বিশাল প্রদেশ। বর্তমানকালের বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের অংশবিশেষ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি তখন বাংলা প্রদেশ বা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আয়তনের গৌরব অস্তমিত হয়েছে। কেননা, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত এবং বাংলা উভয়ই বিভক্ত হয়েছে। বিভাজিত বাংলার বৃহদংশ (পূর্ববঙ্গ) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে তা স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলার মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলও মূল বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই আধুনিক যুগের বাংলা বলতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা ভেদরেখা হিসেবে পাই। এই ভেদরেখার অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগের বাংলা বলতে আমরা ঔপনিবেশিক আমলের বৃহত্তর বাংলাকেই জানি এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীতে বাংলা বলতে পশ্চিমবঙ্গকে তা সহজভাবেই বলা যেতে পারে।

ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা ছিল ইতিহাস ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, স্বদেশ-চেতনায় বাংলা তখন ভারতকে পথ দেখিয়েছিল। বাংলার আধুনিকতা, বাংলার নবজাগরণ ভারতকে প্রগতিশীল করেছে। বাংলার মণীষীগণ ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অগ্রদূত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা একদা ভারতের গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী

উভয় পথে মুক্তি আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল। তাই ব্রিটিশ শক্তি বাংলার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বাংলার শক্তিক্ষয় করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগের পরিণতিতে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রদেশও বিভক্ত হয়। একদা যে বৃহত্তর বাংলা ভারতের সংস্কৃতির অগ্রদূত ছিল, দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ তার আয়তনের দৈন্যতায় অনেকটাই হীন হয়ে পড়ল। তথাপি বাংলা প্রকারান্তরে থেমে নেই। দেশভাগের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে ধেয়ে আসা উদ্বাস্তুর স্রোত প্রথমদিকে এখানকার পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ আগের মতোই ভারত তথা বিশ্বে নিজের সুনাম আক্ষরিক অর্থেই অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাই আধুনিক যুগের বাংলার সামগ্রিক ইতিহাস যে-কোনো জাতির কাছে শিক্ষণীয় এবং গ্রহণীয় হতেই পারে।

—সম্পাদক

সূচীপত্র

1. ভূমিকা .... 1 - 6

সাহিত্য-বিষয়ক

2. রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচর্চা – বিদ্যুৎ পাত্র .... 8 - 21
3. শরৎ সাহিত্যের আলোকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার সমাজ জীবন: একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন – মানস কুমার দাস .... 22 - 29
4. বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদের প্রভাব – আহম্মদ হোসেন মল্লিক .... 30 - 42
5. মধ্যবিত্ত ঔপন্যাসিকের কলমে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ও তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন : ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশক – শর্মিষ্ঠা নাথ .... 43 - 80
6. বাংলা দলিত সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা – নেপাল বিশ্বাস .... 81 - 92
7. প্রচেত গুপ্তের ছোটগল্পে বিশ্বায়ন – সুদীপ্ত দাস .... 93 - 102

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু বিষয়ক

8. দেশভাগ : পূর্বমেঘ : সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে – বিনয়ভূষণ দাশ .... 104 - 118
9. দেশভাগ, দেশত্যাগ, ধর্ষণ, ১৯৪৭-১৯৭১ : প্রসঙ্গ নিম্নবর্গের নারী – সঞ্জয় বাগচী .... 119 - 127
10. দণ্ডকারণ্য হয়ে মরিচ ঝাঁপি: নিজ গৃহে পরবাসী দের ছিন্নমূল জীবন – সুদীপ্ত সেন .... 128 - 136
11. দেশভাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর তার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা – বাপন কুমার দাস .... 137 - 146
12. হুগলী জেলার বর্তমান হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের অবক্ষয় রূপঃ এক সমান্তরাল পর্যালোচনা – সুদীপ্ত সেন .... 147 - 152

রাজনীতি-বিষয়ক

13. প্রফুল্ল চন্দ্র সেন : এক ব্যতিক্রমী বাঙালি রাজনৈতিক চিন্তাবিদ – ড. দীপঙ্কর বিশ্বাস .... 154 - 165

ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক

14. ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার : স্বামী বিবেকানন্দ – মিঠুন মুখার্জী .... 167 - 173
15. যুগসন্ধির পর্বে সমাজে বিধবাদের নিয়ে রূপ-বিরূপ প্রতিক্রিয়া – ড. সঞ্জয় প্রামাণিক ...

শরৎ সাহিত্যের আলোকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ জীবনঃ একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন

প্রবন্ধ- ২

—মানস কুমার দাস

অশীন দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "সাহিত্য হল সমাজ-মানসের দর্পণ"। সত্যি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যিকগণ রূপকের আড়ালে বাস্তব চিত্রটিই তুলে ধরেন। যে সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একজন সাহিত্যিক অবস্থান করেন তা অন্যান্য মানুষের মতই তাঁর মানসিকতা ও মননশীলতার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ ও পরিবেশ যে মানুষের মননশীলতা ও চিন্তার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে একথা অনস্বীকার্য। সেই জন্যই তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য বিশেষত উপন্যাসের মধ্যে সমাজের রূঢ় বাস্তব চিত্রটিই পরিলক্ষিত হয়। ড. অরবিন্দ সামন্ত তাঁর 'সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য' গ্রন্থে দেখিয়েছেন- 'সাহিত্যিক অনেক সময় ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করে থাকেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই তিনি তাঁর চরিত্র নির্মাণ করেন'। একই ভাবে সাহিত্য সমালোচক ড. প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর ভাষায় বলা যায়, *"ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন পরোক্ষে ব্যক্ত করেন, মানুষের জীবন-সমস্যার নানা দিক বিশ্লেষণ করে স্বীয় জীবনানুভূতির প্রকাশ ঘটান। উপন্যাসের সব কিছুই - ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ বা বর্ণনা - যেন এক অখণ্ড বাস্তবতার শিল্পরূপ।"* কাজেই উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক আর বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র উপন্যাস সাহিত্যেই বাস্তব জগৎ ও জীবন ঔপন্যাসিকের বাস্তবানুভূতির রসসম্পৃক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়। সেই অর্থে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর সাহিত্য ছিল মূলত রূঢ় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার প্রতিবিম্বন। তাঁর রচনা থেকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। যা সমকালীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য কথাশিল্পী ও সাহিত্য স্রষ্টা। বর্তমান যুগেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, উপন্যাস যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি একজন গবেষকের কাছে তার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর মনোযোগ দাবি করে। শরৎ সাহিত্যের মধ্যে যেভাবে সমাজের একেবারে অতি সাধারণ মানুষের সমস্যাময় জীবন, তাদের আন্দোলন প্রভৃতি কথা উঠে এসেছে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেও যে ঐ সময়কার বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। শরৎ সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন

সমাজে নারীর অবস্থান, নিম্নবর্গ ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের জীবন যন্ত্রণার চিত্র, মুসলমান ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থান প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন দিকগুলি ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ সচেতন লেখক। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শ্রেণী বিভক্ত, কুসংস্কারে আবদ্ধ, স্ববিরোধিতায় পূর্ণ হিন্দুসমাজের যে বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই সুনিপুণ দক্ষতার সাথে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের দেশের সমাজে জাত-পাতের সমস্যা, ছোঁয়াছুঁয়ির সমস্যা কত খারাপ এ সম্পর্কে শুধু দুটো বক্তৃতা দিয়ে এ জিনিসকে সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। কারণ এটা সংস্কারের রূপে এমন করে মনোজগতে ঢুকে গেছে যে শুধুমাত্র দুটো বক্তৃতা বা ভালো কথা বলে এর হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। সেইজন্য তিনি সংস্কার কী মারাত্মক তা নানান ভাবে সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত তাঁর ৫৭ তম জন্মবার্ষিকীর প্রতিভাষণে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়েছে– *"...সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, ... তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। 'সুতরাং সংসারে বঞ্চিত, সর্বহারাদের কথাই শরৎ-সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে।"*

আমরা যদি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে বিষয়গুলিকে সামনে রেখে বিগত শতকের আশির দশকে 'নিম্নবর্গীয় শ্রেণী'র ইতিহাসচর্চা (Subaltern Studies) -র সূচনা হয়েছিল সেখানে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেই তিনি তাঁর রচনায় নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক জীবন, সমাজে তাদের অবস্থান, তাদের রাজনৈতিক চেতনা, প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করে গেছেন। সেই দিক থেকে দেখলে শরৎচন্দ্রকে এই ধরনের ইতিহাস চর্চার অগ্রদূত বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রচিত 'অভাগীর স্বর্গ', 'বামুনের মেয়ে' ও 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি গল্পে হিন্দু সমাজের অতি নিচু দুলে-বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষের বঞ্চনার চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। একই সাথে এই গল্পের মধ্য দিয়ে যেমন নিম্ন শ্রেণির মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে তেমনই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রেণি সমাজে নানা ভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হলেও তারাই যে সভ্যতার মূল বাহক তা শরৎ সাহিত্যে বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে। তাইতো কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'- তে এদের 'সভ্যতার পিলসুজ' বলেছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাদেরই একজন, তাদের আপনার লোক। সেই কারণে তাঁর লেখায় যে ভাবে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মর্মবেদনা ফুটে উঠবে তা বোধ হয় কোনোও ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে লেখক দুলে সমাজের একটি করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

অসহায় মানুষের উপর গ্রামের জমিদার ও তার কর্মচারীদের নিষ্ঠুর শোষণ ও পীড়নের চিত্র এই গল্পটিতে দেখানো হয়েছে। অভাগী শুধু চেয়েছিল মৃত্যুর পর ছেলের হাতের একটু আগুন পেতে। এই সামান্যতম ইচ্ছা পরিপূর্ণ হল না হৃদয়হীন সমাজের নৃশংস প্রতিকূলতার জন্য। দুর্বল, নিঃস্ব ও ঘৃণিত শ্রেণীর মানুষের নিজের কুটির-প্রাঙ্গণের গাছ কাটারও অধিকার নেই, করুণ আবেদনের বিনিময়ে তাকে পেতে হয় নিষ্ঠুর গলাধাক্কা এবং দয়া ভিক্ষা করে লাভ করতে হয় মর্মান্তিক অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের আঘাত। তাইতো অভাগীর মৃত্যুর পর তার সৎকারের জন্য তার স্বামী রসিক তার নিজের প্রাঙ্গণের বেলগাছটা একটা কুড়ুল এনে কাটতে গেলে *'জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?'* এমনকি অভাগীর ছেলে কাঙালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছে টুকু পূরণ করার জন্য জমিদার মশাইয়ের কাছে একটু কাঠের জন্য কাতর কাকুতি মিনতি করলেও জমিদারের মন গলেনি। বরং তাকে তিরস্কার করা হয়েছে– *"...দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি? ...মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা।"* ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাঙালী কাঠের আশায় ঠাকুরদাস মুখুয্যের শরণাপন্ন হয়, যেখানে তার স্ত্রীর সমারোহ করে শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হচ্ছে, সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য কাঠ মজুত থাকলেও মায়ের মুখাগ্নি করার মত একটু কাঠ কেউ কাঙালীকে দেয়নি। বরং তাকে শুনতে হয়েছে– *"তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।"* লেখক বলেছেন– *"এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে (কাঙালী) একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল।"* এইভাবে শরৎচন্দ্র এই গল্পের মধ্যে নির্যাতিত নিম্নবর্গীয় সমাজ এবং বলোদ্ধত, অত্যাচারী ও উচ্চসমাজের এই দুইটি রূপ পাশাপাশি রেখে বৈপরীত্যের আঘাত দিয়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বেদনা ও অসহায়তার যেমন করুণ চিত্র এঁকেছেন, তেমনি উচ্চ শ্রেণীর মানুষের নির্দয়তা ও হৃদয়হীনতার কঠোরতাকে দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের সমাজে একদিকে উচ্চবিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের স্ত্রী মারা গেলে জাঁকজমক ও আড়ম্বরের মধ্যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর অন্যদিকে ভাগ্যহীন, গরীব পরিবারের কোনো নারী মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁকে দাহ করার কয়েকখানি কাঠও জোটে না। এর পাশাপাশি লেখক এই গল্পের মাধ্যমে শত সহস্র বছর ধরে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের, শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান তা তুলে ধরেছেন। তাইতো শ্মশানঘাটে কাঙালী এসে মায়ের চোখে জল দেখে প্রশ্ন করে, *"বামুনদের গিন্নি মরেচে, তুই কেন কেঁদে মরিস মা?"*

একইভাবে 'বামুনের মেয়ে' গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, নিম্নবর্ণের দুলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করা যেন পাপ। তাদের যেন বামুনপাড়ার মধ্যে প্রবেশ করারও অধিকার নেই। একজন দুলে মেয়ের স্পর্শ থেকে বাঁচতে তারা সদা তৎপর। কেবল তাদের স্পর্শ কেন তাদের ছায়া মাড়ানোও যেন পাপ। তাদের ঘৃণা প্রকাশের ভাষা মনুষ্যত্বের চরম অসম্মানের সনদ। এই গল্পে আমরা দেখেছি দয়াশীল প্রিয়নাথ ও তার কন্যা সন্ধ্যা অসহায় এককড়ি দুলের

স্ত্রী ও কন্যাকে আশ্রয় দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে তাদের মত নিম্নশ্রেণির মানুষের স্থান হয়েছে গোয়াল ঘরে। এককড়ির মেয়ে একদিন ছাগল চরানোর সময় রাসমণি ও তার নাতনীর স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর দিয়ে হাঁটে। সে বয়সে ছোট হলেও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার সম্পর্কে সে সচেতন। ছাগলের দড়ি রাসমণির নাতনী না ছুঁয়ে ডিঙিয়ে গেলেও রাসমণির আশঙ্কা যে, সে ছাগলের দড়ি স্পর্শ করেছে। শুধু তাই নয়, শুচিবাইগ্রস্ত রাসমণির দৃঢ় বিশ্বাস 'দুলে ছুড়ির' আঁচলের ডগা তার নাতনীর গায়ে লাগা অসম্ভব ব্যাপার নয়, তাই রাসমণি তাকে স্পর্শ করার মিথ্যা অপবাদ দেন। মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্যে এককড়ির মেয়ের চোখে জল আসে। তারা সমাজে অবনমিত। সব দিক থেকে তারা হীনমর্যাদার। তাই নির্দোষী হলেও তাদের জোর করে দোষী সাব্যস্ত করেন ব্রাহ্মণরা। অথচ, উঁচুজাতির কেউ হেঁটে গেলে, নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রশ্ন তুলতে পারতেন না রাসমণি। এছাড়া এককড়ির মেয়ের মত *'কি জেতের মেয়ে তুই'* 'পোড়ারমুখী' 'ছোটলোক' 'হারামজাদী' প্রভৃতি সম্বোধনে গালিগালাজ করে অপমানও করতে পারতেন না। কল্পিত শুচিতার কথা ভেবে ব্রাহ্মণ জাতির শুচিতা ও মর্যাদা বজায় রাখতে তিনি নাতনীকে স্নান করাতে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তাকে তিনি আদেশ দেন, *"যা এই পড়ন্ত বেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মরগে যা। দিয়ে তবে বাড়ী ঢুকবি।"* জাতিগত হীন মর্যাদার জন্য ব্রাহ্মণ পাড়ায় দুলেদের বসবাস নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্য দুলেদের ব্রাহ্মণ পাড়ায় আশ্রয় দেওয়ার জন্যে রাসমণি সন্ধ্যার কাছে প্রিয়নাথকে তিরস্কার করেন। ব্রাহ্মণপাড়ায় দুলেদের বসতি 'ঘেন্নার কথা' ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসমণির কথায় প্রিয়নাথের স্ত্রী জগদ্ধাত্রীও কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তাঁদের পুকুর ঘাটে দুলেদের ছোঁয়া 'জল মাড়ামাড়ি' করে হাটতে তিনিও আর রাজী নন। অস্পৃশ্যতা সংস্কারের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত যে এককড়ির বালিকা কন্যা পর্যন্ত এ সম্পর্কে সচেতন। ব্রাহ্মণরা যে তাদের ঘৃণা করেন, তাদের স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে চলতে সবসময় চেষ্টা করেন সে শিক্ষা সে সমাজেই পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণদের যে স্নান করে শুচিতা রক্ষা করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়, সে সম্পর্কে যে একজন বালিকা কতদূর সচেতন হতে পারে সে কথাও লেখক এককড়ির মেয়ের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। অস্পৃশ্যতা সংস্কারের জন্যে মানুষ মানুষকে কেমন ঘৃণার চোখে দেখে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা করতে পারে তার প্রমাণ রাসমণি। আবার অন্যদিকে উদার মনোভাবের অধিকারী হয়ে মানুষ কেমন সহজেই ব্রাহ্মণ পাড়ায় অস্পৃশ্যদের স্থান দিতে পারেন তার প্রমাণ প্রিয়নাথ ও সন্ধ্যা। জগদ্ধাত্রীও এই সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সংস্কারমুক্ত না হলে দুলেদের আশ্রয়ে তিনি যে বাধা দিতেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। আবার অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার জন্য অস্পৃশ্যতা সংস্কার মানুষের মনের গভীরে শিকড় চালিয়ে আশ্রিত মানুষকেই বিতাড়িত করার জন্যে কেমন প্ররোচিত করে, তারও নিদর্শন লেখক দিয়েছেন জগদ্ধাত্রীর মধ্যে।

কেবলমাত্র জাতিগতভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষরা কিভাবে শোষিত হয় তাও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'মহেশ'

গল্পে লেখক একাধিক দিক থেকে নিম্নবর্গের সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে এই গল্পে যেমন দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার ও শোষণকে দেখানো হয়েছে, অপরদিকে দেখানো হয়েছে জাতের বিচারের সমস্যা। গফুর মিঞা জাতিতে মুসলমান তাঁতি। তারপর হল ভাগচাষী, তারপর জনমজুর, সবশেষে কারখানার শ্রমিক। একে দরিদ্র ভাগচাষী তার ওপর মুসলমান। তবে মুসলমান বলেই যে গফুর এই অত্যাচারের ভাগী হয়েছে, তা নয়, সে দরিদ্র ও অসহায় বলেই তার উপর প্রবলতর সমাজের অত্যাচার এত কঠিন হয়ে উঠেছে। এমন কি, অসহায় দরিদ্র হিন্দু নীচু জাতির উপরও সমাজের এইরকমই অত্যাচার দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং গফুর চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক অসহায়, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের উপর সমাজে প্রভুত্বকারী বিত্তবান ও প্রবলের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের সাথে সাথে ফসলের অধিকাংশ জমিদারের হস্তগত হয়, সারা বছরের খোরাকির ধান টুকুও তাদের থাকে না, কখনো অর্ধাহারে বা কখনো অনাহারে থাকতে হয়। গফুর এখানে সেই সকল শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তার চালে খড় নেই, মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, নিজের ও মেয়ের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন দেবার সংস্থান তার নেই। এর উপর আছে জমিদার ও সমাজের উচ্চবর্ণের কাছে দিন দিন অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। নিজ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলদটিকে সে পেট ভরে খেতে দিতে পারে না, শরীর অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সে নিজের ভাতের থালাটি পর্যন্ত তার মুখের কাছে তুলে ধরে। অথচ এই গফুরই একদিন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাঙ্গলের ফলা দিয়ে মহেশকে নিষ্ঠুর আঘাত করে। লেখক এখানে দেখালেন, গফুরের প্রাণাধিক প্রিয় মহেশের এই অকাল মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? গফুর নিজে, না সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় চালকের আসনে অধিষ্ঠিত জমিদার, মহাজন বা শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত শ্রেণী? যারা মহেশকে এক মুঠো খড়, একটু ঘাস, একটু পিপাসার জলও দেয়নি? অথচ এই অত্যাচার গফুরের ন্যায় প্রজাদের মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়, তাদের প্রতিবাদ করার কোনো অধিকার নেই। সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে গফুরের মত অসহায় মানুষ শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে বলতে পারে, "*তার কসুর তুমি কখনো মাপ করো না।*" অবশেষে কৃষক তার ক্ষেতখামার, ভিটেমাটি ছেড়ে কারখানার শ্বাসরোধকারী জাঁতাকলের মধ্যে ধরা দিতে বাধ্য হয়। শরৎ পরবর্তীকালে বহু গল্প ও উপন্যাসেও হতভাগ্য কৃষক চরিত্রকে গফুরের পথ অবলম্বন করে শ্রমিকে পরিণত হতে দেখা গেছে। এই গল্পে লেখক সমাজে জাতিগত পার্থক্য ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেও অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। তাইতো হিন্দুপ্রধান গ্রামে তার স্থান হয়েছে '*গ্রামের ত্রিসীমানার*' বাইরে। এমনকি মুসলমান বলে তার ছোট্ট মেয়ে আমিনাকে জলাশয়ের জল স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়িয়ে বহু অনুনয়বিনয় করার পর কেউ যদি দয়া করে তার পাত্রে একটু জল ঢেলে দেয় সেইটুকুই জল সে ঘরে আনে। ভারতীয় সমাজে জাতি বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার এর থেকে মর্মান্তিক ছবি আর কী হতে পারে?

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এবং 'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও নিম্নবর্গের মানুষের উপর উচ্চবর্ণীয় শ্রেণীর মানুষের নিরন্তর অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের

লোলুপদৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে পড়ে তাদের কৃষি জমিতে। তারপর তাদের ভিটেমাটিটুকুও আত্মস্থ করতে তাদের বিবেকে আটকায় না। কখনো দেনার দায়ে, কখনো বা অন্য নানা কৌশলে তারা বাধ্য করে এই দরিদ্র মানুষদের জমি বিক্রি করতে। জমিদার-গোমস্তা-সম্পদশালী মানুষেরা কিভাবে সেই দরিদ্র মানুষদের সর্বস্ব গ্রাস করে তাদের নিঃস্ব করে ফেলে, তার বর্ণনা গঙ্গামাটি গ্রামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীকান্তের উক্তিতে পাওয়া যায়– "*কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সংগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না। পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোনো হিসাব কেহ কখনো রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনার কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।*"

তাঁর 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর কুরুচিকর মনোভাব ফুটে উঠেছে। রমেশ তাঁর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গরীব দুঃখীদের বস্ত্র দান করতে চাইলে গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশকে গরীব অস্পৃশ্যদের বস্ত্রবিতরণ না করার যুক্তি দিলে, ধর্মদাসও উৎসাহের সঙ্গে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর পক্ষে মতামত দিয়ে বলেন, "*গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি বাবাজী! ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেছে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ?* ধর্মদাস 'চাটুয্যে' বংশোদ্ভূত বলে তিনি সমাজে কুলীন বলে পরিচিত। কিন্তু এই কৌলীন্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে চারিত্রিক সমুন্নতির প্রয়োজন সে বিষয়ে ধর্মদাস সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি জাতি ও বংশ পরিচয়কেই বড় বলে মনে করেছেন এবং গরীব অস্পৃশ্যদের 'ছোটলোক' বলে হেয় করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র সমাজের সম্পদশালী বা জাতিগতভাবে উচ্চশ্রেণীর মানুষরাই যে এই নিম্নবর্গীয় ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের প্রতি হীন মনোভাব পোষণ করতো তা নয়, তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরও এদের প্রতি কি হীন মানসিকতা ছিল তাও লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি দেখিয়েছেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষক যাদব চক্রবর্তী নিজের গ্রামে উঁচু জাতির বসতি সম্পর্কে অহংকার করে শ্রীকান্তকে বলেন, তাদের গ্রামে বাস করে "*ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর সৎজাতি। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্যন্ত নেই।*" শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যাদববাবু গ্রামে উচ্চজাতির বসতির জন্যে অহংকার করেছেন। শিক্ষা তাঁর জাতির উচ্চ-নীচ ভেদজাত সংস্কারের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অস্পৃশ্য জাতিকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখেন। অস্পৃশ্য জাতির বাস গ্রামে না থাকায় তাঁর উল্লাসই তার প্রমাণ। উচ্চ জাতি সম্পর্কে তাঁর যে অভিমান, তা অনাচরণীয় জাতির প্রতি তাঁর অপমানসূলভ মনোভাবকেই প্রকট করে তুলেছে।

ব্রাহ্মণ্য শাসনে কেবল দুলে, বাগদী, ডোম, হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল, মেথর প্রভৃতি জাতিকেই

যে কেবল 'অস্পৃশ্য' বলে গণ্য করা হত তা নয়। ব্রাহ্মণ্য শাসনের কঠোরতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে নেমে যেত যার ফলে তা আত্মঘাতী হত। তখন পরিবারে বা সমাজে কোনো ব্রাহ্মণ নিয়মের পেষণে অচ্ছুতে পরিণত হতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিরাও ব্রাহ্মণের এই অমোঘ বিধান মেনে চলতে বাধ্য হতেন। ব্রাহ্মণই হোক বা অব্রাহ্মণই হোক, ব্রাহ্মণ্য বিধান অস্বীকার করলে তিনি অস্পৃশ্য পর্যায়ে নামতে বাধ্য হতেন। এই অস্পৃশ্যতা জাতিগত না হলেও এর সংস্কারের মূল মানুষের এত গভীরে প্রোথিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ্য বিধানে সৃষ্ট অস্পৃশ্যতাও মানুষের প্রতি মানুষের মানসিক দূরত্ব রচনা করতে প্ররোচনা জোগায়। যে ব্রাহ্মণ সমাজে সবচেয়ে মর্যাদাবান, ব্রাহ্মণ্যশক্তি কর্তৃক তিনি অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত হলে তার পূর্বমর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। এই অস্পৃশ্যতা সংস্কার মানুষকে কিভাবে স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা ও হৃদয়হীন করে তোলে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসে সে প্রমাণ দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর পাশাপাশি সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতা মেয়েদের কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাস, তাদের দুঃখ বেদনা ও প্রণয়ার্তির হৃদয়স্পর্শী বিবরণকেও গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ থেকে সযত্নে চিত্রিত করেছেন। বারবনিতার জীবনযাত্রা সমাজের চোখে খুব দূষণীয় হলেও এদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে ছিল সামাজিক ব্যাধি- বাল্য বিবাহ এবং বৈধব্য সংস্কার। তাঁর অঙ্কিত পতিতা মেয়েরা অতি সাধারণ রক্তে মাংসে গড়া মানবী। তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে এদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় পতিতাদের কলঙ্কিত জীবনের কাহিনী, তাদের ব্যথা বেদনার কাহিনী, পতিতালয়ের বাস্তব জীবনধর্মী চিত্র, পতিতা নারীর ধ্যান-ধারণা ও সংস্কার গুলিকে গভীর মমতায় চিত্রিত করে সমাজ পরিত্যক্তা পতিতাদের মধ্যেও যে মানবিক ও হৃদয়বৃত্তিগত গুণগুলি থাকতে পারে তা তিনি 'দেবদাস' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি আমাদের সমাজে পরিত্যক্তদের সমস্যাকে এক সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পাঠককে সমাজ সচেতন করে তুলেছেন।

সুতরাং শরৎ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়– তাঁর সাহিত্যে সমাজের অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্গ শ্রেণীর মানুষের সমস্যার কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। শরৎচন্দ্র একজন সাহিত্যিক হয়েও প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের ন্যায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের এই দলিত ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের দুঃসহ শোষণ, যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টের দিকটি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, এমনকি তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদও জানিয়েছেন। যা বর্তমান কালেও শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতাকে আরও একবার প্রমাণ করে। এর পাশাপাশি শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যদিয়ে সুনিপুণ দক্ষতার সাথে যেভাবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন; তা এই পর্বের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া তিনি যেভাবে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষের দুঃখ কষ্টের কাহিনী ও তার কারণ পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন যা পরবর্তীকালে সাবলটার্ন ঐতিহাসিকদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে

বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং তিনি সাবলটার্ন চর্চার ইতিহাস না লিখেও, সাবলটার্ন মানসিকতার যে সত্য উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন–তা সাবলটার্ন ইতিহাসচর্চার মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সেই ইতিহাস চর্চার অংশ হয়ে যাচ্ছে। তবে ঔপন্যাসিকরা সবাই যে সচেতনভাবে উপন্যাসে নিম্নবর্গের ইতিহাস তুলে এনেছেন তা নয়। তাঁরা উপন্যাসই রচনা করতে চেয়েছেন, আর সেই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে মানুষের মনের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে তুলে এনেছেন। যার ফলে ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে এবং সমাজ সচেতন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসও হয়ে উঠেছে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের বিষয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ২৭।
২. অরবিন্দ সামন্ত, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য, কলকাতা-৭৩, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ৪।
৩. প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা *(1865-1935)* বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৩, পৃ. ১০।
৪. শ্রী মদনমোহন কুমার (সম্পাঃ), শরৎচন্দ্র, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৬৫। ২-রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিভাষণ।
৫. 'অভাগীর স্বর্গ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২০-১০২১।
৬. 'অভাগীর স্বর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২১।
৭. 'অভাগীর স্বর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২২।
৮. 'অভাগীর স্বর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২২।
৯. 'অভাগীর স্বর্গ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১৭।
১০. 'বামুনের মেয়ে', শরৎ সাহিত্য সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ, ১৩৯২, পৃ. ৯৭৯
১১. 'মহেশ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১৬।
১২. 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব), শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৯।
১৩. 'পল্লীসমাজ', শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।
১৪. 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব), শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২।

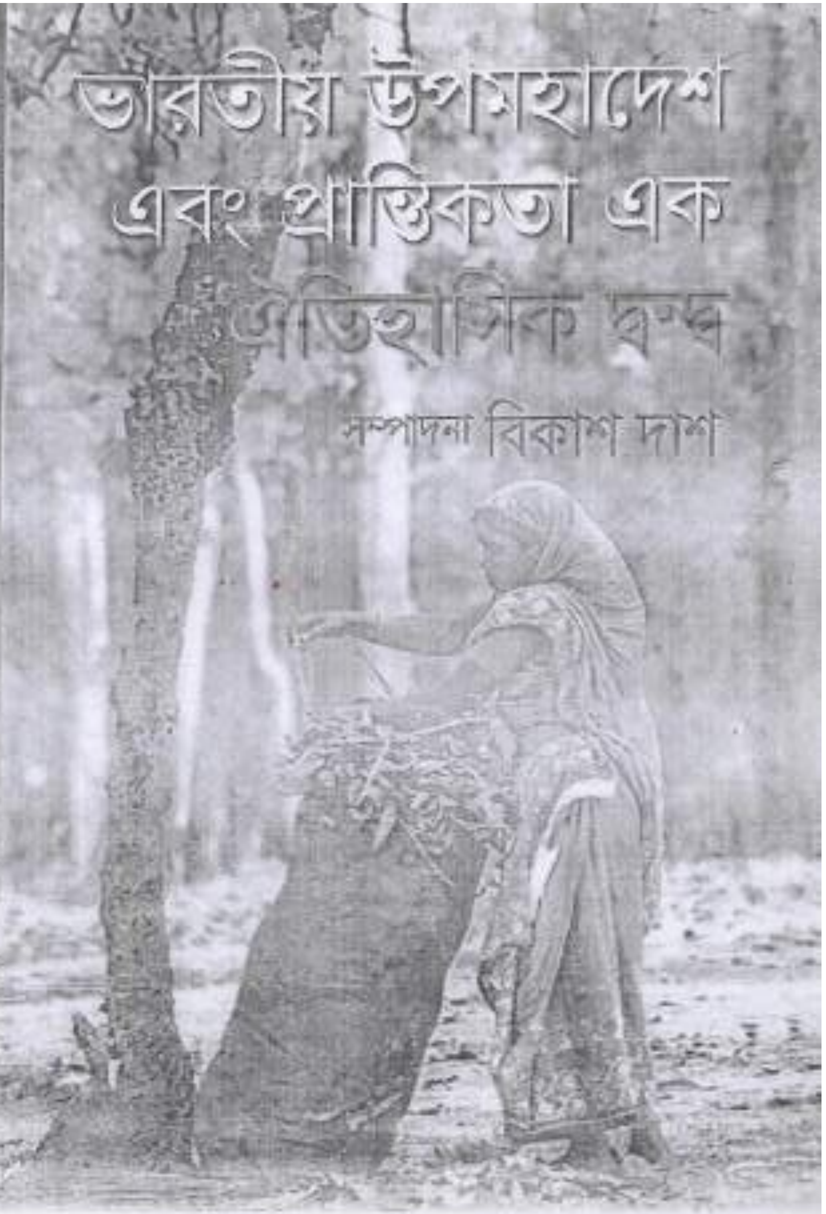

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং প্রান্তিকতা এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

সম্পাদনা বিকাশ দাশ

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং প্রান্তিকতা এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব
সম্পাদনা বিকাশ দাশ

Bharatiya Upamahadesh Jatiya Prantikata, Ek Obhimukh Dwandya
Ed. by Bikash Das

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০২১

প্রকাশক
অনিমা বিশ্বাস
গা ঙ চি ল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০ ১১১
gangchiladhar@gmail.com; www.facebook.com/gangchil

বিক্রয়কেন্দ্র
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (বর্ণপরিচয়, দোতলা, গেট ৩) স্টল নং সি (পি) ৬
কলকাতা ৭০০ ০০৭ ফোন ০৩৩ ২২৪১ ৩৪৫৪ (দুপুর ১টা থেকে ৭টা)
মোবাইল ৯৪৩২৪৪ ০৭৬৬৫; ৯৪৩২৯ ৯১৪৩০

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র সৌমিক মিত্র
অক্ষর বিন্যাস

ISBN 978-93-90021-35-4

দাম ৫২০.০০ টাকা

সূচি

জাতি পরিচিতির নব-নির্মাণ: পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্র জাতির একটি বিশ্লেষণ (১৯৫১-২০১১)
ড. কৃষ্ণকুমার সরকার... ১৯
বাংলার ভাসমান মালো জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
বিশ্বজিৎ হালদার... ৩৩
নারী ও প্রকৃতির প্রান্তিকতা: সাংখ্য ও বেদান্তের দার্শনিক প্রেক্ষাপটে
প্রীতি মুখার্জি... ৪২
শিক্ষিকা পরিচয়ের আত্মকথন: পতিতালয়ের মর্মকথা
পিয়ালী দাঁ... ৫৬
লিঙ্গ বৈষম্য: নারী জাতির অবচেতন মনের অবিবেচিতার ফসল
শ্রীমন্ত দাস... ৬৪
প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক ভারতের নারীর জীবনের সামঞ্জস্যতা
মৌমিতা দাশগুপ্ত... ৭৩
মধ্যযুগের কাব্যপাঠে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জনজীবন
তমালকান্তি পাল... ৮১
সাঁইথিয়াক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে মানবতা
শর্মিলা তেওয়ারি... ৮৮
কামতাপুরী ভাষা: একটি বিতর্ক
ড. খলি মহম্মদ... ৯৩
মাতৃভাষার নিরিখে বাংলা ভাষা
শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়... ৯৮
পতাকা ও খাটের বাদা-আন্দোলন ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন
ড. শুভজিৎ বিশ্বাস... ১০৩
জাতিভেদ প্রথা এবং প্রান্তিকতা: আম্বেদকর
কৃষ্ণকান্ত বর্মন... ১১২
প্রশ্নের শিক্ষা, সমন্বয়ের শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি প্রসঙ্গে
সুজিত মাঝি ... ১১৮
প্রান্তিকতা ও প্রতিবন্ধকতা (১৯৯৪-২০১৬)
ড. গৌতম মাঝী... ১২৫

মধ্যযুগের কাব্যপাঠে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জনজীবন

তমালকান্তি পাল

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, [illegible] কলেজ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা যথার্থভাবে জানা গেলেও এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইতিহাসবিদরা সবাই একমত যে, ভারতবর্ষে আর্যদের অনুপ্রবেশের পর থেকে প্রায় প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেকটাই স্পষ্টতা পেয়েছে। আর্যদের লিখিত নানা ধরনের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও সেখানে বসবাসকারী জাতি ও তাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। আর্যরা ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছিল। মৌর্যযুগে বাংলা আর্যাবর্তের মৌর্যগণ কর্তৃক শাসিত হওয়ার সময় পূর্ব থেকেই এ দেশে আর্য ব্রাহ্মণগণ প্রবেশ করেন। সেই সুবাদে আর্য সৃষ্ট বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতি তথাকথিত অনার্যদের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কোনও কোনও সময়ে একটি ভূখণ্ড আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসও বিপুল ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেই সময় বাংলা সাহিত্যে একটি গ্রন্থ আবিষ্কারের মাধ্যমে দিয়েই সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের দুইখানি অমূল্য পুঁথি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথম গ্রন্থটি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সংগীত, যেটি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে সুপরিচিত, অপর গ্রন্থটি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। দ্বিতীয় দশম-দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে লিপিগুলি লেখা হয় গ্রন্থ রচনায় বাঙালি জীবনের বিচিত্র রূপ সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তা ছাড়া সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও তাদের [illegible] সমপরিমাণে গুরুত্ব পেয়েছে।

[illegible] ১. গোড়াপত্তন, ২. সুবাদ, ৩. ভূখণ্ড, ৪. সিদ্ধাচার্য।

Bibliographic Information

Book Title
Anthropogeomorphology

Book Subtitle
A Geospatial Technology Based Approach

Editors
Gouri Sankar Bhunia, Uday Chatterjee, K.C. Lalmalsawmzauva, Pravat Kumar Shit

Series Title
Geography of the Physical Environment

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77572-8

Publisher
Springer Cham

eBook Packages
Earth and Environmental Science, Earth and Environmental Science (R0)

Copyright Information
The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland A
2022

Hardcover ISBN
978-3-030-77571-1
Published: 25 February 2022

Softcover ISBN
978-3-030-77574-2
Published: 26 February 2023

eBook ISBN
978-3-030-77572-8
Published: 24 February 2022

Series ISSN
2366-8865

Series E-ISSN
2366-8873

Edition Number
1

Number of Pages
XXVII, 668

Geography of the Physical Environment

Gouri Sankar Bhunia
Uday Chatterjee
K.C. Lalmalsawmzauva
Pravat Kumar Shit *Editors*

Anthropogeomorphology

A Geospatial Technology Based Approach

Springer

Table of contents (31 chapters)

Fluvial Characteristics of Dwarka-Mayurakshi Plain Causing Flood in Kandi Block and Impacts of Mar
Embankments on Riparian Environment

Swati Mollah
Pages 395-409

Object-Based Mapping and Modelling of Sundarban Mangrove Forests in India

Sushobhan Majumdar, Uday Chatterjee, Bappaditya Koley, Gouri Sankar Bhunia, Pravat Kumar Shit
Pages 411-426

Monitoring Land Use and Land Cover Analysis of the Barak Basin Using Geospatial Techniques

Wajahat Annayat, Kumar Ashwini, Briti Sundar Sil
Pages 427-441

Assessing the Efficiency of Classification Techniques Between SVM and ML for Detecting Land Transformation in Bhawal Sal Forest

Rowshon Ara Toma, Md Fazla Rabby, Rezaul Roni, Md Shahedur Rashid
Pages 443-458

Early Human Habitation and Environmental Adaptation in Central Tanzania in East Africa: An Archaeological and Geospatial Investigation

Krishna Rao Sadasivuni, N. Kasongi, E. L. Temu
Pages 459-494

Anthropogenic Interventions and Urban Hydro-Geomorphic Hazards in Kolkata, India

Anwesha Haldar, Nasira Khatun, Anusree Dutta, Lakshminarayan Satpati
Pages 495-523

Monitoring Land Use/Cover Change and Urban Sprawl Using Remote Sensing Data: A Study of Siligu
Raiganj Urban Agglomerations, India

Bhaswati Roy, Nuruzzaman Kasemi
Pages 525-545

Geospatial Mapping of SPM Load Under Urban Industrial Set-up, Durgapur, West Bengal, India, Thr
Q-GIS Application

Shiboram Banerjee, Debnath Palit, Arnab Banerjee
Pages 547-570

Urban Expansion Around Kolkata: Evaluating Urbanogenic Interventions in New Town, Rajarhat

Anthropogeomorphology

Fluvial Characteristics of Dwarka-Mayurakshi Plain Causing Flood in Kandi Block and Impacts of Manmade Embankments on Riparian Environment

Chapter | First Online: 24 February 2022

pp 395–409 | Cite this chapter

Swati Mollah

Part of the book series: Geography of the Physical Environment ((GEOPHY))

Abstract

Mayurakshi-Dwarka Plain having unique fluvial characteristics forms the southwestern part of Murshidabad district of West Bengal. Kandi block situated in this plain is one of the maximum flood-affected blocks in the district. The objectives of this paper are to examine the fluvial characteristics of this plain inducing frequent flood in Kandi block and to evaluate the impacts of manmade embankments on the riparian environment of the selected study area. A total of 382 flood victims from 8 villages located along the embankments of Mayurakshi River were selected for this study. RIDIT analysis was used for ranking the impacts of embankments on fluvial environment as perceived by the respondents. The result of the study showed that the Kandi block has exclusive flood causing fluvial morphology. The outcome of RIDIT analysis showed respondents had considerable awareness regarding the impacts of embankments on local riparian ecosystem and flood management. The primary three impacts as perceived are all negative. These include occurrence of sudden flood due to embankment failure, unexpected loss of properties and reduction in supply of natural soil fertility. The findings of this study may serve as a practical guide to the existing argument on appropriate flood management approach in the study area. The study is the initial of its manner to offer the victims' perception regarding the structural measure adopted for flood management by the local government.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

per CBCS Syllabus of all Universities of West Bengal

রাজনৈতিক তত্ত্ব ধারণাসমূহ

(Understanding Political Theory : Concepts)

অর্ণব দেবনাথ
গোবিন্দ নস্কর

KALYANI

(BENGALI EDITION)

Understanding Political Theory : Concepts

By SriAmab Debnath & Sri Gobinda Naskar

KALYANI PUBLISHERS

Head Office

B-1/1292, Rajinder Nagar, **Ludhiana-141** 008 • Ph : 0161-27SOG31 **E-mail** : Kalyanibooks@yahoo.co.in

Administration Office

4779/23, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110 002

Ph : 011-23271469, 23274393, 23278688 **E-mail** kalyanLdelhi@yahoo.co.in

Works

B-16, Sector-8, **NOIDA** (UP.)

Branches

1, Mahalakshmi Street, T. Nagar, **Chennai-600** 017 - Ph : 044-24344684

110/111, Bharatia Towers, Badambadi, **Cuttack-753** 009 (Gdisha) • Ph -. 0671-2311391

3-5-1108, Narayanaguda, **Hyderabad-500** 029 • Ph : 040-24750368

10/2B, Ramanath Mazumdar Street, **Kolkata-700** 009 • Ph : 033-22416024

Arunalaya, 1st Floor,. Saraswati Road, Pan Bazar, **Guwahati-781** 001 • Ph : 0361-2731274

Korati Parambil House, Convent Road, **Kochi-682** 035 • Ph : 0484-2367189

No. 24 & 25, 1st Floor, Hameed Shah Complex, Cubbonpet Main Road, **Bengaluru-560 002**

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, errors may I creep in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice, which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom. It is suggested that to avoid any doubt thG reader should cross-check all the facts, law and contents of the publication with original Government publication or notifications.

For binding mistake, misprints or for missing pages, etc., the publisher's liability is limited to replacement within one month of purchase by similar edition. All addittrial expenses in this connection are to be borne by the purchaser.

S 37208 1 16+296=312_28X40_19.5 F

© 2022, September

J. S. Enterprise
Kolkata

ISBN :

PRINTED IN INDIA

At Kalyani Printings, B-15, Sector 8, NOIDA

and published by Mrs Usha Raj Kumar for

Kalyani Publishers, New Delhi-110 002

LA PANORAMA

An International Anthology of Critical Essays on Literatures in English and on Media Culture

Editor-in-Chief

Rituparna Chakraborty

Editors

Shubham Bhattacharjee

Tirna Sadhu

Shantanu Siuli

LA PANORAMA
An International Anthologyof Critical Essays

SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY

La Panorama

An International Anthology of Critical Essays on Literatures in English and on Media Culture

Editor-in-Chief Rituparna Chakraborty

Editors

Shubham Bhattacharjee Tirna Sadhu
Shantanu Siuli

First Published 2023

Swami Vivekananda University Department of English Barrackpore

West Bengal India 700121

Copyright © Reserve

Printed and bound in India by …

All rights reserved. No part of this publication can be reprinted or reproduced or transmitted in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without prior permission from the Author and the Publisher.

Cover Design: Pinaki De ISBN: 978-81-965132-6-9

Price: Rs. 499/-

Contents

ACKNOWLEDGEMENT 4

FROM THE EDITORS 5

'Little People' and the Plunging of their 'Little Tales' into Deadly Crisis in Chinua Achebe's ***Anthills of the Savannah*** ***15***
Amechi N. Akwanya

Canvases of Marginalisation in Mahasweta Devi's ***Draupadi*** ***30***
Arup Malik

The Fragility of the Great: A Study of Chinua Achebe's ***Things Fall Apart*** ***37***
Manas Ranjan Chaudhuri

The Alchemical Transformation as a Paradigm for a New Self-image in Select Writings by African Women 50
Iniobong I. Uko

"Pigs Can't Fly": Reviewing the Belittled Status of a Homonormative Person through Shyam Selvadurai's ***Funny Boy*** ***63***
Sourav Paul

Chinua Achebe's ***No Longer at Ease*** Today 74
Kalapi Sen

Cultural Imperialism in the Digital Age: Analyzing the Dominance of Western Media in Global Markets 81
Pritha Misra

Cultural Representation of Women in Print Media: Interdependence and Emerging Concerns 87
Natasha Chatterjee

Towards Extinction: Identifying the Realities of the Necrocene in Aravind Adiga's ***The White Tiger*** ***93***
Moupikta Mukherjee and Agnideepto Datta

An 'Other' Space: Interrogating the Choice and Portrayal of the Subject Matter and Subject Location in Selected Texts 101
Tirna Sadhu

Rudyard Kipling: A Profile of His Controversial Life 110
Rituparna Chakraborty

Vaughan's Ideology on Repentance, Grief and Mercy: An Epistemological Belief on the Doctrine of Devotion 119
Shantanu Siuli

The Fragility of the Great: A Study of Chinua Achebe's *Things Fall Apart*

Manas Ranjan Chaudhuri

The general notion of interpreting Okonkwo as a tragic hero in Chinua Achebe's *Things Fall Apart* falls short of perfection if the text is analyzed through the opposite angle of a telescope. Taking a cue from Dr. Debasish Chattopadhyay (2006), a different standpoint can be established where the apparent heroic greatness of the character Okonkwo is dwarfed when viewed through the lens of the marginalized figures of the novel. The study needs to show how the marginalized characters like Unoka, Nwoye, Ekwefi, Uchendu and Obierika among others eventually dismantle the honorific centre and represent the voice of a balanced and flexible view of life necessary for survival in an adverse and changing epoch. An understanding of the array of alternative philosophies from the standpoint of these minor characters and the inadequacy and incompatibility of Okonkwo in the face of a new dominating religion and a new culture are necessary to comprehend the character of the protagonist in its entirety.

The story of Chinua Achebe's *Things Fall Apart* revolves round the rise and fall of its protagonist Okonkwo, but an analysis of his character cannot be done in isolation. His character needs to be interpreted in the ethnical context of its historical and temporal location. The novel begins in the late nineteenth century, when the British colonizers had not put their feet in the innermost parts of West Africa like Umuofia, which was populated by the agrarian Igbo community. The novel's main concern is to depict the fall of the Igbo clan and its culture, as enacted through its protagonist, Okonkwo. He was a man of strong will, always trying to conform to the apparent masculine ideology of the Igbo culture –'Age was respected among his people, but achievement was revered.'(Ch. 1, p. 6). The narrator builds his character in concrete terms - 'He was a man of action, a man of war' (Ch. 2, p. 9). He made his own fortune as 'his fame rested on solid personal achievements' (Ch. 1, p. 3). He is presented as a successful man - 'Okonkwo was clearly cut out for great things' (Ch.1, p.6). The narrator diligently frames the greatness of the protagonist with these eulogistic epithets.

We can quote some relevant interpretations on purpose to support this idea of Okonkwo's greatness. "Okonkwo represents a hyper-masculinized manifestation of his culture's patriarchal ideals."[1] G. D. Killam describes Okonkwo as 'the embodiment of Ibo values, a man who better than most symbolized his race.'[2] C. L. Innes opines: 'the reader never doubts that he is the product of his society's system . . . He is . . . a type of his society.'[3] Abiola Irele emphasizes 'his physicality, all projected outward . . . in such a way as to constitute him as the incarnation of his

society's ideal of manhood'[4] But his physicality is in total disharmony with any psychological depth or intellectual complexity found in the other great tragic heroes like Macbeth or Oedipus. He is a flat character which is revealed through a detailed analysis of the dichotomy inherent in him as he cannot

unify or overcome this gap which causes his fall. According to Simon Gikandi there is a "duality involved in Okonkwo's construction as a subject: at the beginning of the novel he is represented as a cultural hero . . . a symbolic receptacle of the village's central doctrines. But Okonkwo is notably characterized by his displacement from the Umuofia mainstream."[5] It is true that he could imbibe only the masculine ethos of the Igbo society and deliberately neglected its submerged forbearing nature. His catastrophe, at the end of the novel, lies in this one- dimensional and inflexible attitude to life.

The overreaching narrative of Okonkwo's downfall is the resultant catastrophe of his hubris. Ato Quayson generalizes the prevalent interpretation regarding the cause of Okonkwo's downfall as 'a neurotic concern with manliness'.[6] In his desire to be at the top of the society, he is relentless. As opined by Abiola Irele, Okonkwo has 'obsessive single-mindedness that soon degenerates into egocentricity.'[7]And it is this extremity of his adherence to his male identity, conforming to the masculine discourse of the Igbo community and its male-dominated institutions where the women folk and the so-called 'weaker' males are restricted to the fringes in the hierarchical order. That is the reason Okonkwo hates everything that is not 'manly'. He could not endure any 'feminine' virtues of softness and patience. C.L. Innes marked it as a flaw as he was 'unable to acknowledge the mythic implications of femininity and its values'[8]. Okonkwo's failure to realize and accept the powerful 'female principle'[9] pervading the whole society of Umuofia results in the imbalance of his character and ultimately it leads to his downfall. Thus, it can be logically argued that Okonkwo's representation of the Igbo society is incomplete and myopic as he could not comprehend the essential balance inherent in its cultural, social and religious philosophy of life, shared by the majority of the clan. Achebe himself makes it clear in one of his interviews:

> This is a society in *Things Fall Apart* that believes in strength and manliness and the masculine ideals. Okonkwo accepts them in a rather literal sense . . . [and] the culture 'betrays' him. He is 'betrayed' because he's doing exactly what the culture preaches. But you see, the culture is devious and flexible, because if it wasn't it wouldn't survive. The culture says you must be strong, you must be this and that, but when the moment comes for absolute strength the culture says, no, hold it! The culture has to be ambivalent, so it immediately raises the virtues of the women, of love, of tenderness . . . and holds up abominations: You cannot do this, even though the cultural norms say you must do it.[10]

Okonkwo's notion of the patriarchal discourse of the Umuofian society is based on this male-female binarism. He takes on his shoulder, as if, the burden of upholding the uncompromisable masculine principles. The other characters like Unoka, his father; Nwoye, his son; Ikemefi, his wife are chauvinistically judged by him as deviations from that standard. As a consequence of his rigidity and inflexibility, his relationship with others is shaken. But these figures, as also Obierika,

his friend, in the background posit, affirm and practise alternative philosophies of life. They do not cherish the negative attributes like intolerance, impatience, and violence which, ironically, 'decorate' Okonkwo's character. He is a stellar figure in his society, admired and esteemed highly for his achievements, his strength and courage, but he is not beyond any criticism. We can cite some examples to demythicize his heroic aura. Firstly, during a meeting on the next ancestral feast, Okonkwo insults Osugo, a non-titled common man, but he is highly rebuked for that. His society does not support him at all:

> Only a week ago a man had contradicted him at a kindred meeting which they held to discuss the next ancestral feast. Without looking at the man Okonkwo had said: "This meeting is for men." The man who had contradicted him had no titles. That was why he had called him a woman. Okonkwo knew how to kill a man's spirit.
>
> Everybody at the kindred meeting took sides with Osugo when Okonkwo called him a woman. The oldest man present said sternly that those whose palm-kernels were cracked for them by a benevolent spirit should not forget to be humble. Okonkwo said he was sorry for what he had said, and the meeting continued. (Ch. 4, p. 20)

Secondly, Okonkwo's thoughtless action is evident in his beating his wife Ojiugo during the sacred Week of Peace, maintained to honour goddess Ani. When even 'a man does not say a harsh word to his neighbour', Okonkwo abuses his wife physically:

> And when she returned he beat her very heavily. In his anger he had forgotten that it was the Week of Peace. His first two wives ran out in great alarm pleading with him that it was the sacred week. But Okonkwo was not the man to stop beating somebody half-way through, not even for fear of a goddess. (Ch. 4, p. 22)

His action is a sacrilegious transgression of 'nso-ani' and so, Ezeani, goddess Ani's priest, angrily admonishes Okonkwo for this offence:

> You have committed a great evil. . . The evil you have done can ruin the whole clan. The earth goddess whom you have insulted may refuse to give us her increase, and we shall all perish. (Ch. 4, p. 23)

Moreover, he attracts criticism from all corners of the society. Ogbuefi Ezeudu, the oldest member in the clan reminds him of the more severe punishment in the past for the same offence. His manliness lacks control of a leader to maintain the equilibrium in a society. His dominant male psychology breeds nothing but violence. Abiola Irele's interpretation is relevant here: "In a way, Okonkwo's way of conforming, besides being an inverted sort of nonconformity, is a perversion. The meaning he attaches to 'manliness' amounts to fierceness, and violence. His insistence is such that he

becomes a menace to his society even within the limits of its code."[11] Thus, the dichotomy between Okonkwo's ideal and his actions are exposed. According to David Whittaker and Mpalive-Hangson Msiska (2007), "Achebe creates a tension between the duality of Okonkwo's flawed individual subjectivity and his metonymic status as a 'heroic embodiment' of communal values and ideals, which becomes increasingly problematic as the novel progresses."[12]

Again, the fact that he becomes dehumanized to a great extent, by deliberately suppressing the ordinary softer feelings is exemplified in his participation in the killing of Ikemefuna, the lovable hostage who called him father. His neurotic concern with 'manliness' makes him immune even to the natural feelings of paternal love. Ogbudi Ezeudu forewarns him well in advance, "That boy calls you father. Do not bear a hand in his death." (Ch. 7, p. 41). However, Okonkwo, though fond of that poor boy, tragically leads the delegation of fierce butchers who are to execute the dictum of the oracle:

> As the man who had cleared his throat drew up and raised his matchet, Okonkwo looked away. He heard the blow. The pot fell and broke in the sand. He heard Ikemefuna cry, "My father, they have killed me!" as he ran towards him. Dazed with fear, Okonkwo drew his machete and cut him down. He was afraid of being thought weak. (Ch. 7, p. 44).

Okonkwo has to prove that he is not weak. Florence Stratton comments, "It is this fear – a fear of femininity – that impels Okonkwo to participate in the killing of Ikemefuna, the act which inaugurates his own decline."[13] This act of savagery is 'cowardice' and it is in sharp contrast to Ekwefi's courageous nocturnal pursuit of Chielo for her daughter's (Ezinma) safety and well- being which exhibits a natural maternal instinct. She has been even ready to defy the god (Agbala) in defending her daughter, when she was waiting outside the cave. But Okonkwo has failed

miserably here, as he forcefully suppressed his instincts and became an active agent in Ikemefuna's ritual killing. Ekwefi's 'manliness' in her bold pursuit has a positive force of humanity, which was antithetical to Okonkwo's destructive 'egoism'. Though his memory bites him back, he cheers himself up once more with his false notion of manliness:

> "When did you become a shivering old woman," Okonkwo asked himself, "you, who are known in all the nine villages for your valour in war? How can a man who has killed five men in battle fall to pieces because he has added a boy to their number? Okonkwo, you have become a woman indeed." (Ch. 7, p. 47).

Immediately later in a conversation with Obierika his latest act of 'manliness' is reprimanded:

> "I cannot understand why you refused to come with us to kill that boy," he asked Obierika.
> "Because I did not want to," Obierika replied sharply. "I had something better to do."

> "You sound as if you question the authority and the decision of the Oracle, who said he should die."
>
> "I do not. Why should I? But the Oracle did not ask me to carry out its decision."
>
> "But someone had to do it. If we were all afraid of blood, it would not be done. And what do you think the Oracle would do then?"
>
> "You know very well, Okonkwo, that I am not afraid of blood and if anyone tells you that I am, he is telling a lie. And let me tell you one thing, my friend. If I were you I would have stayed at home. What you have done will not please the Earth. It is the kind of action for which the goddess wipes out whole families."
>
> "The Earth cannot punish me for obeying her messenger," Okonkwo said. "A child's fingers are not scalded by a piece of hot yam which its mother puts into its palm."
>
> "That is true," Obierika agreed. "But if the Oracle said that my son should be killed, I would neither dispute it nor be the one to do it." (Ch. 8, pp. 48-49)

Obierika is the voice of balance and common sense in sharp contrast to the recklessness and irrationality of his friend. It is not Okonkwo's, but Obierika's 'human feelings' represent the Igbo community as a whole.

The society's verdict on Okonkwo's inadvertent killing of Ezeudu's son during a funeral ceremony is not sympathetic to him at all as he is exiled for seven years for this accidental killing of a clansman. This is a serious offence against the earth goddess Ani. Okonkwo and his family have to take refuge in his mother's village as he has no place in the land of his father. Uchendu, his maternal uncle, espouses this ritual as a natural one because a child always finds solace in his mother's lap in his bitter time:

> A man belongs to his fatherland when things are good and life is sweet. But when there is sorrow and bitterness, he finds refuge in his motherland. And that is why we say that mother is supreme (Ch. 14, pp. – 98-99).

The proposition that Okonkwo has achieved greatness through his suffering is also minimized when Uchendu reflects on the general condition of human suffering:

> You think you are the greatest sufferer in the world? Do you know that men are sometimes banished for life? Do you know that men sometimes lose all their yams and even their children? I had six wives once. I have none now except that young girl who knows not her right from her left. Do you know how many children I have buried - children I begot in my

> youth and strength? Twenty-two. I did not hang myself, and I am still alive. If you think you are the greatest sufferer in the world ask my daughter, Akueni, how many twins she has borne and thrown away. (Ch. 14, p. – 99).

The wisdom of the old man who has firm belief in the nomenclature 'Nneka' which means 'mother is supreme' overshadows Okonkwo and his sole emphasis on masculinity as 'ordinary' and one-eyed. Thus, his function in this novel is that of a moral guide to the 'naïve' protagonist. Uchendu and Obierika are therefore the enlightened margins of the novel who help in exposing the immature centre.

When Obierika apprehended the danger of the white men, no one in Umuofia bothered much about it. When the missionaries first placed their feet on their soil, they treated them as unwanted, marginalized and granting them a piece of land in the 'Evil Forest'. The first Christian missionaries who are tolerant enough are dismissed as womanish by Okonkwo – "a lot of effeminate men clucking like old hens." (Ch. 17, p. 110) He felt himself superior to them as a 'male' representative of Umuofia. But this dismissal hit back as a boomerang as in the newly founded church, the already marginalized section of the Igbo society – the efulefus, the osus, and the agbalas, find a place to breathe freely. They shifted their allegiance from an oppressing social

structure to the foreigners. Eventually, the society became weaker and this process of emasculation became fatal both for Okonkwo in particular and Umuofia as a whole. Obierika is prudent enough to realize the predicament. To Okonkwo's optimistic declaration – "We must fight these men and drive them from the land" – Obierika sadly said, "It is already too late." (Ch. 20, p. 128) The powerful colonial British administration forcefully manipulated the subversion of the male -female hierarchy exemplified in the pathetic humiliation of Okonkwo along with other five 'brave leaders' of Umuofia at the court house, when the head massager 'shaved off all the hair on the men's heads'(Ch. 23, p. 142). Then later in the day a messenger 'hit each man a few blows on the head and back. Okonkwo was choked with hate.' (Ch. 23, p. 142) When they were released and came back, their deplorable condition aroused nothing but pity, "But the men wore such heavy and fearsome looks that the women and children did not say "nno" or "welcome" to them." (Ch. 24, p. 144) Okonkwo, disheartened, lamented "worthy men are no more". He remembered the past glories of chivalric fits in the war- "Those were days when men were men" (Ch. 24, p. 145)

In the gathering, Okonkwo expected to stir violent rebellion to seek revenge of the humiliation but, to his utter dismay he discovers his clan had lost its thunder. Their silence bears their effeminate confusion. In his desperation, he unleashes his anger and kills the court messenger. But his disillusionment is almost tragic:

> Okonkwo stood looking at the dead man. He knew that Umuofia would not go to war. He knew because they had let the other messengers escape. They had broken into tumult

> instead of action. He discerned fright in that tumult. He heard voices asking: "Why did he do it?" He wiped his machete on the sand and went away. (Ch. 24, p. 149).

Okonkwo's subsequent suicide is the culmination of the process of emasculation. Ato Quayson remarks, "In that sense, the narrative depicts Umuofia's 'castration', with Okonkwo's suicide representing the ultimate overthrow of its masculinity."[14] His suicide clearly illustrates his refusal of a new order and also his incapability to cope with a changing regime. His abject surrender marks the fall of a flawed hero along with the collapse of the old order of his clan's masculine ideology. A man who wanted to reign in lone splendour, died in the most unheroic way, alienated from and rejected by its society, as suicide is a crime against the earth goddess. It is ignominious:

> "It is against our custom," said one of the men. "It is an abomination for a man to take his own life. It is an offence against the Earth, and a man who commits it will not be buried by his clansmen. His body is evil, and only strangers may touch it. That is why we ask your people to bring him down, because you are strangers." (Ch. - 25, p. 151)

Okonkwo's death at his own hands mirrors his falher, Unoka's death - a death that is both shameful and dishonorable. Okonkwo can no longer join the world of the ancestors. It is a grim irony that he ultimately becomes what he hated most to be – "And indeed he was possessed by the fear of his father's contemptible life and shameful death." (Ch. - 25, p. 151). His exasperation has been to erase the stigma of parental identity as his father was a failure as per the social norms of masculinity. Anything exceptional or gentle reminded him of his father and its related shame. So, Okonkwo's psyche was tuned in exactly opposite chord with that of his father:

> But his whole life was dominated by fear, the fear of failure and of weakness. It was deeper and more intimate than the fear of evil and capricious gods and of magic, the fear of the forest, and of the forces of nature, malevolent, red in tooth and claw. Okonkwo's fear was greater than these. It was not external but lay deep within himself. It was the fear of himself, lest he should be found to resemble his father. Even as a little boy he had resented his father's failure and weakness, and even now he still remembered how he had suffered when a playmate had told him that his father was agbala. That was how Okonkwo first came to know that agbala was not only another name for a woman, it could also mean a man who had taken no title. And so Okonkwo was ruled by one passion – to hate everything that his father Unoka had loved. One of those things was gentleness and another was idleness. (Ch. 2, pp. 10 – 11)

The irony is that the most prophetic utterance on Okonkwo's fate comes from this 'effeminate' Unoka, who was then an ailing man, had said to him during that terrible harvest month:

> "Do not despair. I know you will not despair. You have a manly and a proud heart. A proud heart can survive a general failure because such failure does not prick its pride. It is more difficult and more bitter when a man fails alone." (Ch. 3, p. 19)

Ononkwo 'fails alone'. A reader cannot deny the powerful foresight of Unoka.

His relationship with Nwoye is also problematic, because he fails miserably in making a narrow assessment of his son. A one-sided, almost perverse, idea of manliness leads Okonkwo to miss the gentle and reflective nature of his son. The breach in the filial bond is started with the killing of Ikemefuna:

> As soon as his father walked in, that night, Nwoye knew that Ikemefuna had been killed, and something seemed to give way inside him, like the snapping of a tightened bow. (Ch. 7, p. 44)

He could not accept this inhuman custom. His unspoken outrage at and revulsion towards this cruel killing of his friend makes him lonely and gradually he becomes apathetic towards his own society. His sensitive mind could not tolerate also the primitive customs like the casting away of twins into the forest – 'a vague and persistent question that haunted his young soul'. (Ch. 16, p. 108) His conversion to Christianity is a final gesture of his rebellion against the rigidity imposed by his father. Nwoye's apostasy is also a refusal to acknowledge and accept the norms of a 'manly' society that Okonkwo represents. Okonkwo realizes his failure as a father. The aporia inherent in his greatness is clearly exposed in the narrator's comment:

> … his son's crime stood out in its stark enormity. To abandon the gods of one's father and go about with a lot of effeminate men clucking like old hens was the very depth of abomination. Suppose when he died all his male children decided to follow Nwoye's steps and abandon their ancestors? Okonkwo felt a cold shudder run through him at the terrible prospect, like the prospect of annihilation. (Ch. 17, p. 112)

Abiola Irele's evaluation is very precise and apt, "Nwoye thus stands as a symbolic negation for his father, the living denial of all that Okonkwo accepts and stands for."[15] Thus, the dialectical oppositions between Okonkwo and Unoka on one hand and with his son, on the other, mark the defeat of Okonkwo's masculine ideology.

Finally, the deficiency of Okonkwo's philosophy of life is completely unmasked by Obierika, Okonkwo's great friend, as also hinted earlier in my discussion. He is considered as his alter ego who always plays the role of a balancing counterfoil to the protagonist. Though Achebe has endeavoured to uphold a culturally rich Igbo civilization, the indigenous society is not ideal or perfect. Moreover, the dynamics of self-reflexivity is evident in the narrative which makes the

novel complex which is manifested in the character of Obierika. Okonkwo never questions the validity of the cultural ethos and edicts of his clan, but the components of doubt are frequently injected through the minor characters like Obierika. For an instance, in a conversation between Obierika and Okonkwo, they exhibit their characteristic nature:

> 'Sometimes, I wish I had not taken the ozo title,' said Obierika. 'It wounds my heart to see these young men killing palm trees in the name of tapping.'
>
> 'It is so indeed,' Okonkwo agreed. 'But the law of the land must be obeyed.' (Ch. 8, p. 50)

Obierika is the living commentary on the gradual progression of the Igbo society towards its doom. His clear-sighted penetration into the everyday happenings and his sagacious questioning of the validity of some customs of the society were far beyond the capacity of Okonkwo. It is already discussed how he criticizes Okonkwo's participation in the killing of Ikemefuna. His self-reflexive scrutiny of the cruel praxis of discarding of twins into the Evil Forest, considering them something as evil in nature, has a touch of basic humanity. His silent musing on the social sanctioning of such injustices is at odds with Okonkwo's blind adherence to the customs. His dissenting voice is heard at his questioning the logic of the severity of Okonkwo's punishment of exile:

> Obierika was a man who thought about these things. When the will of the goddess had been done, he sat down in his obi and mourned his friend's calamity. Why should a man suffer so grievously for an offence he had committed inadvertently? But although he thought for a long time he found no answer. He was merely led to greater complexities. He remembered his wife's twin children, whom he had thrown away. What crime had they committed? (Ch. 13, p. 91)

Obierika's skeptical introspection is modern in tone as it is a critique of the inhuman and illogical customs of the primitive African society itself. His judicious but critical evaluation of Okonkwo's descent from a potential hero whose 'fame had grown like a bush-fire in the harmattan' (Ch. 1, p. 3) to a tragic pariah is the outcome of his keen observation and critical analysis. But it should be noted that Obierika never deserted his dear friend despite their inherent contradictions. He provides the means of sustenance and mental support to Okonkwo during his exile. In the final part of the novel his tribute to his dead friend is full of compassion as it sums up the latter's character:

> "That man was one of the greatest men in Umofia. You drove him to kill himself; and now he will be buried like a dog ..." He could not say any more. His voice trembled and choked his words' (Ch. 25, p. 151).

We can cite here the relevant comment from Biodun Jeyifo:

> Thus, it is Obierika who registers the falling apart of things; it is Obierika who records the collapse of the most vital identity-forming connections of the culture: kinship,
>
> community, ritual and ceremonial institutions. And it is significant that Obierika has to insist on this tragic insight – tragic because he is utterly helpless before its historic, and not merely metaphysical inevitability – against the wilful refusal of Okonkwo to see the cracks in the culture's fortifications:[16]

According to Biodun Jeyifo, the novel 'may be regarded in this respect as a vast doxological compendium of Igbo culture before the advent of colonialism'[17] where Okonkwo only conforms to the single pole around 'doxa'; whereas, Obierika is a complex character who always cherishes his Igbo identity and, at the same time, contributes to the formation of its paradox or 'cultural demystification.'

In fact, Obierika becomes the mouthpiece of Achebe in dismantling the monolithic perception of the Igbo culture as epitomized by its protagonist. In an interview (already mentioned above) Achebe admits his ideological like-mindedness with Obierika:

> Jeyifo: I have always wanted to ask if there is something of Achebe in Obierika in *Things Fall Apart*?
>
> Achebe: Well, the answer is yes, in the sense that at the crucial moment when things are happening, he represents the other alternative. . . Obierika is therefore more subtle and more in tune with the danger, the impending betrayal by the culture, and he's not likely to be crushed because he holds something in reserve.[18]

Obierika's critical voice offers a counter-narrative to the traditional understanding of masculinity in the Igbo society. He is not against whatever is masculine; rather he is the Aristotelian golden mean, who both challenges the rigid ethnic notion of masculinity and complements it with the needed balance. His character with its softness and flexibility is a foil to the aggressive manliness of the protagonist which borders on irrationality. Okonkwo's anarchy lies in his misdirectional philosophy of life in trying to be a man of success rather than a man of value in a primitive society and also in his inability to adapt to the cataclysmic but unavoidable surge of the White invasion. Obierika's 'eros' in his clear-sighted understanding of the changing ways of life is negated by Okonkwo's thanatos.

Thus, the tragic flaw of Okonkwo's character lies in his one-dimensional identification with and his reification of the hegemonic ideals of patriarchal ideology of the Igbo society. The fragility of his greatness comes from his inability to apprehend the dangers of excess and his supercilious denial of both the softer corners of his psyche and the feminine values inherent in his culture. The

centre he used to hold cannot continue anymore and he falls. His apparent heroism is overshadowed by the marginalized characters like Unoka, Nwoye, Ekwefi, Uchendu and Obierika among others with their balanced and human approaches to life. They are used in the novel to expose the aporia of greatness in the character of Okonkwo. His shameful and ignominious death and the subsequent rejection by the society are the manifestation and culmination of his disgraceful downfall.

Endnotes:

1. David Whittakerand Mpalive-Hangson Msiska, *Chinua Achebe's Things Fall Apart*, New York: Routledge, p. 10.
2. G. D. Killam, The Writings of Chinua Achebe (1969), London: Heinemann, revised edition 1977, p. 16.
3. C. L. Innes, *Chinua Achebe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 26.
4. Abiola Irele, *The African Imagination: Literature in Africa and the Black Diaspora*, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 129
5. Simon Gikandi, *Reading Chinua Achebe*, London: James Currey, 1991, p. 39.
6. Ato Quayson, 'Realism, Criticism, and the Disguises of Both: A Reading of Chinua Achebe's *Things Fall Apart* with an Evaluation of the Criticism Relating to it' in *Research in African Literature*, 25: 4, Winter, 1994. p. 126.
7. Abiola Irele, 'The Tragic Conflict in the Novels of Chinua Achebe' reprinted in C. L. Innes and Bernth Lindfors (eds), *Critical Perspectives on Chinua Achebe*, Washington: Three Continents Press, 1978, p. 11.
8. C. L. Innes, *Chinua Achebe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 117.
9. G. D. Killam, *The Writings of Chinua Achebe*, London: Heinemann, 1977, p. 20.
10. Biodun Jeyifo, 'Literature and Conscientization: An Interview with Chinua Achebe' in Biodun Jeyifo (ed.), *Contemporary Nigerian Literature*, Lagos: Nigeria Magazine, 1988, pp. 12–13.
11. Abiola Irele, 'The Tragic Conflict in the Novels of Chinua Achebe' reprinted in C. L. Innes and Bernth Lindfors (eds), *Critical Perspectives on Chinua Achebe*, Washington: Three Continents Press, 1978, p. 11.
12. David Whittakerand Mpalive-Hangson Msiska, *Chinua Achebe's Things Fall Apart*, New York: Routledge, p. 10.
13. Florence Stratton, 'How could *Things Fall Apart* for whom they were not Together?' in *Contemporary African Literature and the Politics of Gender* by Florence Stratton,

London: Routledge, 1994, p. 34.

14. Ato Quayson, 'Realism, Criticism, and the Disguises of Both: A Reading of Chinua Achebe's *Things Fall Apart* with an Evaluation of the Criticism Relating to it' in *Research in African Literature*, 25: 4, Winter, 1994. p. 136.
15. Abiola Irele, 'The Tragic Conflict in the Novels of Chinua Achebe' reprinted in C. L. Innes and Bernth Lindfors (eds), *Critical Perspectives on Chinua Achebe*, Washington: Three Continents Press, 1978, p. 13.
16. Biodun Jeyifo, 'For Chinua Achebe: The Resilience and the Predicament of Obierika' in Kirsten Holst Petersen and Anna Rutherford (eds), *Chinua Achebe: A Celebration*, Oxford: Heinemann, 1990, p. 59.
17. Biodun Jeyifo, 'For Chinua Achebe: The Resilience and the Predicament of Obierika' in Kirsten Holst Petersen and Anna Rutherford (eds), *Chinua Achebe: A Celebration*, Oxford: Heinemann, 1990, p. 59.
18. Biodun Jeyifo, 'Literature and Conscientization: An Interview with Chinua Achebe' in Biodun Jeyifo (ed.), *Contemporary Nigerian Literature*, Lagos: Nigeria Magazine, 1988, pp. 12–13.

Works Cited:

Achebe, Chinua. *Things Fall Apart* (1958), London: Penguin Books, 2001.

Biodun Jeyifo, 'Literature and Conscientization: An Interview with Chinua Achebe' in Biodun Jeyifo (ed.), *Contemporary Nigerian Literature*, Lagos: Nigeria Magazine, 1988.

Chattopadhyay, Debasish, 'Reading the Margins: Subordinate Figures in *Things Fall Apart*' in *Perspectives* (International Issue), Journal of the Department of English, ed. by Debasish Chattopadhyay, Uttarpara: Raja Peary Mohan College, 2006.

David Whittakerand Mpalive-Hangson Msiska, *Chinua Achebe's Things Fall Apart*, New York: Routledge, p. 10.

Gikandi, Simon. *Reading Chinua Achebe*, London: James Currey, 1991. Innes, C. L. *Chinua*

Achebe, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Irele, Abiola. 'The Tragic Conflict in the Novels of Chinua Achebe' (1967), reprinted in C. L. Innes and Bernth Lindfors (eds.), *Critical Perspectives on Chinua Achebe*, Washington: Three Continents Press, 1978.

Jeyifo, Biodun. 'For Chinua Achebe: The Resilience and the Predicament of Obierika' in Kirsten Holst Petersen and Anna Rutherford (eds), *Chinua Achebe: A Celebration*, Oxford:

Heinemann and Dangaroo, 1990.

Killam, G. D. (ed.). *The Writings of Chinua Achebe* (1969), London: Heinemann, revised edition, 1977.

Quayson, Ato. 'Realism, Criticism, and the Disguises of Both: A Reading ofChinua Achebe's *Things Fall Apart* with an Evaluation of the Criticism Relating to it' in *Research in African Literatures*, 25: 4 (1994).

Stratton, Florence. 'How could *Things Fall Apart* for whom they were not Together?' in *Contemporary African Literature and the Politics of Gender* by Florence Stratton, London: Routledge, 1994.

LA PANORAMA

An International Anthology of Critical Essays on Literatures in English and on Media Culture

Editor-in-Chief
Rituparna Chakraborty

Editors
Shubham Bhattacharjee
Tirna Sadhu
Shantanu Siuli

LA PANORAMA
An International Anthologyof Critical Essays

SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY

La Panorama

An International Anthology of Critical Essays on Literatures in English and on Media Culture

Editor-in-Chief Rituparna Chakraborty

Editors

Shubham Bhattacharjee Tirna Sadhu
Shantanu Siuli

First Published 2023

Swami Vivekananda University Department of English Barrackpore

West Bengal India 700121
Copyright © Reserve

Printed and bound in India by …

All rights reserved. No part of this publication can be reprinted or reproduced or transmitted in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without prior permission from the Author and the Publisher.

Cover Design: Pinaki De ISBN: 978-81-965132-6-9

Price: Rs. 499/-

The Portrayal of Religion in Contemporary Literature
A Comparative Study of Neil Gaiman's ***American Gods*** and Cormac McCarthy's ***The Road.*** ***128***
Sonakshi Mukherjee

Easterine Kire's Poetry is a Living Portrait of the
Initial Christianization of the Nagas: An Appraisal 136
Binoy Dangar

Folk-tales and Collective Localized Cultural Heritage:
A Study of Amitav Ghosh's ***Jungle Nama*** ***142***
Shubham Bhattacharjee

Variability in the Tales of Creation Myths: A Study of Select Evolution Theories 147
Shreyoshi Dhar

Staring into the abyss through a lens- a study of
meta-cultural tropes in Coppola's Apocalypse Now 153
Debarshi Arathdar

The Influence of William Wordsworth on Mamang Dai's Selected Poems 162
Atanu Ghosh

'Celestial lights' in Selected Poems of Wordsworth:
A Study in the Poet's Use of Rhetorical Devices 170
Masadul Islam

Eco-critical Mythology: A Study of Amish Tripathi's Select Novels 178
Anirban Banerjee

Reading Amitav Ghosh's ***Gun Island*** Eco-critically 189
Elham Hossain

An Ecosocial Study of R.K Narayan's ***The Axe*** ***202***
Bisweswar Biswas

Lakshmaner Shaktishel of Sukumar Ray: An Apprisal 211
Aradhana Bose

OUR CONTRIBUTORS 217

Gupta, Kanav, editor. Romantic Poets. Worldview, 2016.

Reese, William L. "pantheism". Encyclopedia Britannica, 16 Jul. 2023, https://www.britannica.com/topic/pantheism. Accessed 23 August 2023.

Wordsworth, William. 100 Selected Poems. Classics, 2022.

'Celestial lights' in Selected Poems of Wordsworth: A Study in the Poet's Use of Rhetorical Devices

Masadul Islam

One of the pillars of Wordsworth's poetic vision is his belief in pantheism, the philosophical perspective that holds that there is a divine presence in every part of the natural World. Wordsworth skillfully infused his lines with the spirit of pantheism through his use of language and structure, forging a strong bond between people and nature. The paper examines the idea of pantheism from a stylistic perspective in a few of William Wordsworth's poems, including '*Tintern Abbey,*' (1798) '*Immortality Ode,'* (1807) *'The World is too Much with us,'* (1807) and *'The Tables Turned.'*(1798) Wordsworth's writings frequently demonstrate a great affinity between nature and the divine, demonstrating his conviction that the natural world has spiritual meaning. This paper seeks to show how Wordsworth uses stylistic devices to portray the idea of nature's transcendence through an analysis of stylistic aspects including personification, hyperbole, imagery, symbolism, repetition, anaphora, parallelism, diction, syntax, etc. The article will illuminate how Wordsworth's stylistic decisions help to portray nature as a divine entity, elevating it to a level of veneration and apotheosis in his poetry by exploring his word choice, vivid imagery, and distinctive sentence structures.

The paper will also delve into a few of these literary techniques, explaining how they contribute to the pantheistic views of the poet and how he uses them to generate awe and reverence for the natural world. It reveals the complex layers of language that Wordsworth used to build a symbiotic relationship between the human spirit and the environment it is surrounded by through an examination of specific textual examples. It tries to identify and examine the particular stylistic components that Wordsworth used in his poems to convey the idea of pantheism. The paper seeks to understand how Wordsworth's use of symbols in his poetry functions as a means of expressing his pantheistic philosophy. This study also examines Wordsworth's diction and tone in order to determine how his poetic language is consistent with pantheistic aspirations.

The Paper reviews and synthesizes previous research, critical evaluations, and scholarly viewpoints on the poems' treatment of the pantheistic concept. This literature study aims to offer a thorough summary of the ideas and interpretations that have developed over time about the

investigation of pantheism in Wordsworth's poetry. The review seeks to contextualize and situate the current study within the larger academic discourse on this topic by looking at a variety of scholarly works.

The autobiographical poetry “The Prelude” (1850) by Wordsworth offers insights into the poet’s thoughts, ideas, and experiences, including his pantheistic beliefs. One can gain a clearer grasp of the poet’s rhetorical techniques by examining particular passages from the poem. The collection of essays in” The Cambridge Companion to Wordsworth,” (2003) edited by Stephen Gill, covers a variety of topics related to Wordsworth’s poetry, nature, and pantheism, as well as his philosophical and spiritual themes that may be useful to recognize and analyze his use of rhetorical devices for expressing pantheism. Stephen Gill’s other works like “*Wordsworth and the Victorians*” (1998) and “*Wordsworth’s Revisitings*” (2011) offer insightful discussion on his pantheistic treatment of nature. A classic article by M.H. Abrams called “*Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature*” (1971) explores the pantheistic and transcendental aspects of Wordsworth’s poetry and other works of Romantic literature. Though there has been exhaustive treatment of the ‘what’ of this process of apotheosis of nature, the ‘how’ is much neglected. So, this paper aims to fill this gap through a stylistic analysis of the select poems mentioned above.

Wordsworth’s poetic insight into the natural world and the human condition is revealed through his strategic use of rhetorical tropes that give his poetry its expressive and emotive resonance. The rhetorical devices that Wordsworth employs elegantly present his ideas in order to appeal to the intellect and emotions of their audience. An examination of the use of these tools and techniques would clarify how they contribute to the poet’s pantheistic philosophy in particular ways. For instance, Wordsworth frequently uses anaphora in his poetry to emphasize the ubiquity of divinity in nature through repetition. Anaphora is used in “Ode to Immortality” (1807) to emphasize how everything is connected in the pantheistic poem. Lines like “Thou art” or “All things” are repeated, for instance, to emphasize and demonstrate the divine’s omnipresence in nature. The concept that the divine is an integral component of the world rather than something separate from it is reinforced by this repetition. Personification, which enables Wordsworth to give human characteristics to inanimate objects, emerges as another crucial tool in his depiction of pantheism. In “*The Tables Turned*” (1798) he writes,

> “Our meddling intellect
> Mis-shapes the beauteous forms of things:
>
> We murder to dissect.” (ll. 26-28)

Wordsworth personifies abstract ideas by assigning “meddling intellect” and the act of “murder” to human activities, serving as a vehicle to show the effects of dissecting and scrutinizing the natural World. Additionally, Wordsworth uses imagery as a powerful instrument in his depiction of Nature to powerfully convey his conviction in the existence of the divine. He uses precise imagery in “*Tintern Abbey*” (1798) to capture the core of Nature’s transcendence:

And I have felt

A presence that disturbs me with the joy Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused. (ll. 94-97)

His pantheistic idea of a divinity permeating all of creation is well communicated through these phrases, which generate a vision of an all-encompassing, intertwined presence. The metaphorical connection between profundity of thought and artistic expression is well carried out through the use of personification, symbolism, exaggeration, anaphora, imagery, and other linguistic devices.

Personification:

The rhetorical technique of giving non-human components human characteristics is known as personification.

Wordsworth personifies nature in "*Tintern Abbey*" to illustrate his pantheistic viewpoint. "Steep and lofty cliffs" are described as having a "presence that disturbs me with the joy / Of elevated thoughts." (ll. 96-97) Here, the speaker gives the cliffs human-like attributes such as presence and the power to make him or her happy. The idea that nature may have a significant emotional impact on how people perceive and feel the world is better communicated with the aid of this personification.

In "*The Tables Turned*" Wordsworth personifies Nature to emphasize its loveliness and spiritual presence:

"One impulse from a vernal wood May teach you more of man,
Of moral evil and of good,

Than all the sages can." (ll. 21-24)

Wordsworth makes the implication that nature has intrinsic wisdom when he attributes to a "vernal wood" the capacity to impart knowledge about human nature.

Wordsworth illustrates his pantheistic viewpoint, which sees divinity in Nature, by personifying Nature as a living, spiritual entity in "*Immortality Ode*":

"Earth fills her lap with pleasures of her own; Yearnings she hath in her own

natural kind,
And, even with something of a Mother's mind." (ll. 78-8)

Here, Earth is personified as possessing “yearnings” and a “mother’s mind,” suggesting that it can provide care and direction for humanity.

To emphasize their importance and relationship to spirituality, Wordsworth personifies the natural elements in “*The World is too Much with us*”:

> “Getting and spending, we lay waste our powers; Little we see in Nature that is
>
> ours;
> We have given our hearts away, a sordid boon!” (ll. 2-4)

Here, “Nature” is personified as possessing things or having the ability to own them, reflecting the notion of Nature as a living thing with free will.

Imagery

Using sensory-stimulating words to conjure up vivid mental images is known as imagery. Wordsworth uses imagery to reinforce his pantheistic beliefs by illustrating the beauty and spiritual

dimensions of nature, as seen in these lines from “*Tintern Abbey*” - “While with an eye made quiet by the power

> Of harmony, and the deep power of joy, We see into the life of things” (ll. 48-50)

The metaphors of an “eye made quiet” and seeing “into the life of things” highlight a deeper understanding of the natural world than is possible through simple observation.

In the poem “*Immortality Ode*” the lines

> “The Rainbow comes and goes, And lovely is the Rose,
> The Moon doth with delight
>
> Look round her when the heavens are bare, Waters on a starry night
> Are beautiful and fair”; (ll. 10-15)

The striking visuals of a rainbow, rose, moon, and starry night draw attention to the allure of nature.

Similarly in the poem “*The World is too Much with us*” the lines “The winds that will be

howling at all hours, And are up-gathered now like sleeping flowers; For this, for

everything, we are out of tune;
It moves us not". (ll. 6-9)

The contrast between the peaceful yet forceful parts of Nature is created by the imagery of "sleeping flowers" and "howling winds," which encourages readers to reflect on their relationship with nature. Metaphor:

"*Tintern Abbey*" is renowned for its vivid and rich use of metaphor to express the poet's feelings. He used the metaphor of "wreaths of smoke" to express the passing of time and the transient aspect of human existence, for example. The "steep and lofty cliffs" represent the difficulties and barriers encountered in life. The "wild secluded scene" stands for the peace and comfort he discovers in nature. Wordsworth uses these analogies to paint a rich and complex picture of his relationship with nature and his own inner sentiments.

In "*Immortality Ode*," the lines - "Our noisy years seem moments in the being / Of the eternal Silence" (ll. 154-155) have used the metaphor of "eternal Silence" to symbolize the length of time and the contrast between our transitory life and the eternal character of the cosmos. Another example of a metaphor is seen in the song "Thou little Child, yet glorious in the might / Of heaven-born freedom," (ll. 121-122) where the child's "heaven-born freedom" stands for the innocence and unadulterated state of childhood.

Wordsworth uses metaphors in "*The Tables Turned*" to contrast the benefits of firsthand knowledge in nature with the limitations of classroom instructions

Anaphora

Anaphora is a literary technique where a word or phrase is repeated for emphasis at the start of subsequent clauses or phrases.

Anaphora is used a several times in "*Tintern Abbey*," adding to the poem's cadence and reflective tone. . One notable example is the repeated use of the phrase "These beauteous forms" in the several lines serves as an anaphora that emphasizes the poet's connection to nature and its impact on his inner thoughts and feelings.

Anaphora in "*The Tables Turned*" is used to emphasize the speaker's thesis about the advantages of first-hand experience over textbook learning.

"Up! up! my Friend, and quit your books; Or surely you'll grow double:

Up! up! my Friend, and clear your looks; Why all this toil and trouble?" (ll. 1-4)

The repeating phrase "Up! up! my Friend" in these lines invites the reader to put down their books and get close to Nature.

"*Immortality Ode*" highlights the cyclical nature of existence and the relationship between childhood and immortality through its use of anaphora. Here's an illustration:

"But for those first affections,

Those shadowy recollections" (ll. 148-149)

The enduring and transformational power of these early memories and experiences are emphasized through the repetition of the phrases "Those first affections," "Those shadowy recollections," "Are yet the fountain light," and "Are yet a master light"

Symbolism:

The poem "*Tintern Abbey*" is full of symbolism and expresses the poet's thoughts on nature, remembrance, and the passing of time. The phrase "wreaths of smoke" stands for the passage of time and the transient character of human existence. "Steep and lofty cliffs": These represent the apex of spiritual and emotional experience as well as life's difficulties and obstacles. "Wild secluded scene": This image represents the peace and tranquilly found in nature as a contrast to the hectic pace of metropolitan life. The concepts of recollection, reflection, and the mystical bond between people and environment are all emphasized by these symbols.

"*Immortality Ode*" explores themes of childhood, memory, and the relationship between the natural environment and spirituality, and is rife with symbolism. The metaphorical "fountain light" represents the illuminating influence of early memories and experiences that continue to direct and mould one's perspective throughout life. The phrase "glory of the rainbow" reflects the ephemeral and transitory character of happiness and beauty in the world, mirroring the transitory character of life itself.

Symbolism is employed in "*The World is too Much with us*" to criticize society's materialism and disconnection. "Getting and spending" suggests that people are overly focused on acquiring wealth and possessions. It symbolizes an excessive attention on material pursuits. "Sea" stands for the wide, powerful natural world in contrast to the constrained, human-centered concerns. These images highlight the speaker's dissatisfaction with society's prevailing norms, where consumerism has eclipsed respect for the natural world and spiritual ties.

The poet uses symbolism in "*The Tables Turned*" to contrast the benefits of firsthand knowledge

with the limitations of classroom instruction. The phrase "Up! Up! My Friend, and Quit Your Books" represents the speaker's call to action, urging the friend to abandon scholastic endeavours and interact with nature

The poem's fundamental message - about the value of firsthand experience, the insights nature may offer, and the limitations of relying entirely on book knowledge—is influenced by these symbols.

Parallelism:

"Parallelism" is the use of related grammatical constructions or linguistic patterns to add harmony and rhythm to writing.

Parallelism appears in "*Tintern Abbey*" in a few places, which helps the poem's rhythm and structure. Here's an illustration:

> "Five years have past; five summers, with the length Of five long winters! and
>
> again I hear
> These waters, rolling from their mountain-springs." (ll.1-4)

The repeating of "Five years," "Five summers," and "Five long winters" in these lines establishes a parallel structure that highlights the passage of time and the poet's return to the same place.

"*Immortality Ode*" employs parallelism to produce rhythmic and well-balanced structures. The following lines provide an example of parallelism:

> " Not in entire forgetfulness,
> And not in utter nakedness,
>
> But trailing clouds of glory do we come From God, who is our home." (ll. 62-65)

The similarity between the phrases "Not in entire forgetfulness" and "Not in utter nakedness" in this sentence serves to highlight the idea of the soul's connection to a higher spiritual dimension and the idea of continuity after death.

Parallelism is heavily employed in "*The Tables Turned*" to produce well-balanced structures and rhythmic rhythms. Here's an illustration:

> "Books! 'tis a dull and endless strife:
>
> Come, hear the woodland linnet, How sweet his music! on my life,
> There's more of wisdom in it." (ll. 9-12)

A balanced rhythm is produced in these lines by the parallel construction of “Books!” and “Come, hear the woodland linnet,” followed by “How sweet his music!” and “There’s more of wisdom in it,” The speaker uses this parallelism to contrast the perceived repetition of literature with the wisdom found in nature.

In the conclusion, a fascinating interplay between nature, spirituality, and human experience is shown through exploring pantheism in William Wordsworth’s poetry from a rhetorical viewpoint. Wordsworth effectively conveys the deep connection he saw between the natural world and the supernatural through the employment of rhetorical elements including imagery, metaphor, parallelism, and symbolism. A rich tapestry of the spiritual resonance of nature and its beauty is expressed through vivid imagery. By portraying nature as a living representation of the divine, metaphors help to bridge the gap between the concrete and the transcendent. Harmony is evoked by parallelism and well-balanced structures, which also reflect the interdependence of nature and humanity. His verses contain carefully woven symbolism that reveals levels of significance and encourages reflection on the true nature of reality.

A doorway to a fuller comprehension of Wordsworth’s poetry is opened by the rhetorical study of his pantheistic viewpoint. The profound oneness he sensed between the material world and the spiritual realm is attested to in his lyrics. Through the use of rhetorical devices, this unity encourages readers to consider their own relationship to nature and spirituality and implores them to find the sublime in the commonplace. The pantheism of Wordsworth is ultimately examined via a rhetorical lens, which heightens our understanding of the poet’s creativity and emphasizes the timeless importance of his writing in helping us achieve a more harmonious relationship with the world.

Works Cited:

Abrams, M. H. *Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature*. New York: W. W. Norton & Company, 1971.

Bate, Jonathan. *Romantic Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition*. London: Routledge, 1991.

Gill, Stephen. *Wordsworth’s Revisitings*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

---------. *Wordsworth and the Victorians*. Oxford: Clarendon Press, 1998

মায়ামৃদঙ্গ : এক বিরল মায়ার খোঁজ

সম্পাদনা

ড. মাধুরী বিশ্বাস

তন্ময় মালাকার

অক্ষর

প্র কা শ নী

Mayamridanga : Ek Biral Mayar Khongh
Edited by Dr. Madhuri Biswas & Tanmoy Malakar

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ
১লা জুলাই, '২০২২

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
গৌতম নন্দী

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

ISBN 978-93-83161-37-9

১৫০ টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা		
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ'	ড. তুষার পটুয়া	৯
অভিকরণ আলকাপ এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস	আজিজুল হক মণ্ডল	২৩
মায়ামৃদঙ্গ ও লুপ্ত আলকাপের সন্ধানে	স্বপনকুমার ঠাকুর	৫০
জাদু পৃথিবীর নারী-পুরুষ : মায়ামৃদঙ্গ	ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়	৬৩
মায়ামৃদঙ্গ : বিভ্রমের দ্বান্দ্বিক— মৃদঙ্গের মায়া	সুমন ভট্টাচার্য	৬৮
মায়ামৃদঙ্গ : ব্রাত্য শিল্পীর জীবনচিত্র	ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৮২
প্রসঙ্গ সমকাম এবং 'মায়ামৃদঙ্গ'	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	৮৯
আলকাপের মায়ামৃদঙ্গ : কল্পবাস্তবের দুনিয়া	ড. মনামী বসু	৯৫
মৃদঙ্গলোক ও মায়ানাট্যের সংস্কৃতি	ড. আত্রেয়ী সিদ্ধান্ত	১০১
মায়ামৃদঙ্গ : নামের অতলে মৃদঙ্গের অনুরণন	প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল	১১০
'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব	ড. মোঃ মিসবাহুল ইসলাম	১১৪
মায়ামৃদঙ্গের বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল	ড. মাধুরী বিশ্বাস	১২৬
'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপের ওস্তাদ ঝাঁকসা (ধনঞ্জয় সরকার)	ড. মোসা. সৈয়দা নাফিসা ইসলাম	১৩৫
মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসের সনাতন মাস্টার : বিরল মায়ার খোঁজে	তন্ময় মালাকার	১৪৫
মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসের দুই 'ছোকরা'	ড. অচিন্ত্য দে	১৫৮
লেখক পরিচিতি		১৬৭

মায়ামৃদঙ্গ : ব্রাত্য শিল্পীর জীবনচিত্র

ড. অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা কথা ও কাহিনির পরিচিত রাজ্যে জীবনসাহিত্য একটি বহুচর্চিত ক্ষেত্র। জীবন সাহিত্যের পটভূমিতে সীমাবদ্ধ জীবনের স্বরূপটি কেবল উন্মোচিতই হয় না। বরং জীবনের বহুমাত্রিক অবয়বকেও ছোঁয়ার সম্ভাবনা এই চর্চার মাধ্যমে জেগে ওঠে। সেকারণেই জীবনচরিতে প্রতিবিম্বিত হয় চারপাশের সমাজ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বিবিধ চাওয়া পাওয়ার আঙ্কিক সমীকরণ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ব্যক্তিজীবনের আশা ও আধ্যাত্মিকতাকে ব্যক্ত করেন সুচারুভাবে তাঁর জীবনকথায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ নিজে পিতার জীবনচরিতে সুনির্বাচিত ঘটনাক্রমে মেনে ধরত চান সেই স্মরণীয় পুরুষের ঐশ্বর্যকে। আবার শ্রীকান্ত উপন্যাসের আখ্যানভাগ ঘটনা ও চরিত্রের বিচিত্র অভিঘাত জীবনচিত্রকে দ্বন্দ্বপূর্ণ করে তোলে। কারণ বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলে কাহিনি। একইভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার জীবন' বাল্য থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর দেখা ও জানা জগতের ছবি তুলে ধরেন। যেখানে ঘটনা ও চরিত্রের আশ্চর্য সমবায়ে গঠিত হয় বস্তুনিষ্ঠ জীবনের এক যথার্থ দলিল। স্বীকার্য যে, লেখকের মানসিক একটি অবদমিত মনোরাজ্য এতে আত্মপ্রকাশের পথকে খুঁজে পায়। সত্যিকথা বলার সাহস দেখালে এই সৃষ্টির পথ নিঃসন্দেহে ভাবীকালের পাঠকের কাছে পুঁজি হয়ে ওঠে।

প্রচলিত ভাবনায় যে-কোনও উপন্যাসকার বা জীবনকাব্যের স্রষ্টা তার সমগ্র জীবনের পরিসরে একটি উপন্যাসকেই যেন রচনা করে চলেন। একথাও একই সঙ্গে মেনে নিতে হয় একজন লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে দিয়ে সেই জীবনবীক্ষার ছায়া নানান ভাবেই যেন ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তাই শিল্পী স্বয়ং সচেতন বা অসচেতনভাবে সারা জীবনব্যাপী সুনির্বাচিত বা গ্রহণযোগ্য ঘটনাগুলিকে একটি জীবন পরিচয় সারিবিন্যাসে হাজির বা প্রক্ষেপণ (Projection) করতে চান। এজন্যে পশ্চিমি এক সাহিত্যবেত্তা এই জীবনগাথাকে 'সমাজ পরিবর্তনের এক বিশেষ উপাদান' রূপে মনে করেন। লেখক তাঁর 'রূটপ্রিন্ট' গ্রন্থে জানান "All autobiographies like all narrative tell one story in place of another."

একালের কোনও কোনও সমালোচক লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে জীবনসাহিত্যের পরিচয়কে উপস্থাপনেই বেশি উৎসাহ দেখান। সেকারণে প্রকৃতপক্ষে চিরকালীন বাঙালি জীবনের ইতিহাস তথাকথিত উচ্চবর্গের হাতে রচিত পাঠমালা। হয়তো বা পশ্চিমেও এই ধারণার কোনও পরিবর্তন ঘটে না। কারণ রোলা বার্থকেও জীবনীরচনাকে নিয়ে লিখতে হয়—

'It is my political right to be a subject which I must protect.'

একদা বঙ্গদর্শনের পাতায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জাতিসত্তা বিভাজনের উপর

সাতটি অনুচ্ছেদ জুড়ে আলোচনা করেন। বাঙালির এই জাতিসত্তাকে চারটি ধারায় বিভক্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই চারটি শ্রেণি বিভাজন হল— প্রথমত উচ্চবর্গের হিন্দু, দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্তবর্গের কায়স্থ বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দু অব্রাহ্মণ, তৃতীয়ত পশ্চাৎপদ অন্ত্যজ শ্রেণির সাধারণ মানুষ আর চতুর্থত বাঙালি মুসলিম সমাজ। এখানে উল্লেখ্য ইতিহাস বা সাহিত্য রচনার ভার মূলত প্রথম দুটি শ্রেণির হাতেই ছিল। এর পেছনে অবশ্যই দীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পটভূমি দায়ী ছিল। জীবন অতিবাহিত করার সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয় আপাত অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের বাসিন্দা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মানুষদের। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতির পোষকতা করেছে সমাজের এই নিম্নবর্গীয় মানুষেরাই। মধ্যযুগের অস্থির বাতাবরণের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের জগতে নারীদের মুখের ভাষা যেমন পাওয়া যায় বারমাস্যায় তেমনি যন্ত্রণাদীর্ণ পুরুষের ছদ্ম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে দেবী চণ্ডীর কাছে গোহারির বর্ণনায়। সাধারণ মানুষের কাতরতা ও অস্তিত্বের গভীর এক সংকট উচ্চকিত ভাষায় ছোটো-বড়ো প্রাণীর আদলে এখানে মানুষই চায় ব্যক্ত করতে। সমসময়ের উত্তাপ সমাজ দেহে কীভাবে আঁচড় কাটছে তার সাক্ষ্য এইসব কাহিনির পরিক্রমায় ধৃত থাকে।

আমরা যেসব কারণে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা মায়ামৃদঙ্গকে নির্বাচিত করেছি তার বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করলে এমন কয়েকটি যুক্তি সাজানো সম্ভব—

১. বাঙালি সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে উপেক্ষিত, অনাদৃত একটি মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এতে ধরা পড়ে।

২. বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে চিনে ও বুঝে নেওয়ার স্বার্থে। শিল্পী ব্যক্তিগত দুঃখ ও বেদনা শেষ পর্যন্ত 'ব্যক্তি আমি'তেই আবদ্ধ থাকে না, পরিণামে এক আমি থেকে 'বহু আমি'র সৃষ্টি করে দেয়। একক ব্যক্তি জীবন হয়ে ওঠে সমষ্টিবদ্ধ মানুষের কথা।

৩. চরিত্র ও ঘটনার টানাপোড়েনে গাথা হয়ে যায় 'মায়ার জগৎ' (ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় সরকারের মতে, এই লোকশিল্প আলকাপ মস্ত বড়ো এক মায়া জাগানো স্বপ্ন।) তাই এই কাহিনির প্রতিভাসে লেখা হয় ট্র্যাজেডির বেদনাদায়ক পরিবেশ; যা চরিত্রদের স্বপ্ন দেখানো ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা রচনা করে।

৪. প্রাথমিক পর্বে এই কথাশিল্পে কোনও নারীর উপস্থিতি নেই। ঘটনার অনিবার্য ধারায় দ্বৈত আকর্ষণ ও বিকর্ষণকে দেখানোর প্রয়োজন স্বয়ং লেখক অনুভব করে চলেন। আর তার ফলেই সামগ্রিক পূর্ণতা নিয়ে আসতে কাহিনিতে প্রয়োজন পড়ে সুধা ও সনাতনের সম্পর্ককে সজীব করে তুলতে।

৫. শুধু ঝাঁকসু নয় কাহিনিতে মিশে যায় মাস্টার বা সাঙাল সনাতনের আত্মকথনের নির্মল প্রকাশ।

কবি কীটস কথিত Negative Capabilities এই মায়ামৃদঙ্গের কাহিনিতে প্রচুর মাত্রায়

প্রকাশিত হয়েছে। চলমান শিল্পীমনের উপর ছোটো-বড়ো দুঃখ ব্যথার স্রোত প্রবল মাত্রায় নাড়া দিয়েছে। ঝাঁকসু ও সহযোগী মাস্টার বা সঙালের জীবনভাবনাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে সেই বাইরের ঘটনার•চাপ। একদা নবনীতা দেবসেন সঠিক অর্থে বলেছিলেন, শিল্পী বা সাহিত্যিকেরা যত বেশি আঘাত পান ততই তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতা উজ্জ্বলতর রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরা এক অর্থে স্বয়ং লেখকের মুখপাত্র। তাঁদের জীবনসিন্ধুতে বিষণ্ণতা ও মায়ামৃদঙ্গে খাঁটি হয়ে ওঠে। তাঁরা সবাই মিলিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারেন—

> দুঃখ সুখের নিত্যধারায়/ পাত্র ভরিয়া নিয়েছি তোমায়/ নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ/ দলিত দ্রাক্ষাসম।

সুতরাং একথা স্বীকার্য সর্বদা যে, সংকীর্ণ বা বৃহত্তর অর্থে দুঃখকষ্ট ও শোকের মধ্যে দিয়ে শিল্পী হৃদয় জারিত হয়ে প্রকাশ পায় শিল্পের এই অমৃতধারা।

মায়ামৃদঙ্গের রচনার সালতামামি নিলে দেখা যাবে কাহিনির বিষয়ভাবনা লেখক সিরাজের আলকাপের স্বর্ণযুগের মধ্যে ঘোরাফেরা করে চলেছে। যার সূত্রপাত বিশ শতকের মোটামুটিভাবে পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী সময়কালে। সর্বত্রই এই সিরাজের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে ৫-৫ বছর কাল জুড়ে আলকাপের অনুষঙ্গ ধরে। স্বভাবজাত রুচিহীনতার বিরুদ্ধে তিনিও স্থানকাল পাত্র অনুযায়ী ঝাঁকসুর মতো লোকশিল্পীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। মুখবন্ধে যে কথা ঘোষণা করেন শিল্পী সিরাজ :

> ...পিকাসো যা পারেন, আমি তা পারিনে। এই উপন্যাস তাই নিতান্ত একটি আত্মবিস্ফোরণ। এর শেষ এখানেই হতে পারে না। এই বই সেই টানা ষাট হাজার ঘণ্টা সময়ের কিছু অংশের প্রতিবিম্ব।

রচনাকালের নিরিখে সাতের দশকের শুরু অগ্নিক্ষরা যুগের ইতিহাস লেখার প্রায় সূচনায় দাঁড়িয়ে লেখক রোমন্থন করেছেন ফেলে আসা আলকাপের স্মৃতিবিজড়িত নানা মুহূর্তকে। স্মরণীয় যে দুয়ের দশকটিতে সমাজ ও মননে নানা পরিবর্তন এসেছে অমোঘ নিয়ম মেনে। এই দুয়ের দশকে ঘটেছে ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধ। আবার সবুজ বিপ্লবের মতো আর্থসামাজিক পরিবর্তনের দিশাও এই সময়ে ঘটেছে। খাদ্য উৎপাদনের অস্থিরতা সংকটকেও ঘনীভূত করে তোলে। মুদ্রার অবমূল্যায়ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সমস্যা গভীরতর করে দেয়। আবারও পাঁচের দশকের শুরুতে ফিরে যেতে হবে; যে সময়ে সরকারিভাবে জমিদারি প্রথা বিলোপের ঘোষণা হয়েছে, ১৯৫১-তে দীর্ঘদিন ধরে এই আলকাপের দলগুলি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে। জমিদারদের কর্মকাণ্ড নির্ভীক আলকাপের শিল্পীরা প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সেগুলি সমস্তই রসপ্রসন্ন চিত্তে জমিদারগণ গ্রহণও করেছেন। কাপ বা কমেডির মাধ্যমে প্রকাশ পায় শিল্পী মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ, যা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আকারে বর্ষিত হয়েছে জমিদারের ব্যবস্থাপনা ও তাদের কর্মচারীগণের আচরণ ধারার উপর। এক ধরনের হীন

মনোভঙ্গির (Infeority complex) বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই শ্রেণির প্রহসনধর্মী সৃষ্টিতে। প্রবল পরাক্রমশালী জমিদারকে আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি আলকাপ।

তাৎক্ষণিক স্বভাবব্যক্তিত্বের জোরে সমসময়ের প্রতিক্রিয়া এই আলকাপের মতো লোকনাট্যে প্রায়শই দেখা যায়। গত শতাব্দীতে যখন দ্বিতীয়বারের জন্যে বঙ্গ বিভাজন হয়েছে তখন মানুষ একে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষোভ এ ক্ষেত্রে আমাদের চিত্তমূলকে নাড়া দিয়ে যায় :

> শিশুকাল থেকেই মনে জাগত আমাদের নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে এক তীব্র ক্ষোভ। দেশভাগের নামে হাজারো হাজারো মানুষকে ভিটে মাটি থেকে ছিন্নমূল করেছিলেন তারা। একদল মূর্খ নেতাদের হঠকারিতার সিদ্ধান্তের শিকার হতে হল আমাদের!

এখানেই গ্রামীণ জীবন নির্বাহকারী আলকাপ শিল্পীরা ওপার ও এপার দুই বাংলার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অনুশাসনে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ শারীরিকভাবে রাখতে গেলে ভিসা বা পাসপোর্ট থাকা একান্তই জরুরি— তাই দুস্থ দরিদ্র এক শিল্পী আলকাপের গান বাঁধেন এভাবেই :

> হায় রে হায়, কেমনে বাঁচাব জান,
> হল হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান।।
> ভাই রাখে না ভাইয়ের মান,
> কেমনে বাঁচাব জান।।
> মোরা হিন্দু ও মুসলমান—
> এক মায়ের সন্তান
> ভায়ের মুখ দেখতে ভাইকে
> ও নারা সব পাসপোর্ট চান!
> কেমনে বাঁচাব জান।

আলকাপের একটি দিক হল অনাবিল হাস্যরসের স্ফুরণ। নিখাদ সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই হাস্যরস উৎসারণে। অনেক সাহিত্য বিশেষজ্ঞের চোখে এই হাস্যরসের উৎস হল সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ ধারার ছবি, যাতে ইতরতার যোগ আছে। তার স্পর্শ থেকেই উঠে আসে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং হাস্যরস।

মায়ামৃদঙ্গের একটি কাহিনিতে হাস্যরসে নির্ভেজাল স্বরূপটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ উন্মোচিত করেন। কাহিনিটি অনেকটাই এরকম— "এক ছেলের মনে সাধ হয়েছে বিয়ে করার। কিন্তু তার পিতা ও মাতা সে ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করছেন না। ছেলেটি প্রথমে তার মাতার কাছে গিয়ে বাবা যে অন্য নারীতে মন দিয়েছেন সে কথা জানাল। আবার বাবার কাছে জানাল মা অন্য পুরুষের সাথে বেশি মেলামেশা করছে— এই ঘটনার

অভিঘাত বিবাদ বাঁধিয়ে তুলল বাবা ও মার মনে বিতণ্ডা যখন দুই প্রবীণ সদস্যের মনে চরম অবস্থায়, তখন তারা জানতে পারল আসলে তাদের কারোরই কোনও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নেই। অবশেষে ছেলেরই এই দুষ্টুমির ফলস্বরূপ তারা ছেলে বিবাহের ব্যবস্থা করে বসল।"

সমস্ত ঘটনার মধ্যে রয়েছে আবেগ ও উৎকণ্ঠিত অবস্থার তাড়না। বাস্তবিকপক্ষে এই লোকনাট্যের Suspense দর্শককে আন্দোলিত করে, শেষ পর্যন্ত নাট্য সমাপ্তির ক্ষণের দিকে।

আলকাপের প্রথমযুগে (লেখক যে পর্বে আলকাপের ধারায় যুক্ত) কোনও নারী বা মহিলাকে নিয়ে অভিনয় হত না। পৃথিবী সমস্ত নাট্যধারায় এই ব্যবস্থা একদা প্রচলিত ছিল। পরে কালের ব্যবধানটি ঘোচার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় এর অভিনয় প্রক্রিয়ায় মহিলারাও। মায়ামৃদঙ্গের মধ্যে সুবর্ন হয়েছে, সঞ্জল সনাতনের দৃকড়ী হয়ে। আলকাপের মায়া জাগানো গান আসলে মায়ামৃদঙ্গে মধ্যে তারাই রচনা করে।

মায়া অবশেষে কায়া রূপ পায়। সনাতন তার গ্রাম সম্পর্কের পরিচিতা এক মেয়ের সাথে আলকাপের দলের মধ্যেই দেখা পায়— সে বিবাহিতা সুধা। মায়ামৃদঙ্গের কাহিনিতে মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজে। লেখক অনেকটাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথার মতো করে গড়ে তোলেন আখ্যানে এক অবৈধ সম্পর্ক সুধা ও সনাতনের। শেষে সঞ্জল সনাতন মোহিনী এই নারীর আকর্ষণে সমাজ ও দল ত্যাগ করে। এখানে নগ্ন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নেন লেখক মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর কথাকাব্যে মায়া শুধু মগ্নচৈতন্যেই আসে না, সেই সঙ্গে স্মৃতির সারণীতে যুক্ত হয় বাইরের মানুষ ও ঘটনার নিরন্তর প্রবাহ; যেখানে প্রতিক্ষণে স্পর্শকাতরতা ও বিভ্রমের দ্বারা মননে ছাপ ফেলে। উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমুদয় রূপকে হাজির করে তার ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা দেখানোর মধ্যেই বৃহত্তর অর্থে শিল্পী বা স্রষ্টার সার্থকতা প্রমাণিত হয়। এখানে স্বভাবসিদ্ধ বাঙালি যুবকের পলায়নপরতার (Escapist Nature) প্রকাশ স্বয়ং সনাতনের আচরণে ধরা পড়ে। মানিকের কুবের তার ব্যক্তিগত ভালোলাগার বা ভালোবাসার ঊর্ধ্বে উঠে কপিলাকে সঙ্গী করে ভবিষ্যতের পথে এগোতে চায়। ঠিক একইভাবে চলমান জীবনপ্রবাহে সুধা ও সনাতন দেহে দাবিকে অতিক্রম করে, দাম্পত্য জীবনের আগ্রহ ও অনাগ্রহে প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে যুদ্ধজয়ের আনন্দে জীবনের ক্ষুরধার স্রোতে মিশে যেতে চায়।

সচরাচর উপন্যাসে দু'ধরনের ভাষার ব্যবহার চলে। প্রথমত ঘটনা বা চরিত্রের অনুষঙ্গে কোনও দৃশ্যবর্ণনা করার ক্ষেত্রে কাব্যিক এক বাতাবরণকে লেখক সিরাজ প্রাণদান করেন আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে চরিত্র তার নিজের মৌখিক কথাবার্তায় সজীব ও সুন্দর করে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রায়োগিক ভাষার মধ্যে দিয়ে রসচমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হন। কাব্যের এই জীবনরসকে বর্ণময় করে তুলতে জগৎ ও জীবনের তির্যক

অভিজ্ঞতার আঁচ একজন মহৎ শিল্পীকে তাঁর বাণী রূপের মধ্যে সংহত করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এক ধরনের মেটাল্যাংগুয়েজ সৃষ্টিতেও সাহিত্যস্রষ্টাকে সাফল্য আদায় করে নিতে হয়। লেখক মুস্তাফা সিরাজের কলম ক্লান্তিহীন জীবনের পথ পরিক্রমাকে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় রসচমৎকারিত্ব দান করতে পারে। মায়ামৃদঙ্গ জুড়ে এর নমুনা ছড়িয়ে আছে।

প্রকৃতির দৃশ্যপট নির্মাণে ভাষাকে মন্ময় করে তোলেন মুস্তাফা সিরাজ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যেতে থাকে, প্রকাশভঙ্গিতে আসে বৈচিত্র্য মানবায়িত প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান দখল করে। সনাতনের মনের কোণে সঞ্চারিত হয় আবেগবিহ্বলতা—

> চমকে দ্যাখে, সুবর্ণ তার হাতটা আলগোছে নাড়াচাড়া করছে। আসরে সামিয়ানার ছায়া— একটু আগে রোদ পড়ছিল। ছায়ার মধ্যে নিস্পন্দ শব্দহীন একটা সাগর— তাতে ভেসে আছে পদ্মফুলের মত সুবর্ণের মুখটা। পুরুষ? অসম্ভব।... মনের ভিতরে মন আছে। সেই মনের গভীরতর ছায়ায় কার চলাফেরা— কার ঘুম থেকে জেগে ওঠা টের পায়। সনাতন ভাবে আস্তে আস্তে তার শরীরটা ভারি লাগে। ক্লান্ত লাগে, রাতজাগা শরীর প্রতিবারের মতো কী একটা দাবি করছে। সে বুঝতে পারে দাবি মিটছে না বলেই যেন এই রকম খারাপ লাগা, এই ক্লান্তি।"

এই দৃশ্যকে মনের মাধুরী দিয়ে প্রকাশের অব্যবহিত আগেই এই সনাতন সুধাকে প্রত্যক্ষ করে :

> তবে আজ এ সুধা সে সুধা নয়। দেহমনে বিস্তর ফারাক এখন। সুধার দেহটাই চোখে এল বেশি। সে মন নেই দিন ভার সেই মন, তার যে স্মৃতি নিয়ে পালিয়েছে পিছনে। দিন যত আসছে, সুধাকে মেরে যেন তার, দেহটাই বুদ্বুদের মতো মোটা করে ফেলছে।

পক্ষান্তরে এক পড়ন্ত বিকেলে শান্তিনিকেতনের পথে ঝাঁকসু রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েন, তাঁর কণ্ঠে ভেসে ওঠে আলো আর আঁধারের সংঘর্ষের দৃষ্টি :

> আমরা যত মাঠের কবি তুমি রাজসভার
> ধন্য ধন্য বিশ্বকবি বিশ্বেরো মাথার।।
> (আমরা) ছোটো লোকের ছোটো কবি
> বড়লোকের তুমি রবি
> দশদিক যদি করলে আঁধার
> হায় গো আমরা কেন অন্ধকার।।

ভাষা নিয়ে বিমূর্ত শিল্পরচনার কথা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ভেবেছেন। মহৎ শিল্পীরা কবিতার মধ্যে দিয়েই শিল্পের প্রসাদগুণকে ধারণ করেন। সেটা বিরল নয় তাঁদের রচিত রচনায় বা দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে। আসলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সেই জাতের শিল্পী।

কারণ বৃহত্তর অর্থে 'সমাজ পরিবর্তনের দায়' তিনি নিতে পারেন না। সেই কাজ প্রকৃত অর্থেই একজন সমাজসংস্কারের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গে'র মধ্যে দীর্ঘদিনের চেনা বা জানা জগতের ছবিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। আবার এই লেখকই অধমর্ণ হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিকে'র নাম ও চরিত্রকেও নিয়ে এসেছেন। পরিশেষে শুধু বলা চলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সাহিত্যের মূল তাৎপর্যটি চমৎকারভাবে—

জীবনে জীবনে যোগ করা
না হলে ব্যর্থ হয় এপণ্যের পসরা।

মায়ামৃদঙ্গ প্রগতিশীলতার পথে কতটা লোকজ শিল্পীদের অগ্রবর্তী করে নিয়ে গেছে সেটা সমাজতাত্ত্বিকরাই ভাববেন। আমাদের মতো পাঠকেরা শুধু নন্দিত হব এই ভেবে যে, এই জীবনীসাহিত্যের ধারায় মায়ামৃদঙ্গ এক নবতম সংযোজন। আর এই জীবন আলেখ্যটি কতটা সজীব ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে তা কুশলী ও নির্মাণ দক্ষ সাহিত্যিক হিসেবে স্বয়ং লেখক সিরাজ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত যেন আমাদের কাছে তুলে ধরেন মায়ামৃদঙ্গের মধ্যে।

সমস্ত তথ্যসূত্র ও উদ্ধৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখানে দুটি গ্রন্থের আশ্রয়ে নেওয়া হয়েছে

১. মায়ামৃদঙ্গ— মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা
২. মুসলিম চিত্রকলার আদিপর্ব এবং অন্যান্য— ঐ

ISSN 2320-3498

ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪২৯

উদার আকাশ

২১ বর্ষ, সংখ্যা ২য় ● ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

উদার আকাশ

সৃজন সাহিত্যের একটি পিয়ার রিভিউড ষাণ্মাসিক দ্বি-ভাষিক রিসার্চ জার্নাল
২১ বর্ষ, সংখ্যা ২য় । ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা ১৪২৯ । ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

'Udar Akash' A Peer Reviewed Half Yearly Bilingual Research Journal
Vol. 21, Issue 2 | Eid-Saharad Festival Issue 2022 | 15 September 2022

ISSN 2320-3498

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ
মৌসুমী বিশ্বাস

সম্পাদক
ফারুক আহমেদ

সহ-সম্পাদক
মৌসুমী বিশ্বাস
রাইসা নূর

মূল্য : ৫০.০০

Owned, Published & Printed by Faruque Ahamed, Published from Ghatakpukur, PO Bhangar Gobindapur, PS Bhangar, Dist South 24 Parganas, Pin-743502, WB, India. Mobile: 9733974498.

Printed at Raj Press, PS Bhangar, Dist South 24 Parganas, Pin-743502, WB, India. Editor Faruque Ahamed, Mobile: 9830992950

Udar Akash, B 15/22, PO Kalyani, Dist. Nadia-741235, WB.

সম্পাদকীয় ৩
সুবোধ সরকার-এর একগুচ্ছ কবিতা ৪
ব্রাত্য বসুর অনন্য 'দুটি নাটক' ❑ বর্ণালি হাজরা ৫
বাঙালি জীবনে প্রত্যাশা ও নিরাশা ❑ মইনুল হাসান ৮
নির্যাতিতা নারীর পাশে কবি সুবোধ সরকার ❑ তরুণ মুখোপাধ্যায় ১২
কবি এম নাজিম ও তাঁর কাব্যভাবনা ❑ অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
নাজাতের পথ ❑ মহিউদ্দিন সরকার ১৫
মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ :
এক মহাজীবন ❑ জহির-উল-ইসলাম ১৮
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সাহিত্য সাধনার সাংগঠনিক স্বরূপ ❑ মো. মনিরুল ইসলাম ২২
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের পথ চলার আদর্শ সূর্যপথ ❑ প্রমথনাথ সিংহ রায় ২৯
নদী-ভাঙন তত্ত্ব এবং সাত্যকি হালদারের *ইছামতী নদীর পালা* ❑ শুভেন্দু মণ্ডল ৩১
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মুসলিম সমাজ এবং লোকায়ত জীবন ❑ আজিজুল হক মণ্ডল ৩৯
সৃজনে স্মরণে থেকে গেলেন এম সদর আলি ❑ রেজাউল করিম ৪৯
ওমর খৈয়াম : বিজ্ঞানের বালুকাবেলায় কবিতার ফুল ❑ আজাহার হোসেন ৫১
সমাজ বাস্তবতার বহুমাত্রিক প্রতিবেদন : আনসারউদ্দিনের গো-সেরামের পাঁচালি ❑ সোমা দেব ৫৬
রমাপদ চৌধুরীর গল্পের নারীরা ❑ মিলন মণ্ডল ৬২
সাধক জীবনগাথা : 'তু কানে কালাদিজি সাদা কাপড়ে...' মায়া নদীর চরে বসে,
একলা আশ্রমে গান বাঁধতেন বৈষ্ণব সাধক কাজী নূরুল ইসলাম ❑ রাধামাধব মণ্ডল ৬৫
উপাস্য নিবেদনে গীতাঞ্জলি কাব্য ❑ ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম ৬৮
দেশান্তরিতের আখ্যান প্রসঙ্গ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাস ❑ তানবীর শরীফ রব্বানী ৭৩
শৈলজানন্দের উপন্যাসে শহর জীবনকেন্দ্রিক দাম্পত্য সংকট ❑ শান্তনু প্রধান ৭৮
আশুতোষ দাসের ছোটোগল্পে সমাজ বাস্তবতা: নিবিড় পাঠ ❑ ইয়াসমিন নেহার ৮০
The Relevance of Ibsen Studies in Bangladesh Context ❑ Tanjila Akhter ৮২

কবি এম নাজিম ও তাঁর কাব্যভাবনা

অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতা মৌলিক কথা উপরে দাঁড় করাতে চান নিজেদের কবিকল্পনাকে। বস্তুগত অনুভবের ধারা স্মৃতির আগে এসে নতুন অভিজ্ঞান দান করে এই চৈতন্যকে। তাই শব্দের মামুলি মেলবন্ধন, মাহপুরাণের প্রতিশ্রুতি নয়। বরং ঢের বেশি সত্যি হয়ে ওঠে একালের কাব্যনির্মাণের কাছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ যা তাঁর ও তাঁর চারপাশের সংবেদনশীল মনকে নাড়া দিতে পারে। প্রকাশশৈলীর চমৎকারিত্বে এখনো আধুনিক বাংলা কবিদের চলনে ফুলেছে ছন্দে সময় তার স্পন্দন। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞানে তাঁর অগ্রজ বিষ্ণু দের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্বনি ঝংকার রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। মৃত্যুর দীর্ঘদিনের শেষে জীবনানন্দ দাশকে পুনরাবিষ্কার করেছে বাঙালি পাঠককুল সেই কাব্যভাষার এক মোহনীয় লাবণ্যকে লাভ করতে গিয়ে। যা জীবন্ত, চলমান বিশ্বের বিশেষ অভিজ্ঞতার পুঁজি পাঠকের হাতে তুলে দেয়।

কবিতার সঠিক প্রজ্ঞা নির্দিষ্ট চিন্তা অ্যারিস্টটল থেকে আনন্দবর্ধন নানা বীক্ষণ খুঁজতে চেয়েছেন। ভাববাদীরা নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের কথা বললে, বস্তুবাদীরা চান জীবনকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাতে। সে নিয়ে কবিকুলের মধ্যেও দ্বন্দ্বের শেষ নেই। তবে কবিতা যে ভাবরাজ্যের আত্মমগ্নতার ফসল হয়ে ওঠে তা সর্বকালের কবি ও শিল্পীরাই মেনে নেন। অবসর নির্মাণে চাতুরী বা কবিকল্পনা আরোপিত করা কখনই সৎ কবির লক্ষণ নয়। ভাবের দুরূহতা মুক্ত, চিন্তনের গভীরতাযুক্ত কবির কাছে আদর্শ গ্রহণযোগ্য বস্তু হয়ে ওঠে। অবশ্যই একজন মহোত্তম কবি বস্তুরসের আশ্রয়ে বস্তু অতিক্রমী ব্যঞ্জনাকে বহন করে চলেছেন। তাঁর কবিতার থেকে ভেসে উঠবে নতুনতর আভাস বা অনুরণন। তাই বিশিষ্ট কবিপ্রতিভা প্রচলিত ভাষাকে আশ্রয় করে সমকালের বিশেষ প্রকাশের ভাষাকে খুঁজে পেতে পারেন। শব্দচয়ন, চিত্রকল্প নির্মাণ কবির মৌলিকতা চিহ্নিত করে দেয়। ঠিক যেমনভাবে আমাদের চোখের সামনে কবি এম নাজিম হাজির হতে চান তাই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে কবি নিবিড় আবেগে উচ্চারণ করতে চান—"আছি মাটির কাছাকাছি/অভাবে দারিদ্রে মাখামাখি"—তখন কৌতূহলী হতে হয় আমাদের। আবেগে অতিরিক্ত দরদী মনের উচ্চারণ নানান কবিতার চিত্র উপাদানে প্রকাশ পেতে থাকে। এই সারিতে স্থান পেতে পারে উলঙ্গ অক্ষরা, ছাতা প্রভৃতি কবিতা। জীবনের উপলব্ধি থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সারকথা এই কবিতা সমূহে পুষ্টি এনে দিয়েছে।

এম নাজিম

ধর্ম-জাতি-বর্ণের নাগপাশ থেকে তাঁর কাব্যচেতনায় সংবেদনশীল উদার এক অসাম্প্রদায়িক চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। যেমন 'গাছ-পাথরের কথা মালা' কবিতাটি এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গাছ ও পাথরের পূর্বতন মালিক নিজস্ব সংস্কার বশে ভক্তি ও পূজার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায়। বর্তমানে মালিকানা পুণ্যার্থীদের হাতে কবির হাতে এসেছে, তিনি তার 'ছায়ায় মায়ায় হাওয়ায় শীতল' হন। আর মনে লালন করেন তাদের অশেষ সহানুভূতি ও 'ধর্মমুক্ত' এক মানবতাকে।

বর্তমান সম্পর্কের অস্থির পরিমণ্ডলে কবি ও মানসিকভাবে অস্থির সময়ের বাসিন্দা হয়ে পড়েন। তার অনুকবিতা 'বিস্ময়ে', 'উত্তাল' প্রভৃতি কবিতায় কবি মনের সেরা সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। এই প্রশ্নচিহ্ন সংকটের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির পাঠশালায় পাঠ নিতে চান কবি। সেই দুঃসময়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে অতিক্রান্ত সময় ও সমুদ্রই পারে উত্তাল পরিস্থিতিকে শান্তি দিতে। "আমি তুমি এবং সময়ের রথ" কবিতায় আশ্বাসের সমর্থন চান কবি। কিছুটা অংশ উদ্ধার না করে লোভ সামলানো গেল না—

"দুর্ভিক্ষময় সেইপথ পার হতে
সময়ের রথ থেকে পরস্পরকে বাড়িয়ে দিই হাত।
হাতে হাতে পায়ে পা আমি তুমি হাঁটতে থাকি,
জন্মাবধি দৌড়াতে দৌড়াতে"

আজন্ম দুঃখলালিত যে জীবন কবি ও শিল্পীর কাছে বিশেষ সার্থকতা। শব্দ ও কবি চৈতন্য যুগপৎভাবে কবিতার অন্তরাত্মাকে নির্মাণ করেন কবি এম নাজিম। তার ফলে জীবন্ত বিশ্বাসচেতনার স্পর্শ দিয়ে কবি উদ্ভাবন করতে পারেন নিঃশব্দ অবসাদটি। যেমন তাঁর লেখা 'কবরের জোর' কবিতায় পাই ইচ্ছা ও কল্পনার সফলতা নিয়ে মানসিক স্বপ্নবিশুদ্ধ অবস্থার প্রতিধ্বনি। অভিজ্ঞতার আলোয় স্নাত কবি নাজিমের কাব্য পরিকল্পনায় তাই যেমন ফুটে ওঠে সমকালীন মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চারণ, তেমনি প্রকাশ পায় তাতে স্বার্থকুটিল পৃথিবীর আগুন নেভানোর উদ্যোগ। কখনো এই কবির নির্জন মনের পরিধি থেকে জন্ম নেয় মুখ ও মুখোশের খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। এম নাজিম তাই 'অসমাপ্ত স্কেচ' কবিতায় নিখুঁত মানুষের মুখকে আঁকতে গিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আসলে জটিল সমস্যাদীর্ণ আমাদের এই বিশাল সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ব্যক্তিচেতনা বড় বেশি গোলমেলে সমীকরণে চলতে অভ্যস্ত। মানুষের প্রকৃত সুখের সন্ধান করা দুঃসাধ্য জেনে তা অসমাপ্তই থাকে। মানুষের জীবনসংঘাত টানাপোড়েনের মাঝে কবি দৃষ্টিতে নাজিম প্রত্যক্ষ করেন, মানুষের অবস্থান এক নিরাশ্রয় ছাতাহীন বিশ্বের মাঝে। তাই দেখা যায় সাধারণ ছাতা বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে মানুষের অন্তহীন দুঃখের সাতকাহনকেই তুলে ধরেছে। সমগ্র কবিতায় অনন্তর ব্যঞ্জনার জন্য কবি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

ভাবকে সংহতি দানে রোমান্টিক কবি নাজিম সিদ্ধহস্ত হতে পারেন। একই সঙ্গে আঞ্চলিক বিষয় চিন্তা কাব্যের খোরাক আরো বাড়িয়ে দেয়। ভালোবাসার আবেগকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার জন্য মানিনীর মানকে প্রকাশ

তুলনা হয়েছে লতার সাথে—

আনাড়ী নাড়ী ঝনঝন বাজে তোমরা মৌটের বাঁশী
মুখ-গোমরা করেছে বউ দু'দিন উপবাসী
সর্বনাশীর দিঘাগভাবী জল ছোঁবে না।

কিংবা গীতিকবিতার সম্মোহন জাগিয়ে তুলেছেন কবি 'আড়ি' কবিতায়। নানান প্রচলিত দেশি শব্দের ব্যবহারে চমক প্রদ ধ্বনিবৈভবের সাথে চিত্রকল্পনা ঘনীভূত হয়ে প্রকাশিত হয়। ছড়ার ক্রতিনন্দন বেগকে আগলে রেখে কবিতার নিঃসরণ আমরা পাই এই রচনাটিতে—

আসতে কথা যেতে কথা তাবৎ লোকের মাথা ব্যথা
ধমকে ওঠে ভারী বাতাস মেজাজ বলিহারী।
মেঘডুম্বুর শাড়ি মেঘডুম্বুর শাড়ি
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি হাজার মাইল আড়ি।

আধুনিক কবিতার গীতিপ্রাণতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকেই বলে থাকেন, কবির চিন্তা প্রবাহে বিষয়ের মায়া রূপ থেকে রূপান্তর সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধানে ঘটে চলবে। কবি এম নাজিমের কাব্যকল্পনায় এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কখনও তিনিটি প্রাম পংক্তিতে সমাপ্তি ঘটে একটি স্তবকের, পরবর্তীতে অন্য প্রসঙ্গের ঘটে অবতারণা। যেমন 'পাঠশালা' কবিতাটিতে দেখতে পাই। আশা ও নিরাশার সুতোর উপর স্থান পাওয়া জীবনের উৎকণ্ঠা এতে এসেছে। আপাতিক অর্থে কবির বিশ্বাসবোধহীনতা প্রকট হতে পারে কিন্তু চরম মুহূর্তের মুখোমুখি আশার আভাসটুকুও তিনি হারাতে নারাজ। তাই নির্বিকল্প চিন্তা নিয়ে বলতে পারেন জানালা নেই/কপাট নেই/নির্বিকার।

ইম্প্রেশনিস্টদের স্টাইল বিষয়ের অনুসরণে লক্ষ করা যায় যে নীতিতে শব্দের প্রথমাংশে জোর আরোপিত করে উচ্চারণ করার প্রবণতা। যেমন—

অযাচিতভা হয়ে চোখে চোখে কথা সঙ্গে সঙ্গে সোনা
জ্যোৎস্না ছাড়া আর কোন কাজ নেই আজ আমার।

শব্দচয়নের প্রয়োগে বিশেষ অতিরিক্ত একটি অর্থকে বহন করে আনেন কবি। তাই অনুভবের প্রগাঢ়তা কবি ভাবনায় ও কাব্যদেহে সঞ্চারিত করতে কবি নাজিম সক্ষম। শব্দভার থেকে নির্মল কবির কল্পনায় সেই তাৎপর্য বিশেষ রূপ নিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত পংক্তি প্রতিশ্রাব্যতার হানি ঘটায়, যদিও ভাবের সম্পদে ও মননের নিটোল গভীরতায় সহজেই এক সংকেতের উচ্চারণ তিনি করতে পারেন—

বেলা গড়িয়ে পূব থেকে পশ্চিমে যায়
পাখিরা, তোমার ভালোবাসার সাথীরা
কেউ আছে হতাহত, ঘরোঘরো
তাদের জন্য কিছু করো।

এই হাদা সুরে পাঠকের হৃদয়ে নাড়া দেয়, নিভৃত আবেদন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মথিত করে। কাব্যের প্রকরণে স্পষ্টতই এক অভিনব অন্ত্যমিলের সন্ধান করেন নাজিম। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের হয় চরণে উচ্চারণপংক্তিতে ধ্বনিসাম্যতা লক্ষ করা যায়। ছন্দোময়তে ভাবনারঙ্গ এতে কাব্যে খেলা করতে শুরু করে। সচেতন প্রয়াসপূর্ণ ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে না ধরে শব্দচয়নে বিচিত্র পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে পড়ে তার কবিতা। অন্য কারের ভাষায়, অনুপ্রাসে কবি নাজিম উল্লেখনীয়ভাবে যত্নবান, তাঁর কাব্যে উৎসাহ সচেতন পাঠকের চোখে পড়বে। 'গাছ-পাথরের কথামালা' কাব্যগ্রন্থটি 'উদার আকাশ' থেকে প্রকাশিত।

'উদার আকাশ' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত
বিশিষ্ট সাংবাদিক মোশারফ হোসেন-এর দুটি গ্রন্থ সংগ্রহ করুন

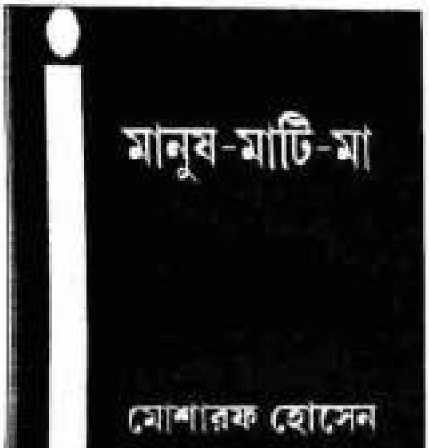

প্রবন্ধ সংকলন
'মাটি-মানুষ-মা'

উপন্যাস
'কাঁচপোকার টিপ'

Domestic Tourism and Hospitality Management

Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic

Editors
Debasish Batabyal | Dillip Kumar Das

CRC Press
Taylor & Francis Group
APPLE ACADEMIC PRESS

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

DOMESTIC TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT

Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

DOMESTIC TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT

Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic

Edited by

Debasish Batabyal, PhD
Dillip Kumar Das, PhD

APPLE ACADEMIC PRESS

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press Author Copy

First edition published 2023

Apple Academic Press Inc.
1265 Goldenrod Circle, NE,
Palm Bay, FL 32905 USA

760 Laurentian Drive, Unit 19,
Burlington, ON L7N 0A4, CANADA

CRC Press
6000 Broken Sound Parkway NW,
Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 USA

4 Park Square, Milton Park,
Abingdon, Oxon, OX14 4RN UK

© 2023 by Apple Academic Press, Inc.

Apple Academic Press exclusively co-publishes with CRC Press, an imprint of Taylor & Francis Group, LLC

Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the authors, editors, and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors, editors, and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged, please write and let us know so we may rectify in any future reprint.

Except as permitted under U.S. Copyright Law, no part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers.

For permission to photocopy or use material electronically from this work, access www.copyright.com or contact the Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. For works that are not available on CCC please contact mpkbookspermissions@tandf.co.uk

Trademark notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks and are used only for identification and explanation without intent to infringe.

Library and Archives Canada Cataloguing in Publication

Title: Domestic tourism and hospitality management : issues, scope, and challenges amid the COVID-19 pandemic / edited by Debasish Batabyal, PhD, Dillip Kumar Das, PhD.
Names: Batabyal, Debasish, 1978- editor. | Das, Dilip Kumar, 1974- editor.
Description: First edition. | Includes bibliographical references and index.
Identifiers: Canadiana (print) 20220280894 | Canadiana (ebook) 20220280932 | ISBN 9781774910566 (hardcover) | ISBN 9781774910573 (softcover) | ISBN 9781003283331 (ebook)
Subjects: LCSH: Tourism—Management—Case studies. | LCSH: Hospitality industry—Management—Case studies. | LCSH: COVID-19 Pandemic, 2020-—Economic aspects—Case studies. | LCGFT: Case studies.
Classification: LCC G155.A1 D66 2023 | DDC 910—dc23

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

CIP data on file with US Library of Congress

ISBN: 978-1-77491-056-6 (hbk)
ISBN: 978-1-77491-057-3 (pbk)
ISBN: 978-1-00328-333-1 (ebk)

Non Commercial Use

About the Editors

Debasish Batabyal, PhD, has been teaching travel and tourism management at the Department of Travel and Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal, India. A postgraduate in Business Management with a specialization in tourism from the University of Burdwan, Dr. Batabyal received his doctorate degree from the same university. His areas of research interest include e-tourism, sustainable tourism and social solidarity economy, and destination development and planning. He has written two books and edited two more with reputed international publishing houses. He has published a number of research articles in internationally reputed journals of social science, including the *Indian Journal of Marketing, South Asian Journal of Tourism and Heritage, IJARBEST, Journal of Emerging Technologies and Research*, and also in various edited volumes. He has also co-authored a chapter in District Human Development Report (UNDP and Govt. of West Bengal) and District Gazetteer Report (Govt. of West Bengal). In recent times, he has been awarded ILO's South-South Triangular Cooperation (SSTC) scholarship to participate in the 11th Social and Solidarity Economy Academy in Madrid, Spain.

Dillip Kumar Das, PhD, is Associate Professor and Head of the Department of Tourism Management, The University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India. He has been associated with this university since 2005. He has also served as Associate Professor and Head of the Department of Department of Tourism Management Sikkim Central University, Gangtok, Sikkim, India. The author has 20 years of teaching experience in business programs and more than 13 years of research experience. So far, six PhD scholars and one MPhil scholar have been awarded degrees under his supervision and guidance. Dr. Das has contributed over 48 research papers in reputed national and international

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

refereed, peer-reviewed journals and proceedings and has edited three research handbooks from Springer, IGI-Global USA, and Apple Academic Press. Dr. Das has also published a textbook on tourism management with Sage Publications. He is a reviewer for several refereed journals of international repute. His areas of research interest include eco- tourism, tourism impact studies, travel agency management, and international air fare and ticketing.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Contents

Contributors .... *ix*
Abbreviations .... *xi*
Acknowledgment .... *xiii*
Preface .... *xv*

1. **Resiliency or Regression? A Case Study Analysis of the Impact of Coronavirus (COVID-19) on Tourism-Dependent Economies in the United States** **1**
Maryann Conrad and Erika Cornelius Smith

2. **Recent Perceptions on Tourism Happiness Index Due to the Coronavirus Pandemic** **29**
Debasish Batabyal and Chanchal Dey

3. **Tourist Perception on Quality Dimensions in the Hotel Industry in Tagore's Shantiniketan** **39**
Somnath Chatterjee

4. **Impact of the COVID-19 Health Crisis on Mass Tourism and Flight Shame Protest Movements** **51**
Jocelyne Napoli and Sébastien Dépasse

5. **Indian Tourism Business amid the COVID-19 Pandemic: An Economic Outlook** **69**
Rajdeep Deb and Pankaj Kumar

6. **Analysis Based on the Industry of the Hotel Sector in Mexico: Posadas Case** **81**
José G. Vargas-Hernández and Kurt Tonatiuh Winkler Benítez

7. **Revisiting Alternative Tourism and Excursion Destination Market in India: An Assessment amidst the COVID-19 Pandemic** **97**
Debasish Batabyal, Dillip Kumar Das, and Rama Verma

8. **A New World During COVID-19: Employability Skills in Tourism, Hospitality, and Events Organizations** **111**
Janice Scarinci, Josephine Pryce, and K. Thirumaran

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

9. Greener Recovery from Pandemic Effects: Development of a Sustainable and Resilient Destination Economy 135
Prasenjit Kumar Mandal and Premangshu Ckakrabarty

10. A Study of Consumer Awareness for Green Tourism in New Normal India 149
Pratim Chatterjee and Shatrajit Goswami

11. Uttar Pradesh Tourism Policy 2018: How Effective and Efficient Can It Be? 163
Abhimanyu Awasthi and Akshay Nain

12. Pandemic 2020 and Its Effects on the Tourism Industry and the Livelihood of Households of the Sundarbans, India 175
Sankar Kumar Mukherjee

13. COVID-19 Outbreak and Its Impacts on Selling of Temple Foods: A Study Based on Lord Ananta Basudev Temple, Bhubneswar, Odisha 191
Susanta Ranjan Chaini

14. Evaluating the Role of Government for Promoting Buddhist Tourism after the COVID-19 Pandemic with Special Reference to the State of Bihar, India 207
Tripti Kumari

Index 233

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Contributors

Abhimanyu Awasthi
Amity School of Hospitality, Amity University Haryana, India

Debasish Batabyal
Amity Institute of Travel & Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal, India

Kurt Tonatiuh Winkler Benítez
Maestría en Negocios y Estudios Económicos, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Periférico Norte 799 Edif. G201-7 Núcleo Universitario los Belenes, Zapopan, Jalisco 45100, Mexico

Susanta Ranjan Chaini
Faculty of Hotel & Tourism Management, SGT University, Gurugram, Haryana, India

Pratim Chatterjee
Amity University, Kolkata, West Bengal, India

Somnath Chatterjee
Department of Management and Business Administration, Aliah University, ll-A/27, Action Area II, Newtown, Kolkata 700156, West Bengal, India; E-mail: writesomnath@gmail.com

Premangshu Ckakrabarty
Visva-Bharati, Shantiniketan, West Bengal, India

Maryann Conrad
Nichols College, Dudley, Massachusetts

Dillip Kumar Das
Department of Tourism Management, University of Burdwan, India

Rajdeep Deb
Department of Tourism & Hospitality Management, Mizoram University, Aizawl, Mizoram, India

Sébastien Dépasse
University of Toulouse, Toulouse, France

Chanchal Dey
Department of Humanities, College of Engineering and Management, Kolaghat, West Bengal, India

Shatrajit Goswami
SRM University, Gangtok, Sikkim, India

José G. Vargas-Hernández
Departamento de Administración, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad de Guadalajara, Periférico Norte 799 Edif. G201-7 Núcleo Universitario los Belenes, Zapopan, Jalisco 45100, México

Pankaj Kumar
Department of Tourism & Hospitality Management, Mizoram University, Aizawl, Mizoram, India

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Tripti Kumari
Department of Tourism Management, The University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India;
E-mail: triptitiwaridas@gmail.com

Prasenjit Kumar Mandal
Dumkal College, Murshidabad, West Bengal, India

Sankar Kumar Mukherjee
Amity Institute of Travel and Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal, India

Akshay Nain
Amity School of Hospitality, Amity University Haryana, India

Jocelyne Napoli
University of Toulouse, Toulouse, France

Josephine Pryce
James Cook University, Townsville Campus, College of Business Law & Governance,
Building 28, 1 James Cook Drive, Townsville QLD 4811, Australia

Janice Scarinci
James Cook University, Townsville Campus, College of Business Law & Governance,
Building 28, 1 James Cook Drive, Townsville QLD 4811, Australia

Erika Cornelius Smith
Nichols College, Dudley, Massachusetts

K. Thirumaran
JCU Singapore Business School, James Cook University Singapore, 149 Sims Drive,
SGP 378380, Singapore

Rama Verma
Mayabati College, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Abbreviations

ACCI	Australian Chamber of Commerce and Industry
ADR	average daily rates
AGFI	adjusted goodness of fit index
ANTA	Australian National Training Authority
BCA	Business Council of Australia
BDCA	Business Deans Council of Australia
BMV	Mexican Stock Exchange
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CMIE	Center for Monitoring Indian Economy
CPH	common private hotels
DEST	Department of Education, Science, and Training
DGAC	Direction Générale de l'Aviation Civile
EFA	exploratory factor analysis
EP	evaluated performance
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
FNAM	Fédération Nationale de l'Aviation Marchande
FNE	France Nature Environment
GDP	gross domestic product
GFI	goodness of fit index
GH	government hotels
GIS	Geographical Information System
HEA	Higher Education Academy
HHI	Herfindahl-Hirschman index
IS	industry sector
ITDC	Indian Tourism Development Corporation
IUCN	International Union for Conservation of Nature
JICA	Japan International Cooperation Agency
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin
KPIs	key performance indicators
MSA	measure of sampling adequacy
NGOs	nongovernmental organizations
NRV	net realizable value
NS	national segment

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

OR	occupancy rates
PSH	private star hotels
RAC	Réseau Action Climat
Rev	revenue
RevPAR	revenue per available room
RMSR	root mean square residual
RQ	research questions
SES	social-ecological system
STN	Sustainable Tourism Network
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WTTC	World Travel and Tourism Council
WTO	World Tourism Organization
ZAD	Zone d'Aménagement Différé

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Acknowledgment

First and foremost, we thank our parents for their unending inspiration and for standing beside us throughout our careers and while we were editing this book. We also acknowledge the role of our other family members, because they have shared a large part of our responsibility, even if it was indirect in nature. In fact, we have taken more than a fair share of our time due to them, especially the children.

Dr. Debasish fondly remembers his wife, Proma, who shouldered a great responsibility of taking care of the family.

Dr. Dillip wishes to express his thanks to his wife, Tripti, who is amazingly accommodative in nature.

Together we acknowledge the contribution of our children, Gayetree, Pratyush, and Nachikate, while editing this book.

Last but not the least, we hereby acknowledge the help of all the experts and staff at Apple Academic Press. We wish to put on record the timely guidance and cooperation we received from Sandra Sickels and Ashish Kumar.

We owe heartfelt gratitude to the contributors of all the chapters for their scholarly efforts and interest for the book *Domestic Tourism and Hospitality Management in Asia; Impacts and Challenges amid the COVID-19 Pandemic.*

—**Dr. Debasish Batabyal**
Dr. Dillip Kumar Das

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Preface

Tourism is one of the important service industries serving millions of international and domestic tourists until recently. Owing to the COVID-19 outbreak, tourism and hospitality has been experiencing unprecedented threats and risks as never before. Understanding and conceptualizing this huge transformation is not only important but imperative as well. Tourist traffic management, new areas of importance in tourism, neo-normal managerial implications in tourism and hospitality sectors, changing competitions and market trends, brand and confidence building issues, safe and need-based tourism are emerging areas that are addressed in this volume. This book discusses a unique set of new normal trends, issues, and challenges with regard to tourism and hospitality management and its practices in a wider perspective. There are 12 selected chapters in this collection, and all the authors have responsibly handled their subjects in a remarkable manner. Through the book, readers will have a chance to be exposed to crucial and different insights for a better understanding on the most modern new normal issues, trends, and management practices in tourism and hospitality from different parts of the world.

The first chapter of this book, *Resiliency or Regression? A Case Study Analysis of the Impact of Coronavirus (COVID-19) on Tourism-Dependent Economies in the United States,* by M. Conrad and E. C. Smith of Nichols College, Massachusetts, examines the impact of COVID-19 and related government responses to tourism-dependent cities and counties across the United States. Their case study describes the structure of the tourism-dependent economy and assesses the impact of COVID-19 and public health policies utilizing STR data and other metrics for finding creative approaches that pave the way for adaption of long-term social distancing policies and closures.

In the second chapter, *Recent Perceptions on Tourism Happiness Index due to Coronavirus Pandemic*, D. Batabyal and C. Dey have identified the factors and variables considered essential for keeping tourists happy, with twofold approaches. The first approach is administering a questionnaire

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

based on content analysis, and the second one is carried out to validate the scale with the application of exploratory and confirmatory factor analysis.

The third chapter, *Tourists' Perceptions on Quality Dimensions in the Hotel Industry in Tagore's Shantiniketan* by S. Chatterjee, examines the perception of tourists regarding the interface of broad service quality dimensions at three distinct kinds of hotels in Shantiniketan. The results indicate the significant differences of tourists' perceptions presenting across tourist categories provided by hoteliers that vary across different categories of service consumers.

In the fourth chapter, *Impact of the COVID-19 Health Crisis on Mass Tourism and Flight Shame Protest Movements*, J. Napoli and S. Dépasse have highlighted the links between mass tourism and flight shame to explore the crisis in the evolution of these phenomena. The obtained results are used to suggest recommendations that ensure a sustainable post-crisis recovery for air transport and tourism fields, considering the concerns previously highlighted by protest movements.

Another chapter, *Indian Tourism Business Amid the COVID-19 Pandemic: An Economic Outlook* by R. Deb and P. Kumar, focuses on the recent economic fallout from the COVID-19 pandemic on the Indian tourism industry and describes its cascading effects in the future.

The sixth chapter of this book, *Analysis Based on the Industry of the Hotel Sector in Mexico: Posadas Case*, contributed by Hernández and Benítez, determines how the Posadas Group with the VRIO framework has managed to maintain itself in the Mexican lodging market. They analyzed the elements of the market and the VRIO framework that pointed to leadership with IHG Hotels, which begins to generate a more marked oligopolistic competition in the field of tourism in this present scenario.

In the seventh chapter, D. Batabyal, D. K. Das, and R. Verma explore and critically analyze the new product or package tour formulation strategy amidst this COVID-19 pandemic situation in India.

In the eighth chapter, *A New World During COVID-19: Employability Skills in Tourism, Hospitality, and Events*, J. Scarinci, J. Pryce, and K. Thirumaran chose a qualitative approach and NVivo software to analyze the employability skills for each of the job titles in Australia and Singapore, respectively. The authors determine the similarities and differences of skills needed between countries in the study. The results indicate that

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

communication, teamwork, and problem-solving skills are the most desired skills for the industry.

In their contributed chapter, *Greener Recovery from Pandemic Effects: Development of a Sustainable and Resilient Destination Economy*, P. K. Mandal and P. Chakrabarty have applied the concepts and methods of welfare geography to analyze the scope of modifying the destination management system in relation to a recovery plan suggested by UNWTO on global tourism crises with a goal to rebuild the destination economy as sustainable and resilient to combat the future challenges.

The tenth chapter, titled *A Study of Consumer Awareness for Green Tour in New Normal India*, assesses the consciousness and readiness of the consumer to purchase green packages amidst this new normal situation with a critical review of the study area in India.

In the eleventh chapter, *Uttar Pradesh Tourism Policy 2018: How Effective and Efficient Can It Be?*, A. Awasthi and A Nain have evaluated the most recently available effectiveness and proficiency impact of the Tourism Policy 2018 drafted and enforced by the Uttar Pradesh Tourism Department. The chapter deals with the most important policy issues in continuation with the previous trends and practices.

The twelfth chapter, *Pandemic 2020 and its Effects on the Tourism Industry and the Livelihood of the Households of the Sundarban, India*, is an impact assessment of the COVID-19 pandemic on tourism and the likelihood pattern of local people in a separate biogeographic region, representing mangrove areas of India with reference to the largest estuarine forest area Sundarban. The author has critically analyzed the crisis and possible future prospects of tourism-supplanting income and employment opportunities in the area.

In line with the same trend but in a diverse field, the thirteenth chapter, *COVID-19 Outbreak and Its Impacts on Selling of Temple Foods: A Study Based on Lord Ananta Basudev Temple, Bhubneswar, Odisha,* studies the impact of the COVID-19 outbreak on the selling of temple foods and thereby the livelihood pattern in temple economy of the study area in India. He has discussed closed temples, with no entry for devotees, and the dismantling situation of temple crises all arounds.

The last chapter deals with a transcontinental phenomenon of Buddhist tourism in India. In her chapter, T. Kumari has not only focused on the

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

role of government to promote Buddhist tourism in the state but also suggested measures to improve the footfalls of Buddhist tourist arrivals amidst the COVID-19 pandemic and thereafter, along with extensive issues and challenges of development and promotion.

We hope you'll like this book as much as we do.

Dr. Debasish Batabyal
Amity University, Kolkata, West Bengal, India

Dr. Dillip Kumar Das
Associate Professor and Head of the Department
Department of Tourism Management, University of Burdwan,
West Bengal, India

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 1

Resiliency or Regression? A Case Study Analysis of the Impact of Coronavirus (COVID-19) on Tourism-Dependent Economies in the United States

MARYANN CONRAD* and ERIKA CORNELIUS SMITH

Nichols College, Dudley, Massachusetts

**Corresponding author. E-mail: maryann.conrad@nichols.edu*

ABSTRACT

The COVID-19 outbreak has brought about economic crises in American states and cities most dependent on tourism, with lower tax revenue resulting from empty hotel rooms and canceled trips, conventions and events. This situation is particularly dire, as more than 3,784,900 people in the United States have been infected with the coronavirus and at least 140,300 have died. This study deals with inconsistencies in public health policy, data-tracking, and even data-reporting due to a lack of coordinated national strategy in the United States, and exhibits a significant variation from state to state and locale to locale. This study discusses about how some rural areas actually experienced growth in tourism and lodging sectors, while more concentrated urban centers suffered. Tourism-dependent economies that had additional sources of revenue available from online gaming, such as Atlantic City, saw some of the losses in revenue mitigated. Also, this study proposes how important this tracking is during and after this outbreak to determine a lasting positive impact for the future.

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

Tourism is one of the industries hit the hardest by the COVID-19 outbreak. The sector is experiencing a rapid drop in demand and a surge in job losses at a global level. The World Travel and Tourism Council (WTTC) forecasts that up to 75 million jobs are at risk in the hospitality and tourism sector of the global economy. This estimation is even more concerning when we consider the fact that tourism is a leading job creator for vulnerable segments of population: a far higher share of low-skilled immigrants, women, and students are employed in tourism compared with the total nonfinancial business economy. Despite tourism's proven resilience in responses to other crisis, the depth and breadth of the current pandemic will likely have a longer lasting effect. Within this broader global context, the COVID-19 outbreak will produce economic crises in American states and cities most dependent on tourism, with lower tax revenue resulting from empty hotel rooms and canceled trips, conventions, and events. The situation in the United States is particularly dire, as more than 3,784,900 people in the United States have been infected with the coronavirus and at least 140,300 have died, according to a July 20, 2020 update from the New York Times database.

This research examines the impact of COVID-19 and related government responses in tourism-dependent cities and counties across the United States. These case study locations are chosen because they represent some of the most tourism-dependent economies in the United States, as well as diverse geographies, diverse forms of tourism, and diverse government responses. Each case describes the structure of the tourism-dependent economy, assesses the impact of COVID-19 and public health policies utilizing STR data and other metrics, and describes how these economies have found creative approaches to adapting to long-term social-distancing policies and closures.

1.1 RESEARCH FRAMEWORK AND METHODS

This chapter examines the impact of COVID-19 and related government responses in tourism-dependent cities and counties across the United States using a blend of qualitative and quantitative data. It employs the "Method of Difference" approach, or "most different" case selection method. While all cases selected are from the tourism-dependent economies within the United States, they also represent diverse geographic areas and public health policy responses.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Throughout this work, the authors make reference to the phrase "tourism-dependent" economy, which can be defined and measured through various data, such as employment, number of establishments, revenue, and other metrics of economic impact. Five case study sites for this research were selected because they represent some of the most tourism-dependent economies in the United States, according to data provided by the US Bureau for Labor Statistics. Figure 1.1 indicates the leisure and hospitality share of the labor market for the United States, which has shown steady growth for each 10-year period.

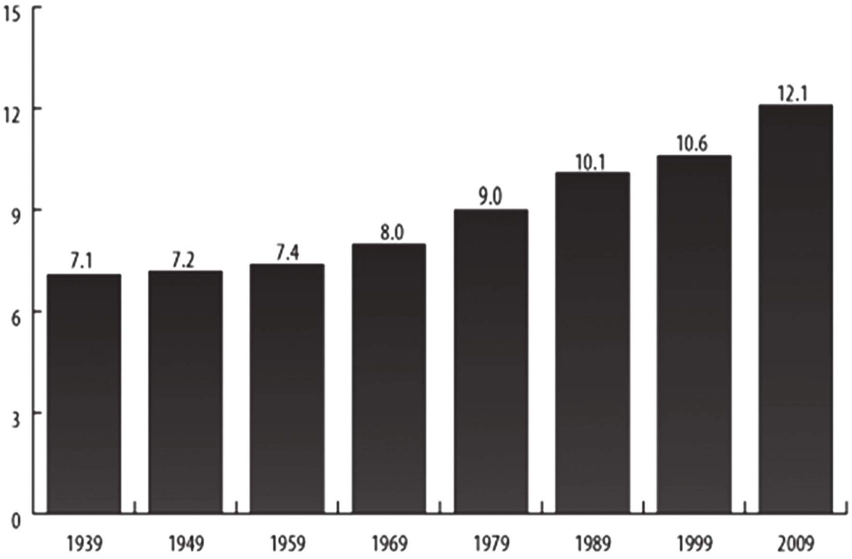

FIGURE 1.1 Employment in the leisure and hospitality industry as a percentage of total employment, 1939–2009.

Source: US Bureau of Labor Statistics.

There are multiple metrics available to assess the degree of economic dependency on tourism for each case site. Research can examine an industry's concentration in a specific market is the industry's location quotient. This ratio indicates how much more or less dense employment for an industry is in a specified area compared with the United States as a whole. If an industry in a specific area is responsible for an identical share of employment as it is across the United States, its location quotient in that area is 1.0. A location quotient of 1.5 indicates that the industry is

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

responsible for 50% more employment in a local area than it is nationwide, and a quotient of 0.5 means it is responsible for 50% less than the national average (Table 1.1).

TABLE 1.1 Tourism Workers and Location Quotients, Major US Destinations in 2017.

Destination City	Tourism Workers	Location Quotient
Las Vegas, NV	**288,642**	**2.71**
Atlantic City, NJ	35,508	2.60
Orlando, FL	255,426	1.93
San Diego, CA	193,988	1.22
Miami, FL	319,743	1.15
Los Angeles, CA	736,873	1.12
Tampa, Fl	151,295	1.09
Nashville, TN	110,785	1.07
Denver, CO	166,234	1.04
San Francisco, CA	269,816	1.03
Atlanta, GA	286,801	1.01
Phoenix, AZ	221,309	1.01
Houston, TX	314,845	0.98
Dallas, TX	372,029	0.97
Chicago, IL	477,260	0.96
Washington, DC	326,558	0.95
Boston, MA	273,306	0.94
Seattle, WA	195,475	0.91
New York, NY	913,696	0.90
Philadelphia, PA	265,641	0.87

Source: US Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages.

A third option for assessing the degree of tourism dependency is through the measurement and comparison of tourism gross domestic product (GDP) for specific tourism markets within the United States. To break down the data by market in further detail, the actual dollars and share of GDP for the top grossing destinations in the United States are presented in Table 1.2.

It is important to note that Table 1.2 provides representative data for primarily urban markets, but rural economies across the United States have also become increasingly tourism-dependent since the last 30 years.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Recreation and tourism development have helped to diversify local rural economies (Gibson, 1993; Marcouiller and Green, 2000; English et al., 2000), and it generates economic growth (Gibson, 1993; Deller et al., 2001). It achieves this partly by acting as a kind of export industry, attracting money from outside the rural market to spend on goods and services produced locally (Gibson, 1993). It also stimulates the local economy through infrastructure, such as airports and highways and water systems, upgrades, and the growth of nontourism industries in the area (Gibson, 1993). Tourism-focused counties, on an average, had more than double the rate of employment growth of other rural areas during the 1990s: 24% vs. 10% (Reeder and Brown 2005).

TABLE 1.2 Tourism Industry GDP for Major US Destinations in 2017.

Destination City	Tourism GDP (Billions)	Tourism Share of Total GDP
Las Vegas, NV	**$22.5 B**	**20.0%**
Atlantic City, NJ	$2.4 B	18.4%
Orlando, FL	$15.3 B	11.5%
Nashville, TN	$8.2 B	6.2%
Miami, FL	$17.7 B	5.2%
Los Angeles, CA	$52.0 B	5.0%
San Diego, CA	$10.7 B	4.6%
Tampa, Fl	$6.8 B	4.6%
Phoenix, AZ	$10.8 B	4.5%
Denver, CO	$9.2 B	4.4%
Chicago, IL	$28.6 B	4.2%
San Francisco, CA	$19.6 B	3.9%
Dallas, TX	$20.5 B	3.8%
New York, NY	$65.6 B	3.8%
Boston, MA	$16.7 B	3.8%
Seattle, WA	$12.7 B	3.6%
Washington, DC	$17.9 B	3.4%
Atlanta, GA	$12.0 B	3.1%
Houston, TX	$14.8 B	3.0%
Philadelphia, PA	$12.6 B	2.8%

Source: US Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages.

Finally, as referenced in the introduction, each case analysis included in this study also utilizes STR Data to assess the impact of COVID-19

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

and corresponding public health policy responses on the tourism sector of the local economy. STR was founded in 1985 with the goal of establishing data benchmarking, analytics, and market assessments for the global tourism and hospitality industry. Professionals utilize STR data, including competitive market reports, to gain insights into trends in the tourism and hospitality sectors and to benchmark their own performance against competitors and industry. The organization regularly publishes case studies and white papers that can be implemented in educational and industry environments. There is one particular limitation to the use of this data, though it is not based on STR's methods of collection and data integrity. Las Vegas, while widely considered one of the most tourism-dependent economies in the United States, does not participate in STR Data sharing and it can be difficult to gain access to reliable metrics that allow for comparative assessment. Therefore, to maintain consistency in the benchmarking process across all case studies, Las Vegas is excluded from this study and remains an avenue of future research. Despite the exclusion of Las Vegas as a case for analysis, the inclusion of STR data alongside the metrics listed above, enables this study to adopt a unique approach for assessing the comparative impact of COVID-19 on diverse tourism-dependent economies across the United States.

1.2 CASE STUDY ANALYSIS

In the case sections below, each tourism-dependent economy assessment includes four key performance indicators (KPIs) derived from STR data: hotel occupancy rates (OR), revenue (Rev), average daily rates (ADR), and revenue per available room (RevPAR). These KPIs are assessed longitudinally across each tourism-dependent economy case and compared with changes in local public health policy. It is important to note that in the United States, the national government provided very few guidelines for state-level or county-level public health officials in response to the outbreak of COVID-19. Preliminary studies have called the federal government's response to the pandemic crisis a series of "massive failures of judgment and inaction in January, February, and even March" of 2020 (Wallach and Myers, 2020). Though the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued informational reports and recommendations, most of the public health response originated from coordinated efforts by state and local governments and their public health boards. In order to understand

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

the divergent impact of COVID-19 on tourism-dependent economies across the United States, the varied and inconsistent public health policies of state level and local boards must be taken into consideration. Thus, each case study assessment included in this research benchmarks relevant data on the tourism and hospitality economy to the specific public health policy responses at the state and local levels.

1.3 ATLANTIC CITY, NEW JERSEY

Tourism is an integral part of the New Jersey economy and a critical driver for Atlantic City. Beginning with rail transportation access in 1854, Atlantic City grew to be a major vacation destination resort. From the 1880s–1940s, it came to be known nationally for its beaches and nightlife, and attractions, such as the Atlantic City Boardwalk. However, when air travel became more widely available in the 1950s, Atlantic City as a resort destination began to decline, while the now more accessible destinations, such as Florida and the Caribbean grew in popularity. By the 1960s, the thriving tourism that Atlantic City previously enjoyed had become a decaying resort area riddled with economic and social problems. After years of growth and prosperity, visitors began to turn away from the once vibrant area (Perez). In 1976, by referendum, New Jersey voters legalized casino gambling in Atlantic City—the only location in the entire East Coast to do so. Two years later, the first legal casino opened, providing a catalyst for development and renewed tourism with the new casinos soon to become a key driver of Atlantic City's economic recovery. Within 10 years, a dozen casinos were thriving in the city, providing jobs, tax revenues, and a revitalization for urban and tourism development. By 1988, annual visitors had grown to over 33 million by the year 2000, up from 700,000 in 1978. By 2000, the city's tax base had grown to more than $6.7 billion, up from $316 million in 1976.

Atlantic City has had a reputation of enduring economic hardship followed by periods of growth and revitalization throughout the years. In 2012, Superstorm Sandy struck the state, culminating in the emergency shutdown of the casinos—a first for the industry's 34 years in the state. Two years later, four casinos shuttered their doors as a result of the 2008 recession and mounting competition from east coast states with newly liberalized gambling laws. By 2017, Atlantic City had its lowest visitor count in 30 years. In 2018, Atlantic City welcomed the opening of two new casino

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

properties, adding 3300 fresh jobs—interpreted by some as a sign that the city was finally experiencing positive economic growth (Stockton University, 2020) That same year, New Jersey became the third state to legalize sports betting, with all nine of its Atlantic City casinos launching sportsbooks. This online segment of the gaming market has grown into playing an important role in strengthening the Atlantic City economy and neutralizing some of the impacts from the pandemic-induced brick-and-mortar casino shutdowns, capacity limits, and food and beverage curfews. The following year, in 2019, the state of New Jersey welcomed 116.2 million visitors who spent $46.4 billion dollars and that resulted in adding 9000 new jobs—the largest increases for the state in a decade (Tourism Economics, 2020). With 91% of the state's visitation being leisure-related, Atlantic City contributed strongly to the economic expansion and record visitation. According to the American Gaming Association, it is ranked as the second highest gaming market in the country, following only Las Vegas. In 2019 and pre-pandemic era, its nine casinos had an economic impact of $6.45 billion, a tax impact of $1.19 billion, $3.47 billion in gross gaming revenue, and supported 39,000 leisure and hospitality jobs (American Gaming Association, 2020).

1.3.1 COVID-19 PUBLIC POLICY RESPONSE AND ECONOMIC IMPACT

Since casino gaming was first made available in 1978, Atlantic City's gambling parlors have been forced to close five times, including Monday. Three times were for hurricanes (Gloria in 1985, Irene in 2011, and Sandy in 2012) and once because of a state government shutdown in 2006 (Danzis March 2020). On March 16, 2020, the Governor of the State of New Jersey issued Executive Order 104, requiring an indefinite shutdown of all public and private preschool, elementary and secondary schools, and institutions of higher education, as well as closes all casinos, racetracks, gyms, movie theaters, and performing arts centers. The order included directives that all nonessential retail, recreational, and entertainment businesses must cease daily operations from 8:00 p.m. to 5:00 a.m. All restaurant establishments, with or without a liquor license, were limited to offering only delivery and/or take out-services only, both during daytime hours and after 8 pm. This order remained in effect until early May, when golf courses were permitted to reopen and a statewide, multistage plan for reopening was released by the governor's office. On May 22nd, the start of Memorial Day weekend holiday and traditional kick-off for summer tour and travel

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

season, public beaches, boardwalks, and outdoor recreation were reopened. By June, the state had lifted the general stay at home order, allowed for indoor and outdoor gatherings at limited capacity, and entered phase II of the reopening plan. Casinos, along with amusement parks, playgrounds, and waterparks, were allowed to resume at 25% capacity in July 2020. By October of 2020, however, spikes in positive COVID-19 testing results and rising hospitalization rates began to worry public health officials. Reports of COVID-19 cases across multiple casinos, primarily reported by employees working in restaurants and bars, made headlines. Of all cases reported at casinos, 60% occurred in the single month of October (Danzis, November 2020). The state responded by gradually implementing restrictions in early November, including curfews and dialing back capacity limits or open recreation permitted under the phase II plan.

1.3.2 OCCUPANCY RATE

The data reflects the arrival of the coronavirus in March and its effects on room occupancy percentages, which fell an average of nearly 83% in April and May of 2020. Though a substantial recovery is exhibited from July through September, where rates rose to 85% of 2019s, year-over-year, it is observed that October and November reflect a second downward trend. These rates reflect the results of required casino closures, limited reopenings, and the curtailment of food and beverage operations (Figure 1.2).

1.3.3 ROOM REVENUE, ADR, AND REVPAR

The data highlight the dramatic effects of the pandemic to Room Revenue, ADR, and RevPAR beginning in March 2020 and continuing through the November measurement period. April Room Revenue (down 93.3% year-over-year) and RevPAR (down 92.2%), mirror the lost occupancy observed with the onset of the pandemic in March. Revenue comparatives year-over-year from March to November 2019 vs. 2020, show that the average monthly gross revenue has fallen from $56M to only $25M—more than 55% for the 9-month period. All three measurements reflect the recovery observed with the rebound of occupancy from July through September, yet again, the downward trends began once more in October (Figures 1.3–1.5).

Apple Academic Press Author Copy

Non Commercial Use

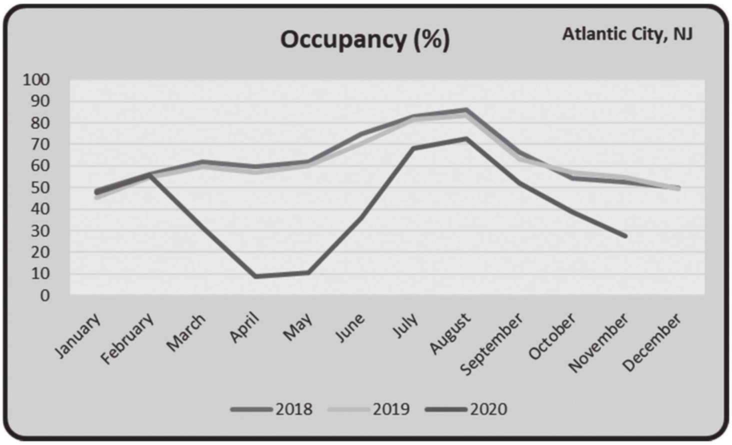

FIGURE 1.2 Occupancy rates for Atlantic City, New Jersey, 2018–2020.

Source: STR, LLC[1].

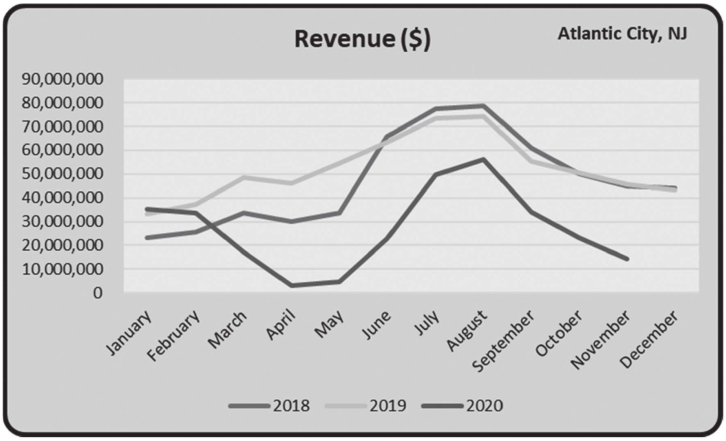

FIGURE 1.3 Revenue in USD for Atlantic City, New Jersey, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

[1] STR, LLC: Graphs are based on January 2018 – November 2020 performance measures released by STR, LLC. ADR (Average Daily Rate) and RevPAR (Revenue Per Available Room) are metrics used in the lodging industry to measure performance. Though increases or decreases in these metrics do not necessarily mean greater or lesser profits, they are key indicators used to reflect the overall health of the industry. Data do not include rentals from alternative accommodations, such as timeshares, condos, and vacation homes, and data for Orlando, FL does not include information from Disney-owned and Disney-operated hotels.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

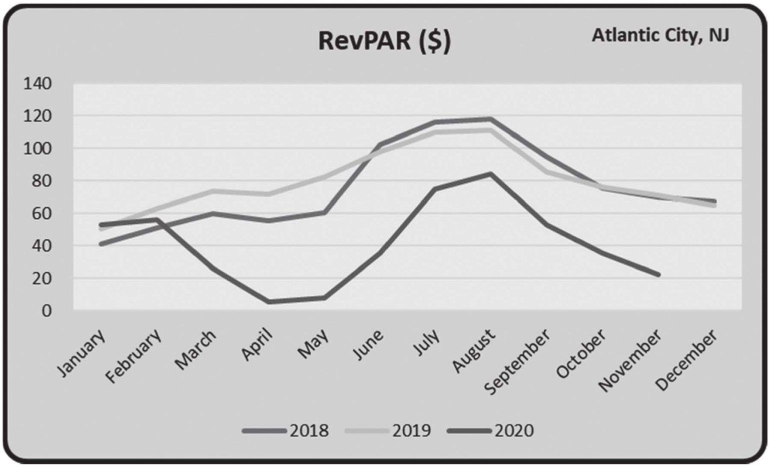

FIGURE 1.4 RevPAR in USD for Atlantic City, New Jersey, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

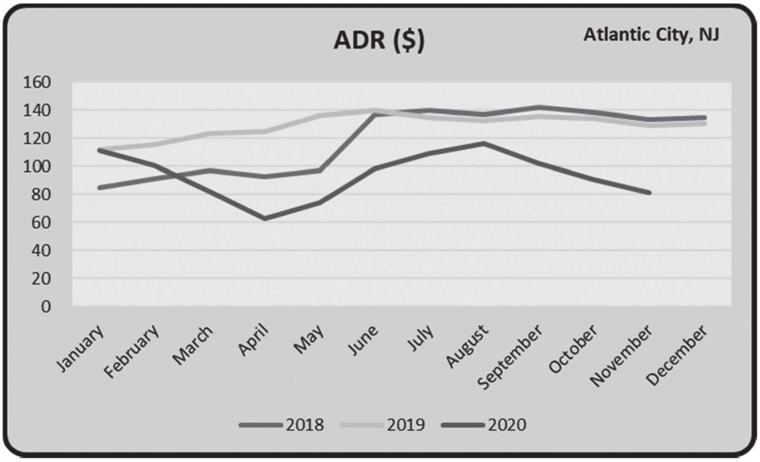

FIGURE 1.5 ADR in USD for Atlantic City, New Jersey, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

As noted in a Brookings Institute analysis of industries, the most vulnerable to the impact of COVID-19, "Leisure and Hospitality" was ranked at the top. Making up 10% of the workforce in New Jersey, the leisure and hospitality industry is the largest provider of all jobs in the state and a

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

third of all employment in Atlantic City. The impact of COVID-19 and related disruptions in its hospitality and leisure sector culminated in the two largest monthly employment declines in the state's history—leaving 27,000 workers in Atlantic City's nine casinos abruptly unemployed when they shutdown from mid-March to early July (Muro, 2020). As a result of the ongoing virus-related demand declines, shutdowns, and layoffs, Atlantic City's unemployment is at 22.8%—the second largest year-over-year unemployment rate increase in the country—and well above the overall 6.4% unemployment rate in the United States (Bureau of Labor Statistic, Atlantic City, 2021).

Tax revenues generated from the tourism industry have similarly been negatively impacted, through revenues generated from the casino industry have been shored up by Internet gaming. Despite Atlantic City's casinos shutting down for nearly 4 months and earning approximately $650 million less from the March–June 2020 period, versus the same period in 2019, gaming revenue was only below the 2019 year-to-date gaming revenue by 21.5%. Gaming tax revenues also saw relatively nominal declines of 5.5%, bolstered by their internet gaming operations taxed at 15%—nearly double the 8% rate of the traditional brick-and-mortar gaming. As of October 2020, revenue from internet gaming doubled year over year, with taxes from the online revenue stream offsetting tax revenue losses of nearly 23% from the brick-and-mortar slots and table games (Danzis, December 2020). Online gaming tax revenue accounted for nearly 54% of the $217.4 in gambling taxes as of October 2020—outperforming 2019 levels even in months that were not impacted by the state-ordered shutdown. Although gaming taxes have only suffered relatively minor decreases, the benefit from the online gaming revenue does little to mitigate the loss in tax revenue from hotel room sales, casino hotel parking, beverage sales, and nongaming spend (Danzis, December 2020).

1.4 OAHU, HAWAII

Hawaii, an archipelago in the Pacific Ocean, consists of six major islands, with four of the islands—Oahu, Maui, the island of Hawaii, and Kauai—well known for their tourism industry. Hawaii's early tourism dates back to the1860s with the Kilauea volcano, attracting early adventure travelers to the island shores. The modern era of tourism, however, began with the

Non Commercial Use

onset of commercial jet airliner service in 1959. That same year, Hawaii became the 50th of the United States and it welcomed a quarter of a million tourists (Frommer's, 2018). By the 1980s, visitor counts surpassed 6 million annually, growing to over 10 million in 2019—or 249,000 visitors in any given day (State of Hawaii, Dec. 2020). Tourism now drives Hawaii's economy and is the largest single source of private capital (State of Hawaii, December 2019). In 2019, air visitors spent $18 billion—nearly $50 million dollars a day.

Oahu, known as the "Heart of Hawaii," is third largest of the Hawaiian Islands and home to Honolulu, the state's capital and the majority of the state's population (Meet Hawaii). The state's most visited island, it is also home to iconic locations and attractions, including Waikiki Beach, Pearl Harbor, Leahi (Diamond Head) (Meet Hawaii). In 2019, Oahu visitors totaled 6,154,248—up 5% from 2018 and comprising of 60% of all visitor arrivals to the state, while 46% of the $18 billion spent by visitors in 2019 was spent in Oahu—an increase in spending of 2.1% from the previous year (Hawaii Tourism Authority, 2020).

1.4.1 COVID-19 PUBLIC POLICY RESPONSE AND ECONOMIC IMPACT

With 28,000 travelers pouring into Hawaii every day during the months of January and February, 20% of them from Asia, the state seemed fertile ground for a major Covid-19 outbreak. That was especially true on Oahu, where at least "one-third of the state's visitors cram into the hotels, stores, restaurants, and beaches that line Waikiki's 2 miles" (Warner, 2020). Yet, rather than experiencing a massive, uncontrolled outbreak, Hawaii recorded the fewest Covid-19 cases per capita in the country during the spring 2020 wave of the pandemic. Through June 2020, just one person per 100,000 died (17 in total), and 54 per 100,000 tested positive (762 in total). By comparison at the same time, New Hampshire and Rhode Island, two states with similar population counts, had caseloads of 406 and 1546 per 100,000, respectively. For 6 weeks in April and May, new cases in Hawaii did not top five a day (Warner, 2020).

The success of the spring initiatives led the state to lift many of the restrictions put in place through June 2020. Once it did, however, the situation rapidly deteriorated. By late July 2020, Hawaii was "metaphorically ablaze," with the bulk of cases centered on Oahu, home to two-thirds of

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

the state's population. The island logged 119 new cases on July 30, by mid-August 2020, it was averaging over 200 a day (De La Garza 2020). The public health department of Hawaii, with support from the governor, responded by reinstating a second lockdown that extended from August 2020 to September 2020. The 16-page, detailed emergency order restricted gatherings, closed nonessential businesses, and implemented strict social distancing protocols. Once again, the measures appeared to curb the worst of the outbreak.

It is safe to state that no state's economy has been hit harder by the coronavirus pandemic than Hawaii's (Siegel, 2020). Prior to the pandemic, the tourism economy, record visitor arrivals, and tourist spending resulted in a low state unemployment rate. In 2019, the unemployment average in Hawaii was 2.7% while the national average hovered at 6.5%. With the onset of the pandemic, the state has gone from having one of the lowest unemployment rates to a ranking of 49th worst in the country at 10.2%, tying with Nevada and only ahead of New Jersey when analyzing data in all 50 states—down, however, from nearly a 15% unemployment rate in the third quarter of 2020 (Ettlinger and Hensley, 2021, January). The Leisure and Hospitality industry is the sector most effected by job loss from the pandemic, with the Accommodation and Food Service sector of the industry losing 19.2% of its employment at the national level. Given its tourist-reliant economy, Hawaii, however, saw a net drop in these jobs of nearly 44%, with a loss of 49,700 jobs from February 2020 through November 2020.

Hawaii tourism plummeted dramatically in the spring amid COVID-19 fears, lockdowns, and the state's enactment of a 14-day quarantine to any visitors. According to the state's tourism dashboard, visitor arrivals experienced a 53% decrease in March, followed by 6 months of decreases of between 97% and 99%. Visitor arrivals plunged from an average of 30,000 a day to fewer than 500 (State of Hawaii 2020). In October, when the state enacted its Safe Travel program, visitation numbers starting to see slight improvement, however still more than 90% below October and 77% below November of 2019. Oahu saw similar decreases in the 97–99% range in the second and third quarters, though with even slower improvement in October and November, with decreases in visitors of 92% and 84% when compared with 2019 (State of Hawaii 2020). Projections are for only 2.7 million visitors to have come to Hawaii by December 31, 2020Lodging is the largest spending category by all visitors to Hawaii, comprising 42.8%

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of the $18 billion total visitor spending in 2019, or $7.65 billion—an increase of 2.7% from the previous year (Hawaii Tourism Authority 2020, January). In 2019, there were 5,315,028 visitors who stayed exclusively in hotels as compared with alternative accommodation choices (condo, friends, and relative, rental house, timeshares), with average length of stay of 7.13 days (State of Hawaii, 2020, 4th Qtr.). January and February 2020, both began with positive economic indicators, as occupancy demand increased an average of 3.7% and room revenue increased by over 8%, year-over-year. With the onset of the pandemic and the loss of visitors, however, all facets of the hotel segment—the economic driver of the tourism industry—plummeted, resulting in dramatic revenue losses. The state saw its Transient Accommodations Tax Liability (TAT Tax) go from $61M in January 2020 to less than $2.2M in April and averaging only $3.1M through the end of September.

1.4.2 OCCUPANCY RATE

Remarkably consistent from January 2018 through February 2020, the data reflect the arrival of the coronavirus in March and its effects on room occupancy percentages, which dropped dramatically from 86% in February 2020 to only 7.7% in April. July through November has seen only limited recovery, with rates averaging only 24% through that period. These rates clearly reflect the results of limited air travel and strict quarantine/testing protocols instituted by the state. Demand averaged less than 83.5% of 2019 through the same period, year-over-year (Figure 1.6).

1.4.3 ROOM REVENUE, ADR, AND REVPAR

Room Revenue, ADR, and RevPAR are likewise remarkably consistent in year-over-year trending, with increases observed during the third quarter of 2019 through February of 2020 in each measure—reflective of the positive outlook of the industry at that time. Dramatic decreases were seen especially in April room revenue (down 96.5% year-over-year) and RevPAR (down 94%), which mirror the lost occupancy observed with the onset of the pandemic in March. Recovery from May through November has been slow, averaging more than a 90% decrease from 2019 during that same period (Figures 1.7–1.9).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

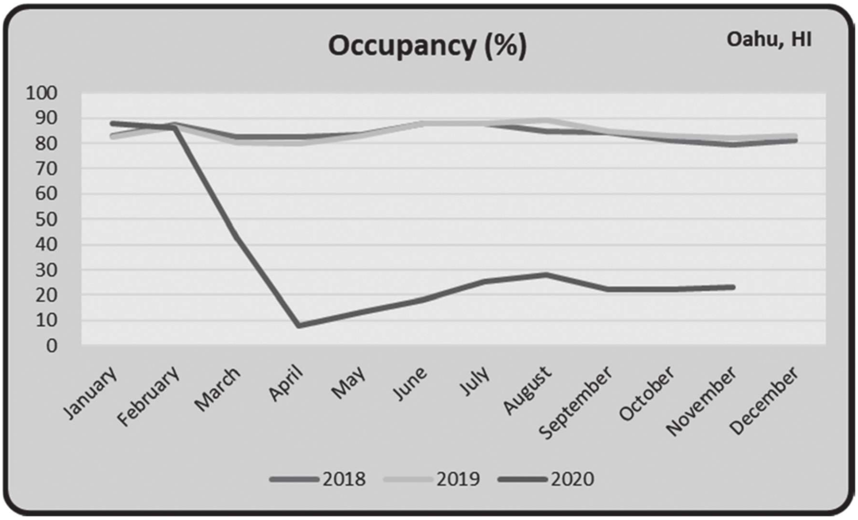

FIGURE 1.6 Occupancy rates for Oahu, Hawaii, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

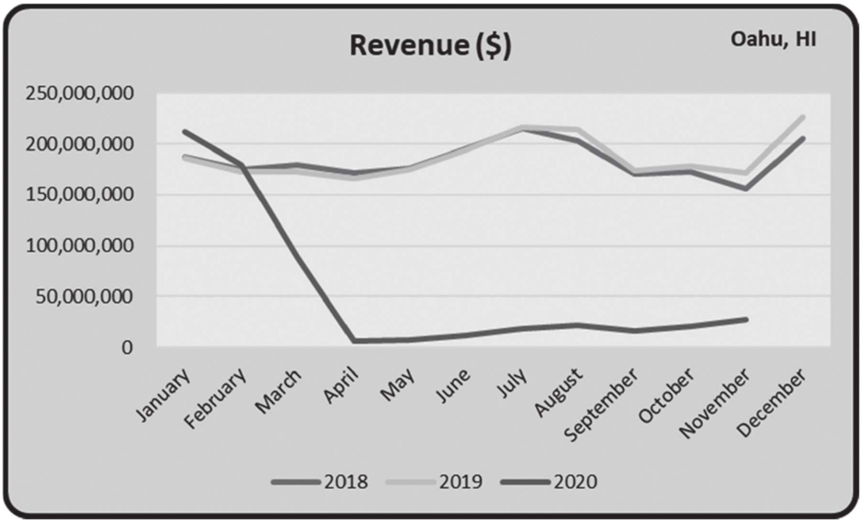

FIGURE 1.7 Revenue in USD for Oahu, Hawaii, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

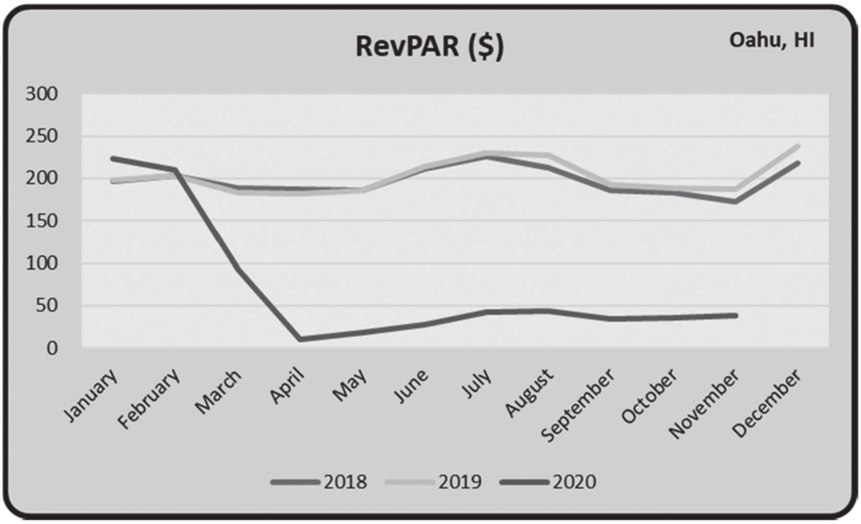

FIGURE 1.8 RevPAR in USD for Oahu, Hawaii, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

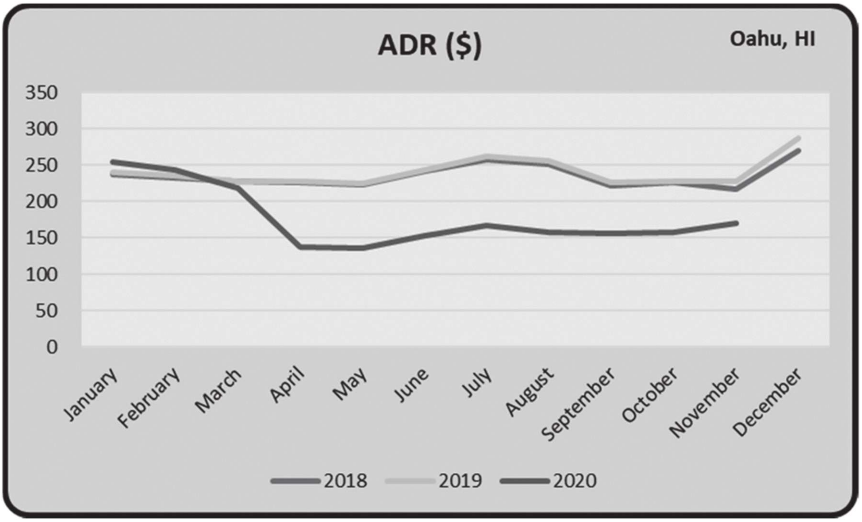

FIGURE 1.9 ADR in USD for Oahu, Hawaii, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

1.4.4 RECOVERY AND INNOVATION

Similar to other states, Hawaii's tourism abruptly halted in mid-March and by the end of the month, a statewide mandatory 14-day visitor quarantine was enacted (Murphy, 2020). Beginning October 15, the state began to exempt visitors with negative test results from the quarantine, on condition that they provide proof of a negative test result from one of the state's approved labs within 72 h before arrival (changed to a reduced 10-day quarantine period on December 17). This order proved to be confusing and challenging to the would-be tourists with its multistep process, hurdles, and frequent changes—that included larger designated test providers opting out given the rise in cases, and providers being unable to guarantee results in the required 72 h window. This was in addition to changes revising the requirement that travelers had to have the test within 72 h in advance of the departure of the last leg of their trip to Hawaii. Inconsistency between the islands also has been confusing as travel hopping between islands is common—in late November, the island of Kauai split with the state, reimposing the 10-day quarantine, regardless of a negative test result (State of Hawaii, 2021, January). Overall, visiting Hawaii has been viewed by potential tourists as risky, complex with fine-print requirements, and high stakes should a valid test result from a state-approved provider not be uploaded to the state's "SafeTravels Hawaii" portal within the required period.

Mandates remained stricter in Hawaii than most of the other states, with the requirement of masks, including walking to the beach or pool, or a tourist risks a fine up to $5000, or a year in jail. These restrictions were viewed as overly restrictive by many potential tourists and businesses (Murphy, 2020, December)—though effective, as the state has held coronavirus cases down to significantly lower levels than other states in the country. Ultimately, though it appears that the state's coronavirus protocols are effective, they have done little to refresh the hospitality and tourism economy through the end of 2020.

1.5 ORLANDO, FLORIDA

Florida, known as the "Sunshine State" with its crystal beaches, mega cruise ships, and top theme parks is one of the world's leading tourism destinations. The popularity of the state's main ports contributed to its rise

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

in the 20th century with the cruise industry flourishing and the growth of theme parks. The opening of Walt Disney World in 1971 set off a construction and business-related tourism boom including the opening of the Orange County Convention Center in 1983, now the second largest convention center in North America, and the Orlando International Airport in 1981, Florida's busiest airport.

Orlando welcomed a record 75 million visitors in 2018, with increases in domestic and international visitors, up 4.2% from the previous year, continuing its ranking as the No. 1 visited destination in the United States (Visit Orlando, 2019, May 9). Orlando International Airport (MCO), also had record increases with airline arrivals in 2019 reporting over 50.6 million passengers, making it the busiest airport in the state and the 10 most busiest airport in the country (Orlando International Airport, 2020, February 11). According to an Oxford Economics study commissioned by Visit Orlando, tourism generated $75.2 billion in annual economic impact for Central Florida in 2018, an increase of 6.4% over the previous year—about $1000 per visitor—and $5.8 billion in local and state tax revenue. Among the findings of the study was that $16.1 of the $75 billion in tourism dollars impact is derived from recreation and entertainment, underscoring the importance of the role of the theme park industry in tourism for Florida and the Orange County/Orlando area (Visit Orlando, 2019, Nov. 18).

According to Visit Florida, in 2019, there were 131.4 million visitors contributing $91.3 billion to the state's economy and supporting over 1.5 million jobs. Since the last 9 years, Florida has enjoyed year-over-year increases in both domestic and international visitors. One of the contributing factors for this growth can be attributed to the increase in theme park attendance as Disney World, Universal Studios, and SeaWorld have competed for visitors to Orlando with new attractions and parks. Over 80 million people visited theme parks in or near Orlando in 2019, with the Orlando area having 6 of the top 25 amusement/theme parks worldwide, nearly a third of the global market. Walt Disney World alone has four parks in the top 10 (TEA/AECOM, 2019, July). Today, Orlando is one of the leading tourism destinations in the country, the number one tourism destination in the state of Florida, and the destination's primary industry, having evolved from being the center of the state's citrus industry in the 19th century to the center of the tourism industry in the 20th century.

Non Commercial Use

1.5.1 COVID-19 PUBLIC POLICY RESPONSE AND ECONOMIC IMPACT

Pre-pandemic, 2020 was expected to be another strong year for Orlando tourism. Visitation and economic impact numbers were at record highs, the Orange County Convention Center was planning a $605 million dollar expansion (Orange County Convention Center, 2019), the Orlando International Airport was working on a new $3 billion dollar terminal (Spear, 2020, May 20), and theme park projects were planning new attractions, hotels, and expansions. By the first quarter of the year, the global coronavirus had arrived in the United States with the first cases being reported in Florida in early March.

When Orlando's tourism industry came to a halt in mid-March with the spread of the coronavirus, many of the expansion plans halted as well, with some being scaled back, delayed, or canceled indefinitely. At the time, the Mayor of Orange County stated that roughly $154 million was lost in the economic impact due to mounting convention cancellations (ClickOrlando, 2020, March 5), an impact that would rise to a staggering $1.71 billion by the third quarter due to the plummeting decline in tourism (Fox, 2020, December 10). Florida's visitation numbers fell by 35% during the third quarter of 2020, with the most severe impact during the second quarter at decreases of 60.3% when compared with the same period in 2019, resulting in a decline of almost 20 million visitors. As a result, hospitality and leisure jobs have experienced an overall 41.7% decline year-over-year April 2019–2020, according to the Bureau of Labor Statistics, while Orlando year-over-year May losses to leisure and hospitality employment were down 57.8%, representing a loss of 160,000 jobs (Bureau of Labor Statistics, January 2021). This decline is particularly profound in Orlando, given that the leisure and hospitality sector is Orlando's top employer with 46,300 people reportedly working in the industry in 2019 (Visit Orlando, Q4 2019). In Orlando, Disney alone employed approximately 77,000 workers. Layoffs totaling 32,000 jobs at Disney impacted a quarter of its workforce, with the majority of jobs losses at Walt Disney World in Florida (Rice and Russon, 2020, November 28).

In 2019, lodging contributed $8.11 billion dollars to the Orlando economy with record collections from Orange County's Tourist Development Tax of $289 million in 2019 with 10 straight years of growth (Stephens, 2020, February 21). The year 2020 was projected to bring in nearly $300 million but instead amounted to just $167.3 million—a 73% decrease and

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

"the biggest year-over-year decrease in the history of the tax," according to the Orange County Comptroller (Hudak and Gillespie, 2020, November 9). A report prepared for the American Hotel and Lodging Association on the impact of coronavirus on hotel tax revenues projected a $16.8 billion loss in state and local tax revenues nationwide. This represents the direct tax revenue decrease from the drop in hotel occupancy being experienced as a result of the pandemic. Florida and New York were noted the second hardest hit states in the country with hotel tax revenue loss projected at $1.3 billion, following only the state of California at $1.9 billion (American Hotel & Lodging Association, 2020, June 20). With hotel occupancy down, hotel-related jobs have been a casualty of the pandemic, with projections that 44% of all hotel employees would experience a "coronavirus-induced job loss" according to the AHLA. In fact, as shutdowns were being implemented in March 2020, 141,003 direct hotel-related jobs were noted lost to the pandemic, while another 336,467 jobs that support the industry were also lost (AHLA, 2020, March).

1.5.2 OCCUPANCY RATE

Remarkably consistent from January 2018 through February 2020, the data reflect the arrival of the coronavirus in March and its effects on room occupancy percentages, plummeting from 85.8% in February 2020 to 16.2% in April, as the theme parks and attractions shutdown. With a phased approach to reopening, occupancy began to experience a gradual recovery, rising into the 30% range by September (Figure 1.10).

1.5.3 ROOM REVENUE, ADR, REVPAR

Room revenue, ADR, and RevPAR are likewise remarkably consistent in year-over-year trending, with increases observed during the third quarter of 2019 through February of 2020 in each measure—reflective of the positive outlook the industry anticipated at that time. Dramatic decreases that are seen especially in room revenue (down 95% year-over-year) and RevPAR (down 91%) mirror the lost occupancy observed with the onset of the pandemic in March. Slow but progressive recovery can be observed from May through November (Figures 1.11–1.13).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

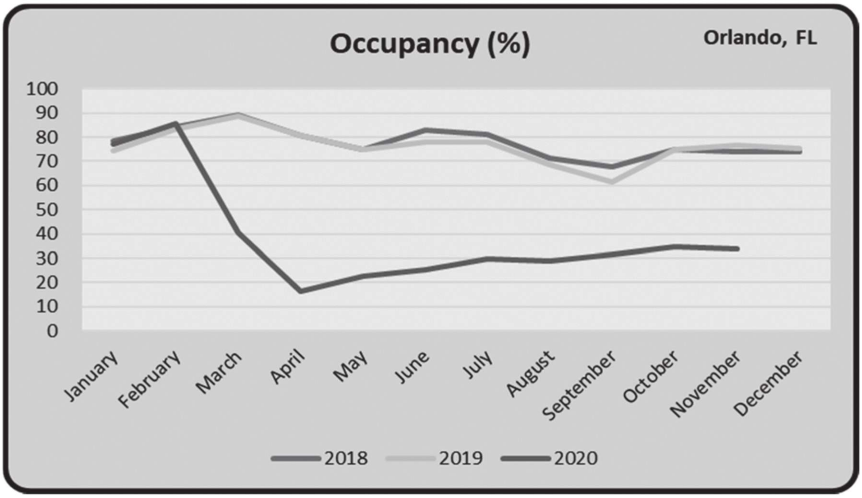

FIGURE 1.10 Occupancy rates for Orlando, Florida, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

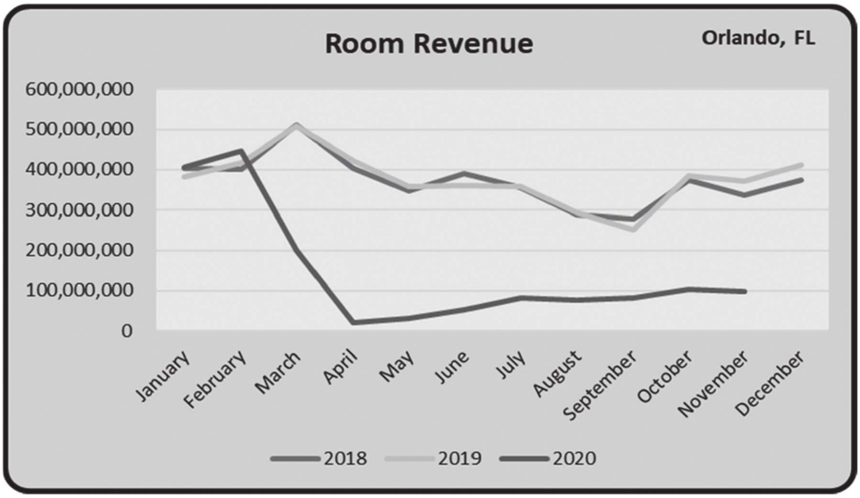

FIGURE 1.11 Revenue in USD for Orlando, Florida, 2018–2020.

Source: STR, LLC.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

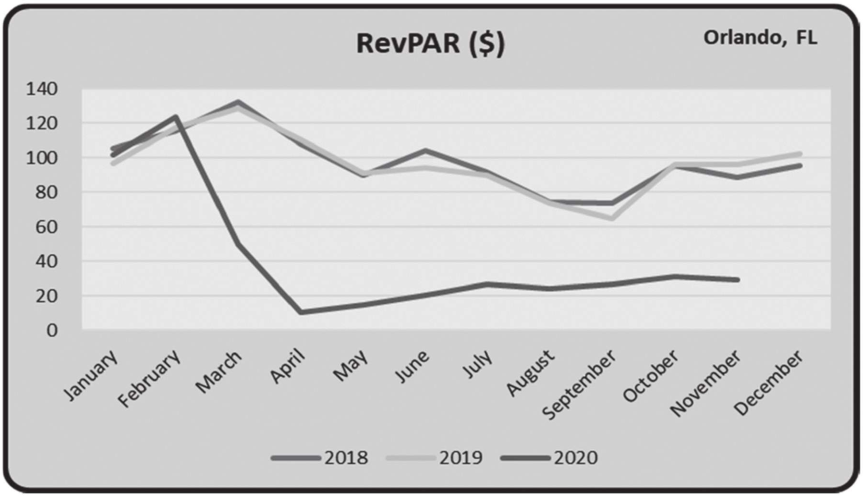

FIGURE 1.12 RevPAR in USD for Orlando, Florida, 2018–2020.
Source: STR, LLC.

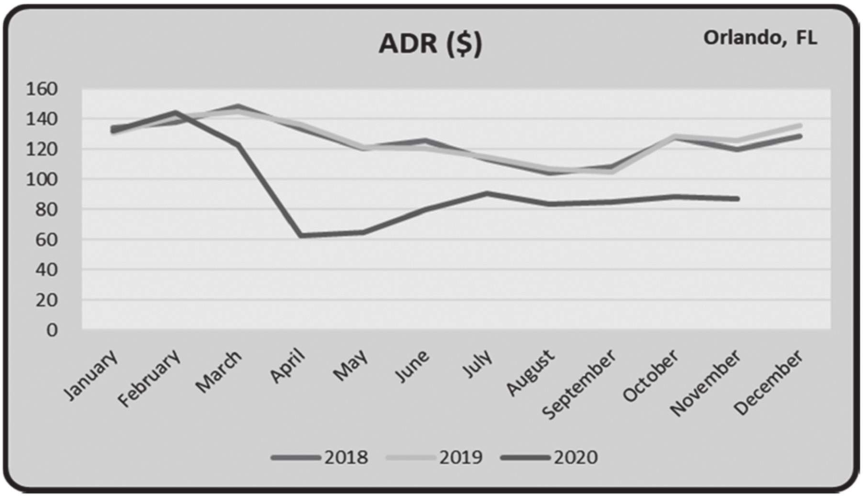

FIGURE 1.13 ADR in USD for Orlando, Florida, 2018–2020.
Source: STR, LLC.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

1.5.4 RECOVERY AND INNOVATION

As noted in the Orlando Sentinel, among the nation's 100 largest metros, Orlando was the second most "exposed" metro to "disruption" due to its dependence on tourism and hospitality sectors, second only to Las Vegas, according to a COVID-19 analysis done by the Brookings Institute. A Milken Institute report on the "Best Performing Cities 2020," the Orlando-Kissimmee-Sanford region tied for 5th out of 25 large cities, citing the growth in the hospitality leisure sector as a job asset, but noting the region's heavy reliance on tourism as a liability, making it more vulnerable to recessions and economic downturns (Lin et al., 2020). However, with the arrival of vaccines, the pandemic is projected to recede sometime in 2021, yet analysts caution that international tourist spending in the United States might not return to pre-coronavirus levels until 2024. Remaining to be seen are what the ramifications of the layoffs and closures will mean for Orlando's tourism return or how psychologically ready people will be to travel again. Expected pent-up demand for travel and in-person experiences favorably position outdoor theme parks with some guests whose trips were canceled in 2020 eager to return to the parks.

1.6 CONCLUSION

Experts in the tourism and hospitality field are aware that their industry is one of the hardest hit by the COVID-19 outbreak. What this case-study-focused analysis has revealed is that the timing and severity of the impact was felt unevenly in tourism-dependent economies across the United States. Inconsistencies in public health policy, data-tracking, and even data-reporting due to a lack of coordinated national strategy in the United States, make it difficult for researchers to draw general conclusions. There is significant variation from state to state and locale to locale. Perhaps, what is most significant in the findings is that some rural counties actually experienced growth in tourism and lodging sectors, while more concentrated urban centers suffered. Likewise, tourism-dependent economies that had additional sources of revenue available from online gaming, such as Atlantic City, saw some of the losses in revenue mitigated. It will be worth tracking these economies throughout the remaining months of the pandemic and for months after to determine whether or not it has a lasting positive impact for those economies. Despite tourism's proven resilience

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

in responses to other crises and natural disasters, the cases make clear that the depth and breadth of the current pandemic will likely have a lasting effect on the industry, and subsequently, tourism-dependent economies.

KEYWORDS

- **COVID-19**
- **Regression**
- **Resilience**
- **Tourism dependent economies**
- **United States**

REFERENCES

AHLA. American Hotel & Lodging Association: State Local Tax Revenue Loss. Oxford Economics. Hotel Report, June 12, 2020. https://www.ahla.com/sites/default/files/AHLA%20State%20%20Local%20Tax%20Revenue%20Loss%206-12-20.pdf

AHLA. *Hotel Report: $16.8 Billion Loss in State and Local Tax*, June 6, 2020. https://www.ahla.com/sites/default/files/AHLA%20State%20%20Local%20Tax%20Revenue%20Loss%206-12-20.pdf

AHLA. Oxford Economic Study Data. Study Showcases Potential Negative Impact of Coronavirus Pandemic on Hotel Industry Employment, March 2020. https://www.ahla.com/sites/default/files/AHLA%20Florida%20One%20Pager.pdf

American Gaming Association. *Economic Brief: New Jersey's Changing Economy*, 2020. https://nj.gov/labor/lpa/pub/NJ%20Economic%20Report%202020.pdf

American Hotel & Lodging Association—AHLA. *Coronavirus Travel Recovery Options. Oxford Economic Study Data*, Mar 2020. https://www.ahla.com/sites/default/files/fact_sheet_state_covid19_impacts_0.pdf

Bureau of Labor Statistics, Atlantic City Area. Economic Summary, Jan 2021. https://www.bls.gov/regions/new-york-new-jersey/summary/blssummary_atlanticcity.pdf

Bureau of Labor Statistics. *Local Area Unemployment Statistics Home Page*. U.S. Bureau of Labor Statistics, Jan 2021. https://www.bls.gov/lau/

ClickOrlando. *Orange County loses out on $154M after Coronavirus Concerns Cause Convention Cancellations*. WKMG, March 5, 2020. https://www.clickorlando.com/news/local/2020/03/05/coronavirus-concerns-cost-orange-county-154m-after-conventions-cancel/

Danzis, D. Atlantic City Casinos Reports More Than 250 COVID Cases Over Several Months, Spike in October. *The Press of Atlantic City*, Nov 9, 2020. https://pressofatlanticcity.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

com/news/local/atlantic-city-casinos-report-more-than-250-covid-cases-over-several-months-spike-in-october/article_67a686fe-73d4-53ea-bb71-9e6d3f929975.html

Danzis, D. Diminished Casino Taxes Neutralized by Online Gaming. *Press of Atlantic City*, Dec 7, 2020. https://pressofatlanticcity.com/news/local/diminished-casino-taxes-neutralized-by-online-gaming/article_41417baa-d83d-5970-982f-663d401b2bf9.html

Danzis, D. Gov. Murphy Orders Indefinite Shutdown of Atlantic City Casinos to Reduce COVID-19. *The Press of Atlantic City*, Mar 16, 2020. https://pressofatlanticcity.com/news/casinos_tourism/gov-murphy-orders-indefinite-shutdown-of-atlantic-city-casinos-to-reduce-spread-of-covid-19/article_c8a5d903-c973-5033-a929-e0909f7c7d50.html

De La Garza, A. Hawaii Is Riding Out the COVID-19 Storm. But Geographic Isolation Isn't the Blessing It May Seem. *Time*, Nov 25, 2020. https://time.com/5915084/hawaii-covid-coronavirus/

Deller, S. C.; Tsai, T-H. (Sue); Marcouiller, D. W.; English, D. B. K. The Role of Amenities and Quality of Life in Rural Economic Growth. *Am. J. Agric. Econ.* May **2001,** *83* (2), 352–365.

English, D. B. K.; Marcouiller, D. W.; Cordell, H. K. Tourism Dependence in Rural America: Estimates and Effects. *Soc. Nat. Resour.* 2000, *13*, 185–202.

Ettlinger, M.; Hensely, J. Carsey School of Public Policy. *COVID-19 Economic Crisis: By State*. UNH, Jan 13, 2021. https://carsey.unh.edu/COVID-19-Economic-Impact-By-State

Fox, G. *Orange County Convention Industry Hopeful for 2021*. WESH, Dec 10, 2020. https://www.wesh.com/article/orange-county-convention-industry/34935921

Frommer's. *History in Hawaii*; Frommer Media, LLC, June 2018. https://www.frommers.com/destinations/hawaii/in-depth/history#:~:text=Tourism%20in%20Hawaii%20began%20in%20the%201860s.&text=A%20tourism%20promotion%20bureau%20was,from%20San%20Francisco%20to%20Honolulu

Gibson, L. J. The Potential for Tourism Development in Nonmetropolitan Areas. In *Economic Adaptation: Alternatives for Nonmetropolitan Areas*; Barkley, D. L., Ed.; Westview Press: Boulder, CO, 1993; pp 145–164.

Hawaii Tourism Authority (HTA). *Annual Report*. Hawaii Tourism Authority, Jan 2020. https://www.hawaiitourismauthority.org/who-we-are/annual-report/

Henderson, T. Coronavirus Will Slam States Dependent on Tourism. *Pew*, Mar 16, 2020. https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2020/03/16/coronavirus-will-slam-states-dependent-on-tourism

Hudak, S.; Gillespie, R. Orange Hotel Tax Collection Inch Up as Virus Continues to Spread. *orlandosentinel.com*, Nov 10, 2020. https://www.orlandosentinel.com/coronavirus/os-ne-coronavirus-orange-update-nov-10-20201109-3vthmc322rf4tm33eg75uqxk6i-story.html

Lin, M.; Lee, J.; Wong, P. *Best-Performing Cities 2020: Where America's Jobs Are Created and Sustained*, 2020. https://milkeninstitute.org/reports/best-performing-cities-2020

Marcouiller, D. W.; Green, G. P. Outdoor Recreation and Rural Development. In *National Parks and Rural Development: Practice and Policy in the United States*; Machlis, G. E., Field, D. R., Eds.; Island Press: Washington, DC, 2000; pp 33–49.

Mariani, L. *Urban Resilience Hub*. https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience/

Meet Hawaii. *Oahu Island Fact Sheet*. Retrieved January 20, 2021 from, https://www.meethawaii.com/press/island-fact-sheets/oahu/

Muro, M.; Maxim, R.; Whiton, J. *The Places a COVID-19 Recession Will Likely Hit Hardest*; Brookings, Mar 17, 2020. https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/03/17/the-places-a-covid-19-recession-will-likely-hit-hardest/

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Murphy, J. Hawaii Opens to Tourists Again But Beware the Covid Hurdles. *Wall Street Journal*, Dec 18, 2020. https://www.wsj.com/articles/hawaii-opens-to-tourists-again-but-beware-the-covid-hurdles-11608298984

Orange County Convention Center. *Project History*, 2019. https://www.occc.net/expansion

Orlando International Airport/MCO. *Press Release Orlando International Airport Ends 2019 with Record 50.6 Million Passengers*, Feb 11, 2020.

Perez, H. *Atlantic City Timeline*. The Atlantic City Free Public Library—History of Atlantic City. http://www.acfpl.org/ac-history-menu/atlantic-city-faq-s/15-heston-archives/147-atlantic-city-history-22.html

Reeder, R. J.; Brown, D. M. Recreation, Tourism, and Rural Well-Being. Economic Research Report No. 7, United States Department of Agriculture: Economic Research Service, 2005. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/46126/15112_err7_1_.pdf?v=6363.7

Rice, K.; Russon, G. 4,000 More Walt Disney Co. Employees Are Losing Their Jobs. *orlandosentinel.com*, Nov 28, 2020. https://www.orlandosentinel.com/business/tourism/os-bz-walt-disney-layoffs-grow-20201126-jsfh2hzhabadfbd3lodkioeiwe-story.html

Siegel, R. Devastated by Lockdowns, Hawaii’s Struggling Tourism Industry Pins Its Hopes on the First Signs of Reopening. *The Washington Post*, Oct 15, 2020. https://www.washingtonpost.com/road-to-recovery/2020/10/15/hawaii-economy-tourism-travel-coronavirus/.

Spear, K. Orlando Airport Scaling Back $3 Billion New Terminal, Offering Rent Breaks to Tenants. *orlandosentinel.com*, May 20, 2020. https://www.orlandosentinel.com/coronavirus/jobs-economy/os-ne-orlando-airport-cuts-new-terminal-costs-20200520-ycpvf3zz4nfwx-fi6nkfv3zl4ki-story.html

State of Hawaii. *Access Safe Travel Mandatory Form - Complete Portal 1*. SafeTravels Hawaii, Jan 26, 2021. https://safetravelshawaii.com/.

State of Hawaii. Department of Business, Economic Development & Tourism. Research & Economic Analysis. *Outlook for the Economy*, 2020, 4th Quarter. https://dbedt.hawaii.gov/economic/qser/outlook-economy/

State of Hawaii. Department of Business, Economic Development & Tourism. *Tourism Dashboard*. Visitor Statistics, Dec 2020. https://dbedt.hawaii.gov/visitor/tourism-dashboard/

State of Hawaii. *Fact Sheet: Benefits of Hawaii's Tourism Economy*. Hawaii Tourism Authority, Dec, 2019. https://www.hawaiitourismauthority.org/media/4167/hta-tourism-econ-impact-fact-sheet-december-2019.pdf

Stephens, Jr., D. C. *HVS Central Florida 2020 State of the Hotel Market*. HVS, 2020. https://www.hvs.com/article/8697-HVS-Central-Florida-2020-State-of-the-Hotel-Market.

Stockton University. *The South Jersey Economic Review* (Spring, 2020); Atlantic City: New Jersey, 2020 (rep.).

STR. Trend Report—Market: Atlantic City, NJ, 2013–2021 [Data File]; STR: Hendersonville, TN, 2021.

STR. Trend Report—Market: Oahu Island, HI, 2013–2021 [Data File]; STR: Hendersonville, TN, 2021.

STR. Trend Report—Market: Orlando, FL, 2013–2021 [Data File]; STR: Hendersonville, TN, 2021.

TEA/AECOM. *Global Attractions Attendance Report—AECOM*. Theme Index/Museum Index 2019. Themed Entertainment Association (TEA), July 2019. https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2019.pdf

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Tourism Economics. *Economic Impact of Tourism in New Jersey*. Visit NJ, 2020 (rep.). https://www.visitnj.org/sites/default/files/2019-nj-economic-impact_6-1-20.pdf

Visit Orlando. Organizational Highlights. *Tourism's Positive Impact Continued to Grow in 2019*, Q4, 2019. https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/orlandofl/vo_2019_qtr4_board_highlights_280c56d1-ca04-4bbc-868c-7aa042a28a08.pdf

Visit Orlando. *Orlando Announces Record 75 Million Visitors, Solidifies Ranking as No. 1 U.S. Travel Destination*, May 9, 2019. https://www.visitorlando.com/media/press-releases/post/orlando-announces-record-75-million-visitors-solidifies-ranking-as-no-1-u-s-travel-destination/

Visit Orlando. *Regional Economic Impact from Orlando Tourism Increases 6.4%*, Nov. 18, 2019. https://www.visitorlando.com/media/press-releases/post/regional-economic-impact-from-orlando-tourism-increases-6-4/

Wallach, P. A.; Myers, J. The Federal Government's Coronavirus Response: Public Health Timeline. Brookings Institution, Mar31, 2020. https://www.brookings.edu/research/the-federal-governments-coronavirus-actions-and-failures-timeline-and-themes/

Warner, M. How Hawaii Became a Rare COVID Success Story. *Politico*, June 19, 2020. https://www.politico.com/news/magazine/2020/06/19/hawaii-covid-success-story-322919

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

CHAPTER 2

Recent Perceptions on Tourism Happiness Index Due to the Coronavirus Pandemic

DEBASISH BATABYAL[1] and CHANCHAL DEY[2]

[1]*Amity Institute of Travel & Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal*

[2]*Department of Humanities, College of Engineering and Management, Kolaghat, West Bengal*

[*]*Corresponding author. E-mail: debasishbatabyal@gmail.com*

ABSTRACT

Coronavirus pandemic has become a major source of concern and uncertainty since the days of World War II. With travel restrictions in place, one of the most vulnerable sectors is projected to be the tourism industry. The success of tourism is defined by the happiness and satisfaction of tourists. Our study aims to analyze the phenomena in the context of coronavirus pandemic by developing a scale for determining the level of happiness in the tourism industry. We have conducted two studies which were followed by a cross-validation approach. Our study pertains to find the factors and variables that are thought to be critical for keeping tourists happy. The first study involved administering a questionnaire based on content analysis. The second study was carried out to validate the scale with the help of factor analysis, both exploratory and confirmatory. We have carried our data analysis with the help of structural equation modeling. We found

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

that in order to minimize the negative implications due to the pandemic, there has to be major emphasis on creation of the quality tourism services which promote open communication and trust among tourists and all stakeholders.

2.1 INTRODUCTION

COVID-19 pandemic has brought tremendous complexities in the tourism sector. All the stakeholders are required to employ innovative methods to ensure quality tourism service for the satisfaction and happiness of tourists. This is the only way for the sustenance and survival of the sector. We sought to look at the relationship between consumer happiness and consumer involvement with businesses in the tourism sector. A great deal of research has been done in recent years regarding consumer happiness. However, further research is needed to develop tools that can compute consumer happiness using both intrinsic and extrinsic elements. Our study aims to initiate progress in this direction by presenting means to measure consumer happiness.

2.2 RESEARCH QUESTIONS

Our research intended to address the following research questions (RQ):

RQ 1: What are various factors and variables considered essential in making tourists happy?

RQ 2: What are various broad first-order factors obtained by exploratory analysis that are considered essential to make tourists happy?

RQ 3: Is confirmatory factorial analysis a useful technique to validate a research model and propose a final device for measuring Tourism Happiness Index?

2.3 LITERATURE REVIEW

The World Health Organization (WHO) regarded health to be a relatively stable state of physiological, emotional, and community well-being. Happiness and well-being are notable themes in interdisciplinary research that have become interchangeable or are linked with other terms based

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

on specific use or theory (Blanch et al., 2010; Warr, 1987). Some of the examples of such terms are subjective well-being (Diener, 2000; Strack et al., 1991) or psychological well-being (Ryff and Keyes, 1995). Veenhoven (2012) opined after his review of different definitions that every time they mirror within which they have been made. Subjective well-being, like most definitions of happiness, refers to positive feelings associated with pragmatic subjective assessments of one's life (Diener et al., 1991). In general, "happiness" signifies for everything positive, "consumer happiness" encompasses a variety of variables that may be quantified at an individual level, ranging from fleeting moods and feelings to generally steady attitudes and temperaments (Fisher, 2010).

2.4 OBJECTIVES OF THIS STUDY

The objectives of this study are to:

1. Determine the general characteristics that influence consumer happiness in the tourism industry.
2. Determine the specific factors that influence consumer happiness in the tourism industry.
3. Create a consumer happiness questionnaire for the tourism industry.
4. Verify the tourism-related questionnaire on consumer happiness.

2.5 RESEARCH METHODOLOGY

We have conducted two studies as part of our research. A total of 100 active tourists from Kolkata, India, participated in our first study. We have used a stratified random sampling technique to select our sample. With the help of content analysis, we had developed the first questionnaire. A second sample of 150 active tourists visiting Kolkata filled the previously established questionnaire. We used the IBM SPSS Statistics (version 22) software to implement exploratory factor analysis (EFA). It identified four first-order factors and all factors were found to be correlated. In order to determine the goodness-of-fit, we used Goodness-of-Fit Index (GFI) with the limit of 0.9 to indicate good/adequate fit, Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), and the Root Mean Square Residual (RMSR) with the limit of 0.1 or lower to indicate good/adequate fit for several fit indices.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

2.6 DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

We estimated each response's mean, standard deviation, skewness, and kurtosis independently. The details are available in Table A1. The values that we have obtained are not high in absolute terms. The Cronbach's α was used to assess the questionnaire's internal consistency, and the result was 0.884, which is a very good score. In Figure A1, Pearson's correlation coefficient histogram is given. The presence of a significant degree of correlation between the 38 items can be seen here. The minimal correlation between the items was 0.37. The relational structure of the items on tourist happiness was determined using EFA over the correlation matrix. With a Varimax rotation, the factors were recovered using the principal components approach. The factors with eigenvalues greater than 1 and in agreement with the scree plot l were kept. As the application of a single criterion can lead to the retention of plus/minus components relevant to define the underlying data structure, the amount of variation was also retained. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) criterion is used to estimate the relative validity of the EFA, and a value greater than 0.7 (of 0.981) indicates very good factorial conformance of the data on the correlation matrix. The major diagonal analysis of the anti-image matrix revealed that all diagonal values are greater than 0.5, yielding the measure of sampling adequacy (MSA). This indicates that all variables used in the analysis are correct. The relationship structure of the numerous items on the happiness scale is described by four components, according to the eigenvalues being greater than 1 and the analysis of the slope of the scree plot. This accounted for 73% of the overall variance. The weight factor allocated to each of the factors, their eigenvalues, communalities, and the variance described by the extracted factors independently are summarized in Table A2. The nominated factors includeF1 = Accessibility, F2 = deliverability, F3 = convenience, F4 = social responsibility (Figure A2).

2.7 CONCLUSION

Our study takes content analysis into account for the preparation of a questionnaire that was cross-validated by the structural equation modeling concept. The final model presents a unique method for measuring happiness levels of tourists which is mostly relevant in Indian context.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Consumer unhappiness in the tourism sector is a serious issue that is undesirable for the individual, organization, and consequently to the society at large. There should be encouragement for the creation of quality tourism services which facilitate open communication and a sense of trust between tourists and service providers. Moreover, all stakeholders should be physically and mentally engaged to make tourists happy and satisfied.

Further research is required to ascertain the root causes of tourism unhappiness and formulation of strategies to enhance morale and happiness level of tourists by periodic monitoring of the level of tourism happiness index.

APPENDIX

TABLE A1 Descriptive Statistics of Identified 38 Items in Questionnaire.

Item	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
I_01	3.93	0.989	−0.871	0.419
I_02	3.76	0.971	−0.659	0.128
I_03	3.63	1.076	−0.546	−0.234
I_04	3.88	1.014	−0.755	0.178
I_05	3.53	1.134	−0.414	−0.599
I_06	3.68	1.105	−0.577	−0.407
I_07	3.34	1.087	−0.305	−0.508
I_08	3.52	1.158	−0.476	−0.592
I_09	3.77	1.065	−0.711	−0.055
I_10	3.90	1.007	−0.804	0.213
I_11	3.45	1.228	−0.467	−0.720
I_12	3.66	1.179	−0.645	−0.396
I_13	3.74	1.189	−0.793	−0.076
I_14	3.58	1.212	−0.514	−0.672
I_15	4.05	0.983	−1.062	0.836
I_16	3.41	1.207	−0.401	−0.726
I_17	3.68	1.177	−0.579	−0.613
I_18	3.33	1.179	−0.314	−0.744
I_19	3.01	1.250	−0.089	−1.001
I_20	2.89	1.292	0.043	−1.073

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE A1 *(Continued)*

Item	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
I_21	3.55	1.160	−0.458	−0.644
I_22	3.54	1.192	−0.439	−0.723
I_23	3.76	1.047	−0.581	−0.378
I_24	3.45	1.151	−0.395	−0.606
I_25	3.48	1.158	−0.436	−0.610
I_26	3.48	1.198	−0.401	−0.729
I_27	3.25	1.182	−0.206	−0.794
I_28	3.53	1.270	−0.548	−0.739
I_29	3.48	1.234	−0.482	−0.719
I_30	3.56	1.196	−0.524	−0.602
I_31	3.34	1.351	−0.352	−1.062
I_32	3.49	1.255	−0.454	−0.805
I_33	4.13	0.871	−0.929	0.696
I_34	4.20	0.861	−1.016	0.802
I_35	3.72	1.176	−0.704	−0.277
I_36	3.54	1.122	−0.491	−0.499
I_37	3.56	1.087	−0.419	−0.504
I_38	3.58	1.148	−0.519	−0.499

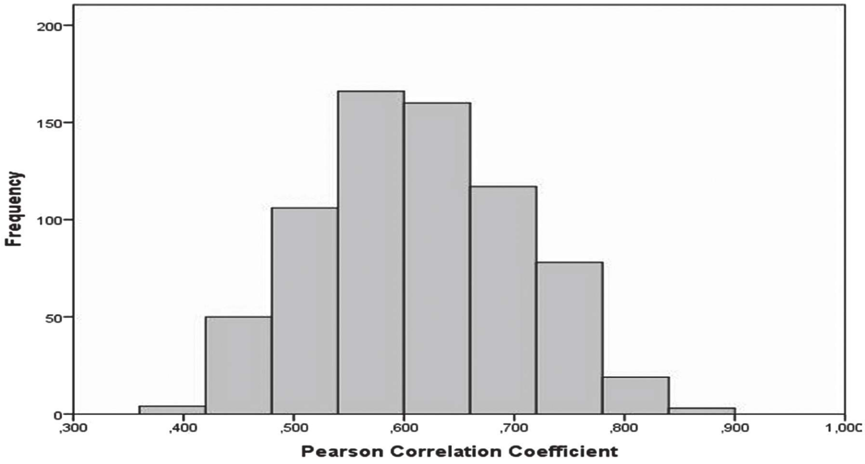

FIGURE A1 Pearson’s correlation coefficient and corresponding frequency.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE A2 Factorial Structure.

Item	F1	F2	F3	F4	Communalities
I_01	0.285	0.264	**0.769**	0.207	0.785
I_02	0.269	0.214	**0.792**	0.194	0.782
I_03	0.364	0.220	**0.779**	0.232	0.841
I_04	0.300	0.208	**0.753**	0.215	0.746
I_05	0.537	0.282	**0.513**	0.286	0.713
I_06	**0.581**	0.233	0.196	0.400	0.590
I_07	0.257	0.237	**0.649**	0.330	0.652
I_08	0.485	**0.604**	0.287	0.220	0.731
I_09	0.423	**0.655**	0.335	0.230	0.772
I_10	0.450	**0.670**	0.277	0.204	0.770
I_11	**0.657**	0.387	0.337	0.256	0.760
I_12	**0.703**	0.387	0.348	0.178	0.797
I_13	**0.710**	0.339	0.334	0.191	0.767
I_14	**0.757**	0.319	0.307	0.165	0.796
I_15	0.52	**0.607**	0.219	0.044	0.688
I_16	**0.621**	0.409	0.294	0.131	0.657
I_17	**0.726**	0.42	0.3	0.074	0.8
I_18	**0.662**	0.279	0.341	0.314	0.731
I_19	**0.523**	0.169	0.244	0.406	0.527
I_20	**0.614**	0.22	0.134	0.447	0.642
I_21	**0.522**	0.506	0.226	0.316	0.679
I_22	**0.553**	0.525	0.266	0.353	0.776
I_23	**0.5**	0.428	0.232	0.399	0.646
I_24	**0.691**	0.235	0.266	0.406	0.769
I_25	0.361	0.237	0.221	**0.635**	0.639
I_26	**0.684**	0.242	0.242	0.419	0.762
I_27	**0.598**	0.231	0.362	0.437	0.734
I_28	**0.683**	0.244	0.282	0.352	0.73
I_29	**0.657**	0.284	0.376	0.343	0.771
I_30	**0.664**	0.357	0.294	0.398	0.813
I_31	**0.738**	0.253	0.297	0.299	0.786
I_32	**0.657**	0.406	0.275	0.335	0.784
I_33	0.197	**0.761**	0.211	0.284	0.743
I_34	0.239	**0.721**	0.204	0.352	0.743
I_35	**0.589**	0.311	0.325	0.3	0.639
I_36	0.167	0.237	0.28	**0.708**	0.663
I_37	0.337	0.296	0.289	**0.689**	0.76
I_38	0.474	0.203	0.308	**0.572**	0.688
Eigenvalue	23.8580	1.5070	1.2330	1.0760	
Explained variance	29.90%	15.40%	14.90%	12.70%	

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

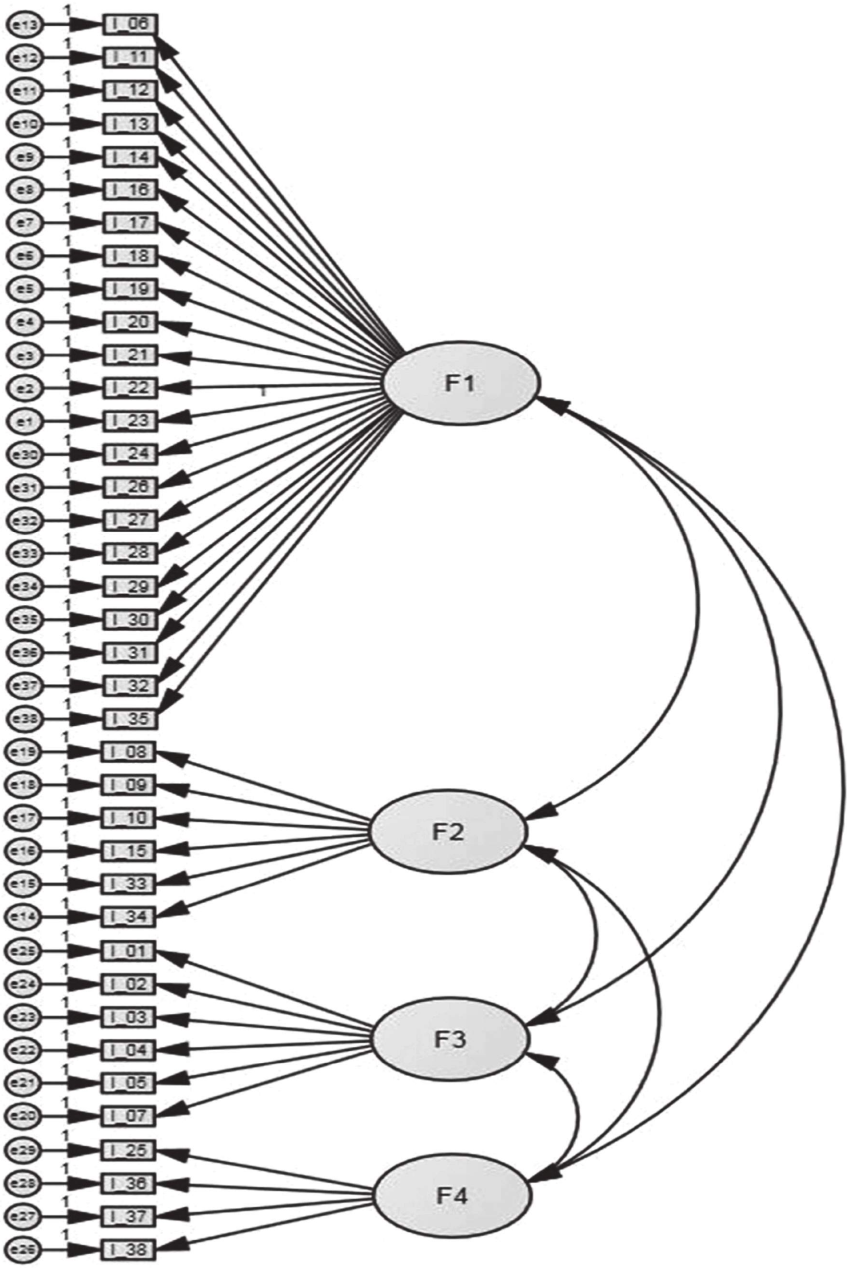

FIGURE A2 Structural equation modeling.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

KEYWORDS

- **tourism happiness index**
- **content analysis**
- **exploratory factor analysis**
- **confirmatory factor analysis**
- **structural equation modeling**

REFERENCES

Andrews, F. M.; Withey, S. B. *Social Indicators of Well-being: American Perception of Life Quality*; Plenum: New York, 1976.

Bakker, A. B.; Leiter, M. P. *Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research*; Psychology Press: New York, 2010.

Bakker, A. B.; Oerlemans, W. G. Subjective Well-being in Organizations. In *The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship*; Cameron, K. S., G. M. Spreizer, G. M., Eds.; Oxford University Press, New York, 2011; pp 178–189.

Berelson, B. *Contents Analysis in Communication Research*; Free Press, 1952.

Blanch, J. M.; Sahagún, M.; Cervantes, G. Factor Structure of Working Conditions Questionnaire. *Revista de Psico-logia del Trabajo y de las Organizaciones* **2010,** *26* (3), 175–189. DOI: 10.5093/tr2010v26n3a2

De Leersnyder, J.; Mesqwuita, B.; Kim, H.; Eom, K.; Choi, H. Emotional Fit with Culture: A Predictor of Individual Differences in Relational Well-being. *Emotion* **2014,** *14* (2), 241–245. doi: 10.1037/a0035296.

Diener, E. Subjective Well-being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. *Am. Psychol.* **2000,** *55* (1), 34–43. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.34

Diener, E.; Sandvik, E.; Pavot, W. Happiness Is the Frequency, Not the Intensity, of Positive versus Negative Affect. In *Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective*; Strack, F., Argyle, M., Schwarz, N. Eds.; Pergamon: Oxford, 1991; pp 119–139.

Dutschke, G.; Gomes, J. C.; Combadão, J.; Jacobsohn, L. Developing a Scale Measuring Organizational Happiness: Content Analysis and Exploratory Factorial Analysis. In *The Proceedings of the 1st International Conference Positive Organizational Communication: Empresa, liderazgo y comunicación interna positive*; Universidad Loyola: Sevilla, 2015.

Fisher, C. Happiness at Work. *Int. J. Manage. Rev.* **2010,** *12*, 384–412.

Glencoe, B.; Haworth, J. Psychological Well-being in a Sample of Male and Female Office Workers. *J. Appl. Soc. Psychol.* **2003,** *33* (3), 565–585.

Hofstede, G. *Culture and Organizations: Software of the Mind*; Nova York: McGraw-Hill, 1991.

Rodrígues-Muñoz, A.; Sanz-Vergel, A. I. Happiness and Well-being at Work: A Special Issue Introduction. *J. Work Organ. Psychol.* **2013,** *29*, 95–97. DOI: 10.5093/tr2013a14.

Non Commercial Use

Ryff, C.; Keyes, C. The Structure of Psychological Well-being Revisited. *J. Personal. Soc. Psychol.* **1995,** *69*, 719–727.

Strack, F.; Argyle, M.; Schwarz, N. *Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective*. Oxford: Pergamon, 1991.

Uchida, Y.; Norasakkunkit, V.; Kitayama, S. Cultural Constructions of Happiness: Theory and Empirical Evidence. *J. Happiness Stud.* **2004,** *5*, 223–239.

Vacharkulksemsuk, T.; Fredrickson, B. L. *One Decade Later: An Update of the Broaden-and Build Theory of Positive Emotions in Organizations*; Emerald: London, 2013.

Van Katwyk, P. T.; Spector, P. E.; Kelloway, E. K. Using the Job-Related Affective Well-being Scale (JAWS) to Investigate Affective Responses to Work Stressors. *J. Occup. Health Psychol.* **2000,** *5* (2), 219–230.

Veenhoven, R. Cross-National Differences in Happiness: Cultural Measurement Bias or Effect of Culture? *Int. J. Wellbeing* **2012,** *2* (4), 333–353. DOI: 10.5502/ijw. v2.i4.4

Warr, P. B. Work, Unemployment, and Mental Health; Clarendon Press: Oxford, 1987.

Warr, P. The Measurement of Well-being and Other Aspects of Mental Health. *J. Occup. Psychol.* **1990,** *63* (3), 193–210.

Xanthopoulou, D.; Bakker, A. B.; Ilies, R. Everyday Working Life: Explaining Within-Person Fluctuations in Employee Well-Being. *Human Relat.* **2012,** *65*, 1051–1069. DOI: 10.1177/0018726712451283.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 3

Tourist Perception on Quality Dimensions in the Hotel Industry in Tagore's Shantiniketan

SOMNATH CHATTERJEE*

Department of Management and Business Administration, Aliah University, ll-A/27, Action Area II, Newtown, Kolkata 700156, West Bengal, India

Corresponding author. E-mail: writesomnath@gmail.com

ABSTRACT

This study has been conducted to examine the perception of the tourists regarding the interface of broad service quality dimensions at three distinct kinds of hotels in Rabindranath Tagore's Shantiniketan. Hotels were categorized under three categories, namely, common private hotels, government hotels, and private star hotels, and then the tourists who are staying there has been surveyed (sample size 250). Likert scale was used. The hypothesis of the study was "tourists, staying at three categories of hotels have similar kind of perception regarding five dimensions of service quality." The significance of perception of the projected categories tourists have been judged by using Kruskal–Wallis technique. The interviews were documented from 100 tourists of common private hotels, 100 tourists of government hotels, and 50 tourists of private star hotels. Result indicates that significant differences on tourist perception presents across tourist categories. Perception of the tourists on the quality of services provided by the hoteliers varies across different categories of service consumers.

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press Author Copy

Non Commercial Use

3.1 INTRODUCTION

Service industries are playing a vital role within the overall economy of the many nations. In today's world of worldwide competition, rendering quality service may be a key for survival and success, and plenty of consultants concur that the foremost powerful competitive trend of shaping, promoting, and business strategizing is service quality (Zeithaml et al., 1996). Since 1980s, service quality has been added to exaggerated profit and it is seen as providing a very important competitive advantage by generating repeat sales, positive viva-voce feedback, client loyalty, and competitive product differentiation. From that time, service quality has been considered as an strategic force and a pivotal strategic concern on management's outline (Bowers, 1997). It is no surprise that players in the tourism industry are keen on accurately measuring service quality so as to observe the essential antecedents and consequences of perceived service quality and ultimately establish strategies for rising quality to attain competitive advantage and build client loyalty (Bitner, 1993). Organizations focusing toward fine quality services build the support of service quality and its succeeding management of utmost importance (Webster, 1989). However, the matter inherent within the implementation of such a method has been combined by the elusive nature of the service quality construct, rendering it extraordinarily troublesome to outline and live (Parasuraman et al., 1985; Carman, 1990; Bolton and Drew, 1991). Though researchers have devoted an excellent deal of attention to the service quality, there are still some unresolved problems that require to be addressed and also the most disputable (Babakus and Boiler, 1992; Buttle, 1996; Robinson, 1999). A shot to outline the analysis customary freelance of any specific service context has stirred the fixing of many methodologies. In the last decade, the emergence of various instruments of measurement like SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992), and evaluated performance (EP) (Teas, 1993) has contributed hugely to the event within the study of service quality. The study of tourist's perception on service quality must be a vital strategy for achievement and survival in today's competitive atmosphere (Fynes and Voss, 2001). In recent times, hospitality business has become a significant catalyst for the expansion of business industry. This business offers the required services to varied holidaymaker in given locations particularly locations with nice business potentials. However, with the service industry booming across the globe in the 21 century, it has been remodeled from a producing economy to

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

a service-oriented one, which can be attributable to it varied business potentials that has necessitated toward the zoom of the hospitality business within the area (Eja, 2011a, 2011b). Today, everybody recognizes the pervasion consequences of quality at constant time; everybody appears to be having issue in grasping its several dimensions that has become a key issue within the management of hospitality business. The standard of satisfaction and perceived service quality plead with the tourist's keenness to acquire hotel service at future events once more from the same hotel service provider. With this background of study, this chapter makes an attempt to look at tourist's perception on hotel service quality considering evidence from field survey on 250 tourists in Shantiniketan, the Tagore's place. Successive section deals with the objective and hypothesis. Methodological framework of the study has been conferred next. Result and discussion is addressed thenceforth. The concluding comments are conferred at the end.

3.2 OBJECTIVE

The objective of this study was to appraise the perception of the tourists on the subject of the service quality dimensions at three distinct categories of hotels.

3.3 HYPOTHESIS

The hypothesis is that the tourists, staying at three categories of hotels have a similar standard of perception regarding the quality dimensions of hotel services.

3.4 METHODOLOGY

To conduct the perception study on the tourists, all types of analytical details provided by the tourists were methodically documented in a tabular form. Likert scale[1] was used to obtain the perception and reactions

[1] Likert scale, rating system, used in questionnaires, that is designed to measure people's attitudes, opinions, or perceptions. Subjects choose from a range of possible responses to a specific question or statement. Responses typically include "strongly agree," "agree," "neutral," "disagree," and "strongly disagree." Often, the categories of response are coded numerically, in which case the numerical values must be defined for that specific study, such as 1 = strongly agree, 2 = agree, and so on. The Likert scale is named for American social scientist Rensis Likert, who devised the approach in 1932 (Jamieson, 2017).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of the respondents on the service provided by the hoteliers. In this study, a five-point Likert scale was used to obtain the perception of the tourists on service quality dimensions, that is, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibles. The data were collected from the tourists of three distinct categories of hotels (common private hotels, government hotels, and private star hotels). In order to symbolize the three categories of hotels in the sample, an inclusive list of all the different kinds of hotels in Shantiniketan–Bolpur, in Birbhum district of West Bengal, India is assembled in the primary stage. A total of 250 tourists, who were traveling during the time of field survey at the aforesaid tourist destination and staying in three categories of hotels, have been surveyed. Accordingly, the eventual sample units, that is, the tourists have been chosen in the proportion of 2: 2: 1. Thus, 100 tourists have been considered from common private hotels, 100 tourists from government hotels, and 50 tourists from private star hotels. As the respondents were roaming in different places, all of them could not be gathered together because of the basic nature of the tourists. As the respondents visit different places with their varied time schedule for the trip, area wise collection of data was not possible. Thus, the convenience sampling has been deployed to collect the necessary information about the services quality provided by the hotels. The survey was conducted with a structured questionnaire.

Kruskal and Wallis (1952) test has been used in this study to test similarity or dissimilarity of the perception of different groups of tourists on the hotel service. For this purpose, tourists were categorized based on their access to common private hotels, government hotels, and private star hotels. In this study, the statement that the tourists surveyed at three categories of hotels possess similar perception on five dimensions of service quality (i.e., tourist's perception about Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibles) has been considered as the hypothesis for testing.

H_0: $\boldsymbol{\mu}_{\text{CPH}} = \boldsymbol{\mu}_{\text{GH}} = \boldsymbol{\mu}_{\text{PSH}}$ (i.e., in respect of five service quality dimensions, there is no significant difference among the tourists of three categories of hotels in the mean perception score,

where

$\boldsymbol{\mu}_{\text{CPH}}$ = perception of tourists about different dimensions at common private hotels.

$\boldsymbol{\mu}_{\text{GH}}$ = perception of tourists about different dimensions at government hotels and

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

$\boldsymbol{\mu}_{PSH}$ = perception of tourists about different dimensions at private star hotels.

To carry out the test, all the 250 respondents of three categories of hotels on dimensions of service quality are pooled together and the rankings of those are acquired by organizing them in the ascending order. Let r_i be the observed summation of the ranks of the elements of the ith sample. The Kruskal–Wallis test exercises the χ^2 -test to assess the null hypothesis. The test statistic is specified by

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^{k} \frac{r_i^2}{n} - 3(n+1)$$

where

n = $n_1 + n_2 + n_3$, that is, the total number of tourists surveyed (i.e., n=100+100+50= 250).

r_1 = summation of the ranks of responses of 100 respondents at common private hotels (CPH)

r_2 = sum of the ranks of responses of 100 respondents at government hotels (GH)

r_3 = sum of the ranks of responses of 50 respondents at private star hotels (PSH)

The statistic H pursues a χ^2 distribution with (k-1) degrees of freedom. The critical value for H is acquired from the χ^2 Table with (k-1) degrees of freedom, k being the number of samples. The null hypothesis is accepted if the calculated value of H is lesser than critical value of χ^2. The null hypothesis is rejected if the calculated value of H is higher than critical value of χ^2.

3.5 RESULT AND DISCUSSION

3.5.1 TOURIST' PERCEPTION ON SERVICE QUALITY OF HOTELS

The tourists' perception on different dimensions of service quality have been obtained with the use of five-point Likert scale and have been ranked in five points (i.e., excellent, good, average, poor, and worst), but in the table, the "worst" response is not considered as it has negligible responses, thus, these negligible responses are merged to the "poor" perception responses. So, Table 3.1 represents total four perception–response points,

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

which are "excellent," "good," "average" and "poor" and for sake of better understanding, the same is shown in the form of frequency distribution.

Apple Academic Press

Author Copy

TABLE 3.1 Frequency Distribution of Tourists' Perception on Dimensions of Service Quality in Hotels.

Tourists' perception on		Respondents (tourists) surveyed at			
		CPH	GH	PSH	Total
Reliability	Excellent	20 (33.33)	15 (25.00)	25 (41.67)	60 (100.00)
	Good	59 (38.56)	70(45.75)	24(15.69)	153 (100.00)
	Average	20 (55.56)	15(41.67)	01 (2.77)	36 (100.00)
	Poor	01 (100.00)	00 (00.00)	00 (00.00)	01 (100.00)
Responsiveness	Excellent	05 (38.46)	00 (00.00)	08 (61.54)	13 (100.00)
	Good	34 (41.98)	16 (19.75)	31 (38.27)	81 (100.00)
	Average	45 (36.00)	70 (56.00)	10 (8.00)	125 (100.00)
	Poor	16 (51.61)	14 (45.16)	01 (3.23)	31 (100.00)
Assurance	Excellent	02 (28.57)	00 (00.00)	05 (71.43)	07 (100.00)
	Good	28 (37.84)	14 (18.92)	32(43.24)	74 (100.00)
	Average	60 (39.47)	80 (52.63)	12 (7.89)	152 (100.00)
	Poor	10 (58.82)	06 (35.29)	01 (5.88)	17 (100.00)
Empathy	Excellent	08 (15.09)	02 (3.77)	43 (81.13)	53 (100.00)
	Good	64 (43.54)	79 (53.74)	04 (2.72)	147 (100.00)
	Average	28 (56.00)	19 (38.00)	03 (6.00)	50 (100.00)
	Poor	00 (00.00)	00 (00.00)	00 (00.00)	00 (00.00)
Tangibles	Excellent	01 (7.14)	03 (21.43)	10 (20.00)	14 (71.43)
	Good	38 (28.57)	59 (44.36)	36 (27.07)	133 (100.00)
	Average	48 (55.17)	36 (41.38)	03 (3.45)	87 (100.00)
	Poor	13 (81.25)	02 (12.50)	01 (6.25)	16 (100.00)

Source: Field survey.

A consistent and constant promise toward the quality of hotel service is essential for any hotel service provider to draw and retain consumers in the era of competition. Thus, it is very important to review the end result for which the hotel customers accept different categories of hotels. So, in this segment of study, the customers' perceptions at three groups of hotels are examined. As the hotel service is a core service sector, the service quality dimensions is vital in this industry.

Non Commercial Use

3.5.2 TESTING THE DIFFERENCE IN THE PERCEPTION OF THE TOURISTS ON SERVICE QUALITY DIMENSIONS

Kruskal–Wallis test is used to scrutinize the difference in the perception levels of the tourists categorized at three types of hotels on different heads. A parametric ANOVA test is also run with the same data set, and the results are positioned at appendix (Table A.1).

In the analysis, Table 3.2 illustrates that the result on tourists' perception on reliability is significant. So, regarding perception of the customers on reliability, significant difference presents among tourists belonging to three categories of hotels. Among these, all three categories of tourists' perception on reliability are the best for the tourists of private star hotels, followed by perception of the tourists having access to government hotels and common private hotels, though the difference between perception of patients on reliability at government hotels and common private hotels is very thin.

By and large, the analysis shows that the factors of perception on reliability, perception on responsiveness, perception on assurance, perception on empathy, and the tangibles are found to be significant. Hence, the hypothesis (i.e., there is no significant variation among the hotel service providers as experienced in the perception of the tourists in the quality of hotel service they obtain from the hotels is rejected. It entails that variation presents among perception of tourists in three categories of hotels and the perception is the best among tourists of private star hotels, followed by perception of the tourists having access to government hotels and common private hotels.

3.6 CONCLUSION

This study has examined the quality-seeking behavior of the tourists from the hoteliers. The tourists judge quality service as a precondition to their satisfaction. Since, hotels are an inevitable part of the overall tourism industry, hotel service providers should necessitate identifying the intensity of tourists' inclination on access. Tourist satisfaction dealings should be exploited to observe the execution of hospitality services particularly for hotels. Hotel personnel should recognize tourists, who are the consumers, as the most important trade associates. But, a large

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

TABLE 3.2 Testing Differences in the Perception of Service Quality Dimensions among Different Categories of Tourists.

Perception about	Tourists surveyed at	N	Mean rank	Test statistic[a,b]			Remark
				Chi-square	Df	Asymptotic significance	
Reliability	CPH	100	115.27	25.190	2	.000	Significant variation on perception about doctor exists across tourist categories
	GH	100	115.80				
	PSH	50	165.36				
Responsiveness	CPH	100	123.97	49.537	2	.000	Significant variation on perception about nurse exists across tourist categories
	GH	100	99.63				
	PSH	50	180.31				
Assurance	CPH	100	119.76	49.570	2	.000	Significant variation on perception about staff exists across tourist categories
	GH	100	104.25				
	PSH	50	179.48				
Empathy	CPH	100	104.42	94.842	2	.000	Significant variation on perception about hygiene exists across tourist categories
	GH	100	107.29				
	PSH	50	204.09				
Tangibles	CPH	100	96.94	48.573	2	.000	Significant variation on perception about overall perception exists across tourist categories
	GH	100	129.38				
	PSH	50	174.87				

[a]Kruskal–Wallis Test.
[b]Grouping variable: Hotel type.
CPH, Common Private Hotels; GH, Government Hotels; PSH, Private Star Hotels; df, Degree of freedom.

Source: Field survey 2013–2014.

Author Copy

Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

quantity of the disappointment in tourist relationships occurs from the complexity in accomplishing that trust of the tourists. Successful hotel service providers consistently give their every effort for superior service to the tourists. Hotel service providers should continuously evaluate and confirm the necessities of the tourists. Tourists' satisfaction to a hotel service provider pledges benefits through not only their constant review to the hotel service issues but also provides an improved perception and the following satisfaction which might obtain a positive step in the progression of recovery from any service failure. There should be competition at intra-category hotels in this regard. As consumerism is gaining potency in hotel domain, the notion of tourist satisfaction should also excel with highest prioritization.

APPENDIX

TABLE A.1 Measurement of Differences among Tourists' Perception about Hotels (with ANOVA Framework).

		ANOVA Table				
Perception about	**Comparison**	**Sum of Squares**	**df**	**Mean Square**	**F**	**Sig.**
Reliability	Between groups	9.624	2	4.812	13.439	.000
	Within groups	88.440	247	.358		
	Total	98.064	249			
Responsiveness	Between groups	27.150	2	13.575	28.573	.000
	Within groups	117.350	247	.475		
	Total	144.500	249			
Assurance	Between groups	18.936	2	9.468	29.269	.000
	Within groups	79.900	247	.323		
	Total	98.836	249			
Empathy	Between groups	155.416	2	77.708	74.847	.000
	Within groups	256.440	247	1.038		
	Total	411.856	249			
Tangibles	Between groups	23.380	2	11.690	29.609	.000
	Within groups	97.520	247	.395		
	Total	120.90	249			

df, implies degree of freedom.

Source: Field survey.

Non Commercial Use

KEYWORDS

- **tourist perception**
- **service quality**
- **reliability**
- **responsiveness**
- **assurance**
- **empathy**
- **tangibles**
- **Kruskal–Wallis**

REFERENCES

Babakus, E.; Boiler, G. W. An Empirical Assessment of the SERVQUAL Scale. *J. Busi. Res.* 1992, *24* (3), 253–268.

Berry, L. L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *J. Market.* **1985,** *49* (4), 41–50.

Bitner, M. J. Tracking the Evolution of the Service Marketing Literature. *J. Retail.* **1993,** *69*, 61–103.

Bolton, R. N.; Drew, J. H. A Multi Stage Model of Customer's Assessments of Service Quality and Value. *J. Consum. Res.* **1991,** *17*, 375–384.

Bowers, M. R. Improving Service Quality: Achieving High Performance in the Public and Private Sectors by Milakovich ME. *J. Acad. Market. Sci.* **1997,** *25* (3), 265–266.

Buttle, F. SERVQUAL: Review, Critique, Research Agenda. *Eur. J Market.* **1996,** *30* (1), 8–32.

Carman, J. M. Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions. *J. Retail.* **1990,** *66*, 33–55.

Cronin, J. J.; Taylor, S. A. Measuring Service Quality: A Re-examination and $xtension. *J. Market.* **1992,** *56* (3), 55–68.

Eja, E. I. An Assessment of the Relevance of Christmas Festival in the Development of Sustainable Hospitality Industry in Calabar City. *Afr. J. Soc. Sci.* **2011a,** *1* (3), 1–9.

Eja, E. I. Using Multiple Regression in Modeling the Role of Hospitality Industry in Tourism Development in Calabar. *Afr. Res. Rev.* **2011b,** *5* (5), 156–165.

Fynes, B.; Voss, C. A Path Analytic Model of Quality Practices, Quality Performance and Business Performance. *Product. Operat. Manage.*Winter **2001,** 494–510.

Jamieson, S. Likert Scale. *Encyclopedia Britannica*, 2017. https://www.britannica.com/topic/Likert-Scale (accessed Jan 29, 2020).

Kruskal, W. Use of Ranks in One-criterion Variance Analysis. *J. Am. Stat. Assoc.* 1952, *47* (2), 583–621.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Parasuraman, A.; Zeithami, V. A.; Berry, L. L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *J. Market.* **1985,** *49* (4), 41–50.

Parasuraman, A.; Zeithaml, V.; Berry, L. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *J. Retail.* **1988,** *64* (1), 29–40.

Robinson, S. Measuring Service Quality: Current Thinking and Future Requirements. *Market. Intell. Plan.* **1999,** *17* (1), 21–32.

Teas, R. K. Expectations, Performance Evaluation, and Consumers' Perceptions of Quality. *J. Market.* **1993,** *57* (4), 18–34.

Webster, C. Can Consumers Be Segmented on the Basis of Their Service Quality Expectations? *J. Serv. Market.* **1989,** *3* (2), 35–53.

Zeithaml, V. A.; Berry, L. L.; Parasuraman, A. The Behavioural Consequences of Service Quality. *J. Market.* **1996,** *60,* 31–46.

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

CHAPTER 4

Impact of the COVID-19 Health Crisis on Mass Tourism and Flight Shame Protest Movements

JOCELYNE NAPOLI* and SÉBASTIEN DÉPASSE

University of Toulouse, Toulouse, France

**Corresponding author. E-mail: Jocelyne.napoli@univ-tlse3.fr*

ABSTRACT

Air transport is partially responsible for the growth of tourism and represents a key factor in mass tourism and the overtourism outbreak. These phenomena have given birth to protest movements as tourismophobia and flight shame also known as *flygskam*, a Swedish word created in 2017. The aim of this chapter is to highlight the links between mass tourism and flight shame, and to explore how the COVID-19 health crisis is playing a catalytic role in the evolution of these phenomena. A qualitative study based on interviews with French air-transport experts and leaders of nongovernmental organizations (NGOs) involved in the air-transport field highlights the drivers of change resulting from the pandemic and uncertainties regarding the future of world trades linked to tourism. The obtained results are used to suggest recommendations that ensure a sustainable postcrisis recovery for air-transport and tourism fields, taking into account the concerns previously highlighted by protest movements.

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Non Commercial Use

4.1 INTRODUCTION

Empirically, tourism is based on three varied factors: the relationship to work, religion, and culture. A fourth factor, the feeling of trust, is a central and crucial element of the tourist activity since it tacitly conditions its functioning. In the course of modern history, the varying importance of these pillars in our lifestyles has impacted our leisure time and thus relationship to tourism. Since the 1960s, tourism and air transport's evolutions have been linked, and the emergence of protest movements such as antiaviation activism and tourismophobia has evolved in line with citizen awareness and sustainable development issues. These movements are increasingly visible and influential.

The growth of tourism and air transport stems from a strong political agenda intended to generate economic spin-offs and to influence regional planning (Viard, 2015). As a result of the deregulation of air transport and technological disruptions in the second half of the 20th century, the air transport sector constantly grew and kept pace with the development of tourism (Gay, 2006). Culture and new technologies are contributing to the birth of new forms of tourism that are sometimes poorly controlled and can lead to overtourism (Béal and Zaman, 2019; Hajli et al., 2018). Nevertheless, due to the emergence of the COVID-19 crisis in early 2020, the air transport and tourism sectors have been partly at a standstill since then must question themselves to survive.

4.2 LINKS BETWEEN MASS TOURISM AND FLIGHT SHAMING CONTESTATION MOVEMENTS

To analyze the relationship between mass tourism and flight shame movements, first we have to look back at their history. As tourism is not a recent phenomenon, but the flight shame is quite new in comparison. Tourism planning is the result of a political agenda and a long-term spatial planning strategy (Michaud, 1995) in which airplanes play a major part. The airport network is a component of the development of mass tourism, as are the various acts of liberalization in this sector. Globalization and new technologies have paved the way for new tourists who are nowadays connected, informed by their peers on social networks, and culturally influenced to visit places that are sometimes developed; against the local

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

political will (Li et al., 2019). This situation can lead to overtourism, a perversion of mass tourism, where natural resources are endangered due to their overexploitation. On the other hand, mass tourism is deeply linked to transport development. Accessible to the popular masses, the airline industry has taken advantage of the deregulation acts to offer more connectivity at a lower cost. Therefore, it is a product and a vector of globalization (Gay, 2006). Statistics on international tourist arrivals worldwide clearly show this relationship: 25 million international tourist arrivals worldwide in 1950, 100 million in 1965, 1.30 billion in 2018, and projections, prior to the COVID-19 crisis, of 1.8 billion in 2030 (UNWTO, 2015). The growth of the sector seemed then to be limitless. It represented, until the COVID-19 crisis, 10% of the world economy, with an estimated growth of 4% per year until 2030. France, the world's first destination, had just under 90 million entries in 2019 and was aiming to reach 100 million in 2020 (CIT, 2018). If developed countries are benefiting from efficient tourism policies, developing countries, less structured and organized, could suffer from the constraints of mass tourism without benefiting sustainably from the immediate economic benefits. For some countries, growth is such that it is not possible to upgrade infrastructure to accommodate mass tourism. In Vietnam, between 2016 and 2017, there was an increase of 29.1%, a jump of nearly 3 million tourists. Over the same period, the number of tourists in Thailand and the Philippines increased by 8.6% and 11%, respectively (UNWTO, 2018).

Undoubtedly, tourism can be considered as a tool in economic and social development policies but some of its effects can be harmful. They are not always taken into account by the people in charge of tourism and can lead to a degradation of the natural spaces or the well-being of local populations' well-being, which may lead to tourist's rejection from local people. This kind of contestation is called *tourismophobia* (Plé and Demangeot, 2020). In this respect, we can quote the following issues encountered on mass tourism or overtourism places should be dealt with the management of natural resources, the use of energy, the problem of waste, and finally, the protection of environment.

- *The management of natural resources, particularly water management*

Water is a precious commodity due to its scarcity. Tourism leads to a significant consumption of water, whether through the direct use of the tourist as an individual (showers, sanitary facilities) or the development

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

of tourist and leisure areas (watering of hotel gardens, swimming pools, golf courses). In some particularly arid countries (Malta, Israel, Saudi Arabia, etc.) water consumption by and for tourists is 15 times higher than the naturally available freshwater. The risk of water shortages directly linked to tourist activity is particularly high in Indonesia, India, Thailand, China, United Arab Emirates, and the Philippines (International Tourism Partnership, 2018). Sometimes, desalination of seawater is a solution locally implemented to meet water needs. The economic cost of desalination is regularly passed on to the local population and not to the tourist who is responsible for the lack of the resource. Desalination of seawater is generally carried out via infrastructures using fossil fuels, which represents an estimated 20%, additional financial cost. In addition, excessive desalination can lead to a significant ecological havoc, by causing soil subsidence and the incursion of saltwater into the water table (Epler Wood and Milstein, 2019).

- *Energy production and greenhouse gas emissions*

The seasonality of tourist activity leads to a strong distortion between energy supply and demand. Energy production is generally not calibrated to cope with massive and sudden demand, which generates supply disruptions (power cuts). Strategically, some destinations orient production toward tourist infrastructures that consume a lot of energy to the detriment of local populations. To meet the demand, some destinations have decided to develop production units. This is the case of the island of Rhodes in Greece where, to meet the demand for electricity caused by mass tourism, the local political authorities decided to build a diesel power plant. The cost of this infrastructure is estimated at 1.35 dollar per night and per tourist, a cost borne by the Greek population, that is, 23 million dollars in 2013 (Epler Wood and Milstein, 2019). Creating such a polluting and expensive infrastructure in a country where other natural resources such as sun and wind power are so easily available must undoubtedly have other purposes and promote some people’s interests.

The consumption of nonrenewable energy on mass tourism sites is an issue that is not yet sufficiently addressed, although there are many possible alternatives in line with the Paris Agreement. Dependence on fossil fuels leads to a lasting increase in the cost of energy for local populations, who may suffer from poor supplies during the tourist season. Moreover, the high construction cost and long depreciation of facilities such as diesel- or

Non Commercial Use

coal-fired power plants block the ecological transition from fossil fuels to renewable energy since those plants have long-life expectancy.

- *Waste and wastewater management*

The massive arrival of tourists on a territory leads to a de facto increase in the waste volume and requires the implementation of waste management policies. Waste-related issues impact the ecosystem maintenance and raise health issues. According to the United Nations, only 36% of waste is collected in developing countries. In poor cities, between 30% and 60% of waste is collected and treated. Worldwide, 2 billion people do not have any access to waste treatment (UNEP, 2015). The challenge of waste treatment in areas impacted by overtourism is therefore essential to guarantee the preservation of natural spaces and to limit the proliferation of diseases or intrusive animal species. In the Maldives, for example, 95% of waste is generated by tourism. Waste treatment facilities are inadequate, which results in marine pollution. Waste is dumped into the ocean, which deteriorates beaches, contributes to fish poisoning, and thus pollutes the whole food chain. Children feeding on local food are the first victims of this type of pollution. What is more, the degradation of natural areas contributes to the destruction of natural heritage sites that are at the origin of tourism. The poor management of wastewater ramps up this phenomenon. Globally, only 8% of people living in developing countries have access to water treatment systems (WWAP, 2017).

- *The protection of the environment and social capital*

The construction of the facilities needed for the transport or reception of tourists to a destination leads to a degradation of natural areas and the artificialization of the soil. Whether through the construction of roads, airports, or hotels, these infrastructures have an impact on fauna and flora as well as on water flows and therefore require dedicated spatial planning policies (Théry, 2018). Such land-use planning policies are sometimes responsible for the displacement of local populations displacement. Destinations developed for the purpose of tourism generate an increase in prices of land due to demographic pressure, particularly in urban areas, pushing local population out of the city. Maintaining the social capital of residents requires access to natural resources, housing, health, and education and is achieved by redistributing the economic benefits of tourism. It must also allow the cultures and traditions of those populations

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

to be maintained. For these reasons and because of poor planning strategy, tourists and tourism can be rejected.

Yet, tourismophobia is not the only kind of protest linked to tourism. Air transport, as a factor of tourism growth, is also pointed out for its impact on global warming. The direct corollary of the massive development of air transport is the pollution it generates. Whether it is air pollution from greenhouse gas emissions, or the noise pollution suffered by people living near airports, air transport has more and more opponents who are structuring and organizing their protests (Gössling, 2019).

Initially, people living close to airports brought this challenge, locally, as a neighborhood concern. Those conflicts are known under the generic expression "Not in my backyard" also identified under the acronym NIMBY. It appeared for the first time in the 1970s in the United States, in an article by Robert Lindsey published in the New York Times on September 19, 1971, entitled "Bigger Airports? Not in My Backyard." The following decade saw the acronym NIMBY spread through the press and scientific research. This kind of protest promotes the resistance of a local population to the implementation of a community project that would devalue the land or create security problems. Such a project could be the construction of a prison, a garbage dump, a railway line, or an airport. This type of dispute, as its name indicates, is local and does not concern the principle of the facility itself, but its location, which impacts on the well-being of a limited population.

The emergence of movements challenging the effects of air transport is then initially local, isolated movements, and the unitary aspects are predominant: a defined territory, a local population with neighboring issues, and a disputed project. The growth of air transport leads to the networking of activists and the creation of numerous associations for the defence of residents. Although organized and federated, they remain an individual problematic characteristic of the NIMBYs since they act to make the voice of their members heard (Béhar and Simoulin, 2014). To extend their actions and generalize their impact on the entire population, they transformed their actions and reorganized their communication, particularly in the sense of "general benefit." The terminology has changed to highlight the convergence of struggles and the globalization of air transport related issues. "Not in my back yard" became "Not in anybody's back yard," NIABY.

With the NIABY, the notion of selfishness that could sometimes be attached to local defence committees is erased. The common welfare is

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

made to prevail. This is also what characterizes the ZADs (acronym of "zone à défendre) protest movements in France. The conflict concerning Notre Dame des Landes airport is characteristic of the evolution of contestation. In 1963, the project to create the "Aéroport du Grand Ouest" Airport or "Aéroport de Notre Dame des Landes" was launched. It intended to replace Nantes-Atlantique Airport, whose traffic saturation had been anticipated. In 1974, the land devoted to the airport had been classified as a *Zone d'Aménagement Différé*[1] (ZAD) which had the effect of freezing urbanization in this rural area. Put on hold due to the oil crises, the project was put back on the agenda in the early 2000s. In 2009, to defend this territory alongside the inhabitants who were contesting the creation of the airport in their neighborhood, environmental, and antiglobalization activists from France and Europe joined forces. The terminology of the "ZAD" was reappropriated and became the acronym for "Zone à Défendre." Activists identified themselves as "Zadists." They fought for the preservation of the natural space of the ZAD by occupying it and by building a precarious and temporary habitat at first. In a second phase, the land was exploited, and the housing was developed in a more sustainable way. Zadist activists promoted self-determination and campaigned more broadly against the consumer society. With the Zadist protest, activism went beyond the "selfish" preoccupation of the NIMBY struggle to embrace a desirable ideal where large infrastructure projects that pollute or do not respect life are challenged for the common good. The Zadist activists are different from the NIMBY activists since they refuse a socially conformist way of life and propose an alternative path. Zadists organize themselves around informal rules. They do not recognize institutions and some even advocate direct conflict with the law enforcement forces, the state representatives, or the representatives of private companies involved in the airport project (Pruvost, 2017).

The French government announced on January 17, 2018, the cancellation of the Notre Dame des Landes project, this being the biggest success of French air-transport protest movements to date.

ZAD protests are comparable in some points to the "Gilets Jaunes" movement that appeared in France on November 17, 2018. These similarities can be listed as the occupation of public space by dams or huts, the absence of an identifiable and unanimously recognized leader, the quasi-spontaneity

[1] Translation of ZAD: Deferred Development Zone.

Non Commercial Use

of the movement, and finally, the contestation against the public power. The demands were quite different and related to purchasing power, at least initially, which was the opposite of the Zadist preoccupation. One of the triggers of the "Yellow Vest" movement would be the increase in a domestic consumption tax on energy products (TICPE), which is to lead to an increase in fuel prices for private vehicles, putting an additional burden on household budgets (Laurent, 2019). This measure was intended to contribute to the ecological transition, from nonrenewable to renewable energy. In response to this project, local groups got organized themselves via social networks, inviting people to occupy roundabouts, and demonstrate their opposition by wearing high-visibility vests, the famous "Yellow Vests." In response to this tax project, some activists called for the introduction of a tax on aviation fuel. They fought that the fact that aviation is currently untaxed only benefited the wealthiest of the population, this category of people who can afford traveling by plane. In theory, we are witnessing a certain return of the class struggle phenomenon, opposing, on the one hand, a hard-working, and "invisible" population in the sense that it feels forgotten by public policies, against a second part of the so-called "affluent" or "privileged" population, which does not see its leisure activities or polluting businesses taxed. In this context, it is not the effects of air transport that are contested but the political treatment reserved for the sector, which according to some yellow vest activists is not fair. They embrace a polarized vision of society.

During the same period in Sweden, the *flygskam* protest movement appears. *Flygskam* is a Swedish neologism that first appeared in 2017 in a tweet from the Swedish climate network *Klimatsverige*. This tweet "invented" the term *flygskam* in response to the problems highlighted by the *Klimatsverige network* about pollution induced by air transport. *Flygskam* introduces the negative feeling of shame that the passenger who fly must feel regarding to the pollution it generates (Mkono, 2020; Wolrath Söderberg, 2019). It is a citizen's response to the effects of the development of air transport on the climate. By extrapolation, it also aims to reduce remote or low-cost tourism. The analysis of this phenomenon shows us the strong relationship between the development of tourism and the development of protest movements against air transport. The study of this phenomenon requires a return to the roots of the protest, its evolution, and the promotion of opinion leaders capable of communicating on a global scale (Gössling, 2019). This analysis places *flygskam* in the continuity of other protest movements and highlights the ecological concern and the will

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

to include transport and tourism in a strategy of sustainable development (Haßler et al., 2019).

The concept of *flygskam* is relatively innovative since the passengers are blamed for their option to fly. The aim is to make them feel guilty and to invite them to think about the consequences of their actions and their environmental impact (Tabuchi and Popovich, 2019). Contrary to the protest movements that have previously emerged, it is not public or private power that is opposed by a given group (composed of individuals organized among themselves) but the individual himself who is confronted with his responsibilities within the group that is society. *Flygskam* activism, therefore, takes an innovative form. Its communication takes place via social networks by spreading the keyword *flygskam*, mainly on Twitter. The analysis of social network flows shows an extraordinarily strong virality of the keyword on the site in 2018 and 2019. Between October 2018 and January 2020, the keyword counts 884 million views on Twitter (Chiambaretto et al., 2020).

From January 2020 in Asia, the outbreak of a new virus suddenly put an end to tourism and air transport worldwide. Air transport growth that experts thought limitless was abruptly stopped, which was beyond all protest movements' expectations.

4.3 THE COVID-19 HEALTH CRISIS: A PAUSE TO RETHINK WORLD TRADES AND TOURISM

For the first time in human history, the health crisis linked to the COVID-19 pandemic resulted in the lockdown of half of the world's population. This period of enforced isolation highlighted several weaknesses in our society and led to reflections on some of our individual and collective practices, particularly regarding our environmental and societal responsibility (Evans, 2020). The pandemic has exposed the weak points of tourism and air transport and shows how, by partially interrupting human action on the planet, nature has been able to regain its rights. From this point of view, the pandemic could be seen as an opportunity for eco-activism. The study of the components of tourism highlights the reason why it particularly suffered from the pandemic. For the United Nations, the statistical definition of a tourist is a person who spends at least one night away from home, whether for personal or professional reasons and regardless of distance.

Apple Academic Press Author Copy

Non Commercial Use

Tourism unlike migration is a voluntary act not constrained by political or economic reasons. This simple definition informs us about two factors that can make tourists sensitive to exogenous events: vulnerability in regard to a different culture and vulnerability in regard with dependence on a means of transport. The health crisis linked to COVID-19 led to an almost total closure of all geographic areas simultaneously. At the height of the crisis, in April 2020, international air traffic was reduced by about 89.9% compared to the same period in 2019 (Eurocontrol, 2020).

Lockdown has had noticeable effects on the areas usually affected by mass tourism. In Venice, the waters of the lagoon have become transparent again due to the interruption of navigation. Animal species pushed away from the most touristic islands of Murano, Burano, and Torcello have reappeared in the waters of the lagoon. In some cities, such as Barcelona, wild animals were also observed in the streets. These indicators wildly displayed in the media during the period encouraged people to take into consideration their role in the global warming and the extinction of fauna. The health crisis of COVID-19 has highlighted some of the limits of globalization and the benefits of stopping human activity and its effects on the environment. The expressions "world before" and "world after"—COVID-19 pandemic—appeared in the media and public discourse. Lockdown marks a parenthesis where individuals question their system of functioning and their priorities. A survey dating back to April 6 and 7, 2020 (3 weeks after the beginning of the first French lockdown), which was carried out among 1007 people, sheds light on the aspirations of the French for the "world after." Eighty-seven percent of those polled, all generations combined, want to see the world changing and 31% put ecology at the center of their concerns. Dealing with consumption habits, 58% say that they want to consume more locally and 50% wish to consume less, and 8% express the wish to fly less (YouGov, 2020). This kind of input highlights deep changes in essential consumption behaviors (Relevant, 2020; ADEME, 2019) but also in tourism and air transport consumption even if those fields are structurally different from essential needs consumption.

To foresee the behavioral and societal impact of the crisis on air transport and tourism, this research involves interviews from five experts in the fields of aviation and environmental defence with an interest in the subject matter. Based on a common interview grid, but adaptable according to the quality of the interviewee, this research seeks to identify the environment in which the crisis is emerging, determine the societal and environmental

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

sensitivity of air transport and tourism's stakeholders before crisis, note the effects of the crisis and identifies that are mandatory to adapt.

These interviews were conducted in May and June 2020, that is, immediately after the lifting of the first lockdown measures in France. During the lockdown, one of the major difficulties was getting in touch with experts. Out of 15 requests, only five were successful. Nevertheless, the quality of the respondents made it possible to cover the different visions of the evolution of air transport as well as the effects of the crisis in this field. On the other hand, none of the interviewees is a specialist in the tourism sector, as the requests for interviews with professionals from this field were unsuccessful. The analysis of the responses concerning mass tourism will therefore be biaised.

The five experts who agreed to participate in this study are:

– Anaïs Bensaï, coordinator of technical, economic, and sustainable development affairs at the Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM).
– Agathe Bounfour, Transport Specialist at Réseau Action Climat (RAC).
– Geneviève Laferrere, pilot of the sustainable transport and mobility network at France Nature Environnement (FNE).
– Antoine Toulemont, policy officer for air transport at the European Commission.
– Xavier TYTELMAN, security, defense, and aeronautics consultant at CGI Business Consulting, influencer.

While the recommendations for ending the crisis differ according to the speakers, the experts issue a common analysis of the effects of the health crisis on air transport and tourism.

- *Financial consequences*

The cessation of commercial flights over a long period of time has severely degraded the economic performance of airlines. This revenue loss is estimated at 314 billion dollars worldwide—estimated in May 2020—(Blancmont, 2020) and will naturally lead up to restructuring of the sector, which will involve a reduction in the number of operators. According to Geneviève Laferrere from *France Nature Environnement,* "the crisis will accelerate redundancies in the air industry, redundancies that were foreseeable." The financial losses are linked to the noncommercial exploitation of

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

the aircraft but also to the price of oil. Although historically low during the crisis period due to falling demand, airlines did not benefit from the reduced cost of fuel. Antoine Toulemont explains that "the airlines set the fuel price with their suppliers a year in advance via hedge funds. Fuel used during the crisis has a cost that is uncorrelated to that of the market, amplifying the financial losses." One of the effects of the crisis for the airlines would therefore be a greater attraction for alternative fuels that are less dependent on the vagaries of the market and geopolitics. The French government's responses to the economic crisis in the aviation and tourism sector have focused on short-time working and financial aid or loans guaranteed by the State. According to Agathe Bounfour from the RAC, "aid must be conditioned on environmental compensation."

- *Impact of remote working on the air transport field*

The second effect of the crisis is the massive recourse to remote working, which calls into question the very principle of business travel. Remote working has an immediate and daily impact on our travel. For Xavier Tytelman, "the development of remote working is impacting traditional companies, mainly in business class. The decrease in business travel is also linked to the calculation of the company's carbon footprint. The company could be fined for exceeding its carbon quota." This statement is however minimized by Anaïs Bensaï from the FNAM for whom some trips will remain mandatory despite video conferencing tools: "Some sectors of activity will have to continue to travel to meet their customers. This is the case in construction for example."

- *Behavioral changes*

The crisis has put a temporary halt on mass tourism and has led to changes in consumption patterns, including that of tourism products. Each expert has identified the significant rise in environmental concerns in their sector and identified Greta Thunberg as the leader of the *flygskam* movement. According to them, the health crisis reinforces this awareness and invites us to change our habits. According to Xavier Tytelman, demand will structurally change: "Professionals will be less demanding and for ecological reasons, tourists will lose interest in flying. The European market depends on both categories of customers and is influenced by a strong seasonality, unlike Asia or the United States." According to Anaïs BENSAÏ from the FNAM, these changes in consumer behavior should be

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

put into perspective: "The desire for 'cheap and easy' travel is rooted in our society and this trend will pick up again at the end of the crisis." This statement is qualified by the representatives of FNE and RAC who plead for a "cultural evolution of travel," where air travel would still have a role to play but where a reasonable alternative would be possible (night trains), and where long-distance travel would be preferred to short stays.

- *Communication*

The medium- and long-term consequences widely vary among experts. Xavier Tytelman, Antoine Toulemont, and Anaïs Bensaï plead for massive communication efforts in the air sector: a weakness they identified before the crisis. Air transport efforts to reduce pollution would be inaudible, including internally. Anaïs Bensaï points out that this discourse is perhaps too technical to be understood. For Antoine Toulemont, "air transport was content to ride the wave of success and was confident that those values were shared. The future of the airplane lies in the development of a green aircraft, which requires substantial research and development funding." Finally, according to Xavier Tytelman: "The efforts led by the sector are greater than those of the food or energy industries but they are invisible." Simply making efforts should be enough to prove that air transport is as clean a means of transport as any others. The example of CORSIA is highlighted. For these three experts, the future of air transport depends on the general public's awareness of the technological efforts that are leading to a greening of the activity.

- *Technology*

The gains linked to technological progress are more debatable according to Geneviève Laferrere from FNE and Agathe Bounfour from RAC. The paths followed by manufacturers would not allow the creation of a clean aircraft within an acceptable time limit. The electric plane would not be viable for medium-term mass and long-distance journeys. The technology is not yet available, its development and the time needed to renew aircraft fleets do not make this alternative conclusive. The use of biofuels could be an alternative to kerosene by ensuring that they are not produced in a way that could be used for human food needs. For these two experts, the crisis leads to rethink a system that benefits from massive subsidies and whose cost is therefore distorted compared with other means of transport. Awareness of the ecological emergency by the population leads to lasting

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

changes in travel habits that will be less distant, less frequent, and more respectful of the environment and people. For Xavier Tytelman, Anaïs Bensaï, and Antoine Toulemont, clean technology will be available in the long term. The electric plane and biofuels are permanently highlighted to illustrate the technical progress to come. On the other hand, no major technological disruption is invoked in the medium-term outlook.

These interviews, therefore, make it possible to identify common lines of thought. While the conclusions and prospects for development differ according to the interlocutor, it is notable that a common vision of the precrisis situation exists: an increasingly visible contestation of air transport with identified opinion leaders and a sector of activity that does not communicate efficiently on its actions in favor of the environment. The COVID-19 crisis is not an opportunity but a moment to be seized to bring about change in society.

4.4 DISCUSSION AND CONCLUSION

This research demonstrates the correlation between the development of mass tourism and air transport since the 1960s. This period has been marked by strong economic and technological growth. As far as tourism is concerned, this growth has led in some territories to a strong pressure on ecosystems and on local populations. Tourism planning by local authorities is made difficult by the overlapping skills of the players and the divergence of the objectives they pursue.

The evolution of protest movements in the air transport sector is a logical progression from local and limited protests in the 1970s to a more global challenge to the system set up by deregulation. Although the contestation observed in *flygskam* seems a priori to be based on the harmful effects of air transport on global warming, it is indeed air travel as an object of consumption that is being questioned. However, air travel is an indispensable component of mass tourism and overtourism because of its low cost and speed compared to other means of transport.

The COVID-19 health crisis stopped mass tourism for a while and grounded the fleets of the world's airlines. This crisis is creating an unprecedented economic crisis for carriers and mass tourism areas. Given the uncertainties of the evolution of the health crisis throughout the world, tourism and the air transport fields are for a time in a lethargy which will lead to a structural evolution essential to their survival.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

To rebuild, these two sectors have to rethink their offers (routes and destinations) in the light of the evolution of the health situation and economic realities. This rethinking must be carried out at each decision-making level (local, national, and international) with a view to ensuring a resumption of activity on a sustainable basis. This period of latency in the tourist economy must be considered as a period of rest for natural areas and more generally, a period of reflection on the organization of tourism that respects its environment and local populations. To this end, local authorities could rely at least on the 17 UN sustainable development objectives (UNWTO, 2015).

The following five major recommendations can be put forward.

1. Consider the environmental cost of air transport and tourism

To make air transport and tourism acceptable, the financial cost must be entirely borne by the tourist and not by the local population. Mechanically, this increase in costs will lead to a redistribution of tourists over the territories and thus a reduction in the pressure on places of overtourism. The introduction of new taxes on air transport and tourism should benefit greenhouse gas compensation, natural resource management, and waste treatment.

2. Diversify the tourist offer

The areas of mass tourism and overtourism must diversify their offers locally and offer alternatives to places already congested by tourism. This lever enables them to establish their destination in time and avoid obsolescence, to reduce the pressure on a limited territory, and to guarantee economic development by maintaining decent living conditions for the populations.

3. Think global connectivity

Connectivity must be organized considering the diversity of the means of transport potentially used. The train offer must be enhanced to make it complementary to the aircraft. The elimination of domestic flights, where an alternative train journey lasting less than 2.5 h is available, is not sufficient on its own. Intermodality should be emphasized, avoiding load breaks, and guaranteeing passengers easy home–station–airport-final destination connectivity. This can be achieved through regular train services to airports, point-to-point baggage handling, and joint passenger loyalty schemes. Some of those existing measures need to be strengthened.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

4. To give back its place to the inhabitants of the city.

Housing difficulties and land pressure in the area being used for tourism are reasons of tourism rejection by local people. Cities like Venice that have become museums, lost two-thirds of their populations since 1950. By imposing low-cost housing reserved for the local population, municipalities could reintroduce a daily economy into the city (local food markets, schools, health services, etc.) and guarantee income not exclusively generated from tourism. Cohabitation between local people and tourists must be encouraged to contribute to the acceptance of tourism.

5. Communicating

From the interviews conducted with experts during the research period, it emerges that one of the major areas for progress is communication. Air transport, through regular technological progress, is reducing its environmental impact. It seems that this progress is little known to the public, including among air transport employees. Without denying the climatic or noise impact, the air transport sector should accompany the resumption of traffic with a major campaign to promote the efforts made by the sector. This communication should not be technical but pragmatic and should be open to a debate of ideas with the detractors of air transport. Finally, communication also involves informing the traveler at the various stages of his or her stay. A clear display of the carbon cost of tourist activities must be distributed, and eco-responsible gestures must be promoted (limiting water consumption or waste production). The aim is to make the tourism and air transport field identifiable by public opinion as the driving forces behind the ecological transition.

ACKNOWLEDGMENTS

We are particularly grateful to the French Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) for his help and more particularly Mr. Kevin GUITTET, Sub-Director of Studies, Statistics, and Prospective (SDE) for his support. We sincerely thank the experts who agreed to participate in this research, Mrs. BENSAI, Mrs. BOUNFOUR, Mrs. LAFERERRE, Mr. TOULEMONT, and Mr. TYTELMAN.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy

KEYWORDS

- **air transport**
- **mass tourism**
- ***flygskam***
- **contestation**
- **COVID-19**
- **sustainable development**

REFERENCES

ADEME. Press Release : *Baromètre de la Consommation Responsable 2019*, 2019. https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/09/Etude2019_CPVF_FR.pdf

Béhar, L.; Simoulin, V. Le NIMBY (Not in My Backyard): une dénonciation du localisme qui maintient l'illusion du local. *Politiques et Manage. Public* **2014,** *31* (2). http://journals.openedition.org/pmp/7000

Chiambaretto, P.; Mayenc, E.; Chappert, H.; Engsig, J.; Fernandez, A-S.; Le Roy, F.; Joly, C. *Les français et l'impact environnemental du transport aérien: entre mythes et réalités*. Les Carnets de la Chaire Pégase, 2020; p. 1.

Epler Wood, M.; Milstein, M.; Ahamed-Broadhurst, K. *Destination at Risk: The Invisible Burden of Tourism*, 2019. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com

Eurocontrol. COVID-19 Impact on the European Air Traffic Network, 2020. https://www.eurocontrol.int/covid19 (accessed Nov 3, 2020).

Gay, J. C. *Transport and Tourism Development of the World*. Collection EDYTEM. *Cahiers de géographie* **2006,** *4* (1), 11–22.

Gössling, S.; Hanna, P.; Higham, J.; Cohen, S.; Hopkins, D. *Can We Fly Less? Evaluating the Necessity of Air Travel. J. air Transp. Manage.* 2019, *81*, 101722. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2019.101722

Gössling, S. Celebrities, Air Travel and Social Norms. *Ann. Tour. Res.* **2019,** *79*, 102775. DOI: 10.1016/j.annals.2019.102775

Haßler, A.; Dwarkasing, C.; Reckmann, E.; Sekulova, F.; Schneider, F.; Iniesta-Arandia, I.; Mingoría, S. *Degrowth of Aviation: Reducing Air Travel in a Just Way*; Tone Smith: Wien, 2019.

Hajli, N.; Wang, Y.; Tajvidi, M. Travel Envy on Social Networking Sites. *Ann. Tour. Res.* **2018,** *73* (C), 184–189. DOI: 10.1016/j.annals.2018.05.006

International Tourism Partnership. *Water Stewardship*, 2018. https://www.tourismpartnership.org/water-stewardship/

Li, C.; Guo, S.; Wang, C.; Zhang, J. Veni, Vidi, Vici: The Impact of Social Media on Virtual Acculturation in Tourism Context. *Technol. Forecast. Soc. Change* **2019,** *145*, 513–522. DOI: 10.1016/j.techfore.2019.01.013

Non Commercial Use

Michaud, M. *Les institutions du tourisme*; Paris : Presses universitaires de France, 1995.
Mkono, M. Eco-Anxiety and the Flight Shaming Movement: Implications for Tourism. *J. Tour. Futures*, 2020. DOI: 10.1108/JTF-10-2019-0093
Pruvost, G. Critique en acte de la vie quotidienne à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (2013-2014). *Politix* **2017,** *117* (1), 35–62. https://doi.org/10.3917/pox.117.0035
Relevant, C. Infographie baromètre consommation responsable des français, 2020. https://relevanc.com/infographie-barometre-consommation-responsable-impact-de-la-crise-liee-au-covid-19-sur-les-usages-des-francais/
United Nations. *17 Goals to Save the World*, (n.d.). (2015). https://www.un.org
United Nations Environment Programme. Global Waste Management Outlook, 2015. https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unep23092015.pdf
Viard, J. *Le triomphe d'une utopie*; Editions de l'aube: Paris, 2015.
Wolrath Söderberg, M.; Wormbs, N. *Grounded beyond Flygskam*, 2019. https://fores.se/wp-content/uploads/2019/11/Grounded-Beyond-flygskam_Online.pdf
World Tourism Organization. *Le tourisme dans le programme 2030*, UNWTO, Madrid, 2015. https://www.unwto.org
World Tourism Organization. *UNWTO Tourism Highlights*, 2018 Edition, UNWTO, Madrid, 2018. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284419876
WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). The United Nations World Water Development Report 2017. Wastewater: The Untapped Resource. Paris, UNESCO, 2017.
Plé, L.; Demangeot, C. "Dear Tourists...Get Out of Here!" This Social Contagion Is at the Origin of Tourismophobia. *Conversation*, Jan 16, 2020. https://theconversation.com
Conseil interministériel du tourisme. *Assurer le succès touristique de nos territoires*, Jan 19, 2018. https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/01/dossier_de_presse_-_conseil_interministeriel_du_tourisme_-_assurer_le_succes_touristique_de_nos_territoires_-_19_janvier_2018.pdf
YouGov. Résultats sondage YouGov COVID-19 RP3 France, Mar 23. 2020. https://docs.cdn.yougov.com/o281hyjoit/R%C3%A9sultats%20YouGov%20FR%204%20(COVID_19%20RP3)%2023.3.2020%20v2.pdf
Evans, S. *Coronavirus Set to Cost Largest Ever Annual Fall in CO2 Emissions*, Apr 9, 2020. https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions
Laurent, A. Climate: Should We Tax or Boycott Airplanes? *Usbek & Rica*, Apr 14, 2019. https://usbeketrica.com
Blancmont, T. *IATA: Covid-19 coûtera au moins 314 milliards de Dollars. Air J.*, April 15, 2020. https://www.air-journal.fr/2020-04-15-iata-covid-19-coutera-au-moins-314-milliards-de-dollars-5219535.html
Vignon, E. Surtourisme: le maire de Venise appelle l'UNESCO au secours. *L'écho touristique*, June 24, 2019. https://www.lechotouristique.com
Béal, L.; Zaman, M. How Platforms Get Their Hands on the Tourism Development of Territories. *Conversation*, June 27, 2019. https://theconversation.com
Théry, H. *Cancún, un complexe touristique créé ex nihilo*, July 8, 2018. http://journals.openedition.org/confins/14719. DOI: https://doi.org/10.4000/confins.14719
Tabuchi, H.; Popovich, N. How Guilty Should You Feel about Flying? *New York Times*, Oct 17, 2019. https://www.nytimes.com

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 5

Indian Tourism Business amid the COVID-19 Pandemic: An Economic Outlook

RAJDEEP DEB* and PANKAJ KUMAR

Department of Tourism & Hospitality Management, Mizoram University, Aizawl, Mizoram, India

**Corresponding author. E-mail: rajdeep_au@yahoo.co.in*

ABSTRACT

Tourism business has gradually evolved as a dominant global economic sector and plays a pivotal part in contributing to national economies. Undoubtedly, the industry is considered to be one of the biggest in the world in terms of its size, with revenue worth $5.7 trillion. In India alone, the travel and tourism industry had led to the production of 25.9 million job opportunities in 2017 (The Economic Times, 2018). But at the same time, during the outbreak of infectious diseases, no other sector seems to be more at risk than this sector. The speedy outbreak of COVID-19 pandemic has placed the tourism sector in peril. India, one of the world's fastest-growing large economies, has already witnessed a slowdown due to the dark clouds of this pandemic. The concerns have been further augmented by the rising occurrences of locally discovered cases on daily basis, with economists linking the crisis to significant downside risks of core service sectors particularly travel and tourism, aviation, and hospitality industries. The economic implication of a pandemic is that travel and tourism to

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

nations or regions or cities disturbed by the outbreak are most likely to show a downward trend. This brings forth the very nature of tourism, and simultaneously acknowledges that the sector is susceptible to environmental retaliation. The recent trepidation appears to have a catastrophic effect on the tourism industry globally and looks like it is heading toward destroying the tourism business. An insight into the trends and positioning of the current events hoists certain pertinent questions and brings to the forefront the need of assessing the extent of the economic crisis leftover by novel coronavirus. This chapter attempts to delineate the economic fallout of COVID-19 pandemic on the Indian tourism industry. The onslaught of this pandemic has already triggered a travel and tourism catastrophe worldwide. Tourism is particularly sensitive to actions to thwart COVID-19 pandemic due to constricted movement and adherence to social distancing. In fact, the outbreak has sown the seed of an approaching arduous journey. The extant literature and statistics confirm that pandemics have the capacity to alter the tourism demand patterns. The cascading effect, even, can also be visible on other industries associated with this sector such as airlines, hospitality, and shops that serve the tourists and allied services. Furthermore, speaking about pandemic, it is largely an inexplicable and riveting phenomenon, and its linkage with tourism is complex and multidimensional.

5.1 INTRODUCTION

Tourism business has gradually evolved as a dominant global economic sector and plays a pivotal part in contributing to national economies. It stimulates job creation, pushes regional well-being, and caters to the nation's development by fetching foreign exchange (Jenkins, 1982). Today, tourism accounts for a huge share in global business that supports 10.4% of global gross domestic product (GDP), and 10% of global employment (World Economic Forum, 2020). Undoubtedly, the industry is considered to be one of the biggest in the world in terms of its size, with revenue worth $5.7 trillion. In India alone, the travel and tourism industry had led to the production of 25.9 million job opportunities in 2017 (The Economic Times, 2018), but at the same time, during the outbreak of the infectious diseases, no other sector seems to be more at risk than this sector.

The speedy outbreak of COVID-19 pandemic has placed the tourism sector in peril. India, one of the world's fastest-growing large economies, has already witnessed a slowdown due the dark clouds of this pandemic.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

The concerns have been further augmented by the rising occurrences of locally discovered cases on daily basis, with economists linking the crisis to significant downside risks of core service sectors particularly travel & tourism, aviation, and hospitality industries. The economic implication of a pandemic is that travel and tourism to nations or regions or cities disturbed by the outbreak are most likely to show downward trend. Some of the major losses in the tourism sector are depicted in Table 5.1.

TABLE 5.1 Economic Implications of Pandemic.

Year	Country	Epidemic/pandemic	Approx. revenue loss (billion US$)
2003	China	SARS	3.5
2003	Malaysia	SARS	1.7
2013	Mexican	H1Ni influenza	2.8
2015	Republic of Korea	MERS-CoV	2.6

Source: www.ceicdata.com

The aforesaid discussion brings forth the very nature of tourism and simultaneously acknowledges that the sector is susceptible to environmental retaliation. The recent trepidation appears to have a catastrophic effect on tourism industry globally and looks like it is heading toward destroying the tourism business. An insight into the trends and positioning of the current events hoists certain pertinent questions and brings to the forefront the need of assessing the extent of economic crisis leftover by novel coronavirus. Keeping this into account, the current chapter attempts to delineate the economic fallout of pandemic 2020, that is, COVID-19 on the Indian tourism industry.

5.2 LITERATURE REVIEW

5.2.1 RISK—A COMPONENT OF TOURIST DECISIONS

The risk element as a variable of tourist decisions has not received much attention (Um and Crompton 1992), and also still to own a unanimous definition (Fischhoff et al, 2004). It was only post September 11, 2001, that led to the eruption of academic circle's interest in the field of tourism. The relationship between tourism and outbreak of pandemic has been volatile

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

and often been aggravated by the manner in which media covers the entire episode. The result of which is reflected in the form of perceived risk outweighing reality in shaping the behavior of tourists toward destinations (Baker, 2014). Baker further argued that risk associated with travel should be pursued in light of actual and perceived risk and in respect of destination image and tourists' behavior. It is based on these understandings that the destination marketers craft promotional policies and strategies to deal with several challenges and to change negative and set positive impressions. Based on the perception of risk, tourists may be divided into three classes: risk-neutral, functional risk, and place risk (Roehl and Fesenmaier, 1992). Reisinger and Mavondo (2005) define risk as an exposure to some threats or dangers and believe that the process of decision making at the moment of preferring a destination is manifold. According to them, risks involved are financial, social, psychological, physical, functional, situational, and travel risks. Risks linked to the tourism industry are often described in terms of health problems, terrorism, criminal activities, or natural calamities at tourist places (Hall, 2003; Kozak et al., 2007; McCartney, 2008).

5.2.2 WHAT IS A PANDEMIC?

The word pandemic comes from the Greek word "pandemos." Demos means the population and Pan means everyone. So "pandemos" is a concept where there is a belief that the whole world's population will likely be exposed to this infection and potentially a proportion of them will fall sick, said Dr. Mike Ryan, WHO executive director of the agency's Health Emergencies Programme. Modern definitions include "extensively epidemic" (Stedman's medical dictionary), "epidemic ... over a very wide area and usually affecting a large proportion of the population" (Dictionary of epidemiology), and "distributed or occurring widely throughout a region, country, continent or globally" (University of Maryland Pathogenic Microbiology), among others (definition cited in Morens et al., 2009, p.1018).

For the purpose of this chapter, a pandemic event is defined as an "epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries, and usually affecting a large number of people" (Porta, 2014, cited in Peterman et al., 2020, p.4). Pandemics are widespread outbreaks of transmissible diseases that can vastly lead to increase in morbidity and mortality over a broad geographic territory and trigger considerable social, economic, and political disorder (Morse 1995; Jones et al., 2008).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

While speaking about tourism, it is always at the receiving end in the case of breakout of a pandemic. The inherent understanding of the belief that pandemic affects tourism adversely has been validated by researchers, who successfully have quantified the linkage via sophisticated models to establish changes in tourist actions and behavior. For example, France has witnessed a fall of 30–40% in tourists following the coronavirus outbreak (CNBC, 2020). In the same line, Singapore is estimated to witness visitors' fall by 25–30%. This indicates that perception of risk possibility affects the decision-making of the tourists at the initial stage (Cook, 1990). Several studies have revealed that tourists tend to change their original behavior, replace volatile destinations with safer alternatives (Enders and Sandler, 1991; Mansfeld, 1996). There are also evidences that some tourists, who see pandemic risk in one nation, tend to generalize the entire geographical region on the same belief. They are generally influenced by the idea of the risk of pandemics being spread to other neighboring countries not affected directly. In one of the earlier articles on the topic, Rosselló et al. (2017) illustrated the nature of the infectious diseases–tourism relationship by drawing parallels between the eradication of infectious diseases in the affected nations and the corresponding increase in the footfalls of tourists worldwide and a rise in tourism expenditure.

5.2.3 LINKAGE BETWEEN PANDEMICS AND TOURISM

A study published in 2007 on crisis management asserts that sustainable tourism calls for a diverse approach with a long defined time frame. It intends to offer values to all important stakeholders as well as to preserve host communities and habitats. This shows that it is of supreme significance that the destination remains untouched by crises and develops mechanism to shield itself from crises (Sausmarez, 2009). The increased travel and tourism is being seen as one of the key factors contributing to the likelihood of pandemics since the last century (Jones et al., 2008). Davies (2013) claims that the spread of pandemics can easily set foot across borders and intimidate and shake economic and regional stability, and even bear an array of negative economic, social, and political ramifications. Most of the literature and statistics conclude that the circulating pandemics alter patterns of tourism demand (Baker, 2014). Saunders-Hastings and Krewski (2016), in their article, assert that pandemics bear an adverse impact on the global tourism of a nation. This suggests pandemics pose threat to the flow

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of international tourists into a country, thus affecting the flow of foreign exchange.

The enormity with which coronavirus has struck the economic sectors, it is predicted that the pandemic will fuel the downslide of the global airline and may amount to a revenue loss of US $ 29.3 billion in 2020, stemming mainly out of shrinking of air demand worldwide (Travel Weekly, 2020). And the worst part is that around 95% of this estimated loss will be borne by the Asia/Pacific carriers.

The above elucidation further calls for a research toward gaining an insight into the economic impact of COVID-19 on the Indian tourism industry, which happens to be a significant contributor to the country's economy.

5.3 METHODOLOGY

The authors employed a secondary data analysis research technique. An extensive review of literature by drawing from published academic research studies, government published reports, present-day media sources, and Internet sources were utilized to collect and analyze data. The secondary data analysis method has the potential to contribute to tourism research by adding a new set of knowledge to the existing one.

5.4 FINDINGS AND DISCUSSION

The entry of unwelcomed guest COVID-19 pandemic created a tremor in India's tourism and hospitality industry. The industry became devastated with three quarters of economic wipeout estimated to be about Rs. 15 lakh crore. Now the industry is desperately waiting for a government financial package to recover and sustain in 2021 (The Economic Times, 2020). The impact of COVID-19 has been such that all other segments of tourism—inbound, outbound, corporate, meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), adventure, and leisure—will continue to underperform till the next two quarters.

The cascading effect of the novel coronavirus is gradually paralyzing the Indian tourism industry. If we were to believe the estimation of UNWTO, international tourist arrivals could drop sharply by 20–30% in 2020 (Figure 5.1). This would convert into a loss of US $ 300–450 billion in international tourism receipts (exports) (Figure 5.2).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

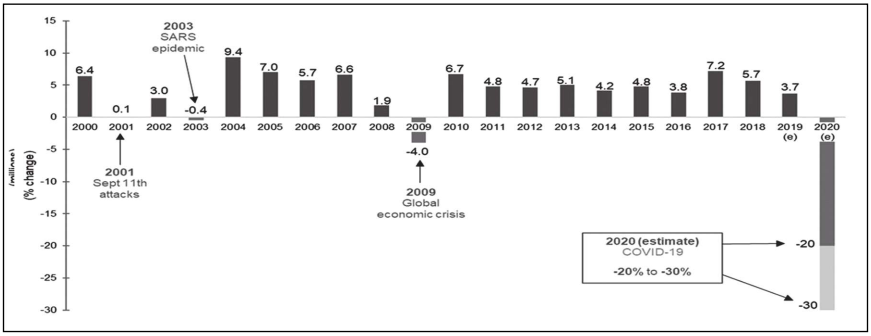

FIGURE 5.1 2020 forecast–international tourist arrivals, world (% change).

Source: UNWTO, (e) Estimate.

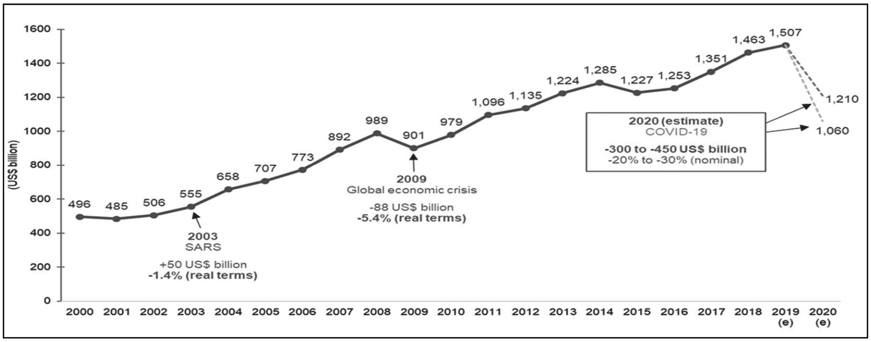

FIGURE 5.2 2020 forecast-international tourism receipts, world (US$ billion).

Source: UNWTO, (e) Estimate.

With a total contribution of about US $ 247 billion in India's GDP in 2018, travel and tourism is becoming one of the largest sectors in the country (IBEF, 2019). Nearly 10.89 million international tourists came to India in 2019, a growth of 3.1% from the preceding year. In 2018, arrivals increased by 5.2%, and in the year before the growth was whopping 14% (The Economic Times, 2020). According to the data from RBI, Forex earnings due to inbound visitors jumped 8.2% to Rs. 2.2 lakh crore in 2019, whereas the years 2018 and 2017 recorded a growth of 9.6% and 15%, respectively.

After the birth and transmission of COVID-19, tourism industry has been the worst affected among all key economic sectors globally, and Indian tourism industry is not isolated from that. It is reported that travel operators across India are incurring massive losses following the onset

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of COVID-19 which has resulted in the mass cancellation of bookings of domestic and foreign tourists. Travel operators are of the view that the losses could be in the figure of billions (India Today, 2020). This figure could go up tremendously until and unless substantial actions are taken to contain this outbreak. According to the report of Business Standard (2020), the Indian tourism industry is on the verge of incurring revenue losses of magnitude Rs.1.25 trillion in 2020 from post the onset and spread of COVID-19. Further, the annual earning of India from FTA is nearly $30 billion, and the new risk is a potential threat to booming tourism demand. The panic is echoed in the opinion of Pronab Sarkar, National President, Indian Tour Operators Association, who anticipates an immediate loss of up to US $ 500 million as the outbreak of coronavirus has severely hit tourist arrivals from China, Hong Kong, and other neighboring nations.

According to CII, "this is the one of the worst crises ever to hit the Indian tourism industry impacting all its geographical segments—inbound, outbound and domestic, almost all tourism verticals—leisure, adventure, heritage, MICE, cruise, corporate and niche segments" (The Economic Times, 2020). In an impact evaluation exercise of the coronavirus pandemic, CII Tourism Committee highlights inbound international tourism in value terms exceeding US $ 28 billion accounts for an average 60–65% between October 2019 and March 2020 (The Economic Times, 2020). But with the spread of the news of the virus started to pick up, the cancellation percentage also soared and is reaching the peak of almost 80% in March 2020 in several Indian destinations. Further, the advance bookings for the inbound season of October 2020–March 2021 are disheartening, showing no signs of optimism.

Elaborating on the issue further, there were 10.15 lakh FTAs in February 2020 against 10.87 lakh in February 2019 and 11.18 lakh in January 2020, according to government data. In one such instance, there was a drop of 38% tourists from January 2020 to February 2020, who visited the newly famed Statue of Unity in Gujarat. The estimated revenue fall was nearly 5 crores. Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality stressed that the present crisis may force the tourism industry into pan-Indian bankruptcies, layoffs, and closing down of businesses. It further predicted that a near pause in travel and tourism may lead to a loss of magnitude of Rs.10 trillion to the country's economy (Business Standard, 2020). With increasing visa restrictions, new travel advisories, and cancellation of trips by the tourists due to the coronavirus menace, the Indian domestic tourism

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

industry is on the path of incurring a loss of at least US$ 300 million (The Hindu, 2020). Figure 5.3 depicts the revenue generated by Indian tourism for the period between January 2001 and February 2020.

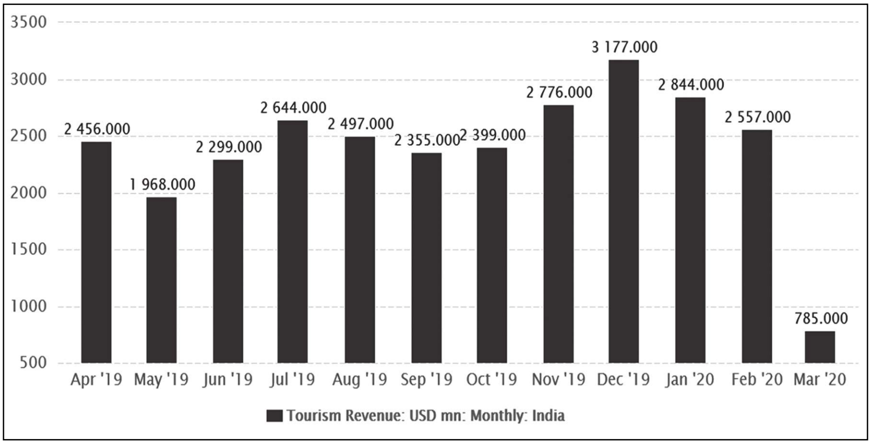

FIGURE 5.3 India's tourism revenue (April 2019–March 2020).
Source: CEIC, 2020.

Figure 5.3 is self-explanatory and portrays vividly the financial loss the tourism industry is currently making since the onset of the pandemic in December 2019 (Table 5.2).

TABLE 5.2 Tourism Revenue in India (December 2019–March 2020).

Month	**Tourism revenue: India (USD mn)**	**Fall in tourism revenue: India (USD mn)**
December 2019	3177	–
January 2020	2844	333
February 2020	2557	287
March 2020	785	1772
	Total Loss in Revenue (USD mn)	**2392**

Source: Author's calculation.

Nevertheless, the discussed scenarios only present a rough estimate of the ramifications of the COVID-19 pandemic. However, the aforesaid elaboration provides adequate evidences of the enormous impact

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

COVID-19 pandemic bears on the Indian tourism industry from an economic perspective.

5.5 CONCLUSION

The study portrayed a grim picture of the Indian tourism industry post the onset of COVID-19 pandemic and as such, there is a need to set a large time frame for recovering from the damages. Truly speaking, COVID-19 pandemic has been very harsh on the tourism industry which is quite evident from the study. The perception of risk and uncertainty of pandemics is the culprit that causes travel nervousness toward a tourist destination and may fill tourists with negative attitudes. Such incidents may compel individuals to display a higher degree of concerns for health and safety, and in all probability ends in a fully negative outcome for the travel decision. So, tourists overlook destinations, where they could be the victims of the attack, which ultimately affects the travel & tourism industry.

So, keeping the devastating nature of COVID-19 pandemic in mind, it no longer seems to be a hyper statement to script that almost all the revenues earned from tourism may end in a small amount if COVID-19 does not stop very soon. The path to reverse the loss for the tourism industry is looking like a herculean task, at least for the next fiscal. Furthermore, looking at the magnitude and severity of COVID-19 pandemic, innovative and flexible policies and strategies possessing the capability of countering such threats, in case of occurrence of emergencies, need to be emphasized. The absence of preparedness in this crisis may set off disaster in waiting in the context of tourism industry globally and India in particular. So, the year 2022 will surely be a year of survival, recovery, and restrategy and everything else will move around these.

KEYWORDS

- **pandemic**
- **economic impacts**
- **tourism business**
- **India**

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

REFERENCES

Baker, D. M. A. The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry. *Int. J. Religious Tour. Pilgrimage* **2014,** *2* (1), 58–67.

CEIC. Indian Tourism Revenue, 2020. https://www.ceicdata.com/en/indicator/india/tourism-revenue

Chaturvedi, A. Travel, Tourism Created 25.9 Million Jobs in India in 2017: Report. *The Economic Times*, Mar 21, 2018. https://economictimes.indiatimes.com/jobs/travel-tourism-created-25-9-million-jobs-in-india-in-2017-report/articleshow/63396830.cms?from=mdr

Cook, Jr., W. J. The Effect of Terrorism on Executives' Willingness to Travel Internationally. Unpublished doctoral dissertation. The City University, New York, 1990.

Davies, S. E. National Security and Pandemics. *UN Chronicle* **2013,** *50* (2), 20–24.

Dutta, A. Coronavirus Impact May Render 38 mn Jobless in Indian Tourism Industry. *Business Standard*, Mar 20, 2020. https://www.businessstandard.com/article/economy-policy/coronavirus-impact-may-render-38-mn-jobless-in-indian-tourism-industry-120031901851_1.html

Enders, W.; Sandler, T. Causality between Transnational Terrorism and Tourism: The Case of Spain. *Terrorism* **1991,** *14* (1), 49–58.

European Parliamentary Research Service. Economic Impact of Epidemics and Pandemics, 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf.

Fischhoff, B.; Bruine, W. B.; Perrin, W.; Downs, J. Travel Risks in a Time of Terror: Judgments and Choices. *Risk Analy.* **2004,** *24* (5), 1301–1309.

For Hospitality and Tourism Sector, 2021 Is all about Survival, Recovery, Dec. 21, 2020. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/travel/for-hospitality-and-tourism-sector-2021-is-all-about-survival-recovery/articleshow/79839053

Hall, M. Tourism Issues, Agenda Setting and the Media. *E-Rev. Tour. Res.* **2003,** *1* (3), 42–45.

IBEF. Tourism & Hospitality, 2019. https://www.ibef.org/download/Tourism-and-Hospitality-July-2019.pdf

Impact of Coronavirus on Indian Tourism Could Run Into Thousands of Crores of Rupees. *The Economic Times*, Mar 12, 2020. https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/travel/impact-of-coronavirus-on-indian-tourism-could-run-into-thousands-of-crores-of-rupees/articleshow/74592482.cms?from=mdr.

Jenkins, C. L. The Effects of Scale in Tourism Projects in Developing Countries. *Ann. Tour. Res.* **1982,** *9* (2), 229–249.

Jones, K. E.; Patel, N. G.; Levy, M. A. et al. Global Trends in Emerging Infectious Diseases. *Nature* **2008,** *451* (7181), 990–993.

Kozak, M.; Crotts, J.; Law, R. The Impact of the Perception of Risk on International Travellers. *Int. J. Tour. Res.* **2007,** *9* (4), 233–242.

Mansfeld, Y. Wars, Tourism and the 'Middle East' Factor. In *Tourism, Crime and International Security Issues*; Pizam, A.; Mansfeld, Y., Eds.; Wiley: New York, 1996; pp 265–278.

Mccartney, G. Does One Culture All Think the Same? An Investigation of Destination Image Perceptions from Several Origins. *Tour. Rev.* **2008,** *63* (4), 13–26.

Mishra, A. Indian Travel Industry Suffers Losses as High as Rs 200 Crore due to Coronavirus Outbreak. *India Today*, Mar 2, 2020. https://www.indiatoday.in/india/story/

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

indian-travel-industry-suffers-losses-as-high-as-rs-200-crore-due-to-coronavirus-outbreak-1651733-2020-03-02

Morse, S. S. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. *Emerg. Infect. Dis* **1995,** *1* (1): 7–15.

Ng, A. France Has Seen a 30% to 40% Fall in Tourists Following the Coronavirus Outbreak: Finance Minister. *CNBC*, Feb 23, 2020. https://www.cnbc.com/2020/02/23/coronavirus-impact-france-sees-tourism-numbers-fall-by-30percent-to-40percent.html

Reisinger, Y.; Mavondo, F. Travel Anxiety and Intention to Travel Internationally: Implication of Travel Risk Perception. *J. Travel Res.* **2005,** *43*, 212–245.

Roehl, W. S.; Fesenmaier, D. R. Risk Perceptions and Pleasure Travel: An Exploratory Analysis. *J. Travel Res. 1992, 30* (4), 17–26.

Rosselló, J.; Gallego, M. S.; Awan, A. W. Infectious Disease Risk and International Tourism Demand. *Health Policy Plan.* **2017,** *32* (4), 538–548.

Saunders-Hastings, P. R.; Krewski, D. Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission. *Pathogens* **2016,** *5* (4), 738–745.

Sausmarez, N. Crisis Management, Tourism and Sustainability: The Role of Indicators. *J. Sustain. Tour.* **2009,** *15* (6), 700–714.

Silk, R. IATA Forecasts Coronavirus Will Reduce Airline Revenue by Nearly $30B. *Travel Weekly*, Feb 21, 2020. https://www.travelweekly.com/Travel-News/Airline-News/Coronavirus-to-reduce-airline-revenue-by-billions

Singh, G. Tourism Industry Stares at $300-m Loss. *The Hindu*, Mar 9, 2020. https://www.thehindubusinessline.com/economy/tourism-industry-stares-at-300-m-loss/article31025324.ece

Um, S.; Crompton, J. L. The Roles of Perceived Inhibitors and Facilitators in Pleasure Travel Destination Decisions. *J. Travel Res.* 1992, *30* (Winter), 18–25.

UNWTO. Impact Assessment of the Covid-19 Outbreak on International Tourism, 2020. https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism

World Economic Forum. This Is How Coronavirus Could Affect the Travel and Tourism Industry, 2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation/

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 6

Analysis Based on the Industry of the Hotel Sector in Mexico: Posadas Case

JOSÉ G. VARGAS-HERNÁNDEZ[1*] and
KURT TONATIUH WINKLER BENÍTEZ[2]

[1]Departamento de Administración, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad de Guadalajara, Periférico Norte 799 Edif. G201-7 Núcleo Universitario los Belenes, Zapopan, Jalisco 45100, México

[2]Maestría en Negocios y Estudios Económicos, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Periférico Norte 799 Edif. G201-7 Núcleo Universitario los Belenes, Zapopan, Jalisco 45100, Mexico

[*]Corresponding author. E-mail: jose.vargas@zapopan.tecmm.edu.mx; jose.vargas@zapopan.mariomolina.tecnm.mx

ABSTRACT

The objective of this brief general market analysis was to determine with the VRIO (Value, Rarity, Inimitability, Organization) framework on how the Posadas group has managed to maintain itself in the Mexican lodging market. The aim was to understand the main challenges of the Posadas group in the current panorama of tourism. The main question that generated this analysis was Is Grupo Posadas the current leader in the hospitality sector in Mexico? The hypothesis is that the strategies

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

implemented by Grupo Posadas have allowed it to remain in the lodging sector; however, the current elements are not strong enough for it to be the market leader. So combining the analysis elements of the market and the VRIO, results were obtained that pointed toward Posadas sharings the leadership with IHG Hotels, which has begun to generate a more marked oligopolistic competition in the field of tourism.

JEL: L83, F14, P36.

6.1 INTRODUCTION

According to the information of Posadas group, the hotel company was founded in 1967, when Mr. Gastón Azcárraga founded Promotora Mexicana de Hoteles, S. A., with the purpose of participating in the lodging sector with the construction and operation of a hotel in the Federal District called Fiesta Palace, now known as Fiesta Americana Reforma. Two years later, it has a strategic alliance and partnership with American Hotels, thus forming the Operadora Mexicana de Hoteles. It is important to mention that the most emblematic franchise of Posadas is Fiesta Americana since the first hotel of this franchise was opened in 1979 in Puerto Vallarta. From then on, a new facet began in 1982, when Promotora Mexicana de Hoteles, S. A. and Gastón Azcárraga Tamayo bought 50% of the capital stock of Posadas de México.

Now, Posadas was opened in 1969 by Pratt Hotel Corporation of American origin for the purpose of operating and managing the Holiday Inn franchises in Mexico. In the year of 1990, Promotora Mexicana de Hoteles took the initiative to buy 50% of the shares of Posadas and with the acquisition, allowed the emergence of the largest and oldest company of the modern times in Mexico, with an operation of 13 hotels, then. One of the main advantages at the moment of this acquisition and as a positioning was the management of the Holiday Inn hotels and the operation of the Fiesta Americana hotels.

The final transformation of the company occurred in 1992 when Promotora Mexicana de Hoteles changed its name to the current Grupo Posadas. That same year, the company began trading on the Mexican

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Stock Exchange (BMV). From then on, Posadas began to enter the different segments of the tourism market starting in 1993 with business tourism with the opening of the first Fiesta Inn. In 1998, the company had its first elements of international expansion with the acquisition of the Caesar Park chain along with the rights to use the brand in Latin America, thanks to this purchase, in 2001, the first Caesar Business was inaugurated in Sao Paulo, Brazil.

In the 1980s, Grupo Posadas realized that managing third-party hotels exported more reservations than it obtained. This was very common because the industry in these years was going through a period of saturation in the tourism sector. Posadas decided to focus on the development of its own brands, while continuing with the operation of the Holiday Inn franchise in the busiest destinations.

In 1992, the company changed its name to Promotora Mexicana de Hoteles, S. A. of C. V. to the current Grupo Posadas, S. A. of C. V. In March of that same year, the company was listed on the Mexican Stock Exchange. In 1993, it began to enter the business traveler segment with the opening of the first Fiesta Inn in city destinations. In 1998, the company began its expansion in South America through the acquisition of the Caesar Park chain, together with the rights to the brand in Latin America. In 2001, it opened the first Caesar Business hotel in Sao Paulo, Brazil. Currently, in year 2019, Posadas group has a positioning of 176 hotels and 27,573 rooms nationwide (Grupo Posadas, 2019).

6.2 BACKGROUND AND GLOBAL PANORAMA

The hotel sector had a strong development after the World War I as a product of the economic and technological elements that have occurred in the history of mankind since that period. Its boom, as already mentioned, was highlighted after the World War I. With the consequences of this phenomenon in the course of the second half of the 20th century, a constant increase in international tourist flows skyrocketed, that is, there were more determining factors that motivated the increase in hotel demand worldwide, and this way the lodging industry had more development (Figure 6.1).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

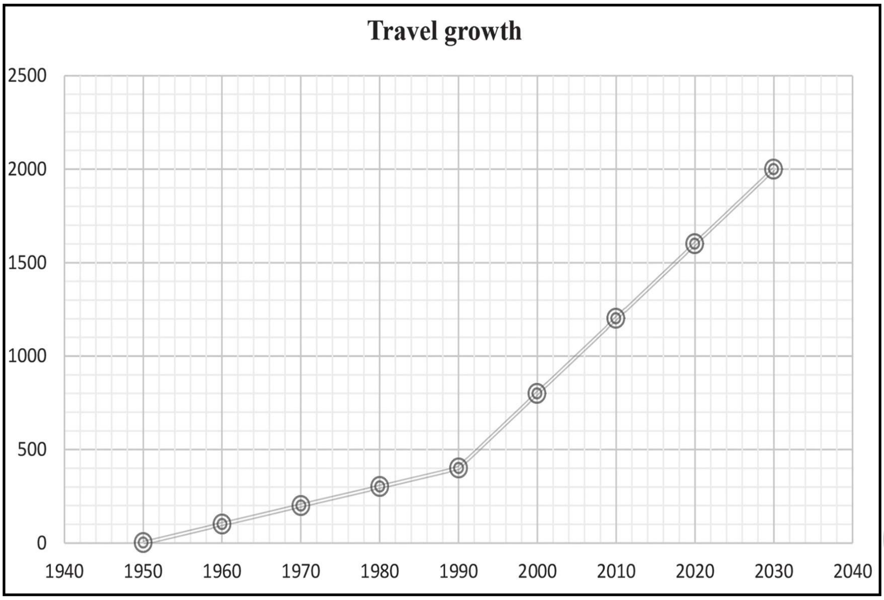

FIGURE 6.1 Travel growth.

Source: Growth of international travel for tourism purposes since 1950, according to the World Tourism Organization (UNWTO).

As an economic activity, the so-called "industry without chimneys" maintains a strong link with hospitality in its different modalities, be it family, individual, business, and in different ranges of services that can be considered as "additional." Tourism is often referred to as the "industry without chimneys," because it does not pollute. Although this is not entirely true, there is a great debate about the pollution of tourism that has a direct or indirect impact on the construction of the tourist infrastructure or the tourist destination.

The phenomenon ceased to be a privilege of a few rich families in the 17th and 18th centuries, to give way to mass tourism from the boom of the fifties of the 20th century, with the development of new technologies in connectivity and logistics (media of transport) that have made tourism and hospitality of the world's most present industries.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 6.1 Main Tourist Destinations in the World by Foreign Currency Income.

Classification		Country	Year	
2016	**2017**		**2016**	2017
1	2	United States	206.9	210.7
2	2	Spain	60.5	68.1
3	3	France	54.5	60.7
4	4	Thailand	48.8	57.5
5	5	United Kingdom	47.9	51.2
7	6	Italy	40.2	44.2
9	7	Australia	37	41.7
8	8	Germany	37.5	39.8
12	9	Macao (China)	30.4	35.6
11	10	Japan	30.7	34.1
10	11	Hong Kong (China)	32.8	33.3
6	12	China	44.4	32.6
13	13	India	22.4	27.4
18	14	Turkey	18.7	22.5
14	15	Mexico	19.6	21.3
Total, world (millions of dollars)			1246	1340

Source: Monitoreo Hotelero DATATUR 2018.

Taking the above into account, it is expected that there will be greater accessibility in the following years for hosting areas such as logistics, with which the trips and the phenomenon will have an exponential growth. In comparatives, Mexico in tourism is among the top 15 in terms of foreign exchange earnings and in the top 10 of the most visited destinations in the world it can be considered Mexico as a stable country in terms of tourism up to its most recent published global statistics (Tables 6.1 and 6.2) (SECTUR, 2018).

The document *OMT Panorama of International Tourism 2017*, which is the most up-to-date document of the tourism ranking so far, indicates that in the arrival section of tourists Mexico is in sixth place with 39.3 million foreign tourists, with a scale from the eighth place to the sixth place in the international table. These results published by the World Tourism Organization (WTO) show a "favorable outlook" as some members who

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

have faced security challenges in recent years have been sustained by the existing demand for travel to these destinations.

The other fundamental part is the entry of foreign currency, that is, the amount of money spent in the country visited, there was a decrease from one position from 2016 to 2015 down from 14th to 15th. This indicates that, although the country is of the most visited at the international level does not have enough attraction to generate a greater demand in consumption for the tourist.

TABLE 6.2 Main Tourist Destinations in the World by Arrival of Tourists.

Classification		Country	Year	
2016	**2017**		**2016**	**2017**
1	1	France	82.7	86.9
3	2	Spain	75.3	81.9
2	3	United States	76.4	76.9
4	4	China	59.3	60.7
5	5	Italy	52.4	58.3
8	6	México	35.1	39.3
6	7	United Kingdom	35.8	37.7
10	8	Turkey	30.3	37.6
7	9	Germany	35.6	37.5
9	10	Thailand	32.5	35.4
11	11	Austria	28.1	29.5
16	12	Japan	24	28.7
13	13	Hong Kong (China)	26.6	27.9
14	14	Greece	24.8	27.2
12	15	Malaysia	26.8	25.9
Total, World (Millions of tourists)			1240	1326

Source: Monitoreo Hotelero DATATUR, 2018.

Some elements already confirmed for the international tourism panorama 2018 indicate that there will be an assured decrease of a place since Turkey had an increase of 18% in its tourist attraction and will have displaced Mexico to position number 7. Another important factor is according to the head of the Ministry of Tourism (SECTUR) Miguel Torruco, the figures from the United Kingdom and Germany have not yet been taken into account due to the lack of consolidation, which could condition the country to drop another two places (Expansión, 2019).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

6.3 NATIONAL PANORAMA

Currently, the tourism landscape is at constant levels since 2015 with a trend in an occupancy rate of 59.6–60.9 in 2018. The expectation for 2019 is to break the historical record of the year 2017 where it took place the highest percentage of occupation at the national level (SECTUR, 2018). However, as Figure 6.2 shows with the data for 2018, the result was not as expected as, with the alerts to the tourist in the United States about not traveling to some Mexican states due to insecurity factors, environmental elements such as Sargasso and the uncertainty of the monetary value of the peso braked arrivals of international travelers, which, as already mentioned, affected the levels of the ranking without adding the data not confirmed by some countries.

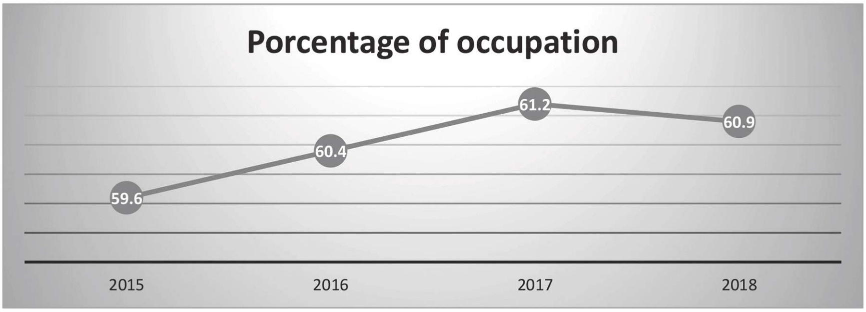

FIGURE 6.2 Percentage of occupation nationwide.

Source: SECTUR (2018).

Now, in the percentage of current hotel occupancy talking about the year 2019 in comparison with the data of the month of March of the year 2017 and 2018, it is possible to have a forecast, that is to say; only the months of January, February, and March have been measured, which in their accumulated and in comparison with the same months of the past years indicate a decrease in the tourist activity of 1.2%. It is necessary to mention that the occupation percentage does not necessarily reflect how important a destination could be in the influx of tourists, but rather that it reflects the saturation of the destination according to the tourist offer that exists in it (hotels, rooms available). That is why it is an indicator that shows us the importance of the investments that are made in the tourist poles (DATATUR, 2019) (Table 6.3).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 6.3 Percentage of Occupation (March).

Year	Total
2017	64.5
2018	65.7
2019	64.5

Source: Hotel monitoring program "DATATUR" March 2019.

These elements of low tourist activity of 2019 with the comparison of the previous year can be linked to the little diffusion that has been done internationally in the tourism market and the competitive market that exists in Latin America. In an interview with Aristegui Alejandro Zozaya, director of the conglomerate Apple Leisure Group, Apple Vacations, and the AMResorts chain, one of the strongest allies in the tourism sector in our country as the most important market that leads the country is the North American high end, such as high-level weddings and honeymoons, since that represents 62% of tourism to Mexico by the group (Figure 6.3).

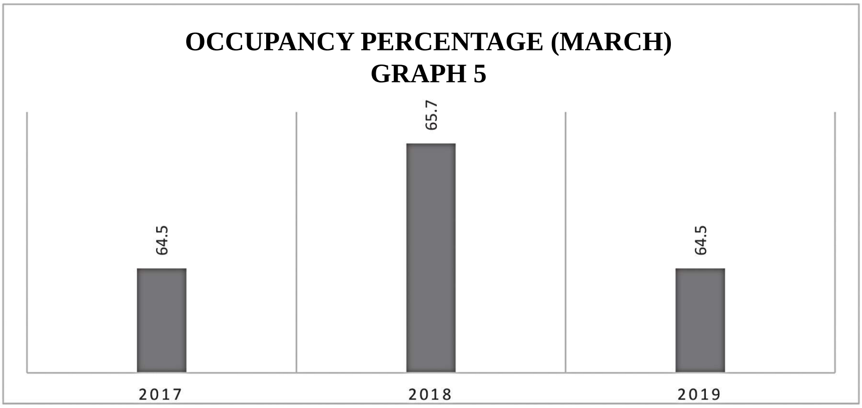

FIGURE 6.3 Comparative occupation rate (March).

Source: Hotel monitoring program "DATATUR" March 2019.

In an interview, it is detailed that what is happening with tourism in Mexico is not the result of a fall of the international market but a decision of the tourist to go to other destinations that are not in Mexico (Aristegui News, 2019). That is the importance of promotion, an interview explained

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

that when the pleasure tourist is about to make a decision, advertising is the main conduit that generates taste or preference and in the case of tourism (Aristegui News, 2019).

Analyzing hotel occupancy data at the state level, the hotel market can be seen as a more accurate panorama to make a comparison of the 10 most competitive states that Mexico has. It is important to take into account, as already mentioned,that a percentage of occupation does not necessarily lie in the fact that the state has more "existing" or "available" quarters. If there is enough affluence for all the rooms to be occupied, it is important to understand why a percentage of occupation directly affects the competitiveness of a destination and the importance as an indicator for future investors in these destinations as well as a possible trend of the expected percentage of occupation (Table 6.4).

TABLE 6.4 Comparison of Rooms at National Level 2018.

State	Rooms 2018				
	Existents	Average	Available	Occupancy	Percentage of occupancy
Quintana Roo	100,986	91,489	33,393,485	26,369,581	78.97%
Jalisco	75,422	45,099	16,461,135	12,346,827	75.01%
Ciudad de México	21,912	41,993	15,327,445	11,007,033	71.81%
Nayarit	34,745	19,926	7,272,990	5,145,101	70.74%
Baja California Sur	24,277	20,771	7,581,462	4,785,392	63.12%
Tamaulipas	26,818	11,829	4,317,585	2,719,076	62.98%
Aguascalientes	6909	4260	1,554,762	966,104	62.14%
Yucatán	13,076	8657	3,159,805	1,915,721	60.63%
Sinaloa	20,942	14,108	5,149,420	3,017,403	58.60%
Nuevo León	18,923	14,365	5,243,225	3,049,344	58.16%

Source: Own elaboration with data from DATATUR 2018.

These ten destinations are the highest in hotel occupancy taking into account that it has been used only from the database of DATATUR hotels of three stars and up since the activity of the main hotel chains that are located in Mexico have their establishments positioned in these sectors. This is done with the purpose of generating an analysis of the Posadas group and its commercial strategy, as well as its competitors. The percentages of occupation more than the arrivals of national or international tourists show the capacity of the destination and the "profitable" that it can be to

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

invest in hotel matter in the state/area or type of destination depending on the variables used as can be seen in past graphs of the destinations can be cataloged in different ways depending on the specialization or type of study objective in hotels accounted for.

6.4 CURRENT SITUATION IN THE LODGING

There are 13 face-to-face chains in the lodging market in Mexico, of which those with a higher level of hotels are Posadas, IHG, Marriot, Hilton, and Wyndham. Each one has different categories of hotels with different rooms and with different themes. In this way, it can be seen what is the value proposition of each of the hotels and to which market segment they are related at a national level. Posadas' firm competes with the following companies (Table 6.5):

TABLE 6.5 Comparison of the Chains.

Chain	Hotels	Rooms	Rooms percentage	Hotel percentage
Posadas	176	27,573	23%	26%
IHG	139	21,611	18%	21%
Marriott	76	7200	6%	11%
Hilton	55	7600	6%	8%
Wyndham	50	6200	5%	7%
Grupo Real Turismo	41	6885	6%	6%
Misión	37	3650	3%	6%
Vidanta	25	7000	6%	4%
Riu	17	9200	8%	3%
NH	16	5200	4%	2%
Hyatt	16	4600	4%	2%
Palace Resorts	12	6000	5%	2%
Melia	12	5400	5%	2%
Totals	672	118,119	100%	100%

Source: Own elaboration with information of the corporate pages of the hotels 2019.

It is also important to mention that the table reflects in general the number of hotels and rooms per corporate and does not make a distinction between its different chains or franchises that generate the main

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

differentiator between each one in the market for it in general terms of the market of 3, 4, and 5 stars these are the corporates which are located in Mexico. Taking into account the above, it can be affirmed that Posadas group maintains the leadership in terms of hotels and rooms, which gives it the highest percentage of the market; however, its percentage is very close to that of the strongest chain globally with a difference minimal.

6.5 MARKET STRUCTURE AND CONCENTRATION INDEX

It can be assumed, taking into account the above, that the lodging sector in Mexico is a monopolistic competition. However, this may not be true. To understand more deeply how the market is, it is necessary to corroborate this information, which can be done with the indices of concentration that are in the annexures. Then, the results of the two concentration models that were obtained for the purposes of this analysis are added (see Annexures).

For the first analysis in the concentration index, the sum of the four companies was taken as a measure. The existing rank of concentration has a scale from 0 to 100, where 0 represents the case of perfect competition and 100 represents a monopolistic concentration. This is the main measure used to evaluate the structure of the market. The concentration coefficient is the sum of the four largest companies and the total sum that gives a result of 66.36%. According to Parkin, over 60% indicates a very concentrated market dominated by few companies in an oligopoly (Parkin, 2010) (Annexure 6.1).

In order to corroborate the market concentration also for the analysis of this sector, the Herfindahl–Hirschman index (HHI) is used, which indicates that the lower the number, the more perfect the competition, and the larger the market the more concentrated and begins to behave in a monopolistic manner. In the case of hospitality, the index has a value of 1470 which, according to the theory, puts us in a “moderately competitive” area since the interval for this definition is between 1000 and 1800 (Parkin, 2010) (Annexure 6.2).

Therefore, it can be mentioned that in this confirmation of indexes there is an oligopoly, in which the participants are few and the market price is influenced at the same time as its competitors, that is, the profit of the participating companies is not only a function of their level of production, but also according to the production of the product from rest of

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

the companies. In this sector particularly, it is a differentiated oligopoly, that is, we have the same product, but with different characteristics. This is where this same differentiation makes the oligopoly have characteristics similar to monopolistic competition; however, the assumptions are different.

6.6 MARKET DIFFERENTIATION

The differentiation of the Posadas group stands out for its different elements in the value proposals in each of its hotel franchises. Grupo Posadas has seven hotel franchises with different market segments; these can be appreciated on their website.

- Live Aqua: Live Aqua are hotels established for a segment of clients looking for "informal" but with luxury elements. They have simple but very elegant establishments and the first-level service in kitchen, spa, and lounge. It is the "highest" of the hotels Posadas has in its range of segmentation.
- Fiesta Americana: The Fiesta Americana hotels are the most emblematic of the chain. They are a five-star property and have luxury services as a standard.
- Fiesta Americana Grand: The Grand Hotels are a derivative of Fiesta Americana, which offer a sense of "exclusivity" and "business." It can be mentioned that they are the VIP of the Fiesta Americana. They are those that have more percentage of entry with the "Awards" the loyalty program of Fiesta Americana.
- D. Fiesta Inn: Fiesta Inn enters the "business" segment of Posadas which focuses on short stays and for work reasons, are suitable with elements to work in the room comfortably, and with a series of services aimed at necessary to operate an office.
- One Hotels: The One hotels are the second-best brand positioned in the Posadas group market since they have 49 hotels nationwide as opposed to the 75 Fiesta Inn. The main market sector they are specialized in is low cost and short stays for work reasons. This mix follows the parameters of Fiesta Inn but with cheaper elements.
- The Explorean: The Explorean offers luxurious and top-quality stays in natural and cultural sites for its guests to enjoy a feeling of relaxation and complete disconnection.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

The value proposition of each of the brands explained here competes in the market against similar elements and therefore substitutes, that is, goods or services that satisfy the need to a satisfactory utility for the agent and the price is the determinant for the election the client's. (Posadas Group, 2019). With the help of the VRIO (value, rarity, inimitability, organization) matrix, these are the main elements of the Posadas group in their value proposition (Table 6.6).

TABLE 6.6 VRIO Analysis Comparison.

VRIO Analysis	Posadas	IHG	Marriot	Key questions
Value	No	No	No	Is it valuable?
Rarity	No	No	No	Is it hard to find?
Inimitability	No	No	No	Is it difficult to copy?
Organization	Yes	Yes	Yes	Is there an organization to exploit the resource?

Source: Own elaboration.

The hotel sector is undoubtedly an intangible service; however, it is important to mention that it is a perfect substitute, that is, unless the "rewards" program of the different competencies has already marked a preference or an alliance is chosen by the factor price and service and not so much for the intangible elements that are considered "plus." That is why Posadas' positioning analysis focuses more on the number of rooms and hotels that it has nationally than its VRIO. Taking this into account, the value proposition of each of the brands and the market segment to which they are directed generate the following panorama (Table 6.7).

It is not mentioned what these "other" hotels are or their prices therefore, it cannot make an accurate estimate. It is necessary to mention some key concepts to understand the table. Chain Scale refers to the name of "classification" where the chain is located, that is, the Upper Up are chains that are expensive for a high-income segment and hence the chain starts to fall down to level 6 which is the "Economy" that it can considered the most accessible among the hotels registered by stars among the corporate ones (STR Global, 2018). The Affiliation Name on the other hand refers to the specific name of the chain and which is the group to which it belongs, which for the purposes of the study the Posadas column was removed as the object of study.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 6.7 Posadas Group.

Scale ID	Chain Scale	Affiliation Name	México	Rooms
2	Upper upscale chains	Live Aqua	5	793
3	Upscale chains	Fiesta Americana/Grand/VC	29	7627
5	Midscale chains	Fiesta Inn/Fiesta Inn Loft	75	10,392
5	Midscale chains	Gamma by Fiesta Inn	16	2227
6	Economy chains	One Hoteles	49	6121
6	Economy chains	Other	2	413
Total			176	27,573

Source: Own elaboration with data from DATATUR and STR Global.

According to the Posadas group report as of December 31, 2018, Posadas is the leading hotel operator in Mexico with 1751 hotels and 27,491 owned, leased, franchised, and managed rooms in the most important city and beach destinations visited in Mexico. Eighty-four percent of the rooms are located in city destinations and 16% in beach destinations (Grupo Posadas, 2019).

6.7 CONCLUSIONS

Taking this into account, the best feedback to conclude the hypothesis is that Posadas is the leader of the Mexican market, thanks to its history, past, and purchases of hotel sector strategies at the time. Thanks to this, it remains the market leader with the largest number of rooms and the largest number of hotels, since lodging services are substitute goods. Indeed, the price factor is what often determines the choice of the consumer before the substitute goods.

It is necessary to develop strategies for future hosting times because there is not enough government support for tourism promotion, although it is true that these elements can be considered unfair since It gives more diffusion to the touristic pillars of the country that are already positioned, leaving disadvantaged other destinations not so favored by the field of tourism but also not explored at all to generate tourism potential. Much remains in reflection if the occupation percentage is sufficiently determining for the tourist's consumption in the tourist site.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

And also the elements of innovation in lodging that threaten the occupancy percentages of a tourist site with traditional hotels such as Airbnb. It is important to take into account that the figures for a percentage of occupancy are those registered in conventional hotels and not in digital platforms, which generates a bias of the true level of saturation that can destination. Posadas, for its part, is still working on the positioning of its hotels and its themes depending on the preferences and opportunities it has in terms of convenience, whether by location or area with the consumer.

KEYWORDS

- **tourism**
- **hospitality**
- **industry**

REFERENCES

Aristegui Noticias. (5 de Marzo de 2019). *aristeguinoticias.com*. Obtenido de De 20%, la disminución en la derrama económica turística; "lo más complicado está por venir": Empresario: https://aristeguinoticias.com/0503/mexico/caida-del-turismo-en-mexico-es-un-asunto-de-inseguridad-lo-mas-complicado-esta-por-venir-apple-leisure-group/

DATATUR. (30 de marzo de 2019). *Actividad hotelera*. Obtenido de Porcentaje de ocupación: https://www.datatur.sectur.gob.mx:81/Reportes/Menu.aspx

Expansión. (20 de Marzo de 2019). *Empresas*. Obtenido de México se 'va de vacaciones' y cae en el ranking mundial de turismo: https://expansion.mx/empresas/2019/03/20/mexico-se-va-de-vacaciones-y-cae-en-el-ranking-mundial-de-turismo

Grupo Posadas. (21 de Febrero de 2019). *Grupo Posadas-Finanzas*. Obtenido de Resultados Operativos y Financieros: Cuarto Trimestre de 2018: http://cms.posadas.com/posadas/Brands/Posadas/Region/Mexico/Hotels/Finanzas/Catalogs/Media/Reportes_trimestrales/Espanol/Trimestres_2018/4T18.pdf

Grupo Posadas. (21 de Febrero de 2019). *POSADAS*. Obtenido de Nuestras marcas: http://www.posadas.com/nuestras-marcas

Parkin, M. (2010). *Microeconomía*. México: Pearson.

SECTUR. (Diciembre de 2018). *DATATUR*. Obtenido de Ranking Mundial del Turismo Internacional: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx

STR Global. (20 de Diciembre de 2018). *Documents*. Obtenido de Chain Scales: https://www.strglobal.com/Media/Default/Documents/STR-ChainScales2018.xlsx

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy

ANNEXURES

ANNEXURE 6.1 *Sum of the Four Companies.*

The methodology used to obtain this concentration index was taken by the four strongest companies in the market in the field of hotels, which are Posadas, IHG, Marriot, and Hilton.

The concentration coefficient of the four companies is the percentage share of the four largest companies in the industry under study. A value of 0% denotes an industry with perfect competition; however, a value of 100% indicates a case of monopoly (Parkin, 2010).

Number of hotels of the four largest companies = 446
Number of hotels of the rest of the companies = 226
Total Hotels = 672

$$\text{Hotels} = \frac{4\,\text{largest companies}}{\text{Total in the hotel industry}}(100) = \frac{446}{226}(100) = 66.36\%$$

ANNEXURE 6.2 *The Herfindahl–Hirschman Index (HHI).*

The IHH is calculated by adding the squares of the individual market participants for all the participants. Based on Parkin (2010) between lower value, the calculation of IHH will be talking about a more competitive market, if a market has an HHI greater than 1800, we can conclude that we are talking about a noncompetitive market (Parkin, 2010).

$$HHI = \sum_{i=1}^{n} S_i^2$$

$$HHI = 26.19^2+20.68^2+11.30^2+8.18^2+7.44^2+6.10^2+5.50^2 +3.72^2+2.52^2+2.38^2+2.38^2+1.78^2+1.78^2$$

$$HHI = \mathbf{1469.54}$$

Non Commercial Use

CHAPTER 7

Revisiting Alternative Tourism and Excursion Destination Market in India: An Assessment amidst the COVID-19 Pandemic

DEBASISH BATABYAL[1], DILLIP KUMARDAS[2], and RAMA VERMA[3]

[1]*Amity University, Kolkata, West Bengal, India*

[2]*Department of Tourism Management, University of Burdwan, West Bengal, India*

[3]*Mayabati College, Gaziabad, Uttar Pradesh, India*

[*]*Corresponding author. E-mail: debasishbatabyal@gmail.com*

ABSTRACT

COVID-19 pandemic had more adverse impacts on economic and social setup than ecology and environment. Drastic reduction in physical accessibility and actual mobility seem to be a grey area for the travel industry, if the situation remains unchanged. With loss of employment, lowering of income, and more life risk associated with traveling and overnight accommodation, Indians are expected to spend less on tourism as a noticeable trend as never before. Travel and tourism practices must be directed toward the unorganized or non-institutional unprofitable market segments from visiting friends and relatives (VFR) to alternative and responsible tourism. With the loss of capital and provision for health and safety measures, many travel houses, hotels, and other principal suppliers

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

have been operating at break-even level. Most of the experts are in favor of rejuvenating the tourism and hospitality industry through India's domestic tourism segment as it had helped rejuvenation immediately after the economic meltdown during 2008–2009. Again, maintaining such level for a longer period of time is very hard for larger hotels with huge fixed costs. This chapter attempts to explore and critically analyze the new product or package tour formulation strategy amidst this COVID 19 pandemic situation.

7.1 INTRODUCTION

COVID-19 as a health emergency has brought about economic, sociopolitical, transport, and travel emergencies around the world. The world is going against the basic principles of globalization. Available data reported by destinations point to a 22% decline in arrivals in the first three months of the year, according to the latest United Nations World Tourism Organization (UNWTO) World Tourism Barometer. Arrivals in March dropped sharply by 57% following the start of a lockdown in many countries, as well as the widespread introduction of travel restrictions and the closure of airports and national borders. This translates into a loss of 67 million international arrivals and about US$80 billion in receipts (exports from tourism).

Lockdown resulted in less production, distribution, consumption, and thereby bringing sickness into market economy. The tourism sector, like no other economic activity with social impact, is based on interaction amongst people. Social distancing and consequent social exclusion have just reversed the priority of consumptions, distribution pattern, and overall attitudes and behavior of tourists in India. Principal suppliers are making arrangements for safe infrastructure for tourists while striving to operate even at a break-even level.

Again, most of the expert opinions are in favor of rejuvenating the tourism and hospitality industry through India's domestic tourism segment as it helped rejuvenation immediately after economic meltdown during 2008–2009. Therefore, domestic tourism is the immediate trump card. It is evident that large numbers of people coming back to popular tourists sites and major cities across China over the country's holiday weekend, despite warnings from health authorities that the risk posed by the coronavirus pandemic remains far from over (CNN, April 7, 2020). The same is quite

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

natural once this pandemic is controlled in India and many destinations will exceed the carrying capacity level, mostly by domestic tourists. It is also logical that people will start such types of tourism that are not in crowded place, comparatively rather new and naive in nature. Therefore, special niches of tourism or nonmass tourism will be the wise option. But, supply will be lumpy to cater to this hike. Travel for health, education, and employment will also accelerate the demand quickly once this pandemic is controlled or over.

The abrupt return to apparent normality in India may bring out other problems as many tourist sites in China have been experiencing. A concerted and coordinated policy effort is also expected with immediate attention by the destination planning authorities in India. Therefore, ever-increasing loss, need for safe, and sanitized infrastructure and image building for safe tourism bring out new challenges and need for funds. But raising funds at this point of time for this worst-affected sector is difficult.

Larger travel houses, multinational hotel chains, airlines, railways, and other travel principals need separate guidelines for safe tourism. Many enterprises will have to come up with new infrastructure and safety measures, distinctive to their services. This may include low-cost corona testing kits, robot for delivering food, beverages, portable sanitizing machine at each room, and drone for sanitization in and around hotels, airports, and other tourist spots, mobile apps for risk calculation, violation of quarantine, and so on. Fortunately, most of the devices are already invented by the educational and research institutes in India, and medicines and vaccines are in progress. But, these will increase the cost of operation, delivery, and subsequently the price of each tour component. Therefore, successful future brands are able to take up those challenges and diminishing hodophobia with changing pace of time and technology (Figure 7.1).

7.2 REVIEW OF LITERATURE

According to Guterres (March 27, 2020) the COVID-19 pandemic is not a financial crisis like 2008 and the globe is in a war economy. The world needs to keep the liquidity of the financial systems, but it is essential to support people and businesses. He emphasized to make livelihoods work to keep the global community afloat and businesses afloat through coordination, cooperation, resilience, and solidarity. According to the UNWTO Panel of Experts survey, domestic demand is expected to recover faster

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

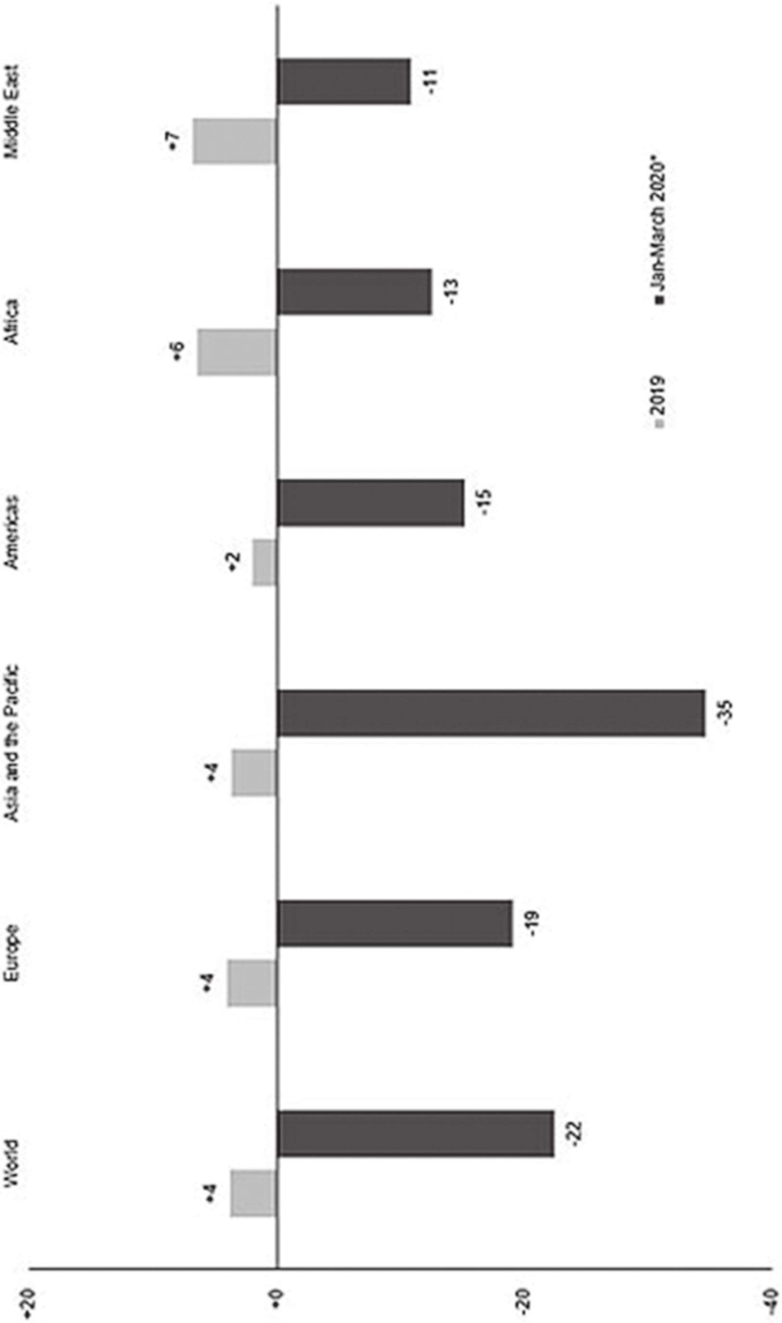

FIGURE 7.1 International tourist arrivals, 2019 and Q1 2020 (% change).

Source: UNWTO statistics, May 2020.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

than international demand. The majority expects to see signs of recovery by the final quarter of 2020 but mostly in 2021. Asia Pacific region show highest impact in relative and absolute terms (-33 million arrivals), the impact in Europe, though lower in percentage, is quite high in volume (-22 million). Based on previous crises, leisure travel is expected to recover quicker, particularly travel for visiting friends and relatives, than business travel. Definitely, this is the high time to successfully offer excursion destinations in India keeping in view the gradual opening up of travel restrictions. A major area in the tourism and hospitality industry belongs to informal and subsidiary sectors in India. During this global emergency at an unprecedented scale, many small and medium hotels, restaurants, travel agencies, and tour operating organizations will either not be able to survive or decrease their volume of capital (Batabyal, 2020).

In 2020 April, the Ministry of Tourism, Government of India launched "Dekho Apna Desh" web series that focused on creating awareness of responsible tourism within the country. This was needed so as to help the industry engage in earning revenue, at the same time allowing tourist to know their country first. As per the plans of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI), there is the need for extension of working capital, overall contribution of other states is important for the domestic tourism in India, special rates should be adopted for electricity and water at the site and adequate support for proving wages at the destination should certainly add up to the development of facilitation at the destination.

While introducing the required vaccine for the travelers, it is hindering those who do not have access to authorized vaccine if its proof is made compulsory for entry and exit at the country's border (WHO, 2020).

7.3 OBJECTIVES

The objectives of this study are to:

1. Find out the alternative tourism development opportunities in Indian tourism context.
2. Define the possibility of tourists to travel postpandemic situation.
3. Promote excursion tourism as new alternative for development postpandemic.
4. Extend the theoretical framework in support of overall domestic tourism product formulation.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

7.4 METHODOLOGY

This paper is a qualitative study based on a bottom-up approach defining the positive impact of domestic tourism to the country's economy postpandemic situation. The area includes the country of India as a whole. The method adopted is the personal observation method. To define the objective of the study, a bottom-up approach is created followed by the new product development where the revisited destinations are focused in a more niche way with several other motives to travel and tourist's involvements.

7.5 CONCEPTUAL MODEL OF COVID-19 PANDEMIC AND TOURISM

The origin of travel and tourism, on behavioral aspect, dates back to the primitive era when human civilization divided each day of their life by time for work and rest. How did they start utilizing their leisure time was important for the next generation? Societies vary in utilizing this time and scope associated therein. It is evident that the more a society has progressed, more new ways and means of leisure and recreation are in vogue. Identifying indigenous scope for leisure is seemed to help this time of the pandemic. It is empirically proved that local people started visiting nearby destinations and/or availing of other means of leisure once the pandemic is being controlled. Now, Indians are interested in their same-day visit or excursion program as never before.

7.6 SCOPE OF SAME-DAY VISIT OR EXCURSION PROGRAM IN INDIA

1. Nearly most of the states in India have wide scope for excursion and same-day visits. This could be followed by solo traveling with personal vehicles or family travel. This will certainly keep tourists away from the mass. This will also be beneficial for elderly people or children. Excursion trends in India will certainly control railway and flight traffic.
2. India is a country of diversity where exists cultural, social, natural, historical, and many other aspects to facilitate the travelers. But

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

avoiding the mass will definitely compel the tourism industry to bring something that is mostly preferred by solo travelers. Therefore, niche and alternative types of tourism will help in that.

3. Example of such tourism may include sustainable tourism, green tourism, wine tours, tea tours, rural tourism, adventure tourism, responsible tourism, ecotourism, or may be dark tourism. Nonurbanized places have possibility to get more chances of promotion and development in this way.
4. The type of travelers could be single off-beat travelers, explorers, drifters, old aged couples, solo travelers, family, newly wed couple, hardcore adventure tourist, hikers, or simply a wanderer. By the time we could avoid individuals or organized mass tourists to a destination. Institutions or organizations conducting tours of students or employees could be done by segregating the group in smaller subgroup to various other destinations.
5. Various travel organizations could concentrate on making specialized tours or tailor-made packages including those of alternative or niche type of tourism at a discounted rate depending on seasonality. This way it will help the industry to keep running their business with no more pause in the coming time and many of them have even started.
6. Avoiding mass will certainly help the tourist in maintaining their social distancing criteria to some extent. Less usage of public transport will help them feel much secure and also will make the places less crowded.
7. Promoting domestic tourism with excursion trends also include taking care of carrying capacity adopted by the local and central government. If this is adopted successfully at several destinations, surely it will promote a healthy movement (Figure 7.2).

According to the above bottom-up approach, several alternatives and niche type of tourism that has prospects in excursion destinations, local neglected regions, lesser-known and less populated destination, contribute to the overall domestic tourism and to the economy of India. Promoting domestic tourism has some positive aspects that will help the economy to stand again that too in the long run. With the help of the above approach, there is an indication of advantages received with the inflow of domestic tourists in India. At the earlier stage after pandemic or which is the new normal situation for the society, there will be lesser investment by the entrepreneurs and the government in the field, there are chances of

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

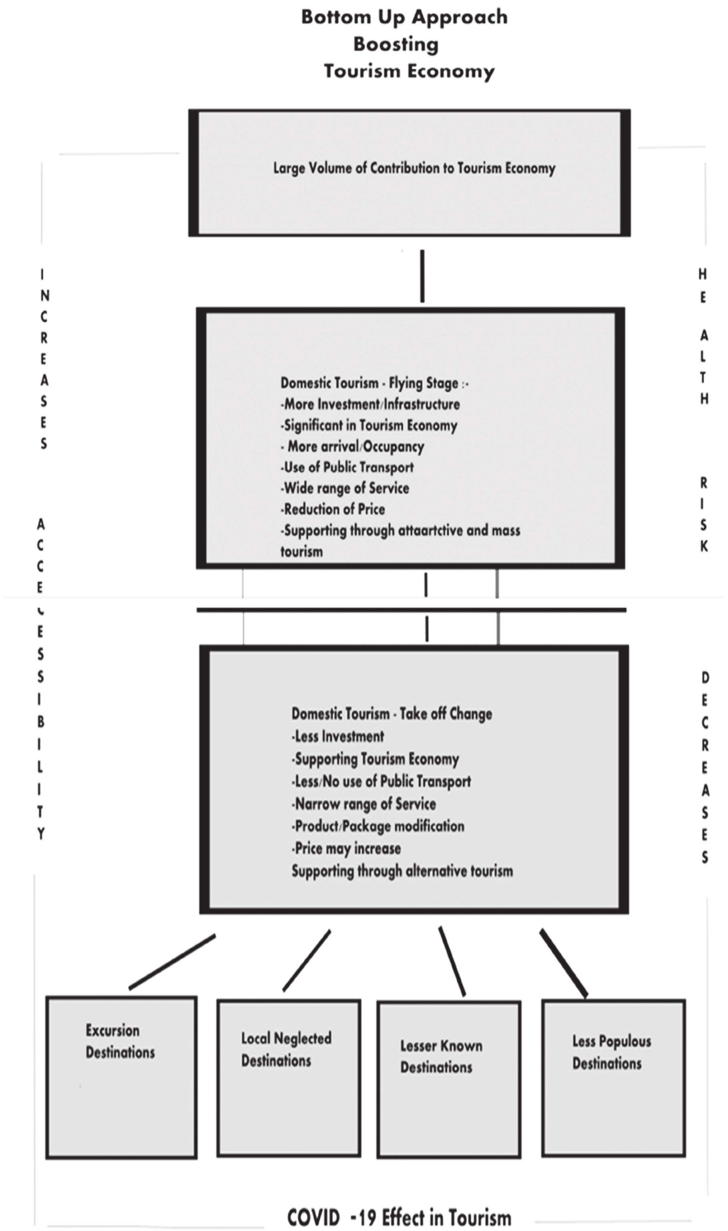

FIGURE 7.2 Bottom-up approach based on health risk and accessibility to travel and tourism.

N.B.: Inkscape used for the diagram.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

support in economic development, less use of public transport, narrow range of services, package modification, and package rate are usually not so cheaper as the demand just started to rise with more expectation of demand and there will be support by the service providers with wide alternative products. It is obvious for such situation when an alternative or any such niche tourism is promoted especially in the postpandemic situation. Gradually as the demand increases as an overall domestic tourism promotion, the situation of the service providers will go better in the future maybe after few years. At the upper stage of this approach, one could find there will be more income and the chances of investment will increase on infrastructure giving rise to significant hike in economic prosperity. There will be again higher occupancy rate of the infrastructure facilities like hotel, entertainment centers, food outlets, and so on, as of normal situation. People will start using public transport again. There will be the provision of wide range of alternative tourism services that will be much beneficial, and chances of price reduction will be higher when the income goes higher for the sector. Lastly, alternative tourism will be supported by the mass. So the above approach showcases the tourism industry through a predictable journey from pandemic or postpandemic to a nonpandemic situation and will act as a remedy to revitalize tourism industry as per the need of the present change.

7.7 NEW MODEL OF TOURISM PRODUCT FORMULATION

In the context of production, a by-product is the "output from a joint production process that is minor in quantity and/or net realizable value (NRV) when compared with the main products." Because they are deemed to have no influence on reported financial results, by-products do not receive allocations of joint costs. By-products also, by convention, are not inventoried, but the NRV from by-products is typically recognized as "other income," or as a reduction of joint production processing costs when the by-product is produced.

Therefore a tourism by-product is an associated or nonassociated form of attraction features considered or would be considered with an established tour itinerary or to be introduced to manage tourist traffic for sustainable and safe tourism or to offer completely new tour product distinctively for other groups (adapted from International Energy Agency, 2020).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Tourism by-products, in the context of life-cycle assessment or limited accessibility owing to the COVID-19 pandemic, are of four different types for new product development. These are main products (associated with established itineraries), coproducts (which involve similar revenues to the main product but not associated with established itineraries), by-products (which result in smaller revenues but can be associated subject to availability or scarcity of time), and old or obsolete products (where people do not visit now and provide little or no revenue) (Figure 7.3).

FIGURE 7.3 New product development in view of COVID 19 outbreak.

7.8 DATA ANALYSIS AND DISCUSSION

Formulation of package tour is no longer conventional. A huge business transformation is going on with the advance information and communication technology and changing socioeconomic and cultural issues. Green values and approaches were increasingly influencing tour package formulation and its marketing. With the advent of COVID-19 pandemic this trend registered a momentum. This chapter is an attempt to address package tour formulation amid this COVID-19 pandemic when most of the countries are coming to the previous track of economy with certain risks and behavioral changes. Table 7.1 is verifying the components important for the package tour formulation during the COVID-19 outbreak with a scale reliability coefficient of 0.9151.

The travel by railways in the study area is found to be decreasing while tourism by waterways, as an off the beaten track will be increasing. Overall, the quality of the tour packages will no longer remain the same and will deteriorate rather. It is also found that the use of private cars or cabs will increase due to the outbreak as a result the overall accessibility will decrease. This reduced accessibility is expected to trigger the boosting of local tourism and excursion destinations that may not assure profitability. More specifically, excursion destinations may not supplement domestic tourism destinations or beyond. In another opinion, survey tourists are asked the questions as to how to offer excursion destinations. Table 7.2

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 7.1 Tourism Typology with the Concept of New Product Development Model.

Tourism typology	**Example of tourism sites in view of COVID 19**			
Alternative tourism typology	**As a main product**	**As a co-product**	**As a by-product**	**As an old/obsolete product**
Eco-tourism	Kumarakom bird sanctuary to stay away in peace	Eco-village life experience at Kumarkom	Kumarakom net fishing experience	Kumarakom backwaters
Green tourism	Uppal's Orchid Ecotels for the tourists in New Delhi with all proper precaution of COVID 19	Lush acres of greenery inside the hotel premises of Uppal's Orchid	Indoor pool experience and Gastronomic restaurant of Bonitos, an in house restaurant in the hotel	Use of e-rickshaw and CNG vehicles for tourists to cover several hotspots of New Delhi
Responsible tourism	Spiti Valley trek/hike with all safety measures(tourists use face mask, shield and gloves)	Tourists could learn from Communities in Tabo village living in isolation (who were once the victim)	Tabo Caves experience	Spiti ecosphere
Yoga tourism	International Yoga Festival 2021 with safety precautions made mandatory and social distancing norms	Special lectures from revered saints and *yogacharyas*	Folk artists and singers in the festivals	Rishikesh yoga centres
Rural tourism	Handicraft village of Bikna (Bankura)	Bikna festival	Durga puja at Bishnupur, Bankura	Historical sites at Bishnupur, West Bengal

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

exhibits such issues addressing strengths and weaknesses with the scale reliability coefficient of 0.8960 (Table 7.3).

TABLE 7.2 Components Significant for Package Tour Formulation amid COVID-19 Pandemic.

		Eigenvalue	Significant
1	Quality of tour packages/products will degrade	5.98883	Yes
2	Direct and independent selling of tour products	1.12245	No
3	Travel by railways will decrease	.913768	Yes
4	Water tourism will increase	.729386	Yes
5	Use of private roadway transportation for tourism will increase	.517186	Yes
6	The choice of nearby tourist destinations will increase	.424666	No
7	The choice of excursion destination will increase	.382082	No
8	The cost of airline seat due to social distancing will increase exponentially	.294455	No
9	The cost of hotel room due to social distancing will increase	.267812	No
10	The cost of food due to high-quality safety measures will	.183759	No
11	The cost of sightseeing due to high-quality safety measures will increase	.175608	No

Source: Primary data collection, 2020–2021.

Tourists in the study area do believe that excursion destinations cannot supplement quality attraction features in most of the cases and entrepreneurs may not accrue adequate revenues from such offerings.

7.9 CONCLUSION

In view of the pandemic situation, the outlook for this new tourism industry is expected to take shape in a much secure way so as to benefit the industry, society, and the tourists for long-term period and also safeguarding from future outbreaks. With the help of above analysis, revisited or common destination seeks more attention to safety followed by tailored itineraries that will help destination to rejuvenate in themselves. It is obvious that not

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

only the tourism industry requires to modify their packages considering the new-normal conditions and destination-specific issues and challenges. A critical understanding for the development and promotion of alternative tourism and related packages are proposed along with the assessment for excursion destinations.

TABLE 7.3 Constraints for Excursion Destinations Nearby.

	Eigenvalue	Significant
Local community will oppose the arrivals of outsiders in the name of tourism	4.31778	No
Excursion destinations cannot supplement quality attraction features in most of the cases	.807147	Yes
Excursion destinations are not profitable ventures and with low duration of stay	.593138	Yes
Nearby excursion destinations to be incorporated with your tour packages	.421732	No
We should wait until and unless health regulations are being introduced by the appropriate authority for visiting and staying in nonresidence	.343176	No
Established health and safety measures for traveling and staying in nonresidence are possible in organized sectors of tourism and hospitality but the same is difficult in un-institutionalized sectors promoting alternative tourism, firm tourism, community-based tourism, rural tourism, etc.	.274466	No
The trend for tailor-made tour packages will be strengthened owing to this COVID 19 pandemic tailor	.242558	No

Source: Primary data collection, 2020–2021.

KEYWORDS

- **COVID-19**
- **excursion market**
- **tourism by-product**
- **product formulation**
- **PCA**

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

REFERENCES

Batabyal, D. Scope Lies in Alternative Tourism and Untapped Excursion Destinations in Indian Tourism Economy after COVID 19 Pandemic. *Travel Daily News*, 2020. https://www.traveldailynews.com/post/scope-lies-in-alternative-tourism-and-untapped-excursion-destinations-in-indian-tourism-economy-after-covid-19-pandemic (accessed June 05, 2020.

Batabyal, D.; Mitra, A. Ecotourism Product Formulation for New Normal Tourism Practices: A Substitutability Approach for Selected Areas of Tamil Nadu, India. *Dogo Rangsang Res. J.* 2020, *10* (7), 200–218.

Guterres, A. The Global Conversation. *Euronews*, Mar 27, 2020. https://www.euronews.com/2020/03/25/coronavirus-antonio-guterres-speaks-to-euronews-about-un-s-covid-19-response (accessed Dec 05, 2020).

https://tourism.gov.in/sites/default/files/2020-05/Monthly%20Summary%20for%20the%20Month%20of%20April%2C%202020%20%281%29.pdf

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers

Rokou, T. *Daily Travel News*, 2020. https://www.traveldailynews.com/post/international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020-unwto-reports (accessed july 05, 2020).

Smith, V. L.; Eadington, S. W. *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*; University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 1992.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 8

A New World During COVID-19: Employability Skills in Tourism, Hospitality, and Events Organizations

JANICE SCARINCI[1*], JOSEPHINE PRYCE[1], and K. THIRUMARAN[2]

[1]*James Cook University, Townsville Campus, College of Business Law & Governance, Building 28, 1 James Cook Drive, Townsville QLD 4811, Australia*

[2]*JCU Singapore Business School, James Cook University Singapore, 149 Sims Drive, SGP 378380, Singapore*

[*]*Corresponding author. E-mail: janice.scarinci@jcu.edu.au*

ABSTRACT

COVID-19 has changed the landscape of the tourism, hospitality, and events industry worldwide. This study determines if the employability skills needed in the tourism, hospitality, and events industry in Australia and Singapore have changed since the pre-COVID era. The implications of this research can impact tertiary education institutions which need to address necessary changes to employability skills in the curriculum.

The Australian Higher Education Standards Framework created by TEQSA require employability skills as part of the learning outcomes for all degree courses. The Department of Education, Science, and Training developed the *Employability Skills for the Future Report*. This report identified eight employability skills, and 13 personal attributes, which were deemed necessary by employers. Studies prior to the COVID-19 pandemic

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

identified communication, leadership, and teamwork as the top three skills areas needed for the tourism, hospitality, and events industry. This study utilized the Employability Skills Framework to conduct a critical assessment of employability skills needed during COVID-19.

Job advertisements were searched to identify a range of positions for investigation–from frontline to back-of-house and from junior supervisory to executive levels. Fifteen positions were chosen, and for each position, 20 job descriptions as detailed in job advertisements were collected from Australia and 20 respective job descriptions from Singapore. This resulted in 40 job descriptions for each position for a total of 600 job description for analysis. The researchers used a qualitative approach and NVivo software to analyze the employability skills for each of the job titles in Australia and Singapore respectively, to determine similarities and differences of skills needed between each country. Overall, the results indicate that communication, teamwork, and problem-solving skills were the most desired skills by the industry. These findings provide information for the development of curriculum to meet the respective needs of each country as the industry moves through this pandemic era.

8.1 INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has disrupted many lives and industries since January 2020. As of Dec 4, 2020, 65 million people worldwide have been infected and 1.5 million people died as a result of COVID-19 (Reuters, 2020) One of the most impacted industries is the tourism and hospitality sector where international flights, cruise liners, road travels, and border crossings came to a complete stop. Travel is now restricted, controlled, and monitored. Over 100 million jobs were lost in the industry as of August 2020 with the Asia Pacific region losing the most at 63.4 million jobs (Lock, 2020).

Two modern economies in the Asia Pacific region that were hardest hit by the COVID-19 pandemic are Australia and Singapore. Australia's tourism and hospitality industry was poised to earn $115 billion in 2020 in overnight expenditure, a stark increase over the last decade from $70 billion in 2009 (Tourism Australia, 2020). The number of job losses in Australia amounted to over 272,816 jobs in the sector as of April 2020 (Hinton, 2020). Singapore's tourism and hospitality industry in 2019 employed 65,000 people (Anon, 2020; Tay, 2020). Several larger employers, such as

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

the Resorts World Sentosa and Marina Bay Sands have already shed over 2000 employees (Toh, 2020). The Singapore government's spending of SGD $100 billion may be helpful to retain another 7000 vulnerable jobs (Chew, 2020). The World Travel and Tourism Council (WTTC) predicts a devastating 174 million jobs lost in the sector by the end of 2020 (HospitalityBiz, 2020).

A series of Australian reports and government documents account for continuous review of the tourism labor market. In 2009, *The Jackson Report* (Commonwealth Australia, 2009) advocated that the government use the *Tourism and Hospitality Workforce Development Strategy 2014–19* (Service, 2013) to recognize qualifications for workers to acquire transferable skills beyond the tourism and hospitality industry. Australia's long-term strategy also identifies the need to be inclusive of indigenous communities who possess unique skills and knowledge deployable in the rural and regional parts of the country (Government, 2009).

According to Australia's Higher Education Standards Framework 2015 (Australian Government, 2015), the learning outcomes for courses (degrees) must include generic skills which are deemed necessary for employment. The generic skills that are important to employment in the tourism, hospitality, and events industry have been identified in numerous studies in the literature. Some studies have examined the most common skills that were identified by employers prior to the pandemic as being communication, leadership, and teamwork skills (Oliver, 2011; Jorre & Oliver, 2018).

The Australian Tourism 2020 Plan aims to focus on the supply side of the industry identifying the need for 36,000 skilled professionals. The emphasis has been on digital skills with the aim of creating resilience in the industry (Tourism Australia, 2020). This report was written prior to the COVID-19 pandemic. However, preparations for a post-pandemic era mean the tourism and hospitality industry has to adapt to new spaces and hygiene practices aligned with health and industry service requirements (Kaushal & Srivastava, 2021).

The Singapore government through the Singapore Tourism Board has been emphasizing the adoption of technology (Singapore Tourism Board, 2020). The Singapore Tourism Board is shepherding the various national agencies and trade unions to ensure that the human resource streaming into the industry is one that is future-ready. Through the Singapore government's SG United Traineeships Program, there is a pathway for new graduates of about 12,000 young adults and another 4000 mid-career

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

workers to be attached to various businesses for paid training to help them prepare for the turnaround and evolving job landscape in the tourism sector and post-COVID-19 pandemic crisis (Singapore Government, 2020; KPMG, 2020).

With tighter protocols, fear of a return wave of the virus and the gingerly move toward bilateral travel bubble arrangements mean work and guests contact spaces may have to be adaptable to health and safety tight protocols. While the transition to post-COVID-19 and thereafter may require "touchless tourism" and greater emphasis on domestic tourism and staycations, it is imperative that the industry review deeper aspects of employability skills and new skills for the post-COVID-19 world. These can be divided into industry sector (IS) and national segment (NS):

- (IS) Restaurants offering "picnic baskets" for guests to eat some other comfortable and safe distance location out of the restaurant establishment… [delivery services].
- (IS) (NS) "Touchless travel" systems, services, Stay Home Notices, and Vaccine Requirements.
- (IS) Mass to private transport.
- (NS) Travel bubbles, bilateral, and trilateral arrangements.

These examples are some of the trends reflecting pivots in tourism and hospitality services due to COVID-19. But more importantly, as solutions are found to mitigate the disease and as the post-COVID-19 gradually relaxes travel restrictions, tertiary institutions and industry have to be ready for the next generation of job applicants and career seekers in hospitality and tourism. Many of which are expected to change in design, function, knowledge, and specialization. For example, robots have already been deployed increasingly in this period where there are potentially high human touch points and there exists a prediction that at least a quarter of the 800 million jobs will be taken over by robots while leaving the higher skills work to humans (Zeng et al., 2020). To prepare for post-COVID-19, the (UNWTO, 2020) emphasizes the need to:

1. Develop skills to design new products and marketing intelligence and promotions.
2. Acquire multiple languages.
3. Enable people to possess digital skills.
4. Nurture entrepreneurial innovations, as added by Higgins-Desbiolles (2020) to the list.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

The vulnerability of the tourism and hospitality industry means that the circumstances and new forms of work environment require readjustments in skills sets, operations, and even marketing. This study examines employability skills during the COVID-19 pandemic by surveying the types of jobs available during the pandemic crisis. The literature review is addressed in the next section appraising various scholarly work related to the crisis and its impact on skill sets of workers in the tourism and hospitality sector. Thereafter, this chapter categorizes the various elements of the job advertisements that were captured, the method of analysis employed, and the rationale for adopting a deductive research approach. In the analysis section, we examine three broad areas, such as the employability skills that the industry is desiring, the types of jobs available and more specifically an understanding of what is needed to resource the industry as the pandemic crisis continues, and into the post-COVID-19 recovery phase. The conclusion reiterates the findings relating to the changing nature of jobs, contributions to the tourism discipline, and an overview of future directions for the tertiary education sector's role in resourcing the tourism and hospitality industry.

8.2 LITERATURE REVIEW

The aim of the literature review is to identify how literature that has defined employability skills and identify the known employability skills frameworks and choose relevant framework to guide the primary data collection for this study. Finally, this section seeks to synthesize the employability skills that employers in hospitality and tourism are seeking in order to inform hospitality and tourism educators in relevant curriculum design and development.

8.3 EMPLOYABILITY SKILLS DEFINITION

Due to the competitive nature of employment and the ever-changing business environment, employability skills have gained momentum and importance to employers around the world. It is no longer enough for graduates to have specific job skills. Employers are demanding additional sets of skills that are referred to as employability skills in order to meet the criteria of perspective employers. In many studies, employers have

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

identified that graduates are not meeting the necessary employability skills, such as communication skills, teamwork, and decision-making skills (OECD, 2019; Jagannathan & Geronimo, 2013)(Jagannathan & Geronimo, 2013; Aring, 2015). The importance of employability skill is now being identified by higher education and professional industry bodies. Many reports are now indicating employability skills to be indispensable in entering the workforce (OECD, 2016). For higher education institutions, it is essential to identify the required employability skills by professional bodies and by industry for curriculum development and in order to provide relevant skills and ensure that graduates are prepared for the ever-changing business world.

What are employability skills and how can they be defined? Employability skills have been used interchangeably with generic skills, transferable skills, soft skills, nontechnical skills, core skills, essential skills, and even 21st century skills (NCVER, 2003). There are numerous definitions of employability skills from multiple studies around the world including the United States (Overtoom, 2000), United Kingdom (Yorke, 2006) and Australia (Department of Education, Science and Training, 2002) For the purpose of this study, we have used the DEST (2002) definition of employability skills which defines them as those "skills required not only to gain employment, but also to progress within an enterprise so as to achieve one's potential and contribute successfully to enterprise strategic directions" (Department of Education, Science and Training, 2002, p. 1).

8.4 EMPLOYABILITY SKILLS FRAMEWORK

There are numerous employability skills frameworks that have been developed by many different countries, and they all have similar employability skills and personal attributes. In Australia, the Business Deans Council of Australia (BDCA) and the Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) conducted a comprehensive study of the skills that were needed by workers to achieve success in their careers. They created the *Employability Skills for the Future Report* which outlined eight skills and personal attributes that workers needed to succeed. These included communication, teamwork, problem-solving, initiative and enterprise skills, planning and organization skills, self-management, learning skills, and technology skills (Department of Education, Science and Training, 2002).

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

In the United Kingdom, the Higher Education Academy (HEA) conducted a study of employability skills of the country. They created a series of documents referred to as the *Learning and Employability Series* which defined employability skills and personal attributes that were essential for individuals to achieve success in their respective occupations. These employability skills included personal qualities, core skills, and process skills (Yorke & Knight, Embedding Employability into the Curriculum, 2006).

In Bangkok, in 2012 and 2015, the UNESCO conducted studies on graduate employability in universities in ASEAN to develop their employability framework. It included attributes and competencies that employers were looking for in their employees. Some of the similar skills that they identified included communication skills, analytical, problem-solving, and team spirit (UNESCO, 2012).

For the purpose of this study, the researchers used BCA/ACCI 2002 Employability Skills Framework to guide this project since the primary data were collected in Australia and Singapore. The Department of Education, Science and Training (DEST) and the Australian National Training Authority (ANTA) funded Employability Skills Framework project to provide a comprehensive report of the Australian industry requirements for "employability skills." This project was managed by the ACCI and the Business Council of Australia (BCA) and analyzed employability skills needed by the industry in Australia in 2001.

The methodology that was used by the ACCI and the BCA included four main steps. The first step was a comprehensive literature review that informed the industry focus groups, interviews, and case studies. They conducted focus groups and individual interviews with a sample size of 40 small and medium-sized businesses and an additional 13 case studies in large businesses in Australia. They interviewed the senior managers to determine the necessary employability skills needed in each business, and how educational providers can provide more effective development of these skills. The businesses ranged from 2 to over 1000 employees. The fourth and final step was the development and validation of the draft Employability Skills Framework. They asked an additional 150 businesses and employers to provide an assessment of the draft framework which provided feedback and acceptance of the Employability Skills Framework. The outcome of the Employability Skills Framework was identified as a valuable tool to contribute to the curriculum development and evaluation

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of student performance in Australian education and training systems. DEST recommended the implementation of this framework in the schools, vocational training, and higher education (Department of Education, Science and Training, 2002).

The DEST (2002) Employability Skills Framework identified 13 personal attributes and 8 employability skills that contribute to overall employability. The eight key skills identified in the Employability Skills Framework included:

1. **Communication** skills that contribute to productive and harmonious relations between employees and customers.
2. **Teamwork** skills that contribute to productive working relationships and outcomes.
3. **Problem-solving** skills that contribute to productive outcomes
4. **Initiative and enterprise** skills that contribute to innovative outcomes.
5. **Planning and organizing** skills that contribute to long-term and short-term strategic planning.
6. **Self-management** skills that contribute to employee satisfaction and growth
7. **Learning** skills that contribute to ongoing improvement and expansion in employee and company operations and outcome.
8. **Technology** skills that contribute to effective execution of tasks (DEST, 2002, p. 7).

Refer to the Employability Skills Framework from DEST in Appendix A for the detailed list of personal attributes, and the eight key skills with the elements that employers have identified as important for each skill.

The results of the employability skills framework by DEST (2002) were developed pre-COVID. Therefore, the researchers used the DEST 2002 Employability Skills Framework as a baseline for coding the eight key skills identified and personal attributes, to determine if these skills were still deemed necessary by the hospitality industry in 2020, that is, during COVID. Six-hundred job advertisements were collected in the Tourism and Hospitality Industry, in Australia and Singapore, between March and November 2020, during the COVID pandemic. The researchers used NVivo to code for the employability skills and personal attributes identified by DEST (2002).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

8.5 SIMILAR STUDIES USING A CONTENT ANALYSIS OF JOB DESCRIPTIONS

Suarta et al. (2018) conducted a study about employability skills for entry level workers. The aim of the study was to identify what employers were looking for in job advertisements in Indonesia and to develop an employability skills framework. They used a content analysis of job descriptions from major newspapers that were circulated nation-wide in Indonesia from February to July of 2017. They analyzed 57 job advertisements and identified 272 key terms for employability skills. This included 191 terms for generic skills and 81 terms that were identified for personal attributes. The top five employability skills that were identified were communication skills, self-management skills, teamwork skills, problem-solving skills, and innovative skills and creativity.

Messum et al. (2016) conducted a qualitative integrative review of studies that used a content analysis of employability skills from job advertisements. They found that the most frequently identified employability skill was communication followed by teamwork skills. A similar study was conducted by Olawale (2015) in the construction industry and found nearly identical employability skills. The most desired employability skills in the job advertisements were teamwork, communication (oral and written), problem-solving, flexibility, initiative and time management skills (self-management skills). Dunbar et al. (2016) conducted research on the technical and soft skills by employers for accounting positions. They found that communication skills were the most frequently required employable skill identified in the job advertisements. Warwick and Howard (2015) found similar results when analyzing employability skills required by accounting graduates. The highest-ranking skills required by employers were communication skills, analytical skills, problem-solving, interpersonal, teamwork, self-management, and critical analysis. McMurray et al. (2016) conducted a similar study in Scotland and found similar results from employers, communications skills, teamwork skills, initiative, interpersonal skills, and adaptability. Across industries and across countries, the results are similar that employers are more interested in employability skills than they are in industry-related skills. The top three skills identified in each of the studies included communication skills, teamwork, and problem-solving.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

8.6 METHODOLOGY

This study sought to identify the employability skills that emerge from the job descriptions drawn from job advertisements for the hospitality, tourism, and events industry in Australia and Singapore. These skills were compared across the two countries. In order to determine the impact of COVID-19 on these jobs, the job descriptions were collected from March 2020, at the onset of the pandemic until the end of November 2020, with all collected once the pandemic had been declared. Hence, it was justified that the job descriptions present a good insight into how the emerging situation with COVID-19 was impacting on the employability skills of hospitality and tourism workers, especially given that the skills identified in the DEST Employability Skills Framework (2002) were used to drive the deductive data analysis.

To begin with, job advertisments were searched to identify a range of positions for investigation – from frontline to back-of-house and from junior supervisory to executive levels. Fifteen positions were chosen (Table 8.1), and for each position, 20 job descriptions as detailed in the job advertisements were collected from Australia, and 20 respective job descriptions from Singapore, resulting in 40 job descriptions for each position for a total of 600 job description being analyzed. The selection criteria of the job search were within the parameter of the tourism and hospitality industry specifically the hotels, restaurants, attractions, and transport. Initially, job advertisements from the following websites were used to sort out the various identified job functions: The initial data were collected from March 6, 2020 to May 21, 2020, with attention to jobs advertised in the last 30 days from Singapore and Australian data collection sites:

1. Singapore data collection site: https://www.jobstreet.com.sg
2. Australia data collection site: https://www.seek.com.au/

Due to the COVID-19 Pandemic, the number of positions on the search engines declined drastically during the May to June timeframe. Therefore, the researchers had to expand their search to include additional job search engines to gain specific job descriptions in hospitality. The additional websites used for Singapore are:

https://www.asiahospitalitycareers.com/sg/en/#/;
http://www.mycareersfuture.com

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

For Australia, the additional website is: https://au.jora.com/j?l=Australia&q=Hospitality+Travel+Tourism&surl=true&since=lv&r=100&sp=facet_distance

The researchers reached their sample size of 600 job descriptions and the data collection ceased on November 30, 2020.

TABLE 8.1 Position Titles Searched.

General Manager	Sales and Marketing Manager	Public Relations
Assistant General Manager	Front Office Manager	Customer Service Manager
Duty Manager	Food and Beverage Manager	Chefs
Recruitment Consultant / HR Manager	Housekeeping Manager	Concierge
Revenue/Financial Manager	Events Coordinator	Hotel Manager

The researchers used a qualitative approach and NVivo software to analyze the employability skills for each of the job descriptions in order to determine the similarities and differences between employability skills between Australia and Singapore.

As per the DEST Employability Skills Framework, the researchers utilized the "personal attributes" category and the eight "skills"' categories and associated elements for each category, for the collation and analysis of data from the job description. The elements assisted in capturing the dimensionalities of the categories and use of the "stemmed" and "synonyms" functions in NVivo further assisted in capturing the nuances in some of the terms. Further details of the elements can be found in the DEST document and Table 8.2 presents a summary of the categories and elements for personal attributes, as used in this study.

Once the data were collated into the elements in NVivo, data were analyzed to determine the importance of the employability skills across both Australia and Singapore. These and other results are presented in the next section.

8.7 RESULTS

In exploring the job descriptions from job advertisements in order to ascertain the employability skills for the Hospitality and Tourism Industry,

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 8.2 Categories and Subcategories as Adapted from DTES Framework (2002).

Broad categories from DEST (2002)	Elements/subcategories codes (adapted from DEST, 2002)	Code number
Personal attributes	PA-ability to work under pressure	1
	PA-adaptability	2
	PA-commitment	3
	PA-common sense	4
	PA-honesty	5
	PA-enthusiasm	6
	PA-integrity	7
	PA-loyalty	8
	PA-motivation	9
	PA-personal presentation	10
	PA-persuading-carry out	11
	PA-reliability	12
	PA-self	13
	PA-sense of humor	14
	PA-work-life balance	15
Communication	COMM-carry out	16
	COMM-customers	17
	COMM-empathy	18
	COMM-language other than English	19
	COMM-listening	20
	COMM-maintain	21
	COMM – negotiating	22
	COMM-networking	23
	COMM-numeracy	24
	COMM-reading	25
	COMM-sharing	26
	COMM-speaking	27
	COMM-understanding	28
	COMM-writing	29
	COMM-communication	30
Teamwork	TEAM-teamwork	31
	TEAM-teams	32
Problem-solving	PS-problem-solving	33
	PS-budgeting	34
	PS-data	35

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 8.2 *(Continued)*

Broad categories from DEST (2002)	Elements/subcategories codes (adapted from DEST, 2002)	Code number
	PS-innovative	36
	PS-practical	37
	PS-project issues	38
	PS-strategic/strategies	39
Initiative and enterprising	IE-initiative	40
	IE-enterprising	41
	IE-creative	42
	IE-vision	43
Planning and organizing	PO-planning	44
	PO-organizing	45
	PO-resourceful	46
	PO-coordinating	47
	PO-decision-making	48
	PO-continuous-improvement	49
	PO-risk-management	50
	PO-business-systems	51
Learning and	LPD-learning	52
personal development	LPD-learn	53
	LPD-professional development	54
Self-management	SM-personal vision	55
	SM-personal performance	56
	SM-knowledge	57
	SM-articulating	58
	SM-responsibility	59
Technology skills	TECH-technology	60
	TECH-computer	61
	TECH-WHS	62

the results showed that among the nine Broad Categories from DEST (2002), the top skill for both Australia and Singapore was communication at 28.90% and 27.86%, respectively (Table 8.3). The next top three skills were variable between the two countries, while the remaining five categories were in the same order for each country. Of the second skills considered to be the most important in the job descriptions were teamwork (21.73%) for Australia and self-management (17.45%) for Singapore. Following

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

these skills, for Australia subsequent important skills in descending order were: self-management (11.88%) and problem-solving (11.42%) while for Singapore, these were problem-solving (15.34%) and teamwork (11.77%). The category of personal attributes was equally important in 5th position for both Australia (9.63%) and Singapore (9.99%). The other skills in order of descending importance were: planning and organizing, technology skills, initiative and enterprising, and learning and personal development.

TABLE 8.3 Numbers and Percentages of Occurrence of the Attributes and Skills in the Data.

Broad categories from DTES 2020	Australia		Broad categories from DTES 2020	Singapore	
	#	%		#	%
Communication	1233	28.90	Communication	672	27.86
Teamwork	927	21.73	Self-management	421	17.45
Self-management	507	11.88	Problem-solving	370	15.34
Problem-solving	487	11.42	Teamwork	284	11.77
Personal attributes	411	9.63	Personal attributes	241	9.99
Planning and organizing	300	7.03	Planning and organizing	204	8.46
Technology skills	187	4.38	Technology skills	137	5.68
Initiative and enterprising	126	2.95	Initiative and enterprising	57	2.36
Learning and personal development	88	2.06	Learning and personal development	26	1.08

The DEST Employability Framework (2002) separates a set of personal attributes from the skills that "are commonly understood to refer to an ability to perform a specific task" (p. 3). The DEST Employability Framework (2002) defines these attributes as "qualities," "characteristics" and "capabilities" that an individual is required to have to meet the specific requirements of the job in the workplace. Hence, it was considered worthwhile to explore these personal attributes in more detail. Table 8.4 presents the elements of the category personal attributes in descending order for Australia and Singapore. As these elements are drawn from the NVivo analysis, the nuances of the elements are captured in the table.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 8.4 Elements of Personal Attributes for Each Country.

Australia			Singapore		
	#	%		#	%
Motivation	129	35.54	Commitment	51	20.90
Self	58	15.98	Motivation	51	20.90
Commitment	53	14.60	Adaptability	43	17.62
Ability to work under pressure	35	9.64	Integrity	33	13.52
Integrity	20	5.51	Ability to work under pressure	19	7.79
Personal presentation	15	4.13	Self	17	6.97
Enthusiasm	12	3.31	Loyalty	12	4.92
Work-life balance	11	3.03	Enthusiasm	7	2.87
Reliability	9	2.48	Honesty	5	2.05
Honesty	7	1.93	Reliability	3	1.23
Adaptability	6	1.65	Work-life balance	2	0.82
Loyalty	5	1.38	Personal presentation	1	0.41
Sense of humor	2	0.55	Common sense	0	0.00
Common sense	1	0.28	Sense of humor	0	0.00
	363	**100**		**244**	**100**

Looking further into the similarities and differences in employability skills between Singapore and Australia, cluster analyses were run separately in NVivo for Australia and Singapore (Figures 8.1 and 8.2). The cluster analyses showed that for both Australia and Singapore, most of the skills were clustered together under the category "knowledge" but there was variability in the skills clustered under this category and the relationships that were identified. For example, for Australia (Figure 8.1), skills, such as planning, project, integrity and sense of humor showed a relationship to each other, with another cluster identifying relationships between networking, innovative, practical and language other than English. Other skills that were related for Australia, were strategic and technology while empathy, reliability, sharing, and speaking were clustered together. For Australia, honesty showed a strong relationship with initiative, reading, writing, and continuous improvement, while articulating was also closely aligned with ability to work under pressure and risk, but equally, it was connected with ideas, options, coordinating, and resourceful.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

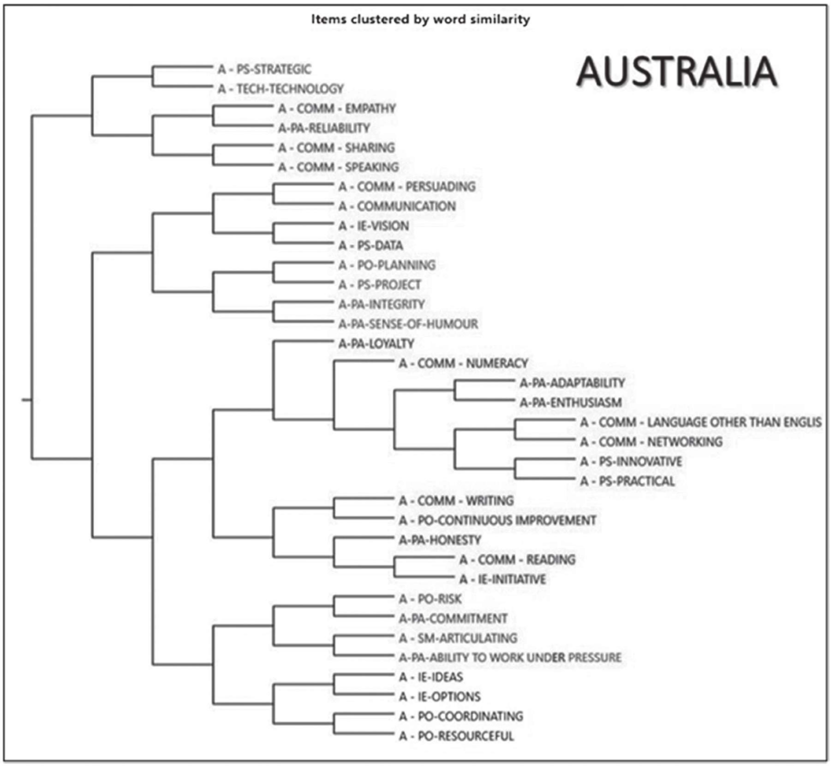

FIGURE 8.1 Cluster analysis of employability skills for Australia.

For Singapore (Figure 8.2), some of the communication skills showed a strong relationship with each other, for example, listening, reading, language other than English, and communication (generally). Other skills that clustered together were resourceful, risk, ideas, and sharing, while another cluster of closely related skills for Singapore were some of the personal attributes (ability to work under pressure and honesty) with planning and project. The elements of persuading (i.e., identified in NVivo as a synonym for "carry out") and empthay were showing a relationship' these two elements were in a close cluster to continuous improvement and coordinating. The Singaporean data showed that maintain (i.e., identified in NVivo as a synonym for "assertive") and speaking were closely related and aligned with initiative and options. In another cluster, self was clustered with loyalty and close to enthusiasm and vision, while risk and resourceful were closely aligned with ideas and sharing.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

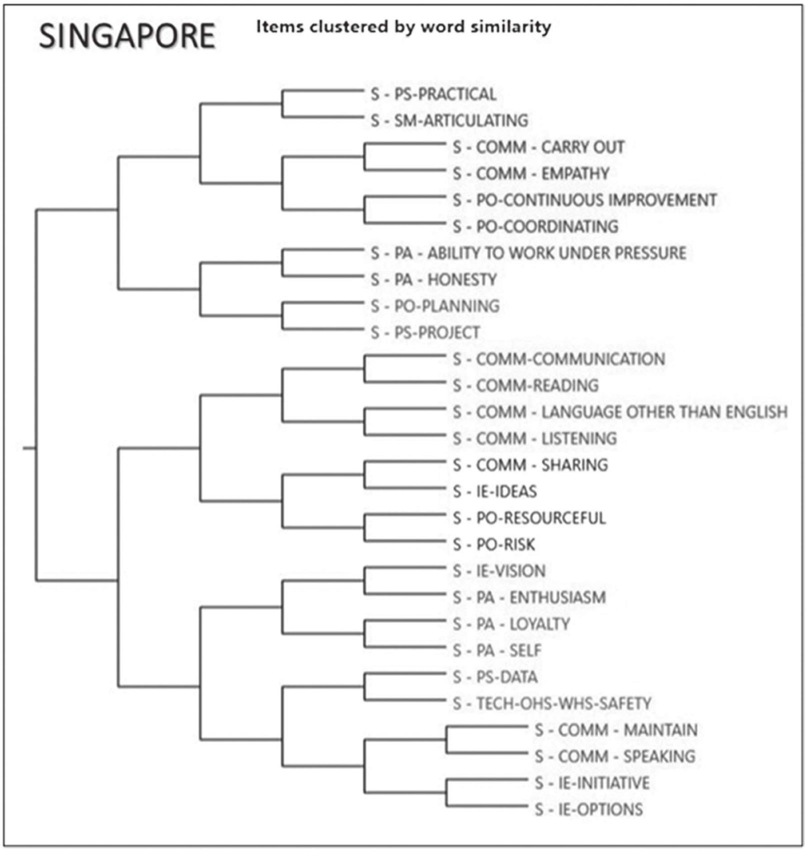

FIGURE 8.2 Cluster analysis of employability skills for Australia and Singapore.

While organizational charts do provide information of the relationships between job positions in hotels and afford insights into options for cross-training for staff, it was thought worthwhile to consider the data in terms of the job categories and to see how they aligned with each other, with a view to exploring any differences or similarities between the two countries. The results showed that for both Australia and Singapore, the front office department brought together the positions of housekeeping manager, concierge, and front office manager. Similarly, for what can be considered to be the Food and Beverage Department, the positions of chef and food and beverage manager were brought together for both Australia and Singapore. With the latter, however, other positions that

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

were considered to be close were assistant manager, operations manager, customer service manager, senior sales manager, and hotel manager. For Singapore, these positions under both the front office department and the "food and beverage department" are subsumed by the Revenue Financial Manager position. This clustering of these positions suggests the emphasis and importance of these departments in generating income for the hotels, in Singapore. By contrast, the relationships for the positions in Australia indicate that the revenue financial manager is closely aligned with the general manager and that both are related to the sales managers' positions and ultimately answerable to the recruitment/HR department.

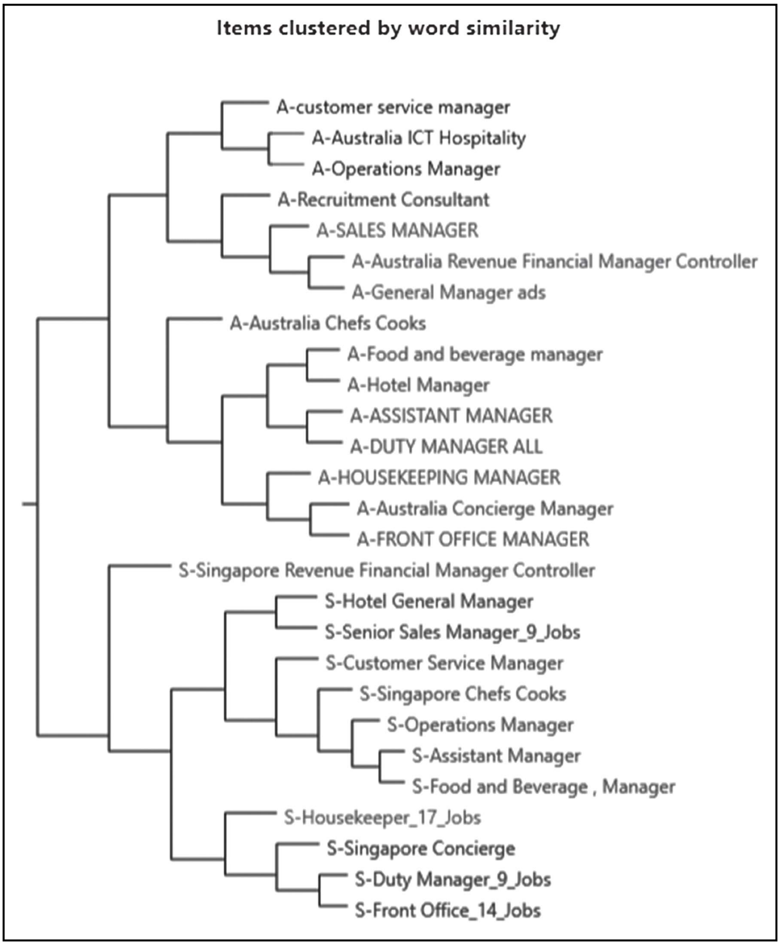

FIGURE 8.3 Cluster analysis for job positions for both Australia and Singapore.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

8.8 DISCUSSION AND CONCLUSION

This study set out to determine if the employability skills needed in the Tourism, Hospitality, and Events Industry in Australia and Singapore have changed since the pre-COVID era. The DEST Employability Framework was used to identify skills that were deemed important. This framework had identified 9 main categories of employability skills, from which this research utilized 62 subcategories.

Overall, the results indicate 12 top employability skills that are consistent across the two countries, although the order of importance for each of the skills is variable between Australia and Singapore. Skills relating to the "'customer" were given top priority in both countries, followed by "communication" and "planning."

The results from this study and the previous literature confirmed the importance of employability skills with all of them noted in the advertisements for jobs within tourism, hospitality, and events in Australia. In Singapore, all of the skills were evident except for budgeting, negotiating, numeracy, common sense, personal presentation, and sense of humor. By contrast "language other than English" was in the top 10 for Singapore and not so for Australia, but "creative" was in the top 10 for Australia and not for Singapore.

Between 2015 and 2020, there have been six studies that conducted a content analysis on job advertisments to determine employability skills. When comparing the results of this study with the previous literature, it is evident that employability skills have not changed during COVID-19. Refer to Table 8.5 for a comparative analysis of the employability skills identified in previous literature compared with the findings from this study.

Table 8.5 depicts the results from this study compared with similar studies using the same methodology, analyzing the job descriptions from employers, the results are very similar even during COVID-19 in 2020. Employers are more interested in employability skills than they are in industry-related skills. The top 3 skills most frequently identified in each of the studies were communication skills, teamwork, and problem-solving. The number 1 skill that was identified in all of the previous literature as well as the number one employable skill in this study was communication.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 8.5 Comparative Analysis of the Top Employability Skills Compared with Previous Studies.

Comparative Analysis of the Top Employability Skills from This Study Compared to Previous Studies	
Studies	**Top Employability Skills Identified**
Findings from this study (2020)	Communication, **teamwork,** self-management, **problem solving,** and personal attributes
Suarta, Suwintana, Fajar, & Hariyanti **(2018)**	communication, self-management, **teamwork, problem-solving** and innovative and creativity
Mussum, et al. **(2016)**	communication **teamwork**
Olawale **(2015)**	**teamwork,** communication (oral and written), **problem solving,** flexibility, initiative and time management skills (self-management skills)
Dunbar et al. (2016)	communication
Warwick & Howard **(2015)**	communication, analytical, **problem solving,** interpersonal, **teamwork,** self-management and critical analysis
McMurray et al. **(2016)**	communications skills, **teamwork,** initiative, interpersonal skills and adaptability

So, what does this mean for tertiary education and how can this data be used to create a curriculum that teaches the top employability skills that the employers are looking for? First, these skills need to be embedded in every subject. Creating ways to assess the development of these skills in university students is the next step. Based on the findings and conclusions of this study, the researchers make the following recommendation for educational institutions to prepare our students for post-COVID-19 world. The primary recommendation is to design and develop assessments and activities that build on these three key areas communication, teamwork, and problem-solving skills. Further to this, it is recommended that new research adopting an inductive approach is conducted as the world emerges from the pandemic to capture any employability skills that may not have been captured in studies prior to this brave new world.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

KEYWORDS

- **hospitality**
- **tourism**
- **education**
- **employability**
- **skills**
- **Australia**
- **Singapore**

REFERENCES

Anon. Singapore Finds Staycations Can't Fill $27.7 Billion Tourism Hole. *The Straits Times*, July 7, 2020. https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-finds-staycations-cant-fill-277-billion-tourism-hole (accessed Dec 20, 2020).

Aring, M. *ASEAN Economic Community 2015: Enhancing Competitiveness and Employability through Skill Development*; ILO Regional Office for Asia and the Pacific: Bangkok, 2015.

Australian Government. Higher Education Standards Framework 2015, Oct 7, 2015. https://www.teqsa.gov.au/higher-education-standards-framework-2015

Chew, H. M. Retrenchments in Tourism Industry are 'Inevitable' without Resumption of Mass Market Travel. *Channel News Asia*, July 22, 2020. https://www.channelnewsasia.com/news/business/tourism-industry-retrenchment-air-trave (accessed July 22, 2020).

Commonwealth Australia. *The Jackson Report On Behalf of the Steering Committee*, 2009. https://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/x/5/p/2002525.pdf

Department of Education, Science and Training. *Employability Skills for the Future*. VOCEDplus NCVER's International Tertiary Education Research Database, Mar 2002. http://hdl.voced.edu.au/10707/62282

Dunbar, K.; Laing, G.; Wynder, M. A Content Analysis of Accounting Job Advertisements: Skill Requirements for Graduates. *e-J. Busi. Educ. Scholarship Teach.* **2016,** *10* (1), 58–72.

Government, A. *National on-term Tourism Strategy*. Department of Resources, Energy and Tourism. Commonwealth of Australia, 2009. https://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/x/6/k/2002556.pdf (accessed Nov 1, 2020).

Higgins-Desbiolles, F. Socialising Tourism for Social and Ecological Justice after COVID-19. *Tour. Geog.* **2020,** *22* (3), 610-623.

Hinton, T. *Job Losses and Suspensions during the COVID-19 Crisis in Australia 2020 by Industry*, 2020. https://www.statista.com/statistics/1113718/australia-job-losses-and-suspensions-during-coronavirus-crisis-by-industry/ (accessed Dec 20, 2020).

Apple Academic Press Author Copy

Non Commercial Use

APPENDIX A: *(Continued)*

HospitalityBiz. 174 Million Travel & Tourism Jobs Could Be Lost due to COVID-19 and Travel Restrictions, Says WTTC. NA. Athena Information Solutions Pvt. Ltd. *HospitalityBiz*, Nov 10, 2020. https://link.gale.com/apps/doc/A641088769 (accessed Nov 26, 2020).

Jagannathan, S.; Geronimo, D. *Skills for Competitiveness, Jobs, and Employability in Developing Asia-Pacific*; Asian Development Bank: Manila, 2013.

Jorre, d. J.; Oliver, B. Want Students to Engage? Contextualise Graduate Learning Outcomes and Assess for Employability. *Higher Educ. Res. Dev.* **2018,** *37* (1), 44–57.

Kaushal, V.; Srivastava, S. Hospitality and Tourism Industry amid COVID-19 Pandemic: Perspectives on Challenges and Learnings from India. *Int. J. Hosp. Manage.* 2021, *92* (102707). DOI:10.1016/j.ijhm.2020.102707

KPMG. Government and Institution Measures in Response to COVID-19. Singapore, Nov 18, 2020. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/singapore-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html

Lock, S. *COVID-19: Job Loss in Travel and Tourism Sector Worldwide 2020, By Region*, Aug 21, 2020. https://www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/

McMurray, S.; Dutton, M.; McQuaid, R.; Richard, A. Employer Demands from Business Graduates. *Education + Training* **2016,** *58* (1), 112–132. doi:https://doi.org/10.1108/ET-02-2014-0017

Messum, D.; Wilkes, L.; Peters, K.; Jackson, D. Content Analysis of Vacancy Advertisements for Employability Skills: Challenges and Opportunities for Informing Curriculum Development. *J. Teach. Learn. Graduate Employability* **2016,** *6* (1), 72–86.

NCVER. *Defining Generic Skills: At a Glance*; National Centre for Vocational Education Research (NCVER): Adelaide, Australia, 2003.

OECD. *Enhancing Employability*, 2016. http://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/Enhancing-Employability-G20-Report-2016.pdf (accessed Nov 10, 2020).

OECD. *OECD Skills Outlook 2019*, 2019. https://read.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2019_df80bc12-en#page1

Olawale, Y. The Employability Skills Provision within a Construction Project Management Degree Programme. In *Proceedings 31 Annual ARCOM Conference*; Raidén, A. B., Aboagye-Nimo, E., Eds.; Association of Researchers in Construction Management: Lincoln, 2015; pp 959–968.

Oliver, B. *Assuring Graduate Outcomes.* The Australian Learning and Teaching Council, 2011. Retrieved Nov 18, 2020.

Overtoom, C. *Employability Skills: An Update*; ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education: Columbus, OH, 2000. https://www.ericdigests.org/2001-2/skills.html (accessed Nov 11, 2020).

Reuters. Coronavirus Claims 1.5 Million Lives Globally with 10,000 Dying Each Day. *The Straits Times*, Dec 4, 2020. https://www.straitstimes.com/world/europe/coronavirus-claims-15-million-lives-globally-with-10000-dying-each-day (accessed Dec 20, 2020).

Service, S. A. *Tourism, Travel & Hospitality Workforce Development Strategy 2014–2019*; Service Skills Australia: Sydney, 2013. http://hdl.voced.edu.au/10707/372918 (accessed Oct 1, 2020).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Singapore Government. Seizing Opportunities and Preparing for the Future, June 19, 2020. https://www.gov.sg/article/seizing-opportunities-and-preparing-for-the-future (accessed Dec 19, 2020).

Singapore Tourism Board. New Measures to Promote Technology Adoption and Create Better Jobs across Hotels, Nov 8, 2020. https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/new-measures-to-promote-technology-adoption-and-create-better-jobs-across-hotels.html (accessed Dec 18, 2020).

Suarta, M. I.; Suwintana, K. I.; Fajar, P. S.; Hariyanti, D. N. Employability Skills for Entry level Workers: A Content Analysis of Job Advertisements in Indonesia. *J. Techn. Educ. Train.*, Dec 2018, 49–61. DOI: 10.30880/jtet.2018.10.02.005

Tay, T. F. RWS Layoffs Bode Ill for Tourism Sector. *The Straits Times*, July 17, 2020. https://www.straitstimes.com/singapore/rws-layoffs-bode-ill-for-tourism-sector (accessed Nov 14, 2020).

Toh, T. W. Job Losses Likely to Hit MBS Eventually, Say Analysts. *The Straits Times*, July 17, 2020. https://www.straitstimes.com/singapore/job-losses-likely-to-hit-mbs-eventually-say-analysts (accessed Dec 20, 2020).

Tourism Australia. *Tourism 2020*, 2020. http://www.tourism.australia.com/en/about/outr-organisation/our-performance-and-reporting/tourism-2020.html (accessed Nov 1, 2020).

UNESCO. *UNESDOC Digital Library*, 2012. Retrieved from Graduate employability in Asia: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215706 (accessed Nov 10, 2020).

UNWTO. *Supporting Jobs and Economies through Travel Tourism*. Madrid, 2020. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421633 (accessed Jan 1, 2021).

Warwick, J.; Howard, A. A Note on Structuring Employability Skills for Accounting Students. *Int. J. Acad. Res. Busi. Soc. Sci.* **2015,** *5* (10), 165–174. DOI: 10.6007/IJARBSS/v5-i10/1860

Yorke, M. *Employability in Higher Education: What It Is – What It Is Not*; The Higher Education Academy: York, 2006.

Yorke, M.; Knight, P. *Embedding Employability into the Curriculum*; The Higher Education Academy: York, 2006.

Zeng, Z.; Chen, P.; Lew, A. A. From High-Touch to High-Tech: COVID-19 Drives Robotics Adoption. *Tourism Geographies* **2020,** 724–734.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 9

Greener Recovery from Pandemic Effects: Development of a Sustainable and Resilient Destination Economy

PRASENJIT KUMAR MANDAL[1] and PREMANGSHU CKAKRABARTY[2]

[1]*Dumkal College, Murshidabad, West Bengal, India*

[2]*Visva-Bharati, Shantiniketan, West Bengal, India*

ABSTRACT

As an unprecedented crisis, the tangible impacts COVID-19 on tourism sector compels us to make a review on its recovery pathways. Circular economy with sustainable consumption and production pattern is globally advocated for, but in regional and local level, a research gap remains on addressing the vulnerabilities in terms of environment, economy, and society affecting people, places, and business. With the application of the concepts and methods of welfare geography, this chapter is an attempt to analyze the scope of modifying the destination management system in relation to recovery plan suggested by UNWTO on global tourism crisis with a goal to rebuild the destination economy as sustainable and resilient to combat the future challenges.

9.1 INTRODUCTION

The SARS-CoV-2 virus that causes a highly infectious and contagious disease called COVID-19 was first identified in the Hubei Province of

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

China in the year 2019 and its diffusion with enormous death causalities compelled the World Health Organization (WHO) to declare it as a pandemic on the 12 March, 2020. Travel and tourism primarily in sea and air routes has been held responsible for the rapid spread of the pandemic (Chinazzi et al, 2020). As its immediate consequence, the opportunities to travel were reduced, even temporarily eliminated by measures, such as border closing, banning travel from pandemic hotspots to the other parts of the country, closure of public transport services, and requesting people to stay mandatorily at home imposing lockdown. A 98% fall in the international tourist number in May 2020 is recorded when compared with 2019 estimating a loss of US$ 320 billion in international tourism business which is more than three times the loss incurred during the Global Economic Crisis of 2009 (UNWTO, 2020). Jobs in the tourism sector is precarious by nature at the best of times (Robinson et al., 2019) and the employment opportunities in tourism have been hit hard with millions of jobs depleted. The microentrepreneurs operating the gig economy became unable to pay salaries. The problem is more acute in developing as well as underdeveloped countries because the gig tourism workers are not entitled to enjoy protective shields of social security or coverage of lost salaries, as found in some developed countries. The crisis began with the wage cut followed by zero salary or termination in the informal sector and the victims were largely exposed to the domain of relative poverty and faced livelihood crisis because the minimum amount of income needed to maintain the pre-COVID-19 standard of living was absent during lockdown.

The crisis of COVID-19 affected the economic, political, and sociocultural systems on the nature of distribution of labor force in formal and informal sectors. Only 21% of workers in India are absorbed in formal sector and tourism is one of the most labor-intensive sectors of the economy, where regular wage or salary is not available and thereby its workforce is vulnerable to any crisis because of the terms and conditions of employment in the informal sector. The data provided by the Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) reveal that unemployment has surged its peak during the lockdown in India (Shekar and Mansoor, 2020). This has clear association with the closure of attractions and tourism facilities in the country where maximum workers were employed. In global scale, one in ten jobs have been directly related to tourism because it is an umbrella industry incorporating the labor force engaged in obtaining tourists' satisfaction in various sectors, such as construction, transport,

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

food, and beverage industry, and so on. It has been further reported that the demands for specific agricultural commodities have been dropped during lockdown which have been utilized in the food and beverage industry.

COVID-19 has resulted in numerous sociocultural, economic, and psychological impacts on various tourism stakeholders, namely, guests, hosts, and destination managers or policy makers. For a responsible recovery from the crisis, intensive research is required on these impacts with the following objectives:

a. Restoring travelers' confidence.
b. Addressing the economic vulnerabilities of tourism operators and the local community.
c. Encouraging innovations in destination management and alternative product development for survival.
d. Examining community resilience level in relation to preparedness to combat any crisis in future.

There is limited literature on the inter-relationship between pandemics and tourism prior to the COVID-19 outbreak (Hall et al., 2020). This chapter aims to focus on the mechanism for inclusive recovery, which is termed "greener" in the sense that it involves a requirement-based paradigm shift in search of sustainabilities in tourism sector. The COVID-19 that ruins the hosts and destination managers imparts a popular hypothesis that the pre-COVID-19 form of tourism management was not sustainable in real sense.

9.2 INCLUSIVE PARTICIPATORY APPROACH FOR RECOVERY AND RESTART

COVID-19 brought disaster in the tourism industry, the reaction of which could be analyzed in three phases, namely, response, recovery, and reset. Tourism is recognized as a vulnerable industry but unique in terms of its bouncing-back capabilities as experienced worldwide from the previous cases of earthquakes, tsunamis, terrorist attacks, disease outbreaks, such as Ebola, Zika, or SARS. However, COVID-19 is somewhat different in magnitude as an unprecedented crisis capable to permanently harm the interests of people, places, and business if recovery is delayed. An inclusive participatory approach is advocated for the greener recovery which

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

incorporates a multidimensional approach involving society, environment, and economy. The major spheres of remedial action include.

a. Public health

It is essential to inspire, motivate, and sensitize both the hosts and guests to adopt new normal norms in functioning with a changed mindset that are capable to combat with the fear of disease transformation. Technological innovation is seen as a panacea-contributing industry through the facilities of mobility tracing apps, humanoid robots delivering materials, disinfecting and sterilizing public places, measuring body temperature or providing safety and security (Sigala, 2020). Turkey model of safe tourism is considered as an example of innovation in post-COVID-19 restart platform for tourism industry. Slow tourism is another concept which in essence is reducing the momentum of tourist movement. COVID-19 has given rise to a new term “quarantine tourism”, that is, quarantine the visitors in a humble environment, preferably in the lap of nature with all the medical facilities for the prescribed period. It helps in not only earning revenue but also provides a sense of security and satisfaction among the hosts and guests on the other. The goal is to combat panic on public health issues by ensuring surveillance and safety. Tourism industry has a scope to bounce back through post-COVID-19 recovery packages in the sphere of health tourism.

b. Social Inclusion

Improvement in societal adaptive capacity is the key to combat crisis because it reduces the vulnerability of the community. Social inclusion is the process through which tourism system could develop the ability to cope or recover from the effect of a pandemic. Increased frequencies of adverse events near or beyond the threshold limit of the coping range may lead to the collapse of a system, which is observed with the outbreak of COVID-19. Social inclusion can increase that threshold beyond which a system is unable to recover (Jones, 2001). Adaptive capacity and specifically the coping range of a system largely depends upon the nature of social inclusion. Weaknesses in social inclusion constrain the abilities of a nation to recover from the effects of a pandemic. Adaptive capacity is the determinant of the momentum of recovery which may be context-specific and varies with time depending upon the nature of social inclusion in community level. Due to differential interactions among the determinants

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

of the social inclusion with respect to space and time, a new technology could be accepted or discarded by a country.

c. Biodiversity conservation

Global cooperation on biodiversity conservation is stressed for the long-term recovery from crisis which leads to more importance on abiding of ecotourism norms in tourism business. The greener recovery relates with reimaging and reformation in the code of conducts for sustainable tourism with special reference to carrying capacity issues. There were numerous cases of extreme violation of carrying capacity in the prepandemic situation and the pandemic offers a transformative opportunity in this context. The adaption of health communication strategies and measures during restart is reducing the numerous environmental risks from which the tourism destinations were suffering before the outbreak of pandemic. The nature of behavioral change in the new normal phase is to be sustained even when the waves of pandemic have passed away. The scientific paradigm of biodiversity conservation becomes a domain of understanding for public interest generating their willingness to follow the conservation guidelines. This mechanism may be referred to as a crisis-enabled transformation for recovery. From previous researches, it is already established that most of the pandemics in the world are the outcomes of human interventions in ecosystem and biodiversity (Schmidt, 2016). Pandemic planning without a concern on biodiversity loss is meaningless. As overtourism is responsible for the biodiversity loss and in post-COVID-19 agenda of tourism, it is essential to monitor biodiversity of the destination environment utilizing the technological capabilities while providing the biosecurity to the consumers.

d. Climate Action

Climate change is highlighted as the cause of various pandemic outbreaks (Scott et al., 2019) and also for the increase of frequency of pandemics in different parts of the world (Ebi et al., 2017). How the resilience of the system responds to long-term disruptions associated with climate change (Biggs, 2011) has already become a popular topic of research with special reference to destination vulnerabilities. Global cooperation for addressing climate change and sustainability issues that has been advocated for the acceleration of decarbonation in various tourism operations in prepandemic situation is expected to get momentum in resolving of carrying capacity issues. By imposing the norms of social distancing, COVID-19

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

leads to renovate the social-ecological system (SES) network in tourism industry with a focus on the adaptive renewal cycle. It is admitted that in the neoliberal era, tourism facilitated and enacted serious inequalities and injustices on people and wrought significant ecological damage, including contributions to global climate change. The climate action agenda in the Recovery Plan of UNWTO is the design to address such damages and constitute a resilient SES characterized by a higher coping range threshold. The present collapse of the tourism industry during pandemic is due to the effect of COVID-19 beyond the existing coping range of the system. This is why climate action for ecological recovery is essential in improving the coping range under the disaster management protocol of preparedness in view of combating any future crisis. In expert reports, climate action is advocated for while designing the post-COVID-19 economic stimulation packages. Since the essence of sustainable development is to preserve the system for the consumption of future generation, climate action in the long term may contribute to a greener recovery by building better adaptive capacity along with reduction of possible vulnerabilities.

e. Circular economy

In midst of the COVID-19-generated paradoxes, global versus local debate has led to an emphasis on circular economy because it assures sustainable consumption and production pattern emphasizing on self-dependency. The greener recovery urges for a reconfiguration of tourism supply chain with the objective to achieve minimum leakage so that if supply chain is affected in future again due to measures, such as mobility bans, community lockdown, and prohibition of crowding in production places or social distancing, the cumulative shock would be lesser and the maximum number of microentrepreneurs could survive because of their self- reliance. Micro-entrepreneurship of such design has been found blooming in the industry particularly in the field of rural tourism and homestays. COVID-19 has boosted such ventures because of their inherent capacities arising from the more efficient allocation of resources in business. A journey toward circular economy is nothing but an integral part of the paradigm shift to a resilient SES framework to combat future disaster.

f. Government and finance

A new paradigm in COVID 19 disaster lies in transformation of a contagious biological virus affecting human health to an agent of

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

unprecedented financial crisis (Sigala, 2020) for which the role of government appears to be vital. It is the governmental policy that will be the focus during restart of travel and tourism which ultimately re-designs travelers' itinerary and experiences. COVID-19 hits the trust on capabilities of sustainable tourism network (STN), a concept advocated by the governments for generations to mitigate hazards in tourism industry and urges the search for its suitable alternatives. There exists a research gap because of surprisingly limited assessment of the economic effects of previous pandemic (Fan et al., 2018). The present pandemic has triggered an unprecedented financial crisis, which the governments worldwide have failed to combat through their STN-like paradigm. For tourism industry, particularly surviving from COVID-19 recession, implementation of new operational standards appears as the major challenges for which it is unavoidable to bear the financial costs and requirements. Enhancement of targeted support, such as 0% interest loans to tourism entrepreneurs is one of the examples of such burdens, which the governments have to accept in order to manage the crisis. Increasing the use of ICT, emphasis on Smart Tourism and a focus on virtual tourism are among the technological solutions, which require huge investment. A greener recovery of tourism industry from pandemic depends largely on the desire and efficiency of governments and their funding capabilities to adopt the new normal business models, which seeks a collaboration between tourism stakeholders, the academic communities, and health authorities. Renationalization of tourism infrastructure, super structure or travel operators like airlines are among the imperative planning strategies that have been revived in such model which requires extensive financial backup.

The COVID-19 pandemic crisis thereby offers a rare and invaluable opportunity to rethink and reset tourism (Higgins-Desbiolles, 2020). It is a chance to revisit the requirement of so-called obsolete concept of government interventions and subsidies in order to ensure business continuity and survival particularly in the phase of restart. It is a type of infodemic emerged from large-scale diffusion of COVID-19-related unauthentic news that ultimately resulted in the COVID-19 travel trauma. During the phase of restart, the destination managers and policy makers have to concentrate on deriving a space-specific sustainable mechanism, the mechanism for the greener recovery in regional and local level in order to provide the community a better ecological and social justice.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

For initial phase of tourism revival, sectors like agritourism, wildlife tourism, trekking, and nature tourism could be taken into special consideration where the norms of social distancing could be accomplished in satisfactory level. Indigenous communities who have limited health infrastructure to cope with new diseases should not be exposed for interaction with outsiders until and unless mass vaccination would be a reality. It is essential to preserve biometric data in geographic information system (GIS) domain for both the hosts and the guests in order to cope with any of such new disease outbreak that COVID-19 has taught to the destination managers. COVID-19 is responsible for a paradigm shift in the domain of tourism research with a focus on destination resilience. The vulnerability analysis using the resilience theory of 1970s as a framework leads to a mechanism that could facilitate a system in recovery from crises. The long-term goal is to indulge sufficient flexibility in the existing SES unless rigidity may occur that makes hindrance to accommodate stress.

9.3 MECHANISM FOR GREENER RECOVERY

Verifying and revising of SES theory by generating space-specific database for tourism industry is the key to achieve the responsible recovery from the ill-effects of COVID-19 pandemic. As tourism is one of the most susceptible and vulnerable among the service industries to crises and disasters (Pforr and Hosie, 2008), the research gap on its crisis responses and recovery is required to be addressed immediately. Post-crisis recovery is nothing but the implementation of strategies and actions to bring the destination back to a normal (pre-event) condition or an improved state (Mair et al., 2014). In view of the nature of health crisis associated with COVID-19 in recovery phase, the term “new normal” is derived with acceptance of the hypothesis that prepandemic state of normalcy can never be brought back. Development of a resilient tourism through capacity building, adaptive management, and adaptive governance becomes the goal, which stresses on vulnerability research since the concepts of vulnerability and resilience are inextricably linked (Scheyvens and Momsen, 2008). Originated from Latin *resilio* (leterally means to spring back), the term resilience expresses the capability of a system to return to its normalcy after a disturbance and it is the nature of vulnerabilities that determine the spread of recovery. Vulnerability is the function of the differential exposure and sensitivity of the communities concerned and its reaction depends on improvement

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

of the adaptive capacity of system (Smit and Wandel, 2006). The determinants that influence adaptive capacity vary from place to place, from stakeholders to stakeholders and over time representing the inherent dynamism of the system. The context-specific nature of vulnerability responses is vital in decision-making for risk management that concerns combination of strategies and plans at various levels.

The normal coping ability of the existing tourism system is challenged by COVID-19 pandemic and the whole system was collapsed due to its exposure to the novel Corona virus beyond the threshold limit of sensitivities of the stakeholders; that is, both the hosts and guests of the tourism destinations. Tourism is worst affected in comparison with the other business sectors because tourism revenue for a time being is permanently lost on account of some products. As for example, revenue from a hotel room could not be obtained if the room for a particular day remains unsold. COVID-19 is responsible for a wider uncertainty in functioning of the demand and supply chain that regulates any attempt to restart because the negative perceptions prevail with the ground realities concerning canceled events, closed accommodations and shut down of tourist attractions like parks or museums. With such ground realities, there develops a popular hypothesis that travel industry is not only a contributor in the spread of pandemic and its economic consequences, but also is severely affected by it (Gossling et al., 2020).

Butler's 1980 TALC (Tourism Area Life Cycle) model has received a new impetus with the thrust on resilience concept because the model explains the rejuvenation stage. A tourism destination is considered to be a living ecosystem rather than a discrete product (Mckercher, 2005) and could be better evaluated under the complexity of SES arising from the explicit linking and concurrent consideration of anthropogenic system with reference to system framework of natural environment (Anderies and Janssen, 2013). In its microdimension, the individual network within the larger system is dealt with (Luthe and Wyss, 2014) while the social-ecological aspects of destination resilience with capabilities to cope with a disaster is the concern in the macrodimension (Orchiston et al., 2016). The ability of different socioeconomic system to respond to changing conditions (Hall et al., 2018) depends upon preparedness, which is the key element of disaster management. Resilience development is the goal in this context, which is defined as the capacity of the system to absorb disturbance and reorganize while undergoing changes preserving the same structure, functions, and feedbacks (Walker et al., 2004).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Basic principles of the resilience concept advocate for a complex SES analysis because tourism system does not evolve in linear fashion as Butler (1980) proposed in his TALC model. Using the resilience theory that was developed in the early 1970s, it is possible to evaluate the factors which cause vulnerabilities in system to analyze the system sensitivities with respect to various forms of stress (Cochrane, 2015). The oppression, exploitation, and social injustice for the host community arise the necessity to reorient the strategy toward a more localized form of tourism involving community to manage, control, and get benefited from tourism business. The COVID-19 pandemic crisis thus offers a rare and invaluable opportunity to make a paradigm shift from prepandemic "responsible" to a state of a "resilience" centric approach so that it can support social and ecological justice (Higgins-Desbiolles, 2020). The environmentally responsible approach that was articulated has been proved insufficient to protect the stakeholders during the shutdown of the industry, which arises the requirement to develop a resilience so that the industry becomes responsive and answerable to the environment as well as community during similar crisis. The SES offers a community centered tourism framework to obtain a better social and ecological justice, which may be elaborated under the umbrella of greener recovery mechanism during the restart of tourism business in "new normal" situation. With appropriate health, educational, and social measures, if the ecological recovery is possible, it could be referred to as a "greener recovery" from pandemic effects in consideration with the sensitivity factors resulting from various exposures (physical, social, and/or institutional).

The COVID-19 has exposed that tourism as a system in prepandemic format is not resilient to epidemics and pandemics as it came out in the case of well-known catastrophes like earthquakes and other natural or anthropogenic disasters. From a closure, the tourism revenue is permanently lost. In new normal situation, the demand for luxury is largely replaced by the assurance of hygiene maintenance. A boom in virtual tourism that experienced during the lockdown continues due to the panic on traveling in post-pandemic situation. Virtual tourism is the product of communication technology that constitutes a broad spectrum of digitally modified reality, mixed reality, and augmented reality. With the arrival of 5G technology, it would be possible to provide the experience of adventure tourism while enjoying the comfort of own home. Fueled by technological innovations, virtual tourism is becoming increasingly popular in visiting a museum,

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

joining a safari tour or visiting a shrine. It is an innovation arising from the concept of smart tourism, which bloomed in prepandemic era utilizing ICT (Information and Communication Technology).

Smart Tourism appears much more important in new normal for those who will not be satisfied with the alternative of physical experience that virtual tourism offers. There is scope to combat panic by utilizing the query and analysis tools available in GIS softwares, for example, on the safety issues. The system can promptly address the questions on protective measures available in destinations in details. Crowd sourcing could be adopted to build the database on the availability of portable life-saving units and other safety measures so that consumers become satisfied and take travel decisions. Network modeling could be used during their travel to regulate them through the safer travel paths. As smart tourism appears as indispensable in a post-COVID-19 world, the digital and economic inequalities may matter in the pace of recovery while comparing between the destinations of the first world and the third world. As the destination managers and policy makers are responsible to resolve such inequalities, they could be considered as the third major stakeholders in coping with the crisis from COVID-19 in tourism industry apart from the hosts and the guests.

9.4 CONCLUSION

Technology is the key for the greener recovery from COVID-19 while reopening and resetting tourism in its previous glory as an economic opportunity contributing to GDP and generating huge employment. Though the pandemic affects the working-class population particularly in informal sector, it emerges as an opportunity for contemporary capitalism. Perception of tourists on exposure to health hazards and insecurity generated from such panic is responsible for a phenomenon expressed as COVID-19 travel trauma and there arises the golden opportunities for business world to develop new standards of psychological comfort for the consumers which influence the mechanism of greener recovery. Servicescapes must be redesigned in order to meet with the travelers' expectations. Destination promoting ICT has been extended itself for destination e-shopping as COVID-19 constitutes a platform for virtual tourism marketing. Since carrying capacity of the destination could not be affected with such virtual tourism, it is much appreciated by the destination managers of the vulnerable tourist places already exposed to risks arising from violations of the

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

threshold limit of tolerance as the evil effects of mass tourism. Intensive study is required to examine the level of SES resilience in the context of adoption of the new codes and conducts in tourism business while reorganizing the industry after restart. The pace of greener recovery is determined by the individual destination's capacity to adapt resilience. An ethnographic approach in regional and local level for studying the cycles of adaptive resilience is therefore essential in framing the policy to combat the post-COVID-19 tourism-related issues with a special focus on domestic tourism in order to fulfil the mission of developing a sustainable self-reliant and resilient destination economy.

KEYWORDS

- **crisis**
- **vulnerabilities**
- **global**
- **welfare**
- **management**

REFERENCES

Anderies, J. M.; Janssen, M. A. Robustness of Social-Ecological System: Implications for Public Policy. *Policy Stud. J.* **2013,** *41*, 513–536. http://doi.org/10.1111/psj12027.

Biggs, D. Understanding Resilience in a Vulnerable Industry: The Case of Reef Tourism in Australia. *Ecol. Soc.* **2011,** *16* (1), 30.

Butler, R. W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. *Can. Geographer* **1980,** *24* (1), 5–12.

Chinazzi, M.; Davis, J.; Ajelli, M.; Gioannini, C.; Litvinova, M.; Merler, S.; Pastorey Piontti, A.; Mu, K.; Rossi, L.; Sun, K.; Vibound, C.; Xiong, X.; Vu, H.; Halloran, E.; Longini Jr, I.; Vespignani, A. The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19) Outbreak. *Science* 24th April **2020,** *368*, 395–400.

Cochrane, J. The Sphere of Tourism Resilience. *Tour. Recreat. Res.* **2015,** *35* (2). http://doi.org/10.1080/02508281.2010.11081632.

Ebi, K. L.; Ogden, N. H.; Semenza, J. C.; Woodward, A. Detecting and Attributing Health Burdens to Climate Change. *Environ. Health Persp.* **2017,** *125* (8), 085004. https//doi.org/10.12891/EHP1509.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Fan, Y. Y.; Jamison, D.T.; Summers, L. H. Pandemic Risk: How Large Are the Expected Losses? *Bull. World Health Org.* **2018,** *96* (2), 129–134.

Gossling, S.; Scott, D.; Hall, M. Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. *J. Sustain. Tour*, **2020**. http://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708.

Hall, M.C.; Scott, D.; Gossling, S. Pandemics, Transformations and Tourism: Be Careful What You Wish For. *Tour. Geographies* **2020,** *22* (3), 577–598. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131.

Higgins-Desbiolles, F. Socializing tourism for Social and Ecological Justice after Covid-19. *Tour. Geographies* **2020,** *22* (3), 610–623. http://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748.

Jones, R. An Environmental Risk Assessment/Management Framework for Climate Change Impact Assessments. *Nat. Hazards* **2001,** *23*, 197–230.

Luthe, T.; Wyss, R. Assessing and Planning Resilience in Tourism. *Tour. Manage* **2014,** *44*, 161–163. https//doi.org/10.1016/j.tourman.2014.03.011.

Mair, J.; Ritchie, B.W.; Walters, G. Towards a Research Agenda for Post-Disaster and Post-Crisis Recovery Strategies for Tourist Destinations: A Narrative Review. *Curr. Issues in Tour*, 2014. http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2014.932758.

Mckercher, B. Destinations as Products: A Reflection on Butler's Life Cycle. *Tour. Recreat. Res.* **2005,** *30* (3), 97–102.

Orchiston, C.; Prayag, G.; Brown, C. Organisational Resilience in the Tourism Sector. *Ann. Tour. Res.* **2016,** *56*, 128–163.

Pforr, C.; Hosie, P. J. Crisis Management in Tourism-Preparing for Recovery. *J. Travel Tour. Market.* **2008,** *23* (2), 249–264.

Robinson, R.; Martins, A.; Solnet, D.; Baum, T. Sustaining Precarity: Critically Examining Tourism and Employment. *J. Sustain. Tour.* **2019,** *27* (7), 1008–1025.

Scheyvens, R.; Momsen, J. Tourism in Small Island States: From Vulnerability to Strengths. *J. Sustain. Tour.* **2008,** *16* (5), 491–510.

Schmidt, C. W. Zica in the United States: How Are We Preparing? *Environ. Health Persp.* **2016,** *124* (9), A157–A165. https://doi.org/10.1289/ehp.124-A157

Scott, D.; Hall, C. M.; Gossling, S. Global Tourism Vulnerability to Climate Change. *Ann. Tour. Res.* **2019,** *77*, 49–61. https//doi.org/10.1016/j.annals 2019.05.007

Shekar, K. C.; Mansoor, K. Covid-19: Lockdown Impact on Informal Sector in India, 2020. https://scholar.google.com/citations?user=J_rNgmoAAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DJ_rNgmoAAAAJ%26citation_for_view%3DJ_rNgmoAAAAJ%3A9yKSN-GCB0IC%26tzom%3D-330 on 28/01/2020 at 9.12 pm.

Sigala, M. Tourism and COVID-19: Impacts and Implications for Advancing and Resetting Industry and Research. *J. Busi. Res.*; **2020**. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015

Smit, B.; Wandel, J. Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability. *Global Environ. Change* **2006,** *16*, 282–292. http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008

UNWTO. *UNWTO World Tourism Barometer* **2020,** *18* (4). Madrid, Spain: UNWTO.

Walker, B.; Holling, C. S.; Carpenter, S. R.; Kinzig, A. Resilience, Adaptability and Transform Ability in Social-Ecological Systems. *Ecol. Soc.* **2004,** *9* (2).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

CHAPTER 10

A Study of Consumer Awareness for Green Tourism in New Normal India

PRATIM CHATTERJEE[1] and SHATRAJIT GOSWAMI[2]

[1]*Amity School of Hospitality, Amity University, Kolkata, West Bengal, India*

[2]*Department of Economics, SRM University, Gangtak, Sikkim, India*

[*]*Corresponding author. E-mail: chatterjeepratim29@gmail.com*

ABSTRACT

Environmental issues have a huge impact in business of present times. Environmental problems are of grave concern to the government in almost all the countries of the world. Sustainable development of the environment along with the growth of industry is challenging. Therefore, Green tour is recommended to be considered as an useful plan of action to achieve this.

Green tour is defined as planning services or tour packages keeping in mind the environment concern. That service or package must be eco-friendly themselves or must be produced in an eco-friendly means. The word "green" is considered as a common word nowadays where we try to safeguard our environment. Different hospitality, tourism companies, and corporate houses try to improve their image by going green.

Green tour has been defined by AMA as "The study of the positive and negative aspects of tour activities on pollution, energy depletion, and nonenergy resource depletion."

Though the basic inferences of green tour are that probable users would opt for spending more for a "green" package. This chapter makes an effort

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Non Commercial Use

to estimate the consciousness and readiness of the tourists to choose green packages.

10.1 INTRODUCTION

There are many studies about the effect of the hospitality and tourism sector on the environment during the past decades (Han et al., 2010). Evident trends, such as global warming, depletion of ozone layers, environmental menace, industry impact on environment have all become evident trends of the 21st century and this has become an epitome of environmentally conscious society. Considering of low-carbon tour packages significantly influences the travel practices of international backpackers. Even most of the travelers are eager to spend more to purchase low-carbon package tour (Hsiao et al., 2017). When the society encounters damages of the environment, then only it will become more responsible to make this earth a better living pace.

The main cause for this damage is the difficulties that are found in the forms of collective packaging, collective consumption, and group tour of environmentally imprudent packages. Tourists can gather knowledge relating to instinctive environmental knowledge. They need to be briefed about the problems and concerns to be more environment-friendly (Kim et al., 2018). As a result, business houses began to change their image to make people cautious of this kind of "new" concern of the society.

The needs and preferences of the tourists at an affordable price without compromising on the quality is satisfied by conventional tour but green tour has a new role of describing "what is green"and evolving and selling packages that the tourist will prefer. Under this scenario, the definite factors that have a positive impact on tourists experience and satisfaction is important for the growth of the environment-friendly tourism products market (Lee, 2019).

Green tour is also considered as environmental tour that considers different process like package adaptation changes in packaging activity, alterations in packaging side by side changing the advertising scene. Hospitality sector can also innovate its marketing strategy by targeting a niche segment of tourist by promoting green hotel in digital, print, and in social media (Jung and Chun, 2014). As defined by Tapan K. Panda, environmental tour includes everything that is designed to make any exchange planned to satisfy human preferences or needs which in any way

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

does not cause for the degradation of the environment possible. By this green tourism concept, the industry can ethically open up new areas for the more areas and wide segment of the market and tourists can enjoy the holiday they prefer with a clear conscience (Furqan et al., 2010).

To promote the green tour packages as less environment damaging rather than environment-friendly is essential for the benefit and development of the environment. Explaining to the tourists properly about the important environmental factors of a product will surely result in a lot of positive outcomes, like better combination of tourist to product, end-user satisfaction, positive word-of-mouth publicity and further developments for the society and environment in general (Mair and Seers, 2009). So, the focus of environmental tour should be at decreasing environmental consequences. Environmental harmony with tourism, economy, and effectiveness are a common feature of an environment-friendly package. They need to be local, renewable, harmless, and should be made of either spoilable or eco-friendly materials. Minimal packaging of this is recommended and care should be given so that it impacts less to energy. For successful accomplishment of the green tourism, market needs to be segmented properly and the green package should satisfy the taste and preference of each tourist (Hong et al., 2003).

We all know that the sources on this earth are definite and human wants are indefinite. So, this is essential for any industry to take an effective strategy that satisfies proper utilization of resources at the time aligning that to the organizational goals. There is a prolonged desire among the tourists around the world as a preventive measure for the environment. A positive environmental reputation will increasingly affect guests' green behaviors. It positively affects the intention of the guest to stay and willingness to provide positive word-of-mouth publicity and pay premium price for this innovative concept (Han et al., 2009). People around the world are perturbed about the environment and are accordingly changing their tourism behavior. Green tour has been introduced as an effect of this and it portrays an image of a developing market for effective and socially responsible tourism tours and packages. Green certification in hospitality and tourism is very essential at this juncture but tourism houses face challenge for the completion of this system (Jarvis et al., 2010).

Business houses and industries want to create and improve their brand image by introducing a green environment-friendly approach through its business procedure. Tourist organization generally offer customers the

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

green packages or welcome eco-friendly practices, and some firms all at once offer eco-friendly or green packages while executing eco-packaging and/or eco-philanthropy. Travel and tourism and hospitality industry should exhibit active commitment for the successful implementation of this segment (Tribe and Font, 2001). Business strategies with green concept are observed in most of the industries in present times. Different types of green products like environment-friendly automobiles, organic paint, proper food, reused paper and packages which is good for the environment. Green hotels on the behalf of green tourism strategy need to consider on proper promotion strategy channels to intimate about the green process for nurturing consumer trust in green hotels (Yadav et al., 2019). Businesses also promote their reusable procedures and different other practices carried out to lessen the environmental effect done from them.

Based on many criteria, industries in this current scenario take their tours and travel strategy adhering to government rules and regulations and expectation of the tourists, these are major components that establish the tour package industry. The likelihood of the consumer about the eco-friendly packages and tours gives stimulus for including eco-friendly products in the strategy of the firm to maximize its profit. Few organizations are responsible to the environment-friendly tour program where few are not showing these eco-friendly ways in their business operation.

Ability and desire of the tourists to purchase green tour with a higher price is a matter to be considered. Three and a half million US consumers and also a good number of tourists from Europe are good green tourism base.

Though there is limited data available in the Indian literature or the desire and affordability of the tourists to spend more for eco-friendly packages. This research purposes to explore the awareness on the residents of Kolhapur.

10.2 OBJECTIVES

The objectives of this chapter are to:

1. Focus the perception of the tourists related to green tour.
2. Study the desire of the tourists to spend more for green tour.
3. Find out consciousness about environment-friendly packages.
4. Assess the correlation between education and income related to eco-friendly packages.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

10.3 HYPOTHESIS

H1: Consumers are aware about green tour.
H2: Consumers desire to spend more for environmental packages.

10.4 RESEARCH METHODOLOGY

Primary as well as secondary data were used in this research paper.

1. Primary Data

This has been accumulated from survey through questionnaire.

2. Secondary Data

Research articles from journals, books, and websites.

10.5 SAMPLING DESIGN

This study was conducted in Kolhapur city. The population of this city is approximately 600,000 which amount to 120,000 households. However, the middle class and higher middle class have only been taken as consideration as respondents. Due to time and cost constraints the sampling technique used is convenient sampling method. 100 was taken as the sample size.

10.6 DATA ANALYSIS

The data analysis is done with the help of statistical package SPSS software.

The following variables, such as educational qualifications, occupation, and income. Similarly, cross-tabulation was also conducted for willingness to buy expensive eco-friendly packages, and preference for eco-friendly has been considered (as depicted in Figure 10.1 and Table 10.1, respectively).

It can be depicted from the Table 10.1 that maximum consumers have good awareness about green tour. No categories of educational level are an exception. From the various categories, graduates and postgraduates portray an awareness level of 63.5% and 64.3% orderly. While among the professionals, the awareness for graduates and postgraduates is 61.1% and 45.5% respectively. Overall, 60% of the respondents were aware of the

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

concept of green tour. Lower educated consumers are unaware about the concept of green tour (Figure 10.2; Table 10.2).

TABLE 10.1 Educational Qualification and Awareness for Green Tour.

Educational qualification	Awareness for green tour						Total
	No response		No		Yes		
	No.	%	No.	%	No.	%	
No response	0	0	1	50	1	50	2
Up to 12th	0	0	2	66.7	1	33.3	3
Graduate	0	0	19	36.5	33	63.5	52
Postgraduate	0	0	5	35.7	9	64.3	14
UG professional	0	1	6	38.9	11	61.1	18
PG professional	0	0	6	54.5	0	0	11
Total	1		60		1		100

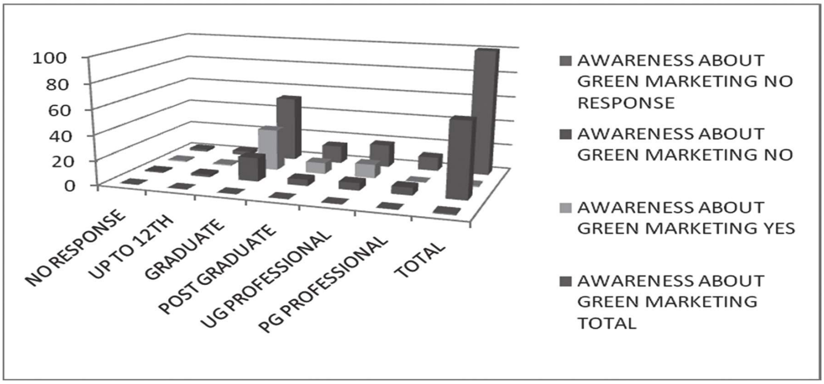

FIGURE 10.1 Relationship between educational categories and awareness for green tour.

TABLE 10.2 Occupation and Awareness about Green Tour.

Occupation	Awareness about green tour						Total
	No response		No		Yes		
	No.	%	No.	%	No.	%	
Self-employed	0	0	2	20	4	80	6
Service	1	1.5	26	38.80	40	59.70	67
Professional	0	0	5	55.55	4	44.44	9
Student	0	0	4	25	12	75	16
House wives	0	0	2	100	0	0	2
Total	1		39		60		100

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

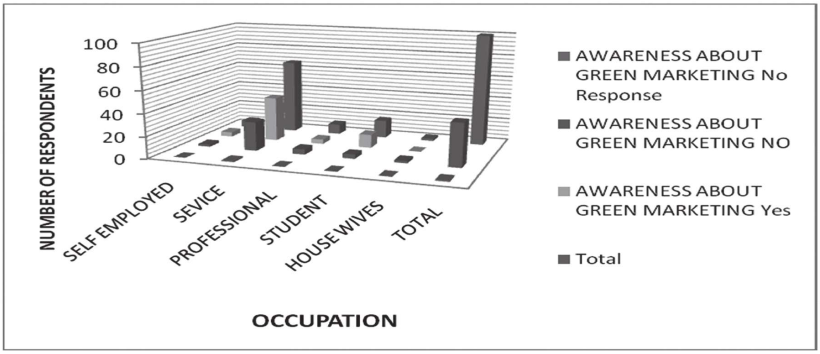

FIGURE 10.2 Relation between occupation and awareness about green tour.

It can be considered from Table 10.2 that service category respondents are seen to have highest awareness, that is, 59.70% display awareness for the green tour, whereas among students this awareness levels are comparatively high –75% (Figure 10.3; Table 10.3).

TABLE 10.3 Income and Awareness About Green Tour.

Income	Awareness about green tour						Total
	No response		No		Yes		
	No.	%	No.	%	No.	%	
No response	0	0	4	36.36	7	63.52	11
1–10.000	1	2.77	14	38.33	21	58.33	36
10,001–30,000	0	0	13	43.33	17	56.66	30
30,001–50,000	0	0	2	16.67	10	83.33	12
Above 50,001	0	0	6	54.55	5	45.45	11
Total	1		39		60		100

This can be observed that the consumers as per their income level maintain a moderate awareness of green packages across the different barrier. Highest levels of awareness are observed as 83.33% in the category of 30,000–50,000. The category of 0–10,000 depicts an awareness of 63.52% (Figure 10.4; Table 10.4).

Among the respondents, 53% are ready to purchase costly eco-friendly packages. Although in the category of postgraduate professionals, only 36% of professionals are ready to buy such packages. So, the premise

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

that tourists who are comparatively more qualified and have the financial capability may not be necessarily ready or alert to buy environmentally friendly costly products (Figure 10.5; Table 10.5).

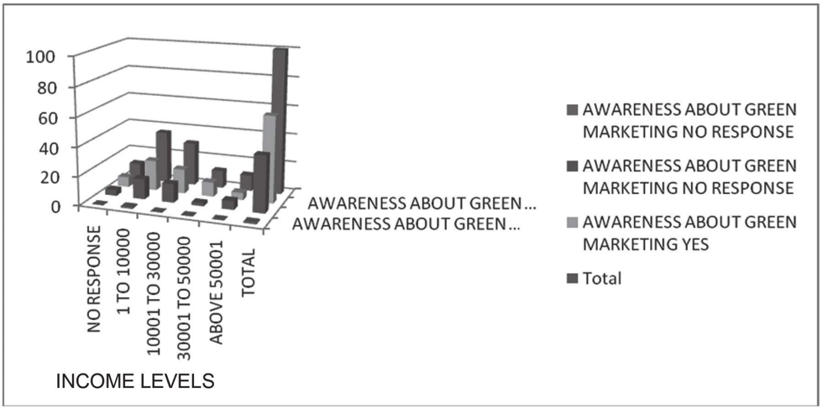

FIGURE 10.3 Relation between income and awareness about green tour.

TABLE 10.4 Educational Qualification and Willingness to Buy Expensive Eco-Friendly Packages.

Educational qualification	Buy expensive eco-friendly packages						Total
	No response		No		Yes		
	No.	%	No.	%	No.	%	
No response	0	0	0	100.	2	0	2
Up to 12th	2	0	2	33.33	1	66.67	3
Graduate	0	0	25	50.00	25	50.00	52
Postgraduate	0	0	3	21.42	11	78.58	14
UG professional	0	0	8	44.45	10	55.55	18
PG professional	0	0	7	63.64	4	36.36	11
Total	2		53		45		100

Categories of all occupation want to buy eco-friendly expensive packages. Though the percentage of willingness to purchase these tour packages varies from 31.25% for students, 45.45% for the professionals, 59.70% for service, and 66.67% for the self-employed professionals. The total willingness to buy expensive eco-friendly packages is observed as only 45% (Figure 10.6; Table 10.6).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

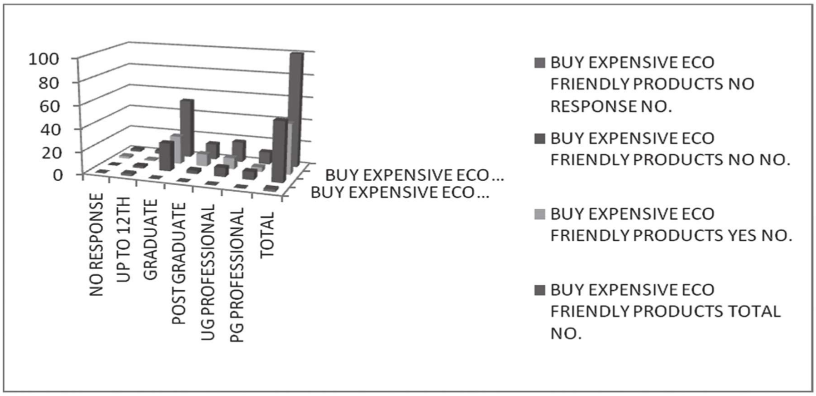

FIGURE 10.4 Educational qualification and willingness to buy expensive eco-friendly packages.

TABLE 10.5 Occupation and Willingness to Buy Expensive Eco-Friendly Packages.

Occupation	**Buy expensive eco-friendly packages**						**Total**
	No response		**No**		**Yes**		
	No.	**%**	**No.**	**%**	**No.**	**%**	
Self-employed	0	0	2	33.33	4	66.67	6
Service	0	0	27	40.30	40	59.70	67
Professional	0	0	5	55.55	4	45.45	9
Student	2	12.5	9	56.25	5	31.25	16
Housewives	0	0	2	100	0	0	2
Total	2		53		45		100

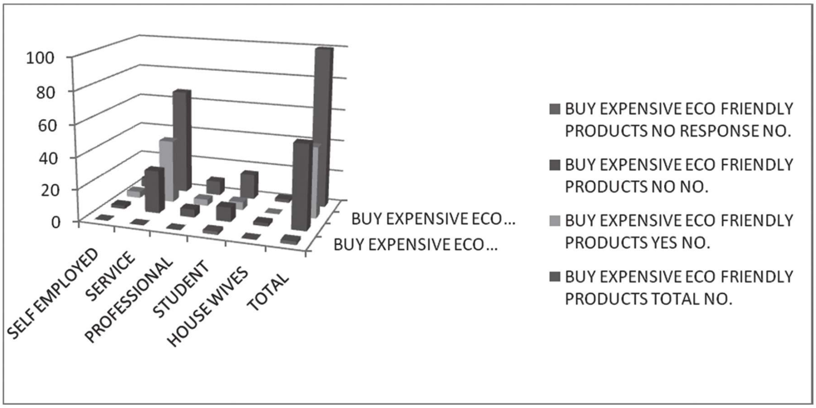

FIGURE 10.5 Relation between occupation and willingness to buy expensive eco-friendly packages.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 10.6 Income and Willingness to Buy Expensive Eco-Friendly Packages.

		Buy expensive eco-friendly packages						Total
		No response		Yes		No		
		No	%	No	%	No	%	
Income	No response	2	18.18	2	63.64	7	18.18	11
	1–10,000	0	0	21	41.67	15	58.33	36
	10,001–30,000	0	0	18	40.00	12	60.00	30
	30,001–50,000	0	0	6	50.00	6	50.00	12
	Above 50,001	0	0	6	45.45	5	54.55	11
Total		2		53		45		100

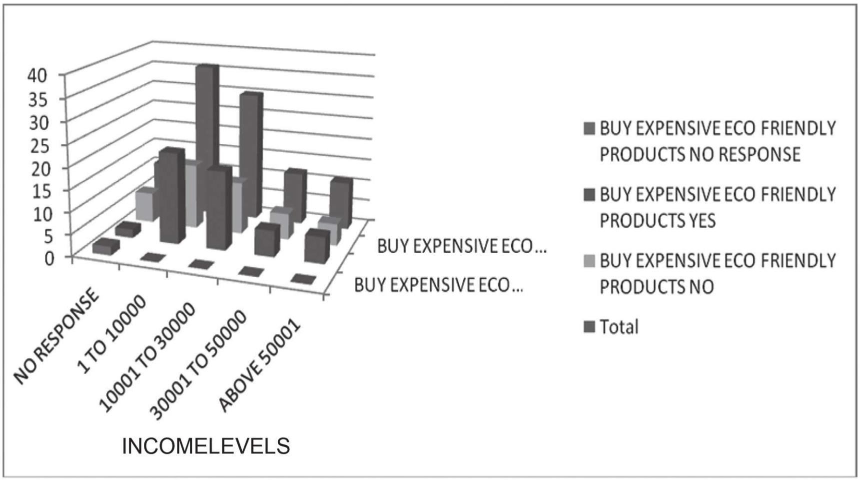

FIGURE 10.6 Relation between income and willingness to buy expensive eco-friendly packages.

The graph in Figure 10.6 gives the buzz with relation to overall willingness to purchase expensive eco-friendly packages. On an average, 53% of the respondents communicated their willingness to buy costly eco-friendly packages. Fifty percent of people drawing an income between 30,000 and 50,000 intend willingness to buy expensive eco-friendly packages while 41.7% and 40% of people having an income between 1–10,000 and 10,000–30,000, respectively depict willingness to buy expensive eco-friendly packages (Figure 10.7; Table 10.7).

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 10.7 Awareness of Eco-Friendly Packages and Preference for Eco-Friendly Packages.

Awareness of eco-friendly packages	Preference for eco-friendly packages						Total
	No response		No		Yes		
	No	%	No	%	No	%	
No response	0	0	0	0	2	100	2
Yes	2	2.70	5	6.76	67	90.54	74
No	0	0	6	25	18	75	24
Total	2		11		87		87

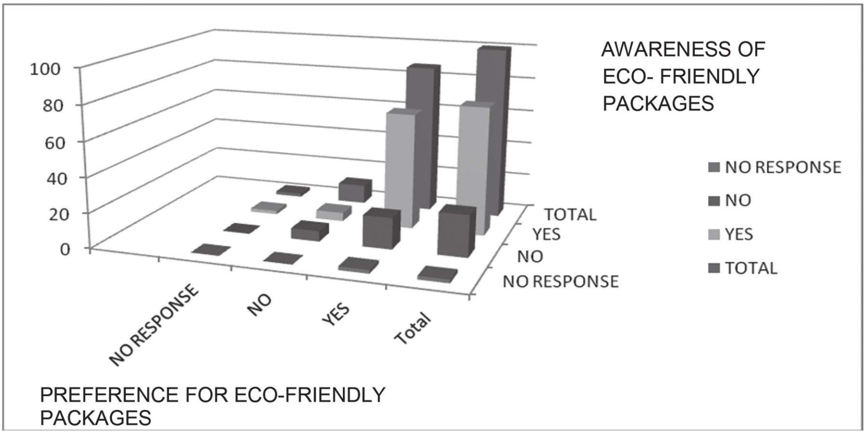

FIGURE 10.7 Relation between awareness of eco-friendly packages and preference for eco-friendly packages.

Here again we observe that out of the total 74 respondents who knows about eco-friendly packages 67, that is, 90% show preference for eco-friendly packages. Out of the 24 respondents who are not aware of these packages, 18 of them are still expected to purchase eco-friendly packages. On an average, 87% of the respondents convey desire to purchase eco-friendly packages (Figure 10.8; Table 10.8).

The graph in Figure 10.8 depicts the willingness of eco-friendly people to purchase packages that are costly. Though people are well aware of eco-friendly packages, but the desire to purchase costly package is low, that is, 39.18%. Though they belong to the category where awareness about eco-friendly packages is negatively affecting, the willingness to buy expensive eco-friendly packages is only 58.34%.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 10.8 Awareness of Eco-Friendly Packages and Willingness to Buy Expensive Eco-Friendly Packages.

Awareness of eco-friendly packages	Willingness to buy expensive eco-friendly packages						Total
	No response		No		Yes		
	No	%	No	%	No	%	
No response	0	0	0	0	2	100	2
Yes	2	2.71	43	58.11	29	39.18	74
No	0	0	10	41.66	14	58.34	24
Total	2		53		45		100

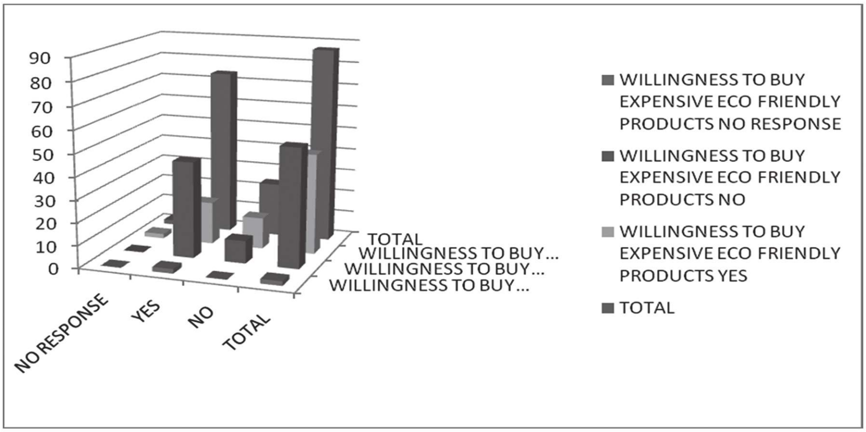

FIGURE 10.8 Awareness of eco-friendly packages and willingness to buy expensive eco-friendly packages.

10.7 CONCLUSIONS

Overall, it can be considered that 60% of the people are well aware of the green tour concept. Therefore, the stated hypothesis is proved. Hardly any significant relationship can be seen among income, educational qualification, and occupation related to green tour awareness. It is quite obvious that people whose occupation is service shows more readiness and willingness to purchase eco-friendly packages. Tourists who are familiar of eco-friendly packages and display a preference for eco-friendly ones cannot be said to be ready to purchase costly eco-friendly packages. Therefore, the second hypothesis is rejected.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

KEYWORDS

- **consumer awareness**
- **green package**
- **green tour**
- **India**
- **new normal**

REFERENCES

Grant, J. *The Green Tour Manifesto*; John Wiley and Sons Ltd, 2007, accessed via internet on Jan 14, 2011.

Ottman, J. A. *Green Tour: Opportunity for Innovation*; Book Surge LLC, 2007, accessed via internet on Jan 15, 2011.

Ottman, J. A. *The New Rules of Green Tour: Strategies*; Tools, and Inspiration for Sustainable Branding, 2011, accessed via internet on Jan 15, 2011.

Panda, T. *Tour Management- Text and Cases*; Indian Context, Excel Books: New Delhi, 2007; pp 287–290.

Furqan, A.; Som, A. P. M.; Hussin, R. Promoting Green Tourism for Future Sustainability. *Theor. Empirical Res. Urban Manage*. **2010,** *5* (8), 17, 64–74.

Han, H.; Hsu, L. T.; Lee, J. S. Empirical Investigation of the Roles of Attitudes toward Green Behaviors, Overall Image, Gender, and Age in Hotel Customers' Eco-friendly Decision-making Process. *Int. J. Hosp. Manage.* **2009,** *28*, 519–528. doi:10.1016/j.ijhm.2009.02.004

Han, H.; Hsu, L. T. J.; Sheu, C. Application of the Theory of Planned Behavior to Green Hotel Choice: Testing the Effect of Environmental Friendly Activities. *Tour. Manag.* **2010,** *31* (3), 325–334.

Hong, S. K.; Kim, J. H.; Kim, S. Implications of Potential Green Tourism Development. *Ann. Tour. Res.* **2003,** *30* (2), 323–341. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00060-9

Hsiao, T. Y.; Sung, P. L.; Lu, C. Y. International Tourists Purchase Intention towards Low-Carbon Tour Packages. *J. Tour. Hosp. Culinary Arts (JTHCA)* **2017,** *9* (3), 1–13.

Jarvis, N.; Weeden, C.; Simcock, N. The Benefits and Challenges of Sustainable Tourism Certification: A Case Study of the Green Tourism Business Scheme in the West of England. *J. Hosp. Tour. Manage.* **2010,** *17*, 83–93. DOI: 10.1375/jhtm.17.1.83

Jung, C. C.; Chun, C. P. Preferences and Willingness to Pay for Green Hotel Attributes in Tourist Choice Behavior: The Case of Taiwan. *J. Travel Tour. Market.* **2014,** *31*, 937–957. DOI: 10.1080/10548408.2014.895479

Kim, M. S.; Kim, J.; Thapa, B. Influence of Environmental Knowledge on Affect, Nature Affiliation and Pro-Environmental Behaviors among Tourists. *Sustainability* **2018,** *10*, 3109. DOI: 10.3390/su10093109

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

Lee, C. H. An Empirical Study on Consumer Experience and Quality of Green Tourism. *Adv. Soc. Sci. Educ. Human. Res.* **2019,** *344.*

Mair, J.; Seers, S. B. Emerging Green Tourists in Australia: Their Behaviours and Attitudes. *Tour. Hosp. Res.* **2009,** *9* (2), 109–119. DOI: 10.1057/thr.2009.5

Tribe, J.; Font, X. Promoting Green Tourism: The Future of Environmental Awards. *Int. J. Tour. Res*. **2001,** *3*, 9–21.

Woolverton, A.; Carolyn, D. Green Marketing: Are Environmental and Social Objectives Compatible with Profit Maximization? *Renew. Agric. Food Syst*. **2010,** *25* (2), 90–98. DOI: 10.1017/S1742170510000128

Yadav, R.; Balaji, M. S.; Jebarajakirthy, C. How Psychological and Contextual Factor Contribute to Travelers' Propensity to Choose Green Hotels? *Int. J. Hosp. Manage*. **2019,** *77*, 385–395. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.08.002

Apple Academic Press Author Copy

Non Commercial Use

CHAPTER 11

Uttar Pradesh Tourism Policy 2018: How Effective and Efficient Can It Be?

ABHIMANYU AWASTHI* and AKSHAY NAIN

Amity School of Hospitality, Amity University Haryana, India

**Corresponding author. E-mail: aawasthi1@ggn.amity.edu*

ABSTRACT

The state government tourism policies have a significant impact on growth and development of the tourism industry in a particular state. State policy frameworks have the possibilities to revitalize and shape the growth of tourism and government priorities play an important role in ensuring this for the tourist industry's overall growth. This chapter discusses the government's commitment to tourism by utilizing the related investigative study of the central and state government policies. The results show that government commitment to tourism development was significant within context. All the findings revealed that the state of Uttar Pradesh has a detailed prioritization in these areas: creation of ecotourism opportunities, promotion of local products, crafts, job creations, development and skills training, infrastructure, and promotion of youth entrepreneurship. This study, therefore, extends to tourism development within Uttar Pradesh by initiating the significance of obligation of governments in endorsing touristic activities with the help of tourism development strategies designed, focusing on the states. This chapter intends to provide information about the effectiveness and proficient impact of the tourism policy 2018 drafted and enforced by the State Government of Uttar Pradesh. The vision of the

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Uttar Pradesh State Government Tourism Policy 2018 is to establish Uttar Pradesh as the most preferred tourism destination in India and achieve India's highest tourist arrivals and tourism receipts and ensure the best visitor experience.

11.1 INTRODUCTION

The Uttar Pradesh (UP) Tourism Policy 2018 is formulated in order to make UP the most chosen Indian tourism spot by 2023 in order to achieve an annual increase of 15% domestic tourist arrivals and 10% foreign tourist arrivals constantly over the next 5 years. It is also to attract the investments with a target of 5000 crores per year, to provide the employment to approximately 500,000 people per year, to impart the training to 10,000 providers of services pertaining to tourism in coming years, to annually convert 10 historic buildings into historic hotels, to attract 100,000 tourists national parks and sanctuaries for animals per year, to promote city-wise events and festivals with a predefined calendar across the nation and internationally, to enhance native entrepreneurship avenues through execution of business events and festivals like Deepotsav, International Literature Competition, International Sanskrit Literature Meeting, Geeta Mahotsav, Lucknow Mahotsav, and alternative town based Mahotsavs, to enhance regional property of all nonsecular and cultural attractions in the state through road, rail, and air, to improve public service standards throughout the state and supply top quality traveler experience, to push the state as a number one MICE destination within the country.

The government aimed to attract at least 45 people from the 650,000 towns in the nation to travel here in 2019 and engage in the *Kumbh mela* in Allahabad by announcing tourism policy in UP in 2018. In the Ministry of Tourism, the number of international visitors is expected to rise by 10% annually and national visitors by 15%. Tourism has also received the state government status, it has also contributed and pooled expenditures, tax advantages, and advantages provided by the government underneath its new tourism strategy to spend in all the tourist attractions of 10 trips of the region within a 20-km radius. For visitors that come to Agra, a route would be constructed to conveniently cross the journey from the renowned Lal Kila (the Red Fort) to the Taj Mahal in Agra. The administration has decided to raise the current number of visitors' police to 650 with an emphasis on ensuring better protection for international tourists.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

11.2 TOURISM POTENTIAL OF UTTAR PRADESH

As per Indian Tourism Statistics 2020, UP was at the highest place in national tourism attraction in the year 2019. In 2019, in UP, a total of 53.6 crore domestic visitors came. In the year 2018, UP acquired the second place, with respect to attracting domestic tourists. UP was at third position in terms of attracting foreign tourists in the year 2019. Nearly, 470,000 lakhs foreign tourists visited UP in the year 2019. The possibilities of UP are enormous with regard to tourism development. There are many places of historical, cultural, and religious significance. UP also has many wildlife sanctuaries and national parks. The state has a lot of significant tourist attractions namely Taj Mahal (one of the world's seven wonders), Agra Fort, Akbar's Tomb, Fatehpur Sikri, Dayal Bagh Temple, Mathura (birthplace of Lord Krishna), Vrindavan, Gokul, Barsana, Kokilavan, Ayodhya (birthplace of Lord Ram), Lucknow (Awadh), Varanasi, Allahabad (Kumbh Mela), Kushinagar, Sarnath, Dudhwa National Park, Pilibhit Tiger Reserve, and so forth. UP has several circuits as well namely Ramayana Circuit, Circuit of Mahabharat, Circuit of Braj, Circuit of Buddhist, Circuit of Shaktipeeth, Circuit of Jain, Adhyatmik Circuit and so on. These circuits attract both national and international tourists.

UP is a tourist attraction for India as well as all the Indians, located in the northern area of India abutting the capital of India, New Delhi. UP India's biggest populated state and has several landmarks and holy locations. UP is ecologically highly varied, with its northern tip of the Himalayan foothills and central Ganges Plain. The Taj Mahal and the sacred historical city, Varanasi, are also the site of India's top visited locations. Allahabad, Kumbh town, and one of the eight styles of traditional Indian dances, Kathak came from the region of UP.

11.3 ASSESSMENT OF TOURISM POLICY OF UTTAR PRADESH MADE IN 2018

To harness the state's cultural scope of UP and encourage tourism and create more employment in turn, the state government on 19 February 2018 divulged a policy of tourism. This policy aims to create 500,000 lakhs jobs each year, along with securing Rs 5000 crore incentive to invest. The then tourism minister of UP, Rita Bahuguna Joshi launched this policy and the government targets to accomplish an yearly growth of 10% in

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

overseas and 15% in national tourists coming to the state (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html).

The policy is intended to be pertinent for 5 years and aims at target of increasing domestic tourism 15% of traffic and 10% of international tourist arrivals. The segment is aimed at generating 500,000 lakh jobs (direct or indirect) and create a center of attention for investment of Rs 5000 crore per year, in regards to this tourism policy launched in 2018 by the State Government of UP (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Some new embellishments to the policy are discussed in the below sections:

Distribution of financial plan: Under this new tourism policy estimated budget of Rs 687 crore for tourism with a further Rs 650 crore is targeted to be made available by the federal government for diverse plans (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Safety of female tourists: A particular focal point has been put down on the protection of female tourists.

Hotels: A total of 50 new hotels of heritage importance have been set up across the city under the new policy. Furthermore, the government targets to bring back and renovate, converting 10 historic buildings into historic hotels annually (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Attracting audience on national parks and wildlife sanctuaries: This policy also aims to create a center of attraction so that 100,000 more state parks visitors and state wilderness sanctuaries may be grabbed (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Emphasis and push to ecotourism: A unique center of attention will be put on ecotourism and supporting local private enterprise places. Various fairs and festivals are intended and planned by the government to ensure this. Creation of appropriate place for hospitality businesses to be promoted and flourish in the state will also be prioritized by the tourism policy (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Creating a most preferred tourism spot: This policy also targets to create UP the country's most favorite tourism location (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Financial Investments: An investment of Rs 10,000 crore received so far from 23 organizations, which will be used by the tourism department to expand and preserve all tourism attractions 20 km of 10 tours of tourism, together with circuit of Ramayan, Buddhist circuit, Krishna/Braj circuit, Bundelkhand tours, natural world, and sustainable tourism trip Mahabharata circuit, Aadhyatmik circuit, Shakti Peeth trip, trip to places of Kabir/Sufi importance, and trip to places of importance to Jains (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Provision of financial support to startups at lower interest rates: Reduced tax charges on mortgages. A bank rate discount of 5% with a total value of Rs 250,000, and a stamping, changeover, and developmental fee of 100% remission; are some of the finest provisions aiming at providing financial support to startups under this new tourism policy (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Promotion of local craftsman: A provision of Rs 500,000 grants to people and organizations who participate in the revival of the folk culture, musical, handicraft, dance forms, and food of UP will be given by the government for the promotion of local craftsman, cookery businesses, and culture (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Push to the hospitality industry as a career: For students or those who want to make career in hospitality industry they will get a compensation of 100% of payment up to Rs 10,000 annually for courses related with hospitality management (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

Financial support for hotels: A financial support of 25% is granted for the hotel industry in the lighting, audio, and lasers demonstrations. Latest economy lodgings, tents, historical sites, and 15% for new hotels, spa centers, and MICE centers will be given an enticement of 20% (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

B&B scheme launch: The launch of the bed and breakfast scheme and its coverage will also be pertinent to housing ashrams as well as establishments has been ensure by the government under the new policy. In accordance to the new strategy, the residential category of B&B businesses will apply and a domestic rate will be levied for electrical and water tax (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

11.4 THE OUTCOME

All these pronouncements under the new policy of the tourism sector target to develop the realty division of UP. Heritage sites further development will make certain that transportation, rail, roads, and other real estate around such areas grow. In addition, the B&B scheme will open up a new business opportunity for built-up property owners (https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category; https://tourism.gov.in/; https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html; https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html).

Policy and Provision by Central Ministry of Tourism–Separate tourism policy concerning to respective states are released time to time

Non Commercial Use

by the Central Government and State Government separately. UP, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, MP, Kerala, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, and Gujarat are the significant states where tourism industry has grown sufficiently. The seventh 5-year plan of the Government of India has announced the tourism sector as industry due to the growing significance of tourism sector in India. The founding of Indian Tourism Development Corporation (ITDC) in 1966 was the first public landmark in the history of the Indian tourism. The states have given the facilities through ITDC unique and beneficial to their state, on its basis (Ghatage and Kumbhar, 2015).

Various cultural shows in context of fairs, trade fairs, and festivals, with an aim to become a center of attention so that more and more tourists come, have been organized by UP Tourism. Unique Heritage walks including noteworthy heritage structures and memorials are diagramed and the course is formed. Taj Mahal, one of the seven wonders of the world will be one of these. There will be a group of mixed events organized the UP tourism pageant for tourist promotion in UP like Miss Tourism Uttar Pradesh pageant to endorse touristic activities in UP in 2012 are some of the finest examples which should have been included under the Incredible India regime to boost and promote tourism in UP. This gap pushes to rework the central government strategy of Incredible India so that concerned states must lead this Incredible India regime in their states highlighting the states' such amazing achievements and specialties on world level. This will not only ensure the large number of foreign tourists pouring in the country but also foreign trade and revenue as well. On precise notes, whatever the important information is there related with state, it should be highlighted in state-specific regimes managed and supported by central government (Singh et al., 2012).

Based Project funding and development–On 25 September 2014, Prime Minister of India, Narendra Modi started a scheme "Make in India," which ensured the growth of tourism in India and the hospitality sector also grown as one of the significant elements of growth among the India sector of services. The significant potential in Indian tourism lies in the rich cultural and historical heritage and varies in terrains, ecology, and natural beauty places spread across the country. Incredible India! and Athiti Devo Bhava schemes launched by the Government of India have provided a market of focused growth. The medical visa, released by the Indian government, as a fresh category of visa also encouraged medical

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

tourism in the country and in the state. Severe initiatives are taken by the UP government for promoting and boosting the tourism in state (Sarode & Shah, 2020).

11.5 TOURISM PRACTICES

11.5.1 DESTINATION IMPROVEMENT

After the terrorist attack on the World Trade Center, a loss of approximately more than 200 million dollar was estimated as per the estimation of tourism experts. To counter this situation, the Tourism Ministry of India made an effort to build a positive tourism environment and ensured that a peaceful atmosphere prevails in India so that foreign tourists may be welcomed in required numbers. A task force of tourism experts has been created by the Indian government to counter the issues concerning the Indian tourism atmosphere due to the attack of terrorist in America. There were several efforts made by the Tourism Department of India for the growth of sector of tourism in India (Hussain, 2002).

Some of the efforts are as mentioned below:

The efforts are to display India as (a) country for possible tourism development infrastructure which is not only safe but also secure,(b) a place of high class for work environment and this also includes development of India as a country, which is full of opportunities for intellectual transformation, holy growth and promotion, enlightening enhancement concerning various cultures and stimulation of sense concerning material, and moral business practices. This also includes the urgent support to national and local tourism, which ensures that modern facilities and infrastructure have been created for international tourism for upcoming future by the government of India (Hussain, 2002).

11.6 AREA OF TOURISM DEVELOPMENT

11.6.1 COMMUNITY PARTICIPATION

The state ensured governmental linkages and coordination for development of tourism. It also played a pivotal role in tourism management and promotion. The specific efforts, which are made by the government focusing and

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

ensuring that the confined society is fully concerned and taken together so that the outcome of tourism is also credited to their development and further growth. The Government also has taken the society collaborated into tourism projects like the introduction of B&Bs and ensured that the outcome of this is credited to them for exacting their expectation. Local craftsmanship is also supported to attract souvenirs tourism for the gaining and enhancing tourism for international and national tourism (Hussain, 2002; Murphy, 2013).

11.7 TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION

11.7.1 NICHE/SPECIAL INTEREST TOURISM

The large market of India is full of opportunities for travel and tourism. This market comprises tourism products such as medical, adventure, cruises, sports, eco-tourism, wellness, MICE, religious tourism, rural and film, and these all belong to niche category of tourism products. Spiritual tourism of India is of much repute among domestic and international tourists. Several tourism marketing and branding initiatives such as Incredible India! and Athiti Devo Bhava have grabbed a focal drive for the growth of tourism (Sarode and Shah, 2020).

11.7 2 MARKETING AND PROMOTION

It is of utmost importance that a web-based customized Tourism Information System would have been used and government also ensure by encouraging researchers to do that. In Eastern UP, a web-based customized Tourism Information System was developed. A geographic information system (GIS) platform was used for creating an experience of interaction, which was connected to the Internet to take full advantage of the accessibility of dependable data in the form of information. This kind of system not only helps in accessing the present status of tourism but also ensures that tourism and hospitality industry develops in the future also. This also supports various programmes for and hospitality industry development in UP (Tyagi, 2014).

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

11.8 CONCLUSION

There is no question that an economic solution to tourism policy can be quickly enforced. But this is not the only view policymakers can take when developing strategies for tourism. They must also recognize history, climate, and social factors. In order to properly grasp tourism, it is important to use a general concept of tourism and travel policy. The problem must be perceived from the viewpoint of the interests in conflict from diverse ideological and meaning perspectives. So when problematic issues are there in the region, the tourism strategy cannot stay unchanged.

There is a need to advance in terms of research by answering some of the key questions confronting the tourism policy today: how to match a steadily development with sustainability principles; how to achieve cohabitation between tourist necessities and local, or which is the position of the tourism policies in a better balance between costs and benefits to local communities.

KEYWORDS

- **Uttar Pradesh**
- **state government**
- **tourism policy 2018**
- **infrastructure**
- **employment**
- **tourist arrivals**

REFERENCES

Bramwell, B.; Lane, B. *Tourism Governance: Critical Perspectives on Governance and Sustainability*; Routledge: Hoboken, 2013.

Ghatage, L. N.; Kumbhar, V. M. Growth and Performance of Tourism Industry in India. In *International Conference on Recent Trends in Commerce, Economics and Management*; Research Gate: Satara, Maharashtra, 2015.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Hall, C. M. A Typology of Governance and Its Implications for Tourism Policy Analysis. *J. Sustain. Tour.* **2011,** *19* (4–5), 437–457.

https://tourism.gov.in/

https://www.dailypioneer.com/2018/state-editions/uttar-pradesh-to-top-the-tourist-destinations-in-the-country-under-new-up-tourism-policy-2018.html

https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-government-unveils-ambitious-new-tourism-policy/story-voNGjHZSHKEuYMupENTKhN.html

https://www.makaan.com/iq/latest-real-estate-news/up-tourism-policy-2018-bbs-to-remain-under-residential-category

Hussain, N. *A Study of Performance of Tourism Industry of Uttar Pradesh*; Doctoraldissertation, Aligarh Muslim University, 2002.

Murphy, P. E. *Tourism: A Community Approach (RLE Tourism)*; Routledge: London, 2013.

Sarode, A.; Shah, M. C. A Make in India Initiative for Rural Transformation-Tourism & Hospitality Sector. *Stud. Indian Place Names* **2020,** *40* (50), 1716–1722.

Singh, N.; Ahuja, S.; Nedelea, A. Comparative Analysis between Centralized and State-Wise Tourism Campaigns in India. *Revista de turism-studii si cercetari in turism* 2012, *13*.

Tyagi, N. Web GIS Application for Customized Tourist Information System for Eastern UP, India. *J. Geomat.* **2014,** *8* (1), 1–6.

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

CHAPTER 12

Pandemic 2020 and Its Effects on the Tourism Industry and the Livelihood of Households of the Sundarbans, India

SANKAR KUMAR MUKHERJEE*

Amity Institute of Travel and Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal, India

**E-mail: Sankarkumarmukherjee@gmail.com*

ABSTRACT

The sudden rise of COVID-19 pandemic has derailed the world economy for which the human civilization was not prepared for. Tourism industry is not an exception. The industry had faced massive challenges for its survival during the spread of the virus. Sundarbans, the world heritage site of West Bengal, is a must-visit destination for tourists. The people of the region depend mostly on fishing, agriculture, household industries, and last not the least, the tourism industry. The livelihood of the population in tourist destinations of the Sundarbans region mostly depend on the tourism and ancillary services, which went completely froze due to the advent of the pandemic situations in the region. This chapter put forth the effect of the pandemic on the livelihood of the households of the region during the pandemic.

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

12.1 INTRODUCTION

The new term COVID-19 came into our vocabulary in December 2019 and now it has created panic worldwide in every sector of the economy. Coronavirus disease (COVID-19), a threat to human civilization, is believed to originate from China's Hubei province where the Wuhan city is located, in the month of December 2019 from Wuhan Institute of Virology, a Chinese research institute under the Chinese Academy of Sciences run by the Government. The disease has already affected more than 220 countries and claimed more than 3,849,031 deaths globally till 16th June 2021.[1] During its outbreak within a few months, over a lakh of cases and a number of deaths were confirmed and accepted worldwide by World Health Organization (WHO), the disease spread like wildfire. The WHO (2020) declared the outbreak of COVID-19 as a "public health emergency worldwide" on 30th January 2020, post-Spanish flu a century ago. It is a pandemic that has paused the world in every sector of the economy. Ratan Tata vividly mentions the year 2020 is not a year to make profits but a year for our survival. If we and our economy survive, it is the greatest profit earned this year. This is strongly applicable in terms of the tourism business. Post-1980s, most of the countries and the world economies have considered tourism as a positive contributor to economic growth and development, and has widely accepted that tourism has encouraged a massive investment not only to the developed nations but also to the developing and underdeveloped nations. Singapore can be a perfect example in this regard. But unfortunately, it has been observed that if there is any major impact on the economy of any country for what so ever reason, tourism has always been the first one to get affected and loses its share as people get deprived of their flexible income and start to cut down their travel budgets first, which to them is not at all a necessary expense and is still regarded as a leisure budget that does not feed the mouth. It is more prominent in developing countries than the developed countries where mostly the citizens do not feed on hand to mouth. However, when we talk of tourism, it has a direct effect when it comes to COVID-19 spread worldwide. The movement of airlines, cruise ships, cargo ships, and others is detected as a major pathway for the spread of the disease worldwide. The European countries that receive maximum tourists were

[1] Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

the worst affected. Italy faced a dangerous challenge from the spread of the pandemic and struggled to overcome it.

COVID-19 is the biggest challenge that the world tourism industry has ever faced as international travel dropped by up to 25% in 2020, equivalent to a loss of 3 months of travel revenue. The whole world faced a complete lockdown during this time. In India, the scenario is not an exception. The *Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH)* claims in their report that the industry is absolutely going to have a revenue loss of INR 15 trillion in 2021, as the major stakeholders of the tourism industry were unable to render tourism services due to lockdown in the country and for the closing of hotels and prolonged withdrawal of flight operations after the arrival and worldwide spread of the COVID-19 pandemic in India in the month of March 2020. A report published by CARE ratings[2] mentions that their calculations show a 40% decline in revenue over the calendar year 2019.

India is a well-acclaimed destination for travel and attracts tourists all over the world. The country's cultural heritage and historical background play a major motivation for travel to India in spite of the country's mega superstructures like the Taj Mahal, Amer fort, Brihadeshwara temple, and so forth. India's foreign tourist arrival curve is consistently giving a promising results. Thanks to the positive promotion and marketing of the country to the world (Ministry of Tourism, 2019). In 2017, the count reported 10.04 million foreign tourists arrival and as expected, in the very next year, it gave further promising result counting to 10.56 million tourists with 5.2% increase in tourist arrival in the country (IBEF, 2019). Trends say that the total contribution by the Indian tourism industry in India's GDP performance is projected to reach from 1,524,000 crore INR (US$ 234.03 billion) in the year 2017 to 3,205,000 crore INR (US$ 492.21 billion) within 10 years by 2028. This is quite an ambitious target to achieve but still we hope for the best to happen. Indian tourism earnings were recorded at US$ 28.6 billion in the year 2018 and are projected for US$ 50 billion by 2022,[3] which is highly questionable during these pandemic times. India has also taken initiatives to increase the foreign exchange earnings from tourism. Newer and newer sectors of tourism are being introduced. Medical and wellness tourism although is a slow starter

[2] https://www.business-standard.com/article/economy-policy/covid-19-impact-tourism-industry-to-incur-rs-1-25-trn-revenue-loss-in-2020-120042801287_1.html

[3] Ministry of Tourism, 2019

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

in the country's tourism activities but it has significantly contributed in foreign tourist count and it is expected that India will be a key player in this segment in days to come. Data and facts give us a clear picture of carrying forward the industry to a bright future, which will boost the Indian tourism industry. Indian Government has taken steps to gradually develop the country from the perspective of tourism. The country has slowly and silently developed its infrastructure pertaining to tourism satisfaction. The country has opened its doors to international tourists from different countries. E-visa is a major step to reduce hindrances to visit India. The MICE industry today in India can compete with any western MICE tourism sector. The medical tourism industry of the country is catering to the citizens of various countries contributing vividly to the medical tourism sector. The country has progressed in cultural tourism, which is praiseworthy. The government along with its stakeholders has actively promoted and participated worldwide in health, yoga, and rejuvenation tourism and has marked its presence in the international arena where India has already proved its presence. After suffering about 50% revenue loss in the first quarter of 2020, and in the later months, it plunged to 70% as a result of the suspension of international flights, hotel operations, and complete lockdown in the country. As usual, in the second quarter of the year, the industry suffered a revenue loss of INR 69,400 crore, counting to an overall yearly loss of 30% projected revenue. Looking to the east, West Bengal has always been a place of interest among tourists for its variety of tourism products ranging from culture to adventure. The Sundarbans National Park is a destination for most of the enthusiastic tourists visiting the state. COVID-19 and complete lockdown for months has impacted the residents of the region heavily in earning their livelihood, which is mostly tourism centric and forest centric.

12.2 THE SUNDARBANS

The Sundarbans, regarded as the pride of Bengal, is a group of low-lying islands close to the Bay of Bengal in the Indo-Gangetic deltoid region stretches from the two southernmost districts of the state of West Bengal the 24 Parganas (North and South) stretching up to the Bagerhat district in the neighboring Bangladesh. The partition of Bengal during the British era separated the Sundarbans into Indian Sundarbans and Bangladesh Sundarbans forming one of the world's largest delta commonly known as

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

the Ganga–Brahmaputra delta. Sundarbans today is the greatest collection of the largest mangrove forests having an area of 10,000 km^2, out of which a considerable part of 4000 km^2 is in West Bengal, India. Sundarbans represents the eternal global dilemma/conflict between developmental and ecological assets attracting tourists and researchers from various parts of the country and contributes as a prominent tourist destination of Bengal. The vast area showcases a large ecosystem of mangrove forest wetland, a fragile, and economically potential zone for the people living in the region. The geographical location extends between 21°32′ and 22°40′ Northern Latitude and between 88°05′ and 89°00′ Eastern Longitude. The region is marked by the Bhagirathi–Hooghly river, a distributor of the river Ganga on the west. The eastern boundary of Sundarbans is marked by the Ichamati–Kalindi–Raimongal rivers, to the north by the Dampier-Hodges, and the Bay of Bengal to the South. The Sundarbans National Park is India's pride to be one of the largest wildlife reserves specially marked for the Royal Bengal tiger, *Panthera tigris*, covering an area of more than 1330 km^2. The Sundarbans also houses three sanctuaries—popularly known as Haliday Island, Lothian Island, and Sajhnekhali. People believe that historically Sundarbans got its name from the locally grown sundari trees, a famous mangrove species, abundantly found in the deltaic region.

12.3 BIRTH OF TODAY'S SUNDARBANS

The Sundarbans, famous for the mangrove ecosystem, is under the classification of reserved forest, jurisdictionally controlled by the state forest department. The forest is maintained by the forest department under the State government. Historically speaking, way back in 1878, during the British regime, the then Sundarbans was notified as a "Protected Forest" by the British India administration under the Forest Act, 1865 (Act VIII of 1865). This act empowered the then government in such a way that the government could reclaim or convert the land use plan of these regions for agriculture with the consent of the forest department run by the British government. Human settlements started to increase in this region and so there was a need for agricultural lands for being such the forest was specified as "protected" rather than "reserved" by the Forest Act of 1865. The forest department encouraged human settlements and leased out these lands for its structural and demographical change resulting in conversion into farmlands for the growth of cultivation. Developmental works were

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

on in those days when there was a much need for timber. This act helped the government to increase its timber production and management in the region, as timber was very necessary for the developmental works initiated in Kolkata and its surroundings by the British government.

Time passed by and India was fighting for its independence, and during this time more and more people formed settlements in the region. In May 1943, the British government realized the after effects of increasing human habitation and infiltration in the Sundarbans and took a planned and effective action to preserve the forest by reclassifying it as reserved forest to resist further reclamation or change of the land pattern into cultivable land and human settlements. After independence, the Central Government took generous steps in the year 1989 for the conservation and preservation of the forest lands of Sundarbans, and due to its unique ecosystem, it was declared a biosphere reserve. Today, the whole area of the region is under the jurisdiction and control of the Director of the Sundarbans Biosphere Reserve whose office conserves and preserves this region with the help of the Divisional Forest Officer of 24-Parganas (South) along with the Field Director of the Sundarbans Tiger Reserve. On a positive note, the national park inside the Tiger Reserve bagged the status of a World Heritage Site in 1987, which brought the region fame and it became more popular. The newly declared national park was registered as the Category II status, which denotes the place as a Strict Nature Reserve, in accordance with the classification system of the International Union for Conservation of Nature (IUCN).

The Sundarbans National Park, having an area of 2585 km^2, is a paradise of natural flora and fauna, providing refuge to 55 reptile species and more than 58 mammal species. The region is home to 248 bird species, at least 11 amphibian species, 120 fish species along with several invertebrates, and more than 330 plant species. More importantly, as per the 2019–2020 tiger census conducted by West Bengal Forest Department, the tiger population was around 96. Besides, the main resident of the forest the Royal Bengal tiger, scientifically known as *"Panthera tigris,"* estuarine crocodile, Indian python, golden jackal, wild boar, rhesus monkey, spotted deer, monitor lizard, Gangetic dolphin, and turtles of various species are found abundantly here. The flora is dominated by Sundari trees along with gewa and passur. The region is blessed with natural flora and fauna, and is a paradise for nature lover tourists. Truly speaking, Sundarbans is a place for nature lovers, adventure tourists, rejuvenating tourists, and tourists

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

who just simply wish to stay away from the hustle and bustle of their daily life for few days. The sea beaches of the region are special attractions for tourists. Bakkhali and Fresergunj beaches have started to rise up in the destination life cycle graph. Mausuni Island is now a paradise for adventure tourists and tourists fond of camping. The Sajnekhali and the Sudhanakhali watchtowers have remained special attractions for tourists visiting the forests of the region. Tourists from throughout the world come to visit a magnificent part of our country. The Bhagabatpur Crocodile Sanctuary is a special attraction for the tourists visiting the region and is a unique destination to visit in the country. The Burirdabri Watchtower and the Netidhopani Watchtowers are the best places to have a glimpse of the Sundarbans forest. The Haliday Island, Kalashdwip, and Henry's Island are famous for the red crabs of Sundarbans. On the way to Sundarbans, the Gangasagar Island, famous for the Kapil Muni's temple and Gangasagar Mela is one of the most special religious tourism destinations of the country.

12.4 LIVELIHOOD ANALYSIS OF THE PEOPLE OF SUNDARBANS

Present day, Sundarbans is administratively divided into 19 blocks under the jurisdiction of 16 police stations of North 24-Parganas and South 24-Parganas districts. These police stations, Haroa, Hasnabad, Hingalganj, Minakhan, Sandeshkhali-I, and Sandeshkhali-II in North 24-Parganas district and Basanti, Canning-I, Canning-II, Gosaba, Joynagar-I, Joynagar-II, Kakdwip, Kultali, Mathurapur-I, Mathurapur-II, Namkhana, Patharpratima, and Sagar in South 24-Parganas District are administered by West Bengal District Police. All these areas are very sensitive because they share the international border with Bangladesh and the open sea border. Apart from these hindrances, there are 54 islands in this region lying on the highly sensitive belt close to the international border. The total land geographically measures about 9629 km^2. Out of which 4493 km^2 have human habitation and the rest comes under Reserve Forest. The administrative blocks or mouzas under the region are counted to be 1093. Today, Sundarbans is regarded as one of the most backward regions of West Bengal. The geographical position of the land surface and its inaccessibility with the mainland, rough marshy terrains, and so on are the major reason for such deplorable conditions of the region. The land originates from the premature reclamation of bushy, woody, and watery

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

wild tract of land surface approximately around late 19th century due to the lease agreement of the East India Company, where the company leased out few lots of habitable lands to the *zamindars* and the *lootdars* of the region. Today the land has minimum access to modern energy services like electricity from conventional sources or from trapped sources. A large population of the region depends on pisciculture in the local *bherries* or ponds and in deep-sea fishing. But a little can be converted into their earnings because perishable products like fish and vegetables yield fewer profits due absence of facilities for storage and/or value addition like scientific preservation and storage of the fish items. Improper, inadequate, unstable, and nonintermittent access to energy services and lack of opportunities are further multiplied by very high population density and very high poverty index. For example, due to the lack of intermittent supply of electricity in the region ice factories fail in the production and supply of ice to the trawlers used for deep-sea fishing and to the local fishing harbors. As a result, a remarkable amount of the catch loses its quality before proceeding for the local fish auction houses of the region. Accordingly, as an aftereffect of not being able to get the best returns from their work about 34% of the population is compelled to live below the poverty line for which these people are not directly responsible. Their hard toil does not yield much for them. The high dependence of these people on the natural system for biomass and other terrestrial and aquatic resources leads to further degradation of the regional ecosystem. The early settlers of the Sundarbans, reclaimed a part of the land from the sea and built up mud embankments for protecting their houses, crops, poultry, and livestock from floods during frequent high tides and natural calamities like cyclones and rain due to depression. Unplanned development of mud embankments obstructed the natural silt deposition, which is high near the mouth of the sea, by the numerous rivers, rivulets, and canals of the deltaic region. This made the entire area flat and a huge tract of land remains below sea level. This affected the natural flow of water in the region resulting to an acute drainage problem especially during the monsoon months. The high saline content in the soil creates an acute shortage of drinking water for the community and also water for agricultural and domestic uses. The availability of groundwater at a depth of 300–400 m is the only source of drinking water in the region for consumption and regular household use, which is quite alarming from the environmental context. The livelihoods of the people are mainly dependent on the collection of different forest produce like honey, lac, and so on. A large collection of people are engaged in the collection of honey from the bee hives

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

in the wild, which is one of the main livelihoods. The people engaged in the honey collection are locally named as *mouals*. The procurement of timber, fuel-wood, fishing, and collection of gastropods are some other alternative livelihood options for the people. People also practice shifting agriculture. Prior studies in the region mention that over 4.41 million people of this region find themselves socioeconomically and even geographically placed between two abruptly different contexts for their livelihood generation opportunities. The primary sources for the economic growth opportunities rest in nearby Kolkata metropolitan city, one of the largest conurbations of Asia, and second, the extraordinary ecological values of the rich and unique mangrove ecosystems of the world. Women travel from these regions to the nearby cities and towns like Kakdwip, Baruipur, Canning, Sonarpur, and even to Kolkata city to work as domestic help where they are not well paid and have no job security. They are physically and economically exploited looking at their deplorable livelihood situation. The standard of living indexes of the residents of the region is dreadful compared to the living standards of the other rural regions of the state. The previous research findings of the World Bank conducted as a household survey indicates that, of a typical group of 1000, 190 have an opportunity to get a meal a day, out of which 60 would be provided with a mal nutrient meal. Out of 1000 samples, 510 of them are children suffering from malnutrition disorders of one form or other and ill health issues. Surveys from the "richest" administrative block of the region did not give a better picture too. A total of 310 of those 1000 were still found to be below the poverty line. Sample surveys from the poorest parts of the Sundarbans region resulted that 650 of those 1000 live below the poverty line. This has been elaborately addressed in the World Bank Strategy Report No 88061. In order to counter this deplorable situation of the people living in the region, the government of West Bengal has come up with some subsidiary income opportunities for the people of the region. A 100-day job card has been provided to the eligible people so that they can earn a handsome livelihood from the government jobs in the region. The government is also meticulously working in making the lives of the fishermen community happier and economically strong. Storm alert systems and meteorological prediction centers have been developed in the region so that a large number of populations can be saved from devastations occurring from these environmental disasters. Results have started to come. During cyclone Amphan in May 2020, a large number of people has been rescued and relocated to flood and storm centers thus saving them from the calamity

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

and protecting them from becoming poorer due to the loss of wealth and household goods due to the disasters. During cyclone Yaas, which came in late May 2021, the repetition of the same has been seen and a large number of population has been relocated into safe houses built for the purpose.

Another problem of the region is the electricity supplies which is much-needed energy source for human growth and progress. Electricity has not reached the remotest corners of the region. There might be various environmental–political reasons for the same but one thing is true that the inaccessible terrain is one of the reasons for it. Due to poor power supply, the fishing industry cannot get the best out of it as fishes lose its quality due to infrequent supply of ice and fewer ice factories in the region. Studies show that the per capita consumption of electricity is alarmingly low by just one-fourteenth of the national average. A majority of households do not have access to electricity, which to these families is a matter of luxury they can never think of even in this 21st century. Only 57 out of 1076 villages are fully connected and only 17% of households have grid connectivity. Inaccessible marshy land mostly surrounded by rivers and rivulets, poor connectivity to the remote locations, and highly fragile zones increases the maintenance cost of the electrical outfits and machines, thus hindering the expansion of the electricity services. The government has poorly failed in arranging alternative power from renewable sources of electricity like tidal power, wind power, and solar power, although the region is suitable for such things.

People living in the region rely on the forest for the collection of honey, lac, timber, and fuel wood. With their own risk, they penetrate deep into the forest in search of forest products that can bring money to them. However, these professions of the locals are risky and pose a risk of the highest order losing lives from the frequent conflicts with tigers and other wild animals, including highly poisonous snakes. They have no protection from this; even the local village medical unit sometimes does not have the medicines for the treatment of the snake-bitten villager. The Sundarbans Biosphere Reserve is a protected zone by the act of law. There are stringent restrictive rules and regulations in the region that put restrictions on the collection of the forest products. They are costly and much in demand. News is not uncommon that a crab collector in the region has been attacked by tigers. But nothing matters to the villagers as hunger drags them into the jungles inhabited the tigers. There is a steady tussle between the forest officials and the villagers regarding the collection of forest produce as it is their income

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

for sustaining life. The forest officials have put on restrictions of various kinds and types, by issuing permits as well as allowing and restricting entry to the buffer area of the Sundarbans Tiger Reserve. However, they also give permissions for forest activities such as honey gathering, fishing, and crab catching, at certain times of the year so that these people can legally enter the forest but must refrain to venture deep into the forest.

On the other hand, these people are deprived of compensation as authorities decline such issues stating that these jobs are illegal as most of these men venture out in the forest without proper permits and permissions. They do not have any insurance policies to provide financial cover to the family members after death. The compensation claim is also a tedious process and requires a lot of paperwork, which is really impossible for the family members of the deceased as most of these people is illiterate due to the lack of schools in the region. Some do not have proper identity documents with them for their child's admission to the free government schools. It might have got torn, lost, or drained away during monsoons, or these might not have been issued to them. Such unfortunate incidents happening inside the core area, compensation calls are rejected as it is illegal to enter there for whatsoever reasons. Unsustainable crop harvesting and unplanned collection of the river wealth has abruptly resulted in the drop of the population of the catch in the buffer zone, forcing the villagers to enter the core zone for sustaining their livelihood and to get the best catch ignoring the risk of falling victim to man–animal conflict. Apart from this, a small part of the population has found their livelihood in various organized and unorganized activities of the tourism industry. But to be true, tourism in the Sundarbans region is mostly seasonal in nature. Women engage themselves in various activities of the fishery industry in the region, some work in the local households, and some travel to nearby cities like Canning, Baruipur, and Sonarpur regions which are the upcoming suburban cities in search of a proper job. Few even travel 100 km to reach the city of Kolkata for better income.

12.5 EFFECT OF COVID-19 ON THE LIVELIHOOD OF THE PEOPLE

COVID-19 virus deeply affected the poor people of the region not in terms of health emergency but in terms of livelihood. The country's lockdown decisions to counter the spread of the disease engaged a part of the

Non Commercial Use

population of the region to select between their lives and their livelihoods. The locals who were engaged in other subsidiary jobs for earning their livelihood were compelled to venture into the forest, at their own risk. For example, a rickshaw puller had no income from his rickshaw as tourist count reduced to nearly zero, from whom he used to earn a decent income. During lockdown, the forest was closed and no one was allowed to enter and no permits were issued except for special reasons. The local villagers were strictly prohibited to enter the forest during the lockdown, but the hunger in their stomach dragged them there. News in the local dailies had stories of three local residents killed by a man-eater tiger within a span of 7 days. *Rathin Sarkar*, a 36-year-old villager from Lahiripur village in Gosaba block,was killed on April 20 last year by the suspected tiger. This person went into the forest as all other alternatives to earn his livelihood were in a perfect lockdown.

COVID-19 has brought a remarkable change in the tourism business of the country but some parts of Sundarbans are an exception. Yes, you have heard it right. Sundarbans did not face any trouble, which needs to be discussed. This is only because of the topography of the region and the robust struggling will of the people of the region. As we are all aware that the nature of the COVID-19 viruses is to attack humans who are weak in their immune and have comorbid diseases, but the people of the region won the fight against the virus. These people are robust in their look and work in sun and rain everyday. They have developed their immunity by fighting with nature for their existence of living. These people go to the sea, work in the sun, and eat whatever they get from nature. They live in a pollution-free environment having fewer chronic obstructive pulmonary disease (COPD) cases among them. These people have grown up strong in this region. The population of the region is not as dense as compared to the other regions as most of the region is inhabitable and people stay in clusters at places away from each other. The connectivity between the main-land is also negligible and infrequent as most of the region is surrounded by water and connectivity between one island to another is poor. The government and the local authorities meticulously had withdrawn the connectivity of these islands much earlier before the spread of this pandemic. The connectivity of these islands with the main cities like Kolkata, Sonarpur, Baruipur, and Canning had been withdrawn, which minimized the spread of the disease and the whole area became isolated much before the cities decided to do so. One good example to cite here is the island of Ghoramara

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

located in close proximity to the Bay of Bengal, where people used to live happily during the pandemic times, as none of the residents of the island ever got infected with the virus. It will be not wrong to say that Ghoramara Island is the only Covid-free island in the country.

Tourism in the Sundarbans region remained untouched from the virus because of the luck factor to say. The tourist season in the Sundarbans starts in October and ends in March. It is during this time that the tourists from different parts of the country come to visit Sundarbans. The pandemic took shape during March 2020 and the state went into partial lockdown from 23 March 2020. The whole tourist season for the year was over by then and the people of the region were busy collecting their economic benefits from it. It is during this time the movement of the tourists in the region stopped. The stakeholders of tourism were very happy with the business for the season and they never thought that lockdown will continue for long. This belief brought another problem in the region. Sundarbans is more dependent on road connectivity than water connectivity for the supply of their FMCG goods. The businessmen of the region come to the nearest cities or suburban towns for their grocery requirements. The lockdown stopped this. Now they needed to come to the *paikiri* market of the Kolkata city to procure the daily necessities for the people of the region. The powerful businessmen managed to come to the city to get the items, and as a result, the demands for the goods were more but the supply was less. This led to the surge price of the goods. Oil, masala, pulses, detergents, medicines, petrol, diesel, kerosene, etc started to sell at a higher price in the region. This made the businessmen richer but the common people economically poorer. It is true that locally Sundarbans produces rice, fish, milk, poultry, and so on but the other important things needed to be procured from the mainland. COVID-19 made the situation tougher for the local people to sustain their day-to-day life.

The livelihood of the people was affected mostly the fishing was low compared with the other years due to the uncertain transportation. The *min* or the freshly hatched fish used to get its supply from Kerala and Tamilnadu. During the lockdown, parcel cargo was in operation and the fishes were delivered in time at Kolkata airports. The local businessmen did not face any challenges to procure the same from the city airport or train terminals. But the fishing in the sea was affected due to operational hindrances and for fuel. The major threat was to send the catch to the local market for auction. People who used to earn their livelihood working in the

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

tourism industry stayed at home as the hotels and the lodges kept closed. The hawkers who used to earn their livelihood selling goods to the tourists shifted from their occupation and took other occupations like selling fruits and vegetables door to door as most of the bazaars remained closed due to lesser sales in the region. Local employment was unaffected as people opted for different other livelihood options. It is during this time, the devastation of cyclone Amphan came in the land of Sundarbans. Amphan created havoc in the region and many people went homeless. The government and the NGOs from different part of the country provided support to these people and it was enough for them. Amphan created another job opportunity for the people of the region. They started rebuilding Sundarbans again. The government provided support to build the infrastructure of the region and slowly and steadily the region met with the post Amphan effect. During this time, the country recovered with the COVID-19 effect and lockdown was withdrawn phase wise. Local trains and buses started to ply in the region. The migrant laborers who came to the region during lockdown stayed isolated for 14 days and arrangements were made for them to stay in government COVID-19 centers, started to go back to their place of work and Sundarbans somehow managed to survive the effects of COVID-19 with the blessings of *Dakshinrai*, the savior of the region as believed by the local residents of the region.

12.6 CONCLUSION

To conclude this chapter, one thing needs to be mentioned here that our Sundarbans is the gift of the Lord and protected by the *Dakshinrai*. The Royal Bengal Tiger is the protector of the forest. Sundarbans has boldly faced the cyclones and the high tides of the Bay of Bengal, but the region has somehow survived. The people are bold enough to face any challenges and so the truth prevails for COVID-19 also. The virus failed to put a remarkable impact on the population of the region due to their powerful natural immunity in their bodies, which were developed from their struggle for survival. The poor health services and facilities of the region were not in a position to handle the health crisis that could have arrived due to the spread of the virus in the pandemic. Long live the people of Sundarbans and the Royal Bengal Tiger.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

KEYWORDS

- **pandemic**
- **livelihood**
- **household**
- **public health**

REFERENCES

Bezbaruah, M. P. *Indian Tourism beyond the Millennium*; Gyan Publishing House: New Delhi, 1999.

Bookbinder, M. P.; Dinerstein, E.; Rijal, A.; Cauley, H.; Rajouria, A. Ecotourism's Support of Biodiversity Conservation. *Conserv. Biol.* **1998,** *12* (6), 1399–1404.

Campbell, L. M (1999). Ecotourism in Rural Developing Communities. *Ann. Tour. Res.* **1999,** *26* (3), 534–553.

Cater, E. Ecotourism in the Third World – Problems and Prospects for Sustainability. In *Ecotourism: A Sustainable Option*; Cater, E., Lowman, G., Ed.; John Wiley & Sons: New York, 1994.

Cater, E. (1995). Ecotourism in the Third World: Problems and Prospects for Sustainability. In *Ecotourism: A Sustainable Option?*; Cater, E., Lowman, G., Ed.; John Wiley and Sons: Chichester, 1995.

Ceballos-Lascurain, H. *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*; IUCN: Cambridge; Gland, Switzerland, 1996.

Chaudhuri, A. B.; Choudhury, A. *Mangroves of the Sundarbans*; IUCN: India; Bangkok.

Danda, A. A.; Sriskanthan, G.; Ghosh, A.; Bandyopadhyay, J.; Hazra, S. *Indian Sundarbans Delta: A Vision*; World Wide Fund for Nature-India: New Delhi, 2011.

Ghosh, A. *Living with Changing Climate: Impact, Vulnerability and Adaptation Challenges in Indian Sundarbans*; edited by Chaudhuri, J.; Centre for Science and Environment: New Delhi, 2012.

Hazra, S.; Ghosh, T.; Das Gupta, R.; Sen, G. Sea Level and Associated Changes in the Sundarbans. *Sci. Culture* **2002**.

Raha, A. K (2003) *A Wonder That Is Sunderban*; Kolkata; Computronics Building Resilience for Sustainable Development of the Sundarbans: Strategy Report; The World Bank. Report no 88061- IN.

Roy Chaudhury, B.; Vyas, P. *The Sunderbans*; Rupa: Kolkata, 2005

Sanyal, P. Sundarbans-the Largest Mangrove Diversity on the Globe. In *Sundarbans Mangal*; Guha Bakshi, D. N., Sanyal, P., Naskar, K. R., Ed.; Naya Prakash, Calcutta, 1999.

Sinha Ray, S. P. *Status of Ground Water Condition in Sundarban Area, West Bengal*. Commissioned $report. WWF-India, 2010.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 13

COVID-19 Outbreak and Its Impacts on Selling of Temple Foods: A Study Based on Lord Ananta Basudev Temple, Bhubneswar, Odisha

SUSANTA RANJAN CHAINI

Faculty of Hotel & Tourism Management, SGT University, Gurugram, Haryana, India

E-mail: susanta_chaini@yahoo.co.in

ABSTRACT

This study reveals the impact of COVID-19 outbreak and its impact on the selling of temple foods (called *prasad* or *bhog*), particularly in Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar. The current COVID-19 outbreak in India and worldwide has brought a setback to the hospitality sector due to which this sector is now at a standstill. Nearly 3.8 crores of tourism and hospitality employees were affected due to the pandemic of COVID-19 in India. This is one of the worst crises ever to hit the Indian tourism industry impacting all its geographical segments—inbound, outbound, and domestic, almost all tourism verticals—leisure, adventure, heritage, MICE, cruise, corporate, and niche segments. The whole tourism value chain across hotels, travel agents, tour operations, destinations, restaurants has been hit. Now it is need of the hour that we must modify our daily operations and restrict any further transmission of the virus in the hospitality sector. Minimizing all possible touchpoints between a guest and staff not

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

only in hotel or restaurants but also in all organized and nonorganized sectors help fighting against COVID-19. Odisha has a rich cultural heritage and temples of Odisha are great treasures not only for the state but for the whole world. Among the important aspects of the temple, it is the *prasad* or bhog, which is the food prepared in the temple premises, offered to the deity and then distributed among the devotees. When food is linked with religious activity, it takes on a special significance. Many people earn their livelihood by selling temple food to devotees as well as religious tourists. Food is one of the essential features of tourist attractions, and it has also become an integral part of the experience in recent years as a subject of study in its own uniqueness. Because of the COVID-19 outbreak, temples are closed, people are debarred to enter into the temple, and at the same time, large gatherings are also avoided. Hence consumption of temple food has gone down drastically due to which people selling temple food are affected directly.

13.1 INTRODUCTION

Odisha is a unique state in India because of its temples, religion, food, and culture. Temples originated as a place of worship and an eminent focus of multifarious human activities like social, economic, and cultural were part of this culture. Till now, the construction of a temple is considered to be a very significant and pious social service in traditional society. The main purpose of attraction of temple in the state was addition or presence of *Nata Mandap* and *Bhoga Mandap*. Evidence of offering *prasad* or *bhog* was found both in *Puranas* as well as history. Festivals and fairs are regularly conducted in the state of Odisha, and they attract more pilgrims than tourists on a daily basis. Particularly when pilgrims visit temples they receive *bhog/prasad* that are directly purchased by them. The development of offering *bhog* or temple food started during the rule of *Somavanshi* rulers in Odisha. It has been found out from history that temples are not only centers of worship rather they also act as a manifestation of cultural traits, which involves preparation of food in the premises and offering to the deities, and then distributing among the devotees. Several communities did not always donate land or a huge sum of money; their participation in daily worship and their offering of ritual objects like flowers, *dipa* (lamp), *dhupa* (incense), *naivedya* (food grains), which are offered to the Lord or deities, played a major role in the maintenance of the temple.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

Naivedya is an everyday offering of food to the deities. Deep care and personal connections to the dishes served to the Lord are an important part of Hinduism. *Bhog* or *prasad* which is first fed or offered to the Lord as *naivedya* and later served to devotees is a common practice in most Hindu temples. *Naivedya* is also called divine food. *Satvik* food is usually served as *prasad* or *bhog* in most of the temples in Odisha. After reaching the temple, the devotee prepares the *prasad*/*bhog* from the ingredients brought and offer to the God and Goddess.

The pandemic has affected everybody a lot from all walks of life. Even priests and places of worship are no way an exception to it. People who prepare temple food and sell it are all affected because of the closedown of the temples. Their financial conditions worsened during the ongoing pandemic. Presently, many people are out of work and without earnings to feed their families. This has led to escalating economic and social problems.

13.2 SCOPE OF THE STUDY

This study is primarily concerned about the COVID-19 outbreak and its impact on the selling of temple food, particularly in the context of Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar. Temple foods relating to tourism have not received due attention within a policy framework. Even though they have been acknowledged in a general sense, the studies conducted on the subject are limited in their scope. The main purpose of the study was to find out the importance of the temple foods, types of temple food, and how pandemic has affected the selling of temple food. Suggested measures can be taken so that it can be helpful for the community associated with the preparation and selling of temple food toward the development of tourism as well as to increase the economic standard of the local public associated with the temple in Bhubaneswar.

13.2.1 CHALLENGES IN SELLING OF TEMPLE FOOD IN ODISHA TO INCREASE THE DEMAND DURING COVID-19 OUTBREAK

The challenges of selling temple food in Odisha in general and Lord Ananata Basudev temple, Bhubaneswar, in particular, are many. Some major challenges involved in the selling of temple food in Odisha are as follows:

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

- Shortage of firewood and earthen pots, coupled with scarce water supply, has put a serious question mark over the availability of the *prasad* or *bhog.*
- Different COVID-19 protocols need to be followed while selling temple food in the temple premise.
- Efforts should be made for the availability and consumption of temple food in different places/eating outlets in Odisha with proper supervision and guidance so that the authenticity can be maintained.
- The temple authority including the state government should highlight the nutritional aspects of temple food including its benefits for increasing the awareness as well as consumption of temple food in Odisha and abroad.
- Cleanliness and maintenance of the *Ananda Bazar* where temple food is served are a real challenge for the temple administration for serving food to the devotees. Since, it is an open-air eatery, everyday a huge number of people use it for having their lunch, so it need to be cleaned and hygienic conditions may be maintained with proper sewage system and water supply facility so that people can get proper facility to sit and eat *prasad* everyday.

13.2.2 LITERATURE REVIEW

13.2.2.1 BOOKS

In their book, *Bhog—Temple food of India*, Geeta Buddhiraja, and Arun Buddhiraja (2012), have mentioned, "*Bhog—Temple Food of India explores and celebrates the link between food and culture and endeavors to resurrect some elided portions of India's heritage cuisine*." Based on six *ritu* (seasons) and *ashtha* (8) *prahar* (unit of time) followed by temples *for bhog offerings*, numerous first-of-its-kind recipes are included. Culled out from the temple kitchens, several known dishes are given a traditional flavor. They have explained the importance of *bhog* to mankind.

Indian Regional Cuisine—Hyderabad andAndhra Pradesh: In her book, *The Essential Andhra cook book with Hyderabadi and Telengana specialties* (1999), Latif. Bilkees states together with the different aroma, spices, and tastes of Andhra Pradesh cooking/cuisine from the simple idli-sambar to hot and spicy seafood delicious. Along with the recipes, she

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

mentioned the traditions and rituals associated with food. In her book, the author shared her experience by mentioning that any conversation in Hyderabad usually ends with a reference to food or a discussion on it. She opined that in Hyderabad, one lives to eat.

Madhur Jaffery in *The Taste of India* (1985), clearly stated together a series of authentic dishes and description on each dish on specialty food of each region of India. The dishes include specialty coconut-scented stew from Kerala (south) to Wazwan from lake-laced Kashmir (north).

Indian Regional Cuisine—Kerala: Kannampilly Vijayan in his book, *The Essential Kerala Cook Book* (2003), explained the ancient association of food with religion, the influence of foreign trade, and the intermingling of different communities of the Kerala Cuisine. Here, the author opined that Keralian foods are delicately spiced dishes, harmoniously balanced, and simple to prepare, neither too rich nor too bland.

Bengali Cuisine: In her book, *Bangla Ranna*, The *Bengal Cook Book* (1998), Minakshie Dasgupta has given step-by-step instructions of over 200 recipes ranging from starters like *shukto* to vegetable dishes including chorchories and dalnas, to fish, shell fish, poultry and meats, and ending with desserts and sweets.

In his book, *Gastronomic Tourism in India*, (2016), Susanta Ranjan Chaini presents and defines the concept of gastronomy tourism, a detailed study on the role of temple foods in promoting gastronomy tourism in India, gastronomy tourism consumer behavior in India, wine tourism in India, culinary explorations and food tours in India, regional cuisines of different states and union territories. The major thrust is given on how cuisine plays a vital role in promoting a destination.

13.2.2.2 JOURNALS AND MAGAZINES

Subramanian Shankar (1991) in his research paper, *Gender Effects in Indian Consumption Patterns*," clearly states a range of household consumption patterns using the household expenditure data from the national sample survey 1983 from Maharashtra. The sample study stated that gender plays a vital role in consumption patterns. General food stuffs like rice, wheat, cereals, pulses, milk, meat, fruit, vegetables, and sugar are either gender neutral or are consumed in larger quantities when there are more women in the household.

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

Nihar Ranjan Rout's (2009) research titled *Food Consumption Pattern and Nutritional Status of Women in Odisha* tries to find out the variation in food consumption and nutritional status of women in the state in rural and urban areas against different background variables. The author has also clearly stated the difference between the standard and actual level of food intake among different groups of women. Here, the author used data from National Family Health Survey-II (NFHS-II) for the study. This data comprised 4425 ever-married women in the age group of 15–49 years. A profound variation in the nutritional status was observed between the rural and urban women in Odisha.

Rabindranath Mukhopadhya (1987) in the research paper titled *A Study of Regional Pattern of Consumption Expenditure in Rural INDIA* analyzed the regional consumption expenditures pattern of rural households. Researcher estimated expenditure elasticities for cereal substitutes, all food, and nonfood items. The study found variations in the consumption expenditure pattern of rural households.

Digamber Mohanty, in his article on *Destination Puri for Tourists and Pilgrims* (2004), emphasized the importance of Puri, not only a religious place but also a destination that mainly attracts a large number of both domestic as well as foreign tourists for Lord Jagannath and its *Mahaprasad*. Being a District Collector, he has emphasized that both the private as well as government sectors to come forward to increase their efforts to make a conducive environment for tourist activities. He also mentioned various types of fund allocation given by the Department of Tourism, both state and central government to develop this destination.

13.3 OBJECTIVES OF THE STUDY

The main objectives of the research are to:

a. Study the historical development of temple food in Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar, Odisha.
b. Analyze varieties of temple food available in Lord Ananta Basudev Temple, Odisha.
c. Find out the importance of social factors in influencing the current temple food demand and consumption in the state.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

d. Examine the impact of the COVID-19 outbreak on selling of temple food-specific and particular in Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar.
e. Identify the role of government and various organizations for marketing and promotion of temple food in Odisha.
f. Examine the perception and attitude of the tourists regarding temple foods in the state of Odisha.

13.4 RESEARCH METHODOLOGY

13.4.1 DATA SOURCE

The data for the proposed study has been collected from primary and secondary sources. The primary data have been collected through a prestructured questionnaire. Tourists and vendors were the major respondents to the study. The primary data have been supplemented by secondary data cited in the reports of temple administrations, Department of Tourism, Government of Odisha, Odisha Tourism Development Corporation, and many others. Besides, some relevant journals, magazines, and newspapers have also been extensively consulted.

13.4.2 PILOT STUDY

A pilot study was conducted in the research area before designing the questionnaire. The data were collected through a pilot study to know about the potential of the study area and to avoid the biasness and obtain the authenticity response for this study.

13.4.3 SAMPLING PLAN

In order to make the analysis more transparent, the sample size was restricted to 100 for tourists and 12 for vendors. Out of which 87 tourists as respondents were found suitable, whereas 10 vendors as respondents were also found suitable. The area of study was selected, which was confined to the area nearby Lord Lingaraj temple, Bhubaneswar.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

13.4.4 RESEARCH DESIGN

13.4.4.1 DATABASE

The data for the proposed study were collected from both primary and secondary sources. The primary data was supplemented by secondary data cited in the reports of the Department of Tourism, Government of India, and Government of Odisha. Apart from these some relevant journals, magazines, books, and newspapers were also be consulted.

13.4.4.2 TOOLS USED FOR SAMPLING

Standard tools of research such as analysis of variance, factor analysis, and correlation and regression analysis were applied wherever required. To study issues such as studying the motivations of tourists, duration of trips, and their inclination toward handcraft-related experiences in the study area was dealt with. Questionnaires were used to select a random sample of tourists covering both domestic and foreign tourists. Standard software such as MS Word, Excel, and SPSS were also employed to analyze the data.

13.5 DATA ANALYSIS

The primary data were obtained through a well-framed questionnaire circulated among tourists and different temple food vendors. The questionnaire comprised personal details to be filled by the respondents. In particular, the study ascertains the age, marital status, qualification, annual income, and occupation of the respondents. The percentage analysis was applied to identify different categories of tourists and vendors backgrounds.

13.6 DATA ANALYSIS (TOURISTS)

Table 13.1 presents the demographic profile of the respondents on the basis of gender, marital status, age, educational qualification, annual income, occupation, and region belongs.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 13.1 Sociodemographic Profile of Tourists (*N* = 87).

Particulars	Frequency	Percent	Cumulative percent
Gender			
Male	54	62.06	62.06
Female	33	37.94	37.94
Total	**87**	**100.0**	
Marital status			
Married	58	66.66	66.66
Single	29	33.34	33.34
Total	**87**	**100.0**	
Age			
Below 25 years	11	12.64	12.64
26–35 years	27	31.03	31.03
36–50 years	41	47.12	47.12
51–60 years	07	8.07	8.07
Above 60 years	01	1.14	1.14
Total	**87**	**100.0**	
Educational qualifications			
Up to m	12	13.79	13.79
Intermediate	26	29.88	29.88
Graduate	39	44.85	44.85
Post graduate & above	08	9.19	9.19
Others	02	2.29	2.29
Total	**87**	**100.0**	**100**
Annual income			
Up to 2 Lakh	14	16.09	16.09
2–5 Lakh	36	41.37	41.37
5–8 Lakh	29	33.33	33.33
8–12 Lakh	07	8.04	8.04
Above 12 Lakh	01	1.17	1.17
Total	**87**	**100.0**	
Occupation			
Government employees	24	27.58	27.58
Pvt. sector employees	32	36.78	36.78
Self-employed/farmer	08	09.19	09.19

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 13.1 (*Continued*)

Particulars	Frequency	Percent	Cumulative percent
Business	20	22.98	22.98
Others	03	03.47	03.47
Total	**87**	**100.0**	**100.0**
Region			
Eastern region	74	85.05	85.05
Northern region	04	04.59	04.59
Southern region	05	05.77	05.77
Western region	04	04.59	04.59
Total	**87**	**100.0**	**100**

Source: Survey data.

It can be observed from Table 13.1 that in tourists out of the total respondents 62.06% (54) are male and 37.94% (33) are females. In marital status, majority of the respondents 66.66% (58) are married and 33.34% (29) are single. In age of the respondents, majority of the respondents 47.12% (41) belong to 36–50 years of age and then coming 31.03% (27) belongs to 26–35 years of age and 12.64% (11) of the respondents are having below 25 years. Further in educational qualification, maximum of the tourists are graduates 44.85% (39), then comes intermediate 29.88% (26) and up to matriculation 13.79% (12), and 9.19% (08) of the respondents are post-graduate and above.

In annual income, majority of the tourists 41.37% (36) have income of 2–5 lakhs, 33.33% (29) have income of 5–8 lakhs income, and 16.09% (14) have income up to 2 lakh.

Out of the total respondents of tourists, 27.58% (24) are government sector employees and 36.78% (32) are private-sector employees, and 22.98% (20) are from business profession followed by self-employed/farmer. In region, majority of the tourists 85.05% (74) are coming from the eastern region and 5.77% (05) from southern and few from the northern and western region, that is 4.59% (04).

Table 13.2 and chart show the purchase pattern of temple food. The figure reveals that majority of the respondents 78.16% (68) prefer purchase of temple food by self then coming by vendors 18.41% (16) and few numbers of respondents prefers to purchase temple food by hotels & restaurants 1.14% (1) and 2.29 (2) by online booking.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 13.2 Purchase of Temple Food/Prasad.

Sl.	Particulars	Frequency	Percent	Cumulative percent
1	Self	68	78.16	78.16
2	Vendors	16	18.41	18.41
3	Online booking	2	2.29	2.29
4	Hotel & Restaurants	1	1.14	1.14
Total		**87**	**100.0**	**100**

Table 13.3 and chart show the occasion on the consumption of Prasad/temple food by tourists. The figure reveals that majority of the tourists 47.15% (41) prefer consumption of Prasad/temple food on regularly most of the days and then coming on religious function, that is, 28.73% (25) and on occasions like family rituals 12.64% (11) followed by specific days and others.

TABLE 13.3 Occasion on Consumption of Prasad/Temple Food.

Sl.	Particulars	Frequency	Percent	Cumulative percent
1	Religious function	25	28.73	28.73
2	On specific day	09	10.34	10.34
3	Regularly/most of the days	41	47.15	47.15
4	On occasions like family rituals	11	12.64	12.64
5	Others	1	1.14	1.14
Total		**87**	**100.0**	**100**

Table 13.4 and chart show the promotion of temple food. The figure reveals that majority of the respondents 45.97% (40) prefer through electronic media then coming by participating in social activities 31.06 (27) followed by through print media 13.79% (12) and few numbers of respondents prefer promotion of temple food by participating in organizing food festivals.

13.7 MAJOR FINDINGS

- From the research, it is found out that the temple food is not only popular irrespective of gender and region but also earns the respect of being highly religious faiths and beliefs as a divine food.

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 13.4 Promotion of Temple Food.

Sl.	Particulars	Frequency	Percent	Cumulative percent
1	Through print media	12	13.79	13.79
2	Through electronic media	40	45.97	45.97
3	Participating in social activities	27	31.06	31.06
4	Organizing temple food festivals	05	5.74	5.74
5	Others	03	3.44	3.44
Total		**87**	**100.0**	**100**

- The availability of *prasad* or temple food inside the temple is a major factor responsible for consumption of temple food inside the temple.
- During the purchase of temple food, majority of people prefer to purchase it themself than depending on hotels or third party.
- Daytime consumption and demand of temple food are more than evening time as maximum pilgrimage tourists visit the temple during the day time than night.
- The research has revealed from the data that maximum people prefer to consume temple food on religious functions because of religious sentiments than in the normal days and is followed by specific days of the week and finally family rituals in the state of Odisha.
- The motivation to consume *prasad* or temple food is also independent of occasions to consume the temple food or *prasad*.
- Vendors are facing several financial difficulties during pandemic and need assistance from the government.
- The people and community associated with the preparation and selling of temple food need urgent attention, particularly *Kumbhakaras* who prepare earthenware pots for cooking and packing of the *prasad* or *bhog* have lost their livelihoods.

13.8 SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

- Temple food in Odisha occupies a unique position in the minds of the people because of its religious belief, sanctity, nutritional value, and style of service.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

- Temple food also attracts more number of tourists not only to visit the temple but also to consume varieties of *prasad*. Hence it should be marketed in a better way to promote tourism in the state of Odisha.
- It is not always possible for the people/tourists to consume the temple food inside the temple premises. Sometimes the tourist stays far away from the temple where the temple food/*prasad* is prepared and available, which is inconvenient for the tourists to reach there for its consumption. Under such circumstances, efforts should be made by the temple authority to make this temple food available for tourists at their place of stay and thereby increase the consumption of temple food.
- Since temple food is mostly consumed during social rituals and religious ceremonies, special efforts should be made to make it available for the general public at the place of their residence which can be achieved only by adopting an effective supply chain management system in serving the temple food or *bhog*.
- In order to maintain hygiene and longevity of dry *prasad* or *sukhili bhog*, proper packaging system should be introduced to fulfill the need.
- The tradition of consuming temple food inside the temple premises may be enhanced by providing cleanliness in the dining area as well as maintenance of hygiene in the temple premises.
- Training must be imparted to *Suaras* or temple cooks pertaining to hygiene and food safety and thereby motivating them to be in their profession as well as to involve their families to continue in the same profession for the future generation.
- FSSAI training must be given to all vendors as the roles of vendors are very crucial for selling the temple food.
- Particularly during the pandemic, the government needs to give some financial assistance and support to the people involved in the preparation & selling of temple food.

13.9 LIMITATIONS OF THE STUDY

During the present study, the researcher has faced the following limitations:

- Lack of literature on marketing of temple food: a study based on Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar, Odisha, the researcher

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

had to collect primary information mostly through field visits. Due to the lack of time and cost constraints, it was not possible to visit all the temples and thereby produce an exhaustive work.

- More time taken during the collection of the primary data, as the researcher had to thoroughly convince the respondents about the purpose of the survey.
- Most of the tourists and vendors were not ready to share their incomes and sales volume, respectively. Hence during the survey, the respondents were found to be conservative while providing some information. This limitation was felt particularly in the case of vendors selling temple food/*prasad*.
- The statistical and accounting tools used for the study have their own limitations.
- Mainly the size of the sample is another limitation. This is basically due to the fact that the research is purely on exploratory one and main source of data is the primary one.
- Lack of useful data on types of temple food, marketing, pilgrims, or devotees expectation and satisfaction level in the context of temples of Odisha had been constantly felt as a major limitation.

However, the findings of the present study should be used judiciously and carefully taking into account the above limitations.

13.10 CONCLUSION

This chapter seeks to discover how COVID-19 and related government restrictions have affected the selling of temple food and its economic impact on people associated with it. It has also sought to assess the adequacy of socioeconomic relief and related mitigation strategies. This chapter applies several theories to assess the differential impacts of the pandemic on temple food. Both quantitative and qualitative approaches to understand the data and to assess the effects of COVID-19 on temple food are used. The findings in this study document different impacts of COVID-19 on temple food for Lord Ananta Basudev temple, Bhubaneswar.

These impacts have increased the burden on the people and their families who are dependent on temple food selling.

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

KEYWORDS

- **COVID-19**
- **pandemic**
- **tourist**
- ***Prasad***
- ***Bhog***
- **temple food**

REFERENCES

1. Arora Ritu, (2002), 'Healthy Kitchen', Health Harmony, B. Jain Publishers (P) Ltd, 1921, Street No. 10, ChumaMandi, Paharganj, New Delhi. ISBN: 81-8056-208-5.
2. Bakhru K.H.(2001),"Indian spices and condiments as natural healers",Jaico Publishing House; New Delhi, ISBN: 978-8172248314.
3. Bali Parvinder.S (2011), "Quantitative Food Production Operations and Indian Cuisine", Oxford University press, New Delhi, ISBN: 978-0-19-806849-5.
4. Chaini Susanta Ranjan, (2016), "Gastronomic Tourism in India", V L Media Solutions, B-33, Uttam Nagar, New Delhi, ISBN: 978-93-85068-91-1.
5. Chandra Smita and Chandra Sanjeev (2001), "The art and tradition of Regional Indian Cooking", Harper Collins publishers, New York, ISBN: 0-06-093518-9.
6. Chen Helen (1998), "Chinese Home Cooking", Magna publishing Co. Ltd., Magna House, 100/E, old Prabhadevi Road, Prabhadevi, Mumbai, ISBN: 978-0688-127-56-5.
7. Clark M., Riley M., Wilkie E., Wood R.C. (1998), „Researching and Writing Dissertations in Hospitality and Tourism', International Thomson Business Press, Berkshire House, London.
8. Deva SnanaPurnima, http://www.odisha.gov.in/portal/
9. Odisha Review, I & PR Department, Govt. Of Odisha, 2015, ISSN 0970-8669.
10. Odisha temple Bhog, NiladriAdhyatmik Trust 2017 Orissa,.p.09-228

WEBLIOGRAPHY

11. www.wikipedia.org/odisha cuisine
12. www.orissacuisine.com
13. www.kithcenorissa.com
14. www.cultureoforissa.com

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

CHAPTER 14

Evaluating the Role of Government for Promoting Buddhist Tourism after the COVID-19 Pandemic with Special Reference to the State of Bihar, India

TRIPTI KUMARI*

Department of Tourism Management, The University of Burdwan, Burdwan, West Bengal, India

**Corresponding author. E-mail: triptitiwaridas@gmail.com*

ABSTRACT

Tourism is usually described as an activity of consumption, whereas pilgrimage is a journey of devotion and sacred significance. There are two reasons for which pilgrim tourism, especially Buddhist tourism, is becoming important in India in general and the state of Bihar in particular. First, due to the increased importance of connectivity and facilities in the destinations and second, religious circuits provide a way of tapping into communities of emotion and ritual practice that can be used to strengthen national and cultural identity as well as provide significant economic benefits for the state. This study not only focuses on the role of the government to promote Buddhist tourism in the state but also suggests some measures to improve the tourist arrivals as well as to promote and market Buddhist tourism after COVID-19 pandemic.

Domestic Tourism and Hospitality Management: Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic. Debasish Batabyal & Dillip Kumar Das (Eds.)
© 2023 Apple Academic Press, Inc. Co-published with CRC Press (Taylor & Francis)

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

14.1 INTRODUCTION

Bihar is bound on the north by Nepal, on the east by West Bengal, on the west by Uttar Pradesh, and on the south by newly formed the state of Jharkhand. The history of Bihar shows a rich heritage inherited from various dynasties that ruled the state for many years and great personalities associated with the state. Although the state has managed to attract a large bunch of international tourists but its rich archeological and historical value of this heritage still remains unexplored. No doubt that the state has a very high tourism potential, but due to the lack of infrastructure facilities, such as transport, communication facilities, accommodation, and other tourism-supported facilities, safety, and security most part of it remains unexplored by the tourist.

With an approximate population of 700 million worldwide and representing around 7% of the total population, the Buddhist religion is the fourth-largest community in the globe. The most important aspects of the Buddhist religion is that people of other religions are very much impressed by the Buddhist philosophy and their simple way of life. For many, Buddhism is not just a religion but a lifestyle characterized by several movements across Asia in general and India in specific. Buddhist tourism is now gaining importance because it is suitable for all age group, especially for senior citizens.

Bihar has a tremendous potential for the development of Buddhist tourism in the state. The Buddhist Circuit in Bihar is listed among a range of other circuits including Hindu, Jain, and Sufi. Geographically, historically, culturally, and religiously, the state Bihar is a rich land. This provides the state with a great competitive advantage from a tourism point of view with regards to other states of India. Currently, the Bihar government has introduced new and innovative ways to boost tourism in the state by developing new tourist sites and renovating the existing ones. Renovation of old tourist circuits like Buddhist circuits, Jain circuits, wildlife circuits, and so on. The prominent Buddhist tourist places include Bodhgaya, Nalanda, Rajgir, Vaishali, Keshariya, etc.

14.2 OBJECTIVES

The objectives of this chapter are to:

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

1. Analyze the Buddhist tourism potentials of Bihar.
2. Discuss the role of central government, state government for marketing and promotion of Buddhist tourism in the state.
3. Evaluate the role of Bihar tourism policy for promoting Buddhist tourism in the state.
4. Suggest some measures to promote and market Buddhist tourism in the state after postpandemic period.

14.3 RESEARCH METHODOLOGY

14.3.1 DATA SOURCE

The data for the proposed study was collected from secondary sources. The secondary data are cited in the reports of Bodhgaya temple administrations, Department of Tourism, Government of India, Bihar Tourism Department, Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC), and many others. Besides, some relevant journals, magazines, and newspapers were extensively consulted to carry out the research.

14.3.2 REVIEW OF LITERATURE

According to Justi, in his article on *Let the World Know India is 'Land of Buddha* in 2019, India is a treasure of religions, philosophies, history, and cultures. Buddhism is one such religion and philosophy which not only started in India but also started to spread worldwide after that. According to the report published by Trendy Travel Trade with food and Shop on the topic *Market Potential of Buddhist Tourism* in 2019, Buddhist tourism not only provides economic benefits but also acts as a catalyst for improving livelihood and political integrator. The report said that with 500 million Buddhist worldwide, it consists of 7% of the world's population making it the fourth-largest community in the world. According to the article published in Business Line, The Hindu, on February 11, 2019, in New Delhi edition Union minister of Tourism Alphons, K.J., under Spiritual dimension of "Act East" policy five new projects under Buddhist tourism circuit, a sum of rupees 361.97 crore was sanctioned for the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh. The ministry has identified the Buddhist circuit as one of the 15 thematic

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

circuits for development under the *Swadesh Darshan* Scheme. The study by FICCI (2015) mentioned that in the last 50 years, India has failed to promote these Buddhist sites, with even foreign funds that remained underutilized. It is also suggested that three Buddhist circuits based on the life of Buddha would be renovated which consist of the locations in Uttar Pradesh, Bihar, and Lumbini that are places of pilgrimage interest among the Buddhist tourist all over the world. By designing effective strategies to promote India as a Buddhist hub, the circuits can aim to attract 0.25% of the world's Buddhist population by 2012. This is equivalent to about 1 million tourists—a rise of 500% from the current annual base of 2 lakhs, giving India tourist revenue of Rs 4500 crore. Buddhism is not just a religion but is also a philosophy where teachings and values are affecting the cultural lives of people across the world. Some leading countries like Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Norway, Russia, Spain, the UK, and the USA are also largely influenced by Buddhist teachings, philosophy, and values. The World Heritage Sites by UNESCO have identified around 36 sites in Asia associated only with Buddhist religion and faith that are mainly characterized by material manifestation.

14.3.2.1 ROLE OF GOVERNMENT FOR PROMOTING BUDDHIST TOURISM IN BIHAR

The Buddhist circuit is one of the most popular tourist products that India has to offer not only for domestic tourists but also for international tourists. Bodhgaya, Nalanda, Vaishali, and Rajgir in Bihar, Sarnath in Varanasi, Shravasti and Kushinagar in Uttar Pradesh are some of the prominent Buddhist destinations in India. The government has demonstrated a strong focus in the sector through significant budget allocations such as INR 500 crore for developing five tourist circuits and the proposed development of Sarnath–Gaya–Varanasi Buddhist circuit. Additionally, the Ministry of Tourism has launched a comprehensive plan—Integrated Tourism Development of the Buddhist circuit in Uttar Pradesh and Bihar—which will further boost infrastructure development, skill development, increased market access, and involvement of communities.

The honorable President of India has emphasized the need to overcome issues that are arresting India's potential in promoting Buddhist tourism. He also pointed out that due to some major issues like limited market

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

research and interpretation, inadequate presentation of Buddhist circuits' history and narratives which need to be addressed to promote and market Buddhist tourism in India. No doubt that the air connectivity has expanded further in the past few years but still there are some gaps in the last mile connectivity to Buddhist tourist destinations that need to be filled. The honorable President has also launched a website on Buddhist heritage sites for greater awareness among the tourist coming for this purpose.

At the most basic level, the Prime Minister of India has made Buddhism a usual feature of his diplomatic visits to different Buddhist-dominated countries. In his speeches that were made on several official international visits, such as to Sri Lanka and China, among others, the Prime Minister has made a conscious effort to emphasize sharing of Buddhist heritage among different countries. Additionally, on trips to foreign countries, the Prime Minister reserves a day's visit to Buddhist temples wherever possible to promote Buddhist tourism worldwide. On the domestic front, the Prime Minister has spoken several times on a number of occasions, where he has hailed the importance of the Buddhist faith for the development of both India and the world.

According to the current tourism minister (independent charge), the Ministry of Tourism has undertaken several promotional measures on an ongoing basis in the international markets including those with a Buddhist population. These promotions are undertaken with the objective of showcasing the various tourist destinations and products of the country including the Buddhist sites. Some of the important promotional initiatives taken by the government are as follows:

i) To showcase and promote the Buddhist heritage in India and to boost tourism to the Buddhist sites in the country, the Ministry of Tourism, Government of India, organizes an International Buddhist Conclave biennially. Participants in the conclave include eminent Buddhist scholars, opinion makers, tour operators, and media personalities from overseas.
ii) The Ministry of Tourism has organized roadshows in Yangon (Myanmar), Ho Chi Minh City (Vietnam), Phnom Penh (Cambodia), and Bangkok (Thailand) in May 2018 for the promotion of India's Buddhist Heritage.
iii) The Ministry of Tourism has produced a short film on Buddhist sites in the country that has been promoted through digital and electronic media.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

iv) The Ministry of Tourism has introduced a dedicated website covering important Buddhist sites in India, that is, India the land of Buddha. The main of forming the website is to market, promote, and showcase the rich Buddhist heritage in India.

14.3.2.2 ROLE OF THE GOVERNMENT TO DEVELOP CONNECTIVITY TO PROMOTE BUDDHIST TOURISM

For improving regional connectivity to promote Buddhist tourism, the central government under the UDAN-3 scheme in which 46 tourism routes have been incorporated by the Ministry of Civil Aviation, Government of India. These include important Buddhist destinations such as Kushinagar, Varanasi (Sarnath), and Gaya (Bodhgaya). Some of the important destinations such as Gaya and Varanasi are already connected with important Buddhist source markets such as Thailand, Sri Lanka, and Bhutan.

According to the tourism minister, K.J. Alphons, the government has taken several initiatives for the development of Buddhist circuits in India. He stresses that the current government is determined to double the foreign tourist flow in the next 3 years.

14.3.2.3 ROLE OF THE CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENT

The central government has taken several steps to develop Buddhist heritage sites as more welcoming destinations. Under *Swadesh Darshan* programme, which is recently launched by the government, Buddhist circuits have been identified as one of the thematic circuits in India. The states including Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Gujarat, and Madhya Pradesh have been given priority by the Ministry of Tourism, Government of India, to develop infrastructure, and in this regard five projects worth 350 crore rupees have been sanctioned in recent year. Since tourism is a multistakeholders enterprise, government cannot do everything on its own. So the involvement of different stakeholders like hotels, state, district and municipality administration, travel agency, tour operators, and so on, can play a crucial role in promoting and marketing Buddhist tourism in India in form of providing safety and security, enhancing the travel experience.

According to the Ministry of Tourism, Government of India, India has sanctioned five projects worth Rs 3.61 billion (about $5.5 million) and has

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

also worked with International Finance Corp. of the World Bank Group and other agencies to improve infrastructure around the Buddhist circuits in a sustainable manner with proper research and global expertise.

Feeling the strength and prospects offered by Buddhist tourism, the Ministry of Tourism has taken a number of initiatives in the last one and a half decade. One of the biggest steps in this regard is to showcase Buddhist heritage and pilgrim sites in India; the Ministry has been organizing an "International Buddhist Conclave" every alternate year since 2010 in collaboration with state governments.

A separate effort is also taken by the government to promote Buddhist tourism in India by organizing "Buddhist Conclave." The recent "Buddhist Conclave" is focused mainly on Buddhist circuits that are in the priority list to reach many progressive markets including South Asian countries, China, Japan, South Korea, and even some European countries where Buddhism has acceptance. Different popular Buddhist itinerary was also showcased in the recently concluded Buddhist conclave to promote Buddhism worldwide. Some popular well accepted Buddhist markets like Laos Vietnam, Thailand, Malaysia, Japan, China, South Korea, and even in Europe and America were provided with guest handling services in coordinate with the Indian Association of Tour Operators (IATO) to increase their experience during the conclave.

14.3.2.4 ROLE OF THE STATE GOVERNMENT IN PROMOTING BUDDHIST TOURISM IN THE STATE OF BIHAR

The state government is playing an active role in the marketing and promotion of the Buddhist circuit in the state. The role of state government in marketing and promoting Buddhist tourism in Bihar is very well understood if we go through the tourism policy of Bihar which was introduced in the year 2009. Although the government has adopted several new measures to market and develop Buddhist tourism in the state but the basic objectives of Bihar tourism policy remain unchanged as it was there in 2009.

The major objectives of Bihar tourism policy 2009 are as follows:

- To consider tourism as a state priority.
- Focusing on domestic tourism will act as a as a major contributor to the growth of tourism in the state.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

- To market and promote Bihar as an effective cultural, religious, and "wellness" tourism destination.
- To enhance the economic, sociocultural benefits including increased employment generation, the Government of Bihar will improve the efficiency of the tourism industry.
- Ensure the participation of all the stakeholders in society, including the travel trade and tourism industry.
- To create world-class infrastructure to market the destination effectively.
- Formulate an integrated communication strategy for creating awareness in tourism and introducing better marketing and promotional campaign.
- Provide quality services and enhanced experiences to both domestic and international visitors including different stakeholders.
- Improve connectivity of important tourist sites both by air and road including train services. Major strategies adopted by the state government to market, promote, and develop tourism in the state in tune with the above objectives are as follows:

A. Establishing tourist security force and deploying them in different tourist places.
B. Preparing and implementing master plans for integrated development and marketing of identified circuits in form of getting assistance from the central government by developing world-class infrastructure in the state.
C. Augmenting and improving connectivity and transport facilities by proving world-class roads, provision of air taxi services, and introduction of special tourist trains to different tourist destinations of Bihar.
D. Improving and expanding of tourist products in tune with the new marketing requirements by developing new form of tourism in the state like rural tourism, ecotourism, wellness tourism, cultural tourism, and above all development of tourism in the river Ganga.
E. Establishing and strengthening institutions for the development of human resources by establishing new institutions like IHM, IITTM, and other specialized agencies who are assisting in proving different guide training and language training facilities to the local youths.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

F. Effective marketing of destinations both in the domestic and international market.

To achieve this strategy, the government should:

- Focus on changing the traditional marketing strategy to more aggressive and competitive marketing strategy.
- Differentiate its competitive destinations with the help of market positioning including image and brand building.
- Effectively show its presence in front of travel trade markets.
- Participate in different national and international roadshows, trade fairs, etc., to showcase its major tourism resources.
- Should organize Familiarization (FAM) tour for the international and national tour operators, media, and so on., to provide first-hand information to the stakeholders for better marketing of these destinations.
- Organize familiarization trips for leading national and international tour operators and media persons to give them first-hand information about tourist sites in Bihar.
- Establish and strengthen tourist offices having better equipped with modern communication technology and thereby assisting the tourist to provide information on hotels booking, tourist place, transport facility, etc.
- Establish an Internet portal in different languages for providing better service the information, product description, and product sales requirements of the target market segments in each source market.
- Promote arts, crafts, festivals, and cuisine of the state in form of organizing Sonpur *mela*, Rajgir *Mahotsav*, Nalanda *Mahotsav*, and so on.

14.3.2.5 ROLE OF THE STATE GOVERNMENT

To achieve these objectives, the main role of state government is to:

A. Act as a catalyst, facilitator, promoter, and provider of infrastructure for the state.
B. Perform the role of an administrator to establish "Tourism Promotion and Development Council" in the state. In this regard, the BSTDC shall work as an executing agency to this council.
C. Continue its efforts for infrastructure development in the tourism sector.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

D. Create conditions for attracting private sector investment in the tourism sector.
E. Assist in setting up training institutions for ensuring quality services in the tourism sector in form of proving regional level and state level tourism guide training courses.
F. Create special Tourism Security Force for deployment at major tourist destinations.
G. Standardize quality of tourism product and services by drawing up guidelines for hotels and travel agents/tour operators.
H. Entail multisectoral activities with participation of several stakeholders.
I. Ensure to create awareness about the positive role of tourism in economic growth and generation of employment by organizing seminars, quiz competitions, drawing competitions, exhibitions, and display of films on tourism in a regular basis.
J. Move along with BSTDC and will take a leading role in marketing and promoting the tourist destinations and tourism products in Bihar with the help of a proper focused marketing plan.

14.3.2.6 ROLE OF THE BIHAR STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

The State Department of Tourism will empower the BSTDC to act as a nodal and executing agency of the state government with a proper monitoring mechanism by the Tourism Department.

- The primary role of BSTDC will be to set up proper infrastructural facilities like hotels in untapped areas of tourist interest. Once these areas are developed, the BSTDC would seek to privatize the facilities and move ahead with selecting an different underdeveloped destination of tourist interest.
- The BSTDC shall have a rapport with the Tourism Promotion and Development Council and shall work as an executing agency for the overall growth of tourism in the state. For facilitating private sector, investment and formation of Joint Venture Companies for setting up world-class infrastructure in the state BSTDC along with the tourism department will work hand in hand for better coordination and planning.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press

Author Copy

- The BSTDC would continue to play an important role in providing transportation facilities to tourists, especially in sectors where private services are either nonexistent or insufficient.
- The BSTDC would also try to provide “prepaid taxis” to all important airports and stations of the state.
- The BSTDC will increase its efforts to operate tour packages covering prominent centers of tourist interest in the state.
- The BSTDC would seek to promote regional tourism by developing packages in partnership with Tourism Corporations/Boards of neighboring states. It will also provide the options of online booking with the help of credit/debit card.

14.3.2.7 ROLE OF INDUSTRY PROFESSIONALS

Mr. Subhash Goyal, a renowned travel entrepreneur, former president of Indian Association of Tour Operator, Chairman—STIC Travels Pvt. Ltd., and Hony. Secretary—Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH) in India, mentioned while focusing on the development, initiatives, and policies to promote Buddhist tourism in India, that the Government of India has already taken a lot of initiatives for promoting Buddhist tourism in India in general and Bihar in particular. He pointed out that for this reason, every year they organize the World Buddhist Council meeting. This is becoming more and more successful. He stressed that the industry has also organized a Buddhist Tourism Association which is popularly known as Association of Buddhist Tourism Association where he is one of the Patrons. This association is also doing a great job by organizing the international conference at Bodhgaya. No doubt, Buddhism originated in India and the main Buddhist sites are also in India but it is unfortunate that India has failed to achieve 1% of the total Buddhist tourist arrival.

According to Mr. Goyal, the government needs to take the following steps to promote Buddhist tourism in India:

- Issue of special religious E-tourist visas should be issued with a very nominal cost to attract tourist from different countries.
- Issue of multiple entry E-visa to the pilgrims who are willing to visit from India to Nepal, Myanmar, and Sri Lanka and wanted to cover the entire Buddhist circuit of South Asia.

Non Commercial Use

- The Aviation sector should take advantage of the UDAAN scheme launched by the central government for promotion of Buddhist tourism in India.
- Special LTC facility should be encouraged by the government organizations and allow the Indian tourist to visit popular Buddhist centers in Nepal, Myanmar, Thailand, and Sri Lanka.
- Emphasis should be given in form of adopting aggressive marketing to attract Buddhist tourists from different countries.
- Since IRCTC has started Buddhist Pilgrimage trains in India, this should be marketed in all neighboring countries that are the biggest source markets for Buddhism.
- Provision of money exchange facilities with easy convertibility of foreign currency with that of Indian currency will definitely help in attracting tourist especially from Nepal, Sri Lanka, and Japan, and other South Asian countries.
- To attract huge investment to improve infrastructure in the Buddhist circuit, government must seek helps from different countries, international agencies like World Bank, JICA, others, for funding on different infrastructure projects related to Buddhist tourism in India.
- The ministry has also planned for involving the private sector in building tourism infrastructure pertaining to the circuit.
- To showcase Buddhist heritage and pilgrim sites in India, the government must organize the International Buddhist Conclave; however, in this regard, in every alternate year, international Buddhist conclave is organized in India.

According to Pronab Sarkar, President, IATO, the central government has now more focused in promoting Buddhist tourism in India and now the Indian government has put emphasis on the country's potential in the Buddhist tourism sector and has taken several measures to promote India an important tourism hub in terms of Buddhist tourism resources.

To fulfill the above aims, IATO is closely working with different ministries of the Government of India to market and promote the Buddhist States in a big way as Niche Tourism Product. As a result, India can become a number one destination in terms of Buddhist pilgrims.

Some of the recommendations suggested by IATO to promote Buddhist tourism in India are as follows:

- Improve the air connectivity to Bodhgaya and charge reduced fare from the tourist during offseason.

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

- Operation of air services to India round the year as there is a growing demand from international tourists, especially from Thailand, China, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, and so on.
- To attract tourist especially from Thailand provision of a night landing facility will attract the charter tourists who wanted to reach Bodhgaya in the night and can perform the early morning meditation in temple premises as well as in Thai monasteries.
- More focused and coordinated marketing will certainly improve the tourist flow to the Buddhist circuit of Bihar/India.
- Since there is no evening entertainment facility in Bodhgaya except for a visit to the temple. So effort should be made to introduce sound and light show to boost tourist flow to the destination.
- Bodhgaya should be promoted as a MICE destination with a facility of constructing a big conference venue and be made a hub of all Buddhism activities round the year by organizing time to time meetings, workshops, conferences, and inviting speakers from Buddhist promoting countries to create a better understanding of the religion as well as better awareness.
- Road conditions are better between Varanasi Bodhgaya and need constant maintenance, wayside facilities, basic amenities Patna–Bodhgaya road should be maintained on an international standard. It is much better now but regular upkeep is a must (especially during monsoon season)
- Safety and security aspects should be considered as a priority basis among the religious tourists from all over the world.
- Most of the Buddhist tourists want to meditate at midnight that needs priority attention. The temple is closed at 10 p.m. and nobody is allowed. Pilgrims are allowed to do the midnight meditation. It has a lot of psychological feelings in mind and value additions to Bodhgaya.
- Swachhata action plan should be implemented properly in Bodhgaya Nalanda and Rajgir and the infrastructure facility including drainage and Sewerage system need to be upgraded.
- Overall beautification, better parking facility, signage, tourist assistance Kiosks, toilets, etc., can make the Buddhist Circuit more composed and attractive.
- Provision of e-rickshaw facility for internal movements from monastery to temple and from the bus stop to the temple will

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

not only make the transportation facility better but also make the environment noise and pollution-free.

According to E.M. Najeeb, Sr. Vice President, IATO, Buddhism is one of the greatest heritage assets India has to offer to the entire world. Because of the origin of Buddhism, India is a major Buddhist pilgrim destination known to the world. The Government of India has taken a few measures for the promotion of tourism. According to E.M. Najeeb, India is a center of spirituality, where the sacred places or the shrines of Buddhism are of greatest importance to Buddhist tourists. He pointed out that Bodhgaya in Bihar, Sarnath in Uttar Pradesh, Kushinagar in Uttar Pradesh, and Lumbini in Nepal are the most prominent places of tourist interest in terms of Buddhist tourism resources. However, apart from these four places, some other prominent places in terms of Buddhist resources in India are Patna, Rajgir, Nalanda, and Vaishali in Bihar and Sravasti in Uttar Pradesh.

He pointed out that the Ministry of Tourism, Government of India, has taken the Buddhist tourism project very seriously and has started taking steps toward the same. The ministry is currently planning to develop intrastate Buddhist zones. Under the "*Swadesh Darshan* scheme," a few projects have already been taken up for the state of Madhya Pradesh for the development of Sanchi, Satna, Rewa, Mandsaur, and Dhar. These places will be developed in terms of creating Buddhist theme park, light and sound shows, interpretation centers, wayside amenities, sanitation facilities, and so on. Since India is receiving less than 1% of the total Buddhist tourist in spite of large Buddhist tourism resources, so to achieve this 1% target the government is now looking at attracting new age tourism from the west apart from the traditional tourists who are coming from south east Asian countries. The ministry is trying to focus on the construction of roads, airports, and so on., for the Buddhist sites. The ministry is also having talks with the Japanese government to make Sarnath as the main hub of Buddhism. The project is mainly focused to connect the places of importance of Buddha's life at the cost estimated to be Rs. 10,000 crores. Mr. Najeeb pointed out that the Ministry is doing a commendable job in promoting and building up Buddhist tourism in India. The promotional plan of Buddhist tourism by the Ministry of Tourism, Government of India, is always an active one with ongoing character. He also stressed that the government must declare any of the coming years as a "Buddhist Tourism Year" and focus on the promotions. Familiarization tour should

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

be conducted along with the provision of language speaking guides at different tourist destinations and provision different cuisines as per the demand of the tourists are some of the recommendations for promoting Buddhist tourism in India.

According to P.P. Khanna, President of Association of Domestic Tour Operators of India (ADTOI), the best way to promote Buddhist tourism in India is by organizing the International Buddhist Conclave in every alternative year. The entire conclave should have international delegates from different countries of the world. The basic aim of organizing the conclave is to attract the new-age tourist from the western countries in place of the old traditional countries. The "Buddhist circuit" in India has now expanded to 21 other states. There are altogether seven major Buddhist pilgrimage sites, in Uttar Pradesh and Bihar, The Ministry of Tourism has identified stupas and viharas in these states, around which small intrastate Buddhist zones will be developed. The states like Madhya Pradesh and Rajasthan, Kerala, West Bengal, Goa, Gujarat, and Jammu and Kashmir are now working very hard to promote and market Buddhist tourism (Table 14.1).

TABLE 14.1 Important Buddhist Sites in India.

Few important Buddhist sites in India	
City	State
Patna	Bihar
Rajgir	Bihar
Nalanda	Bihar
Vaishali	Bihar
Sravasti	Uttar Pradesh
Sanchi	Madhya Pradesh
Ajanta and Ellora	Maharashtra
Tawang	Arunachal Pradesh
Rumtek	Sikkim
Dharamsala	Himachal Pradesh
Palpung Sherabling Monastery, Baijnath	Himachal Pradesh
Tabo Monastery, Spiti Valley	Himachal Pradesh
Leh Ladhak	Jammu & Kashmir
Namdroling Monastery, Bylakuppe	Karnatka

Source: Ministry of Tourism, Government of India.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

According to Jyoti Kapur, ex-President, ADTOI, the following recommendations should be taken into consideration with relation to improving the connectivity to the "World of Buddha-World Heritage Destination" in India to market and promote Buddhist tourism. These include the following:

- Creation of infrastructure—roads/bridge/rope ways/way side amenities and maintain the cleanliness of these destinations.
- New airport to be constructed in Kushinagar/Gorakhpur to attract both domestic and international tourists.
- The places of Buddhist interests should properly be maintained by educated officials having sound knowledge of Thai, Chinese, Vietnamese, and others.
- Organizing Buddhism Conclaves/seminars in Buddhist countries in regular time intervals.
- Construction of dedicated roads from Patna to Bodhgaya. As it is taking almost 5–6 h to cover only 165 km to reach from Patna to Bodhgaya and vice versa.
- A separate advisory committee should be made comprising of persons having experience in working with Buddhist Circuits in India along with tourism professionals and industry experts.

According to Mr. Roshan Wijesekera, Managing Director, Siddhartha International for promoting and marketing Buddhist tourism in India from Sri Lanka, the Indian government should charge less in issuing visa for group tours particularly from Sri Lankan tourists including tourists who are coming from South East Asian countries. He pointed out that the government should withdraw the VAT and GST while purchasing souvenir/gifts, which is charged from the international tourist so as to encourage shopping and improving handicraft business in India.

According to him, infrastructure must be developed in different places of tourist interested including Kushinagar, Vaishali, Kaushambi, Sankasiya, and others, where we have only the basic facility compare to the tourist arrival of these places from all over the world apart from Bodhgaya and Varanasi. Till date, Rajgir is the only place where facilities are given to the tourist to back up the current tourist arrival.

The government (both central as well as state) must build dedicated tourist roads and maintain some public convenience, on route as most of the tourists travel by surface transport to reach these Buddhist destinations, as of now there is no proper maintained public convenience

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

apart from only the facility of having the patrol pumps. He stressed more focus on the Buddhist circuit in Odisha also which is still untouched by a lot of Buddhist devotees from all over the world may be due to lack of infrastructure and marketing. According to him, Odisha has a lot of rich heritage archaeological sites which one can easily market and promote among Buddhist devotees of different parts of the world, especially from Sri Lanka and South East Asian countries. Apart from the existing temples and stupas that are built by various societies and kings, which were some good attractions having religious significance, government should construct some prayer halls/place for Buddhist devotees to pray and meditate by the side of these archaeological sites as per their importance in the eyes of the Buddhist religion (Table 14.2–14.4).

14.3.3 SCHEME FOR ASSISTANCE FOR PROMOTION OF BUDDHIST TOURISM IN INDIA

TABLE 14.2 Scheme for Assistance for Under SWADESH DARSHAN.

S. no.	Name of the state	Name of state	Name of circuit and year of project	Amt. sanctioned in crores	Amt. released in crores
1.	Madhya Pradesh	Buddhist circuit (2016–2017)	Development of Sanchi–Satna–Rewa–Mandsaur–Dhar in Madhya Pradesh.	74.94	54.51
2.	Uttar Pradesh	Buddhist circuit (2016–2017)	Development of Shravasti, Kushinagar, and Kapilvastu in Uttar Pradesh.	99.97	45.03
3.	Bihar	Buddhist circuit (2016–2017)	Construction of Convention Center adjacent to Maya Sarovar on the western side at Bodhgaya, Bihar	98.73	19.75
4.	Gujarat	Buddhist circuit (2017–2018)	Development of Junagadh—Gir Somnath—Bharuch-Kutch Bhavnagar—Rajkot—Mehsana in Gujarat	35.99	7.20
5.	Andhra Pradesh	Buddhist Circuit (2017–2018)	Development of Shalihundam Thotlakonda–Bavikonda Bojjanakonda–Amravati–Anupu in Andhra Pradesh	52.34	10.47

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

TABLE 14.2 *(Continued)*

S. no.	Name of the state	Name of state	Name of circuit and year of project	Amt. sanctioned in crores	Amt. released in crores
6.	Development of wayside amenities in Uttar Pradesh and Bihar (subscheme) (2018–2019)		Development of Wayside Amenities in Uttar Pradesh and Bihar at Varanasi–Gaya; Gorakhpur–Kushinagar; Kushinagar–Gaya–Kushinagar; Lucknow–Ayodhya–Lucknow in collaboration with MoRTH	19.75	0.00
Total				381.72	136.96

Source: Ministry of Tourism, Government of India.

14.3.4 UNDER PRASHAD SCHEME

TABLE 14.3 Scheme for Assistance under PRASAD.

S. no.	Name of the state	Name of city	Name of circuit and year of project	Amt. sanctioned in crores	Amt. released in crores
1.	Uttar Pradesh	Varanasi	Development of Varanasi 2015–2016	20.40	16.32
2	Andhra Pradesh	Amaravati	Development of Amaravati Town 2015–2016	28.36	22.69

Source: Ministry of Tourism, Government of India.

14.3.5 SCHEME FOR ASSISTANCE TO CENTRAL AGENCIES FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

TABLE 14.4 Scheme for Assistance under Infrastructure Development.

S. no.	Name of the state	Name of city	Name of circuit and year of project	Amt. sanctioned in crores	Amt. released in crores
1	Uttar Pradesh	Varanasi	Illumination of monuments in Varanasi/Sarnath (Dhamekh Stupa in Sarnath Chaukhandi Stupa in Sarnath, Tomb of Lalkan in Sarnath and Man Mahal in Banaras)	5.12	3.18

Source: Ministry of Tourism, Government of India.

Apple Academic Press Author Copy Non Commercial Use

14.4 BUDDHIST TOURISM AFTER COVID-19 PANDEMIC

India in general and Bihar in specific are severely affected by COVID-19 pandemic after its effects have been started in late March 2020. As a result of this, the international tourist arrivals have almost stopped to the Buddhists sites of Bihar, especially to Bodhgaya, which is the most important tourist destinations as far as Buddhist tourism is concern. Domestic tourists to these places are also severely affected because of travel restrictions inside India. International tourist flow particularly from south and southeast Asian countries has almost stopped because of COVID-19 pandemic causing the destination economically weak as hotels, restaurants, travel business; guide services are not getting any income due to less or no tourist arrivals. The new normal situation is getting more complicated due to the second and third waves of the Coronavirus disease causing an uncertainty of revival of travel and tourism business in the state of Bihar in specific, which is mainly dependent on religious tourist arrivals especially from Buddhist tourism perspectives.

14.5 NOTICEABLE FINDINGS OF THE STUDY AREA

- The study revealed that both domestic and foreign tourisms on this Buddhist circuit of Bihar have shown a positive sign of continuous development of tourism and done exceptionally well in the recent past, indicating that potential for growth of these destinations of Bihar in particular and India in general is very high that needs to be marketed properly.
- The study found that due to the seasonality factor, the visitor arrivals to Nalanda, Rajgir, Bodhgaya, and Vaishali is a major challenge that is affected negatively for the expansion potential, business viability, and sustainable employment creation on this popular Buddhist circuit for which strategies to be made to overcome these situations.
- The majority of domestic tourists cited spiritual/religious travel as the reason to visit the circuit especially to Bodhgaya, however, sites, such as Rajgir, Nalanda, and Vaishali, leisure and entertainment were cited by a large number of visitors.
- A large majority of international visitors traveled the circuit for spiritual/religious purposes. The exception was Nalanda and Rajgir,

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

where the majority said that leisure and entertainment are the main purposes of travel to these two destinations.

- The survey results indicate that domestic tourist mainly travel with their families and friends and that the Bodhgaya–Rajgir–Nalanda area is most sought after by domestic travelers, with nonreligious travelers having a particular interest in this area.
- In the case of international tourists, there is a clear distinction between packaged and nonpackaged travel movements, with packaged tours generally covering the wider circuit and nonpackaged (independent) circuit travelers focusing mainly on Bodhgaya. Similarly, the majority of nonreligious international travelers only visit Bodhgaya.
- Regarding length of stay, the study reveals that foreign tourists are staying longer in compare to domestic tourist. The average length of stay of most of the international tourists especially from Southeast Asian countries are 7–15 days and sometimes stretched up to 2–3 months maximum. However, in the case of domestic tourists, the average length of stay is 2–5 days. The study also revealed that tourists who availed package tours are staying longer than tourists who travel individually.
- The study shows that although BSTDC websites mainly focused on marketing Buddhist image in the state, it however is destination centric rather than a circuit development concept.
- The interpretation centers for visitors including the signage facilities are found to be in adequate in different tourist destination except for Bodhgaya.
- Employees in the hotel, restaurant, and travel industry operating in this circuit are found to less trained and not professionally qualified, which are the key to the success of any destination.
- Requirements like foreign language, food preferences, spirituals, and cultural habits are found to be some most important aspects for Buddhist tourists. But to avail these services at the destinations, there is no formal coordination between the local governmental body and the monasteries.
- The quality and availability of Indian tourist guides specializing in different languages like Thai, Korean, Japanese, Vietnamese, and others, in the Buddhist circuit are limited, may be because of pilgrimage nature of travel on this circuit. As a result, visitor interaction and interpretation are found to be limited or lacking.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

- There is clearly scope for a focused local awareness, skills training, and entrepreneurship development drive to maximize local economic and employment impact of the Buddhist circuit.
- While there is ample budget and tourist class accommodation on the circuit, there are no four- and/or five-star hotels. Attracting higher spending pilgrims and nonpilgrims will require improving hotel standards and stimulation measures should be considered.
- Many monasteries act as pilgrim accommodation facilities and because they are regarded as charities are exempt from taxes and duties. A study is required on the contribution of monasteries to local economies and to identify further opportunities for economic linkages.
- Seasonality is a major issue facing tourism businesses on the Buddhist Circuit of India in general and Bihar in specific. Foreign visitation statistics show that more than 60% of foreign travelers travel on this circuit during the 5 months period from November to March.
- Most of the tourists who visit these destinations do not obey the COVID-19 pandemic protocol prescribed by both the state and central government.
- Wearing of masks in public areas and at the gathering places are found to be missing among the domestic tourists causing vener-ability of spreading the corona disease at different destinations of Bihar.

14.6 SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

- The governments, private sectors, local community representatives, academe, and the media in the Buddhist heritage sites of the state of Bihar in coordination with the central government must create a separate working group to formulate and implement a clear-cut road map for the marketing and promotion of sustainable crossborder Buddhist heritage circuits and routes with different prominent Buddhist tourist destinations of the world.
- Currently, India is having a very good relation with Japan. Japan being the second largest Buddhist population and should also get India's attention. So to attract more tourist from Japan, India needs

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

to formulate a specific plan of action and strategies for Japanese tourist as the major source country of Buddhist travelers.

- Organizing regular conferences, seminar, and workshops in different forums should be held to communicate the road map to its publics, and report on implementation progress may help the state to market and promote Bihar as an effective Buddhist tourist destination.
- Creation of Tourist Police Task Force for ensuring safety and security of the tourist as well as providing sensitization campaign for women tourists including publishing these campaigns in different national and international forums is very much recommended to market and promote Buddhist tourism in Bihar.
- Efforts should be made to encourage travel trade partnerships by integrating marketing efforts with tour operators, guides, etc., and to include some new players like allied industries such as international hotel chains, airlines or credit card companies, and so on.
- Social networking sites like Twitter, Facebook, and others may be intensively used for reaching the marketing programs in order to reach out tech-savvy and young global population.
- Although the state has a tremendous potential for tourism but the state government has always given a second priority to this sector. So to market and promote Buddhist tourism in the state the role of the government is to provide better connectivity, accessibility, infrastructure, education, and training including conservation of monuments and heritage.
- For better marketing and promotion of Buddhist tourism in Bihar, special attention should be given to the implementation of different projects undertaken by the government, international, and national agencies, private sectors including different monasteries from south Asian countries who are helping in constructing a clear roadmap for south Asia including India.
- The tour operators must promote these destinations through television, movies, travel writings, print media, as well as organizing conference and seminar both at national and international levels to showcase these destinations for better marketing opportunities.
- A greater need for e-marketing facilities, publications, and distributions of information and materials and better coordination with other

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

source market countries are very much needed for marketing and promotion of Buddhist tourism in the state.

- For providing better hospitality services like accommodation, restaurants, fooding, and others for quality tourists, the entire Buddhist circuit of Bihar needs to invest a lot with the help of several national and international organizations. In this regard, the state government in coordination with central government must try to build a conducive environment for hospitality investments from all over the world and create more hospitality services in the state.
- Involvement of various specialized agencies and networks for marketing promotion and of these destinations by creating proper awareness about the importance of these places.
- Promoting cooperation amongst nations through establishing effective linkages of Buddhist heritage including the participation of all stakeholders in the development process and make this circuit a most favored destination in the regional and international markets.
- Regarding infrastructure development, the Ministry of Tourism, Government of India, should think of building a separate agency that will look after the conservation, preservation, connectivity, maintenance of the Buddhist heritage in India in general and the state of Bihar in specific for effective marketing and promotion of Buddhist tourism in Bihar.
- The role of Archaeological Survey of India (ASI) is very crucial in conservation and preservation of monuments in Bihar especially the Buddhist circuit. However, in most of the destination and signage and visitors information are limited.
- Government with the help of local administration should make the tourists aware as well as local people to wear masks and adopt all the rules and regulations set by them time to time to prevent the spread of the pandemic.
- Efforts should also be made by the government to curb mass travel and encourage alternative tourism practice to curb the corona pandemic in the state of Bihar.
- Sanitization of public areas including the temple premises also strongly recommended at the destination.
- Transport-related covid protocol should strongly be adopted by the travel agents and tour operators to make the destinations more safe.

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

14.7 CONCLUSION

Bihar has good potential for the development of tourism in the state. In the flood prone and minimum opportunities for other industries, tourism could be the best option for economic growth and employment generation in the state. There is a need to minimize the hurdles which come in the way for developing tourism in the state and also minimize threats by developing good governance. Many destinations in the state are still unexplored and reason behind is infrastructure problem. Lack of adequate infrastructure deprives them from fulfilling their desire of leisure and the major hurdles for which the Buddhist circuit of Bihar is not marketed and promoted properly in front of the world community are the issue of accessibility in form of expansion and modernization of airports and railway networks, road network to these destinations. Lack of quality hotel accommodation with better food facilities, underdeveloped tourist experiences including lack of basic wayside amenities and unstructured marketing strategies both in terms of international and domestic perspective are some of the biggest issues and challenges the state has to overcome so as to develop, market, and promote Bihar as a perfect Buddhist tourist destination.

The state government in coordination with the central government must take appropriate measures to make these destinations more safe in terms of spreading corona pandemic so that in future both the domestic as well as international tourist flow to these Buddhist destinations will increase slowly to make these destinations more sustainable as well as economically viable for both promoting and marketing these Buddhist tourist destinations of Bihar.

KEYWORDS

- **COVID-19**
- **Japan International Cooperation Agency (JICA)**
- **Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)**
- **United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)**
- **golden triangle**

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

REFERENCES

Bakshi, S.; Chaturvedi, R. *Bihar Through the Ages*; Sarup & Sons: New Delhi, 2007; pp 1, 2–5.

Buhalis, D. Marketing the Competitive Destination of the Future. *Tour. Manage.* **2000,** *21* (1), 97–116.

Chaudhary, M. India's Image as a Tourist Destination—a Perspective of Foreign Tourists. *Tour. Manage.* **2000,** *21* (3), 293–297.

Cox, C.; Wray, M. Best Practice Marketing for Regional Tourism Destinations. *J. Travel Tour. Market*. **2011,** *28*, 524–540.

FICCI Report on Tourism Infrastructure: The Role States Play; Prepared by Ernest and Young, 2015.

Geary, D. Destination Enlightenment: Branding Buddhism and Spiritual Tourism in Bodhgaya, Bihar. *Anthropol. Today* **2008,** *24* (3), 11–14.

Geary, D. Incredible India in a Global Age: The Cultural Politics of Image Branding in Tourism. *Tourist Stud.* **2013,** *13* (1), 36–61.

Geary, D. India's Buddhist Circuit(s): A Growing Investment Market for a "Rising" Asia. *Int. J. Religious Tour. Pilgrimage* **2018,** *6* (1), 47–57.

Government of Bihar. *Economic Survey 2013–14*; Finance Department, 2014.

Government of India. *India Tourism Statistics at a Glance 2013*; New Delhi: Ministry of Tourism, 2014.

http:// destinationreporterindia.com/2018/ boost for Buddhist tourism India: awaits for golden tickets.

http://www.bihartourism.gov.in/data/2010%20&%202011&2012.pdf.

http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/ (from www.buddhanet.net)

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/

Hudson, S.; Ritchie, B. Branding a Memorable Destination Experience—The Case of 'Brand Canada'. *Int. J. Tour. Res*. **2009,** *11*, 217–228.

Incredible India. Tourism Statistics at a Glance 2008, Market Research Division, Ministry of Tourism, Government of India, New Delhi, 2009.

Indian Horizons, 2010. www.buddhisttoursindia.com/four-scared-buddhist-sitesindia.html (accessed May 19, 2010).

Kant, A. *Branding India: An Incredible Story*; Harper Collins: Noida, 2009.

Kumar, R. B. Buddhist tourism in India: a conceptualization, 2006.

Kumar, V. Role of Indian Railways to uphold Buddhist Tourism in India. *Int. Res. J. Com. Arts Sci.* **2017,** *8* (11), 152–163. ISSN: 2319–9202.

Morgan, N. J.. Destination Branding and the Role of the Stakeholders: The Case of New Zealand, 2003; pp. 886–901.

Rahman, A. Md. Marketing of Bihar Tourism—A Buddhist Destination Transforming to Leisure Destination. *Scholar. J. Busi. Admin.* **2012,** *2* (8), 112–122.

Samadhi, T. N.; Tantayanusorn, N. Reinventing Religious Land as Urban Open Space: The Case of Kuang in Chiang Mai (Thailand). *Habitat Int.* **2006,** *30* (4).

Sarkar, C. India's Image Poor. *The Tribune*, Aug 3, 1997. In Chaudhary, M. India's Image as a Tourist Destination a Perspective of Foreign Tourists. *Tour. Manage.* **2000,** *21* (3), 293–297.

Sen, C. K. Buddhist Pilgrimage, Subang Jaya Buddhist Association, Majujaya Indah Sdn. Bhd., Malayasia, 2001.

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

Sen, D. N. Sites of Rajgir Associated with Budda and His Desciples. *J. Bihar Res. Soc.*, Buddha Jayanti Special issue, **1956,** *1*.

Shinde, K. Visiting Sacred Sites of India: Religious Tourism of Pilgrimage? In *Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective*; Raj, R., Morpeth, N. D., Eds.; CAB International: Oxfordshire, 2007; pp 184–197.

Sinha, J. P. Role and Contribution of Buddhism in Promoting Tourism in Bihar: A Socio-Historical Perspective. *Int. Res. J. Manage. Sci. Technol. IRJMST* **2016,** *7* (12), 482–493. ISSN 2250–1959 (online).

Timothy, D.; Olsen, D., Eds. *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*; Routledge: London, 2006.

UN ESCAP. *Promotion of Buddhist Tourism Circuits in Selected Asian Countries, ESCAP a Tourism Review No. 24*; United Nations: New York, NY, 2003.

Wahab, S.; Cooper, C. *Tourism in the Age of Globalisation*; Routledge: London, 2001.

Wang, N. Itineraries and the Tourist Experience. In *Travels in Paradox: Remapping Tourism*; Adams et al., Eds.; Rowman & Littlefield: Lanham, 2006; pp 65–76.

Apple Academic Press

Author Copy

Non Commercial Use

Index

A

Air transport and tourism, 65
Alternative tourism and excursion destination, revisiting
  constraints for, 109
  COVID-19 pandemic and tourism
    conceptual model of, 102
  data analysis and discussion, 106, 108
  India, same-day visit or excursion program
    scope of, 102–105
  international tourist arrivals, 100
  literature, review, 99
    Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI), 101
  methodology, 102
  new product development, 106
    tourism typology with, 107
  objectives, 101
  package tour formulation, 108
  tourism product formulation, new model of net realizable value (NRV), 105
Atlantic city, New Jersey, 7–8
  ADR, 9, 11–12
  occupancy rate, 9
  public policy response, 8–9
  REVPAR, 9, 11–12
  room revenue, 9, 11–12
Australia's Higher Education Standards Framework 2015, 113

B

Bhoga Mandap, 192
Buddhist tourism
  after COVID-19 pandemic, 225
  important sites in India, 221
  literature, review of, 209
    Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC), 216–217
    central government/state government, 212–213
    government role in promotion, 210–212
    industry professionals, role, 217–223
    regional connectivity, government role, 212
    state government in promoting, 213–216
  objectives, 208–209
  research methodology
    data source, 209
  scheme for assistance
    infrastructure development, 224
    PRASAD, 224
    SWADESH DARSHAN, 223–224
  studies, findings, 225–227

C

COVID-19
  Atlantic city, New Jersey, 7–8
    ADR, 9, 11–12
    occupancy rate, 9
    public policy response, 8–9
    REVPAR, 9, 11–12
    room revenue, 9, 11–12
  Buddhist tourism, 209, 221, 225
    Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC), 216–217
    central government/state government, 212–213
    challenges, 193–194, 194–195, 195–196, 201
    government role in promotion, 210–212
    industry professionals, role, 217–223
    objectives, 208–209
    regional connectivity, government role, 212
    research methodology, data source, 209
    scheme for assistance, 223–224, 224
    state government in promoting, 213–216
    studies, findings, 225–227

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

case study analysis, 6–7
challenges
book, 194–195
journals and magazines, 195–196
prasad, 201
temple food, 193–194
data analysis, 198
sociodemographic profile, 199–200
findings, 201
temple food, promotion of, 202
flight shaming contestation movements
energy production, 54–55
environment and social capital, 55–59
globalization and new technologies, 52
greenhouse gas emissions, 54–55
international tourist arrivals, 53
natural resources, management, 53–54
waste and wastewater management, 55
growth, 52
limitations of, 203–204
Oahu, Hawaii, 12
ADR, 16–17
occupancy rate, 15
public policy response, 13–14
recovery and innovation, 18
REVPAR, 16–17
room revenue, 16–17
objectives, 196–197
Orlando, Florida, 18–19
ADR, 21–23
occupancy rate, 21
public policy response, 20–21
recovery and innovation, 24
REVPAR, 21–23
room revenue, 21–23
pandemic and tourism
conceptual model of, 102
research framework and methods, 2–6
research methodology
data source, 197
database, 198
pilot study, 197
sampling plan, 197
tools used for sampling, 198
suggestions and recommendations, 202–203
world trades and tourism, 59–60
air transport field, 62
behavioral changes, 62–63
communication, 63
financial consequences, 61–62
technological progress, 63–64
Crisis management, 73

D

Data analysis, 153
buy expensive eco-friendly packages, 158
eco-friendly packages and preference, 159, 160
educational qualification and awareness, 154
educational qualification and willingness, 156, 157
income and awareness, 155, 156
occupation and awareness, 154–155, 157

F

Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH), 177
Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI), 101
Forest Act, 1865 (Act VIII of 1865), 179

G

Global Economic Crisis of 2009 (UNWTO, 2020), 136
Green tourism, consumer awareness
ability and desire, 152
business houses and industries, 151
business strategies, 152
data analysis, 153
buy expensive eco-friendly packages, 158
eco-friendly packages and preference, 159, 160
educational qualification and awareness, 154
educational qualification and willingness, 156, 157
income and awareness, 155, 156
occupation and awareness, 154–155, 157
environmental harmony, 151
hypothesis, 153

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

objectives, 152
research methodology
primary and secondary data, 153
sampling design, 153

H

Herfindahl–Hirschman Index (HHI), 91, 96

I

Indian tourism business amid, COVID-19 pandemic
crisis management, 73
economic implications of, 71
enormity with, 74
findings and discussion
cascading effect, 74
FTA, 76
international tourist arrivals, forecast, 75
inherent understanding, 73
literature review
risk element, 71–72
methodology, 74
tourism revenue in India, 77
International Union for Conservation of Nature (IUCN), 180

J

Job advertisements, 112
Jobs in tourism, 136–137

K

Kruskal–Wallis test, 45

M

Mass tourism, COVID-19 impact
discussion and conclusion
air transport and tourism, 65
communication, 66
crisis, 64
inhabitants, 66
think global connectivity, 65
tourist offer, 65
flight shaming contestation movements
energy production, 54–55
environment and social capital, 55–59
globalization and new technologies, 52
greenhouse gas emissions, 54–55
international tourist arrivals, 53
natural resources, management, 53–54
waste and wastewater management, 55
growth, 52
world trades and tourism, 59–60
air transport field, 62
behavioral changes, 62–63
communication, 63
financial consequences, 61–62
technological progress, 63–64

N

Naivedya, 193
Nata Mandap, 192
Net realizable value (NRV), 105
New world during COVID-19
attributes and skills
numbers and percentages of occurrence, 124
Australia
employability skills, cluster analysis, 125–126
job positions for, 128
Australian Tourism 2020 Plan, 113
country wise
elements of personal attributes, 125
DEST
broad categories, 123
employability framework, 124
employability skills, 115–116
frameworks, 117–118
industry sector (IS), 114
job descriptions
content analysis of, 119
literature review, 115
methodology, 120–121
national segment (NS), 114
personal attributes, 124
results, 121
categories and subcategories, 122–123
SG United Traineeships Program, 113
Singapore
employability skills, cluster analysis, 126–127
food and beverage department, 128

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

government, 113
job positions for, 128
top employability skills, 130

O

Oahu, Hawaii, 12
ADR, 16–17
occupancy rate, 15
public policy response, 13–14
recovery and innovation, 18
REVPAR, 16–17
room revenue, 16–17
Orlando, Florida
ADR, 21–23
occupancy rate, 21
public policy response, 20–21
recovery and innovation, 24
REVPAR, 21–23
room revenue, 21–23

P

Pandemic 2020 and its effects
data and facts, 178
European countries, 176–177
Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH), 177
medical and wellness tourism, 177–178
medical tourism industry, 178
Sundarbans, 178
area, 180
Bakkhali and Fresergunj beaches, 181
British government, 179–180
Burirdabri Watchtower, 181
COVID-19 virus, deeply affected poor people, 185–188
Divisional Forest Officer, 180
Forest Act, 1865 (Act VIII of 1865), 179
human settlements, 179
International Union for Conservation of Nature (IUCN), 180
livelihood analysis, 181–185
Panthera tigris, 181
Protected Forest, 179
Pandemic effects, greener recovery
jobs in tourisim, 136–137
mechanism for
new normal, 142
post-crisis recovery, 142
objectives, 137
recovery and restart, inclusive participatory approach, 137
biodiversity conservation, 139
circular economy, 140
climate change, 139–140
government and finance, 140–142
public health, 138
social inclusion, 138–139
resilience, 143–144
smart tourism, 145
TALC (Tourism Area Life Cycle) model, 143–144
tourism, 143
virtual tourism, 144
Posadas group
DATATUR hotels, 89
final transformation, 82
global panorama, 83
hotel occupancy data, 89
hotel, chains, 90
industry without chimneys, 84
lodging, current situation, 90
low tourist activity, 88
main tourist destinations, 85, 86
market differentiation, 92–94
market structure and concentration index
Herfindahl–Hirschman index (HHI), 91
national panorama, 87
occupation nationwide, percentage, 87, 88
OMT Panorama of International Tourism 2017, 85
Rooms at National Level 2018, 89
Puranas, 192

Q

Quality dimensions, tourist perception
hypothesis, 41
measurement of, 47
methodology, 41–43
result and discussion
hotels, service quality of, 43–44
service quality dimensions, 45

Apple Academic Press Author Copy
Non Commercial Use

study, 41
testing differences, 46

S

SARS-CoV-2 virus, 135
Somavanshi rulers, 192
Sundarbans, 178
area, 180
Bakkhali and Fresergunj beaches, 181
British government, 179–180
Burirdabri Watchtower, 181
COVID-19 virus, deeply affected poor people, 185–188
Divisional Forest Officer, 180
Forest Act, 1865 (Act VIII of 1865), 179
International Union for Conservation of Nature (IUCN), 180
livelihood analysis, 181–185
Panthera tigris, 181
Protected Forest, 179

T

TALC (Tourism Area Life Cycle) model, 143–144
Tourism happiness index
data analysis and interpretation, 32
factorial structure, 35
literature review, 30–31
Pearson's correlation coefficient, 34
questionnaire, 33–34
research methodology, 31
research questions, 30
structural equation modeling, 36
studies, 31
Tourism, COVID-19 impact
Atlantic city, New Jersey, 7–8
ADR, 9, 11–12
occupancy rate, 9
public policy response, 8–9
REVPAR, 9, 11–12
room revenue, 9, 11–12
case study analysis, 6–7
Oahu, Hawaii, 12
ADR, 16–17
occupancy rate, 15
public policy response, 13–14
recovery and innovation, 18
REVPAR, 16–17
room revenue, 16–17
Orlando, Florida, 18–19
ADR, 21–23
occupancy rate, 21
public policy response, 20–21
recovery and innovation, 24
REVPAR, 21–23
room revenue, 21–23
research framework and methods, 2–6
Tourismophobia, 53

U

Uttar Pradesh (UP) Tourism Policy 2018, 164
assessment of, 165
B&B scheme launch, 169
career, 168
Central Ministry of Tourism, policy and provision, 169–170
emphasis and push to ecotourism, 167
female tourists, safety of, 166
financial investments, 167–168
financial plan, distribution of, 166
financial support, 169
funding and development, 170–171
hotels, 166–167
local craftsman, promotion, 168
national parks and wildlife sanctuaries, audiences, 167
startups, financial support, 168
technological transformation
marketing and promotion, 172
niche/special interest tourism, 172
tourism development, area of
community participation, 171–172
tourism potential of, 165
tourism practices
destination improvement, 171

V

VRIO (Value, Rarity, Inimitability, Organization), 81

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Domestic Tourism and Hospitality Management

Issues, Scope, and Challenges amid the COVID-19 Pandemic

This timely book presents a unique collection of "new normal" trends, issues, and challenges of tourism and hospitality management and practices from the perspective of the COVID-19 pandemic. It features empirical contemporary research and case studies that incorporate a bottom-up approach from survival to revival of the travel and tourism industry around the world amidst the pandemic.

With a selection of revealing case studies, the volume addresses a number of pandemic-related tourism issues. It looks at the impact of the pandemic on tourism-dependent economies and businesses as well as government responses in tourism-dependent cities and regions, including the US, India, Mexico, Australia, and Singapore. The book includes recommendations for ensuring a sustainable post-crisis recovery for the air-transport and tourism fields; new planning strategies for new tourism products and packages; discussions of software to determine employability skills for jobs in tourism, hospitality, and events; and more.

ABOUT THE EDITORS

Debasish Batabyal, PhD, teaches travel and tourism management at the Department of Travel and Tourism, Amity University, Kolkata, West Bengal, India. His areas of research include e-tourism, sustainable tourism and social solidarity economy, and destination development and planning. He has written and edited books with reputed international publishing houses and has published research articles in internationally reputed journals of social science. He has also co-authored a chapter in the District Human Development Report (UNDP and Govt. of West Bengal) and District Gazetteer Report (Govt. of West Bengal). In recent times, he has been awarded ILO's South-South Triangular Cooperation (SSTC) scholarship to participate in the 11th Social and Solidarity Economy Academy in Madrid, Spain.

Dillip Kumar Das, PhD, is Associate Professor and Head of the Department of Tourism Management, The University of Burdwan, West Bengal, India. He also was formerly affiliated with Sikkim Central University, Gangtok, India. The author has 20 years of teaching experience in business programs and more than 13 years of research experience. Dr. Das has published many research papers in reputed national and international refereed, peer-reviewed journals and proceedings and has edited several research handbooks. Dr. Das has also published a textbook on tourism management. His areas of research include eco-tourism, tourism impact studies, travel agency management, and international air fare and ticketing.

ISBN: 978-1-77491-056-6
90000
9 781774 910566

AAP APPLE ACADEMIC PRESS
www.appleacademicpress.com

Apple Academic Press
Author Copy
Non Commercial Use

Social Anxiety

A Challenge to Education in Covid-19 Pandemic Situation

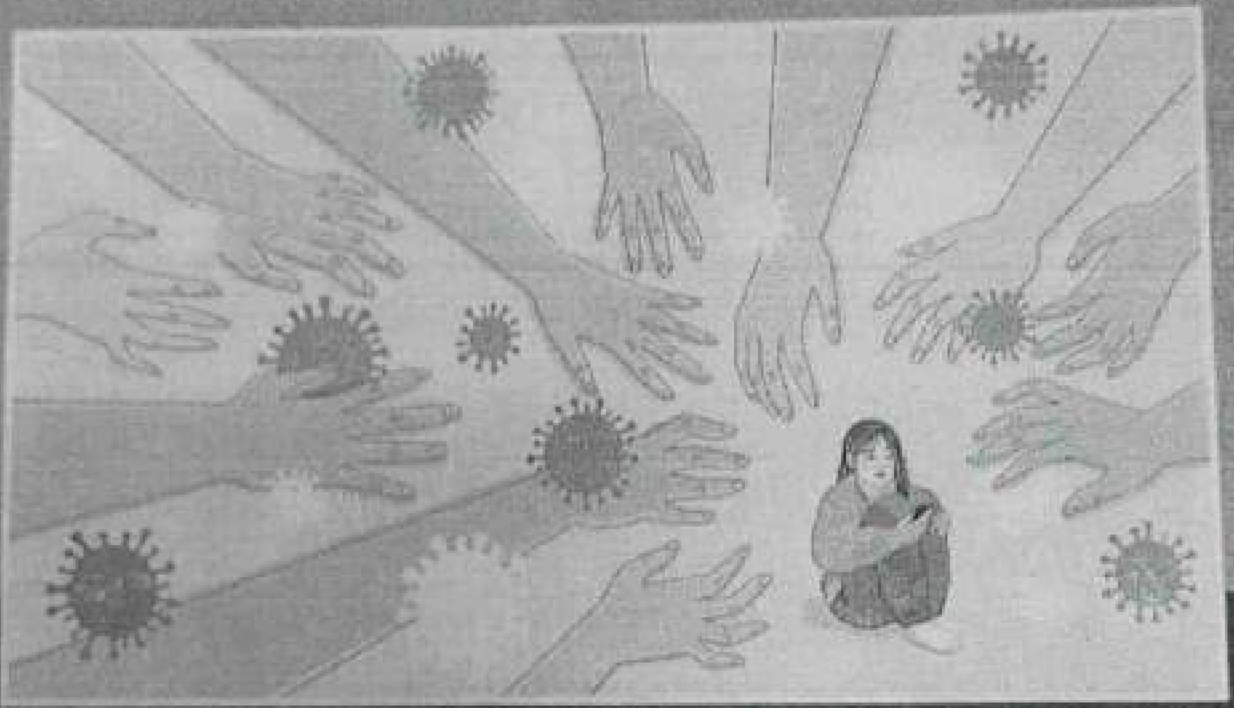

Editors

Dr. Manikanta Paria & Dr. Arun Maity

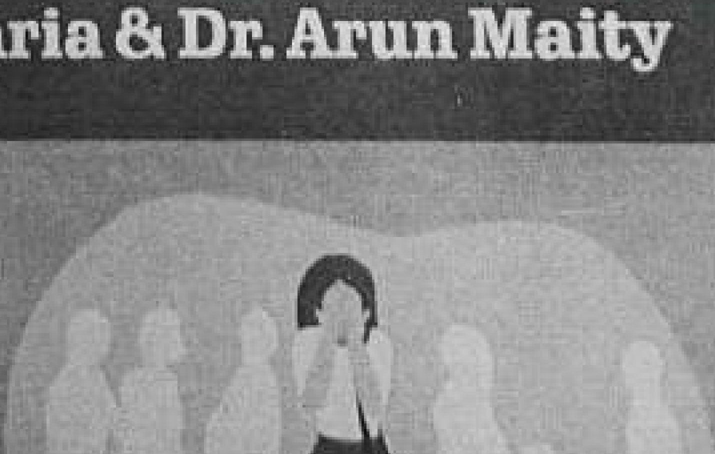

Kharagpur Vision Academy
(B.Ed & D.El.Ed College)

Published by:
KUMUD PUBLICATIONS
K-129, 3-1/2 Pusta Main Road,
Gautam Vihar, Delhi -110053,
Mob.: 9811281638 , 9953918120
Email: kumudbooks@gmail.com
Website: www.kumudpublications.com

Social Anxiety: A Challenge to Education in Covid-19 Pandemic Situation

First Edition 2022

ISBN 978-93-92023-28-6

All rights reserved no part of this work may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publishers.

Printed in India:

Published by Rajesh Yadav for Kumud Publications, Delhi - 110053, Laser Typeset by *Gurpal Computers* (Amandeep Singh), Delhi Printed at Deepak Offset Printers, Delhi - 110093.

Contents

Foreword vii
Preface ix
Messages xi-xix
Acknowledgement xxi
List of Contributors xxiii
1. Covid-19 Creats Panthophobia 1
Focal Theme:- Social Anxiety-A challenge to Education in Covid-19 Pandemic Situation
Sub-theme: Sociological Changes in Covid-19 Pandemic Situation
Dr. Bhabesh Pramanik and Mr. Dhirendranath Ghosh
2. Social Anixety-A Challenge To Education in Covid-19 Pandemic Situation 15
Dr. SK. Md. ALI & Tanmoy Basak
3. Sociological Changes –A New Life Style in Covid -19 Pandemic Situations 21
Mr. Susovan Pradhan & Mr. Amit Adhikari
4. Perception Of Sociological Changes Incovid-19 Pandemic Situation 27
Mr. Asis Manna & Mr. Amit Adhikari
5 Sociological Changes in Covid-19 Pandemic Situation 40
Mr. Susanta Sahoo

Uniform curriculum Structure for 2 Year B.Ed. Programme in West Bengal

Course-XI
Semester-IV

WORK and VOCATIONAL EDUCATION

Dr. Bhabesh Pramanik

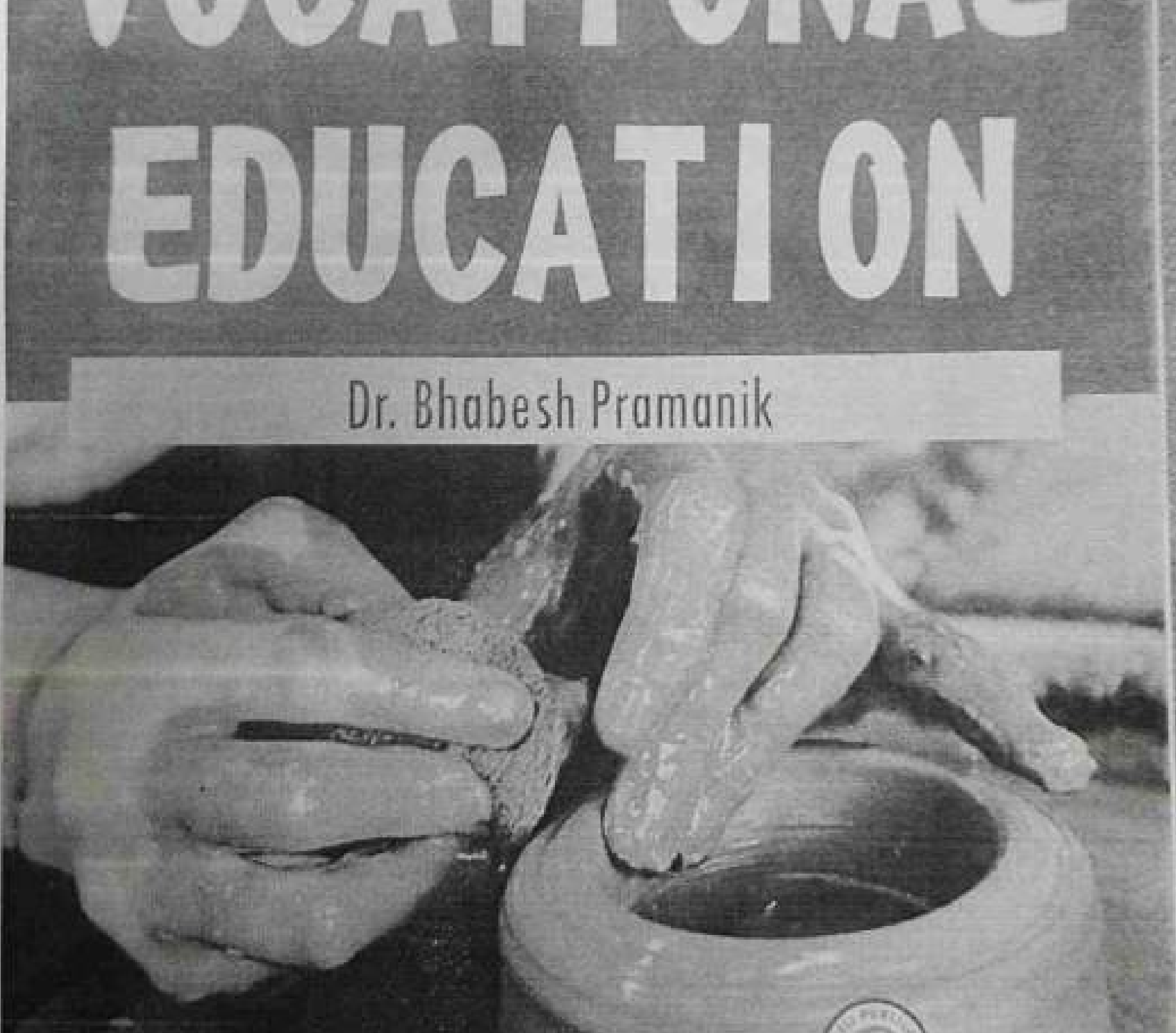

AAHELI PUBLISHERS®

Published by:
Asim Kumar Mahanti • Debabrata Sarkar

Aaheli Publishers
5/1, Ramanath Majumdar Street, Kolkata-700009
E-mail: aahelipublishers04@gmail.com
Website: www.aahelipublishers.in

Copyright : Author & Publishers

First Published : May, 2023

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electroni or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the author, except where permitted by law.

Type Set by :
Aaheli Publishers
5/1, Ramanath Majumdar Street, Kol-9

Printed at:
Anita Enterprise

Price : 220.00

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

প্রাচীন থেকে আধুনিক

সম্পাদক : কৃত্তিবাস দত্ত

Indian Political Thought: Ancient to Modern

Edited by Krittibas Datta

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ২০২২

© সম্পাদক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও ডিস্ক, প্লেট, পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-93-94744-26-4

এভেনেল প্রেসের পক্ষে সুভাষনগর, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান থেকে অঞ্জন সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : avenelindia@gmail.com ; avenelpress34@gmail.com
Website : www.avenelpress.in

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

অক্ষর বিন্যাস : আর. ডি. কম্পিউটারস্

সূচিপত্র

১. প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও তার ইতিকথা ১৯

—ড. কল্যান কুমার সরকার

২. মনুর সামাজিক বিধিসমূহ ৩২

—লক্ষন ভট্ট

৩. মহাভারতের শান্তিপর্ব: রাজতন্ত্র এবং রাজধর্মনীতি ৪৪

—কেশব বর্মন

৪. কৌটিল্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব ৫৬

—ড. রুদ্র প্রসাদ রায়

৫. বৌদ্ধ ধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তা ৬৯

—মৌসুমী গুহ

৬. প্রাক রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে প্রথম রাষ্ট্র সংগঠন ৭৯

—অক্ষয় দত্ত

৭. মধ্যযুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৮৬

—মহ: আলফারুক সেখ

৮. জিয়াউদ্দিন বারানীর রাষ্ট্রচিন্তা ১০৫

—কৃত্তিবাস দত্ত

৯. মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় শেখ আবুল ফজেরল অবদান ১২২

—ইব্রাহিম শেখ

১০. কবীর: সমম্বয়বাদ ও রাষ্ট্র চিন্তা ১৩৫

—সামিউল মণ্ডল

কবীর: সমন্বয়বাদ ও রাষ্ট্র চিন্তা

সামিউল মণ্ডল

ভূমিকা : মানব সভ্যতার মধ্যে যখন অন্ধ গোঁড়ামি বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং তাদের ওপর অত্যাচার ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে তখন এমন একজনের আবির্ভাব ঘটে যে মানব সভ্যতাকে সেই গণ্ডি থেকে বের করে মুক্তির পথ দেখায়। মধ্য যুগীও ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের উৎকৃষ্টতা প্রমাণের চাপে ভারতীয়দের ধর্ম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যাবস্থা মানুষের সুখ-শান্তির পথে অন্তরায়, এমন সময় একজনের আগমন মধ্য যুগের ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার জগতেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, তিনিই হলেন কবীর। তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন স্বামী রামানন্দর কাছে। এই রামানন্দের প্রচেষ্টায় ভারতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এক উদার ধর্মের প্রচলন হয় এবং সব ধর্মের গোঁড়ামি কে দূর করার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর শিষ্য হিসেবে কবীরও সমকালীন সমাজের ধর্ম রাজ্যে জমে থাকা মলিনতা কে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনী: কবীরের জীবন কাল সম্পর্কে তেমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য না থাকায় তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু রচনা থেকে তাঁর জন্ম কাল বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে, তিনি স্বামী রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। সেই সময় দিল্লির শাসক ছিলেন সুলতান সিকান্দার লোদী। তিনি মহম্মদ বীন তুঘলক এর রাজধানী স্থানান্তরের ও সাক্ষী ছিলেন। এই সমস্ত বিষয় গুলো মাথায় রেখে বলা যেতে পারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতানি আমল ছিল তাঁর জীবনকাল।

একদল বিশেষজ্ঞের মতে কবীর এর জীবনকাল ছিল ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ (১২০ বছর) অর্থাৎ তিনি দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। তবে মতান্তরে অনেকে বলেছেন কবীরের জীবনকাল ছিল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ (অর্থাৎ ৭৮ বছর)। আবার আরেকদলের মতে সময়টা

INDIA & IDENTITY

SOME REFLECTIONS

DR. FIROJ HIGH SARWAR
BISWARUP GANGULY

BlueRose ONE

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dr Firoj High Sarwar & Biswarup Ganguly 2023

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-5989-833-9

Cover design: Muskan Sachdeva
Typesetting: Rohit

First Edition: December 2023

For all those noble historians who have laid the foundation of writing true & unbiased history of India

Issue. VI; Gupta, Ishan. "Mob Violence and Vigilantism in India," *World Affairs: The Journal of International Issues*, vol. 23, no. 4, 2019, pp. 152–72

15. Apoorvanand. "India's 'love jihad' laws: Another attempt to subjugate Muslims", *ALJAZEERA*, 15 January, 2021
16. "Kashmir issue one of Modi govt's biggest failures: Congress", *Times of India*, June 17, 2018; "Has India's Kashmir policy under Modi failed?", *ALJAZEERA*, 15 June 2022
17. Dutta, Antara. "Bordering Assam Through Affective Closure: 1971 And the Road to The Citizenship Amendment Act Of 2019", *Asian Affairs*, Volume 53, 2022; Das, Bhargabi. "NRC, 'Jatiyotabaad' and Citizenship Crisis in Assam", *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*: 30, 2023; Ghoshal, Anindita. "The journey from "migration certificate" to "citizenship card": Livelihood, demography and changing identities in post-1947 Assam". *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*: 36, 2020, pp. 73-90
18. Hanchinamani, Bina B., "Human Rights Abuses of Dalits in India", *Human Rights Brief*, Vol. 8, Issue, 2, 2001, pp. 15-29
19. Varshney, Ashutosh. "Contested Meanings: India's National Identity, Hindu Nationalism, and the Politics of Anxiety," *Daedalus*, vol. 122, no. 3, 1993, pp. 227–61
20. *The Hindu*, August 18, 2014

Contents

Acknowledgements .... *iv*
Foreword .... *v*
Preface .... *vii*

1. **Emergence of Indian Diaspora: A Historical Review** 1
   Dr. Indra Kumar Mistri
2. **Muslim Women in India: Political Participation and Challenges** 10
   Md Jamirul Islam
3. **Gender Identity in Contemporary India: A Case Study of Transgender** 20
   Benazir Rahaman
4. **Religion and Society in India: A Historical Perspective** 32
   Alampik Debbarma
5. **Anti-CAA and NRC Movement in India: A Means of Making Identity of Muslim Women** 45
   Jisan Sarowar & Dr. Sawpna Khatun
6. **Ethnography of Brass Casting Technology of Koitara in Burdwan District: A Traditional Metal Casting Identity of Bengal** 60
   Milan Chandra Roy
7. **Women Empowerment: Perspective of Political Participation in India (1950-2019)** 79
   Dr. Bikash Das
8. **Function of Political Parties in Modern Democracy: A Study of India** 91
   Animesh Chowdhury & Sujoy Pal

9. **Indigenous Scientist and the Struggle for Identity in Colonial India** 105
Mohiuddin Shaikh

10. **Western Sciences in Colonial India: An identity of Modernity** 120
Ersad Ali

11. **Sir Mohammad Azizul Huque: A Charismatic Muslim Man of Bengal** 128
Dr. Kutubuddin Biswas

12. **Islam and the Quest for National Identity: A Critical Study** 141
Kamal Hasan

13. **Bodo Language: A Case of Fading Identity** 150
Anusree Kundu

14. **The Local Dialects of Murshidabad: A Study of Distinct Linguistic Identities** 172
Tawsif Ahmed

15. **Queer Liberation and Assimilation in India: Navigating Historical Contexts and Contemporary Challenges** 181
Swakshadip Sarkar

16. **Forest and Tribal Life of Central India: Interpreting Manoranjan Byapari's Novel Annya Bhuban** 194
Ismail Sarkar

17. **Social Philosophy of Indigenous Kurmi (Kudmi) Community of India** 205
Dr. Dhananjoy Mahato

18. **Status of Women and The Women's Liberation Movement in Nineteenth Century India: A Historical Analysis** 216
Manas Kumar Das

19. **Sir Syed Ahmad: Plural Identity of India with its Relevance in Modern Times** 226
Md Sahel Mondal

20. **Hindutva in the Post-Truth Era: Electoral and Non-Electoral Narratives** 237
Reshmi Biswas & Suranjana Mitra

21. **Negative Identity of Indian Party Politics: A Study** 251
Biplab Mondal

22. **Amavati Ritual: A Mass Cultural Identity of Chotonagpur Region** 261
Santosh Mahato

23. **Exploring the Role of Women's Print Media in the Indian Nationalist Movement: A Study of Select Women's Magazines in Colonial India** 267
Obaidul Hoque

24. **Politics of Identity and Recognition of the Adivasis of North Bengal** 280
Raja Lohar

25. **Gopalchandra Chakraborty in the Light of Aurobindo Ghosh's Spirituality: A New Direction to the Ushagram Development Center** 290
Tonmoy Dey

26. **Female Characters of Vyasa's Mahabharata: A Study on Motherhood in Ancient Indian History** 303
Shantanu Das

27. **Contemporary Communal and Identity Politics in India: An Evaluation from Historical Perspective** 312
Nandita Das

28. Exploring the Secularism of India: A Historical and Contemporary Analysis 324
Md Hashim Saikh & Ibrahim Sk

29. The Pioneer of Duars' Education System Sri Satyendra Prasad Roy: A Review 337
Soumyadipta Sinha

30. Democratic Decentralization & Good Governance in India: A Comparative Study 345
Prasanta Adhikary

31. India-Myanmar Bilateral Relations: A Historical Analysis and Future Prospects 358
Md Rajibul Islam

32. The Role of Internet and Mass-Media in the Transformation of Bengali Culture: An Overview ... 373
Papia Biswas

33. Women from the Pit of Subjugation to the Sunrise of Freedom: Rokeya Begum Shakhawat Hossain, B. Amma and Khairunnesha 382
Arindam Mandal

34. Post-Modern Feminist Authors of Indian and Their Feminism Conscience of Composing: A Study...... 395
Md Manzar Reza

35. The Covid-19 Pandemic: Impact on Accredited Social Health Activist (Asha) Workers in Darjeeling District 404
Yangji Tamang

36. Physical Features and Settlement of Coochbehar: A Distinct Geographical Identity of West Bengal 411
Md Ajijur Rahaman

37. Identity Formation of Women in Ancient India: A Review 422
Pipasa Kundu

38. Bengal to the Outside World: The Role of Sultan Ghiyas Uddin Azam Shah 432
Md Sk Maruf Azam

39. Basanti Devi: A Woman Activist of Manbhum's Quit India Movement 441
Tapas Mahato

40. Challenges Towards Muslims Political Identity in India in 21st Century 448
Dr. Md Zaharul Hoque

41. The Story of Anurupa Devi: Woman's Struggle for Self-Identity Through the Idea of Creation 456
Mousumi Singha

42. Murshidabad During Anti-Partition & Swadeshi Movement: A Study 472
Prosenjit Das

43. Feminism - Voice of 'Others' in Indian Perspectives 482
Ramkrishna Das

44. Indian Public Library: A Gateway Towards Women Empowerment 490
Chinmoy Ghosh

45. Computer and Teacher of Higher Secondary Education: A Study of New India........ 501
Dr. Tafajul Hoque

46. Lifelong Learning and Rapid Social Change: A New Identity of India........ 509
Saidul Islam & Md Kausar Hossain

47. Role of Educational Technology in Shaping Indian Society 525
Binita Bhakat

Status of Women and The Women's Liberation Movement in Nineteenth Century India: A Historical Analysis

Manas Kumar Das

Feminism has become an important topic in the study of modern history. The wave of feminism that started in Europe in the late 18th century also hit India.[1] Under its influence, the wave of women's liberation movement came in India at the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century. Surprisingly the movement was started by the menfolk. In this context the names of Keshav Chandra Sen, Raja Radhakanta Dev, Rammohan Roy, Ishwarchandra Vidyasagar, etc. deserve to be mentioned. Gradually, few Indian women emerged as the torch bearer of this movement. Pandita Ramabai and Tarabai Sinde, Begum Rokeya Sakhawat Hossain, Begum Sharifa Hamid Ali, Sabitribai and others have made important contributions in establishing women's education and dignity during 19th century.[2] As a result of their long movement, today women have been able to gain their rights to a large extent.

In order to review the position of women in India in the 19th century, it is necessary to have a clear understanding of one thing that all the social evils prevailing in the society made the life of the women miserable.[3] They were closely related to each other and bound in the minds of the people in such a way that they were not possible to remove from the society. The ending was not easy. Because in the 11th century, according to the Kaulinya tradition, introduced by the Sena king Ballal Sen,[4] the daughter of a noble Brahmin family had to be married to a noble Brahmin to protect their lineage or prestige. Otherwise, he would have been exiled. So, to protect the kalpita clan, the

fathers of marriageable daughters were forced to marry more than one daughter to the same noble man if they did not find a suitable husband. Even with the dying noble Brahmin, the marriage of a child daughter protected their own clan.[5] Poet Satyendanath Dutta in his poem 'Sahmaran' satirizes this system and wrote, "The noble father threw the old man into the neck of the clan." In many cases, the 'noble pot' did not even have the ability to put a piece of vermilion on the daughter's forehead. Naturally, the marriage of this 80–85-year-old man with his 8–10-year-old daughter would soon bring a curse to her life. As a result, on the one hand, as the number of child widows continues to increase in the society, the practice of polygamy grows like an evil wound in the society. Even at that time some noble brahmins had more than 40, 50 or 60 marriages. In 1298 (Bongabdo) Sanjeevani newspaper published the marriage list of aristocratic people in connection with the sad story of Bengali girls. It can be seen there that 1013 aristocrats from 276 villages married 4323 aristocratic daughters. Vidyasagar Mahashay disclosed the data of Hooghly district, where it can be seen that 197 elites of 86 villages have married 1288 girls and made them perpetual dukhini.[6] The socialists were afraid that these child widows could become clans and corrupt the society by giving up their dignity. Therefore, with the aim of 'protecting' the society, these child widows were first eradicated. Their 'chastity' was preserved by burning the dead husband's pyre amidst the beating of drums and bells. In this way, in the name of protecting chastity, another evil practice of sati-immolation or co-death was born in the society.[7] So, if we review in this way, it will be seen that Kaulinya system, child marriage, polygamy and cohabitation were closely related and each system was a curse in the life of women.

The role of Raja Rammohan Roy and his Brahmo Samaj was very important among all the individuals and institutions

who have made a significant contribution in protecting the dignity of women in Indian society by freeing them from all these social evils. In terms of women's liberation, the main goal of Raja Rammohan and his Brahmo Samaj was to end the inhumane practices of child marriage, polygamy, caste system, untouchability, child abandonment in the Ganges, etc. which were prevalent in Hindu society.[8] Along with this, improving the social status of Indian women by popularizing education among women. However, in the 19th century, among all these evil practices, the practice of sati-immolation became the most heinous. A survey in 1804 showed that 115 satis were cremated within thirty miles of Calcutta in six months. According to the reports submitted by the local magistrates, from 1815 to 1826 there were 7,154 cases of sati-burning in the Bengal Presidency, 287 in the Madras Presidency, 284 in the Bombay Presidency and an estimated 100 more. In order to stop this unjust practice, Ram Mohan tried to form a strong public opinion by protesting against sati through various newspapers including Sangbad Kaumudi since 1818.[9] He wrote a pamphlet titled 'Sahmaran Abhiy Pravartak va Vivarttak Sambad' in the latter half of 1818 AD and later published its English translation. Citing various Hindu scriptures, he argues that sati-immolation is not sanctioned by ancient scriptures and is nothing but wife-killing. In this context, he actively collected letters and finally, with his own efforts and active cooperation, Lord William Bentinck issued Regulation No.17 on 4th December 1829, prohibiting the practice of sati legally. However, this practice has not completely disappeared from society. In 1987, there was an incident of sati burning in Rupkanwar of Shikarpur district of Rajasthan.[10] Of course, this case should be seen as an exceptional case. However, not only protecting the lives of women from the hands of this prevailing evil practice, but also establishing them in the society with dignity became one of the goals of his life. Besides, the Brahmo Samaj under the

leadership of Rammohan Roy also played an important role in establishing the economic rights of women and establishing equal rights for men and women.

After the death of Rammohan Roy, Devendranath Tagore and Keshavchandra Sen expanded the Brahmo Samaj movement. Brahmananda Keshavchandra Sen and his associates played an important role in the defence of women's rights. He founded a social service organization called 'Indian Reform Society'. Among the programs of this organization was education and women's advancement. Besides, in 1864, Keshavachandra Sen established a meeting called 'Brahmika Samaj' for the upliftment of the wives of members of the Brahmo Samaj. In 1866, women were allowed to sit behind the veil in places of worship. This was the first time in the history of Brahmo Samaj that woman also got a place in places of worship along with men. It was an important step in establishing equality between men and women. Keshav Chandra Sen's contribution was also very important in the promotion of women's education. Mary Carpenter came to India in 1866 at the invitation of Keshav Chandra Sen and noticed that one of the major obstacles to female education was the lack of qualified teachers. Therefore, in 1872, Carpenter along with Keshavchandra and another Englishwoman named Annette Akroyd established a 'Normal School' for the training of teachers. Which is one of the initial steps in the field of women education in Bengal. Keshav Chandra Sen had another significant role in the women's liberation movement. In 1872, the Brahma Swamaj Marriage Act or Act III of 1872 adopted by his dedicated efforts to stop child marriage, the followers of the Brahma Samaj accepted the age of 14 as a marriageable bride. But the Brahma Marriage Act did not apply to non-Brahmins. However, in 1929, the Child Marriage Restraint Act, 1929, fixed the minimum age of 14 for all marriageable brides.

This Act is also known as 'Sarda Act'. Apart from this, the Special Marriage Act which was followed in 1955 to prevent child marriage was inspired by these 'three laws' of 1872.[11]

Another pioneer of the women's liberation movement in India in the nineteenth century was Pandit Ishwarchandra Vidyasagar. He continuously fought for the introduction of widow marriage, the abolition of child marriage and male polygamy, the end of Kaulinya system, the expansion of women's education, etc. In fact, on his initiative, the *Widow Marriage Act* was passed on July 26, 1856. Vidyasagar's role against child marriage was also very important. Because he realized that one of the reasons for the plight of girls in that era was child marriage. So, he stood against early marriage of child girls. He gave a scientific explanation about the evils of early marriage and said - "due to marriage at an early age, couples never get to enjoy the mutual love that is the sweet result of marriage, so the child who originates from a very unpleasant relationship with each other, is also likely to be spoiled." ... Physical health, which is the root of all happiness, also suffers from the effects of childhood. ... Child marriage is the main cause of widowhood at a young age, so child marriage is extremely cruel and cruel."[12] The British government enacted a law in 1860 setting the minimum age of marriage for girls at 10 years. Vidyasagar spoke out against it. Finally, with his efforts, the government passed the 'Age of Consent Bill' in 1891. As a result, the minimum age of marriage for girls was increased to 12 years. Even after so many years of independence, the prevalence of child marriage problem is still not less. At present, marriage of girls below the age of 18 is prohibited by various laws. But girls are being married off before the age of 18 in many places, especially in rural areas, ignoring this law. Only in Murshidabad this number is 72 percent.[13] But there is hope now that in many cases girls are going against their families and not agreeing to marry at an early age and are instead looking to study and stand on their own feet. To prepare

them for this mindset, they need to be made more aware of the evils of child marriage. Only then can we bring these baby girls back from the face of certain death. Apart from this, Vidyasagar, the awakened icon of modernity, realized that it was not possible to free women from social deprivation without the spread of female education. So, he established thirty-five girls' schools in the rural areas of Bengal. With his help, Drinking Water Bethune established a high school. Which is known as Bethune School.[14] Vidyasagar established the Metropolitan Institution in Calcutta in 1870 AD for the promotion of general higher education. Which is now known as Vidyasagar College. The contribution of this educational institution in the expansion of higher education in Bengal as well as in the expansion of women's education is outstanding. Also, during his tenure as school inspector, he built several girls' schools at his own expense in Burdwan, Hooghly, Nadia districts from 1857 to 1858. After all, in 1890 Nijgram established Bhagwati Vidyalaya in the memory of Bhagwati Devi at Virsingh. Which was his last attempt to promote women's education.[15]

The role of Derozio and his Young Bengal group was also significant in the women's liberation movement in India. They strongly protested against caste system, untouchability, paganism, oppression of women and other social oppression by creating a movement against Hinduism and social prejudices. They showed progressiveness by supporting the abolition of sati-dharma, the introduction of widow marriage and the expansion of women's education. In 'Gnananbeshan' and 'Bengal Spectator' they tried to shape public opinion in favor of women's education, women's emancipation and widow marriage. A letter in support of widow marriage was published in the first issue of the Bengal Spectator in April 1842 and an article entitled 'The Marriage of Hindu Widows' was published in its July issue. Besides, Radhanath Shikdar, one of the

prominent representatives of New Bengal and a favorite student of Derozio, helped Vidyasagar in the practice of widow marriage.[16]

The role of several progressive Indian women in India's women's liberation movement was also highly commendable. Pandit Rama Bai of Mysore fought for the advancement of women's education throughout his life and established an institution called 'Arya Mahila Samaj' (1881 AD) in Pune. One of the objectives of this institution was to emancipate women by ending religious bigotry and social prejudices in the society. She builds this Arya Mahila Samaj as an organization to break the hegemony of patriarchy.[17] Besides, she built 'Sarda Bhavan' in Pune and set up Mukti Sadan, Anath Sadan for the emancipation of widows. Besides, Ramabai Ranade of Maharashtra started a movement demanding unpaid and compulsory education for women. Another noble woman Sarojini Naidu presented a 'Demand' to the Government of India in 1917 to establish women's education and women's status, demanding education, health and happiness for the women of India. She was the first Indian lady who campaign for women's suffrage in elections for women's autonomy.[18] Besides, in this episode, Begum Sharifa Hamid Ali and Begum Rokeya Sakhawat Hossain came forward to shine the light of knowledge in the lives of Muslim women who were immersed in the darkness of ignorance.[19] Begum Sharifa advocated for Indian women at a round table meeting held in London as president of the All-India Women's Association. She even represented Indian women in UN human rights talks. On the other hand, Begum Rokeya has tried hard all her life for the spread of women's education. She felt that without education it was not possible to end the degradation of women.[20]

However, even though various laws were enacted to ban the practice of sati-immolation and child marriage or to introduce

widow marriage, it was not possible to bring about the reforms that had been ingrained in people's minds for a long time so easily. Even in a patriarchal society, not only men were responsible for the plight of women, but due to long-term reforms, in most cases, they accept it as their fate and bear all the hardships with their faces closed. Due to this, the present society could not be completely free from all these curses. So, to eradicate these superstitions first of all a change of mentality is required. And writers such as Bankimchandra, Rabindranath, Saratchandra, Nazrul played an important role in this work. Through their literary works, they promoted the establishment of women's dignity by ending the discrimination between men and women in the society.[21] None of them were social reformers, so they may not have directly joined the women's liberation movement like a social reformer, but the contribution they left behind in forming a strong public opinion in favor of women's liberation by showing women's problems as social problems is undeniable. Apart from this, various newspapers and magazines like *Vidyadarshan*, *Tattvabodhini*, *Bengal Spectator* etc.[22] also played an important role in shaping public opinion by campaigning against the absurdity of Kaulinya practice, child marriage and polygamy.

Despite this, even though more than seventy years of India's independence have passed, inequality between men and women is noticeable everywhere. They are victims of exploitation and deprivation both at home and abroad.[23] The position of women may have improved a lot in modern times but it is very little compared to the entire population of India. Especially in the case of rural women, still about eighty percent of women are backward in terms of education and economics.

References

1. See for details: Wollstonecraft, M., *Vindication of the Rights of Woman (1792)*, Edited by M. Brody, Penguin, London, 1988
2. Pranakar. *Women in Literature and History in the wake of Women's Day*, Nandnik Publications, Calcutta, 2008
3. Mill, John S., *The Subjection of Women*, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 1977
4. Bhattacharya, Sukumari. *Women and Society in Ancient India*, National Book Agency Pvt Ltd, Kolkata, 2006
5. There were five classes of Brahmins – Kulina, Shrotriya, Vanjaja, Gaunakulin and Saptasati. Nandy, Ashok. *Caste and Varna in the Novels of Saratchandra and Tarashankar*, Sahitya Sangeet, Calcutta, 2005, p. 8
6. Vidyasagar, I. *Vidyasagar Rachnavali* (Volume IV), Ananda, Calcutta, 1376 Bangabda, pp. 42-49
7. Chatterjee, Saratchandra. *Value of Women*, Roy M. C. Sarkar Bahadur and Sons, Calcutta, 1924
8. Dubey, S. C., *Indian Society, (Translation: Rajat Roy)*, National Book Trust, Calcutta, 1996, p. 102
9. Vidyasagar, I. Op. cit.
10. See for details: Vozzola, Elizabeth C. *Moral Development: Theory and Applications*, Routledge, 23 January 2014
11. Basu, Rajashri, & Chakraborty, Vasavi, (ed.) *Contextual Humanities*, Urbi Publications, Kolkata, 2014
12. Vidyasagar, I., Op. cit., Volume II, p. 3
13. Banu, Khadija (ed.), *Srijani*, Shanmasik Sahitya Patrika, Murshidabad, October 2014, p. 15
14. Acharya, Poromesh, "Education in Old Calcutta" in Chaudhuri, Sukanta (ed.) *Calcutta: The Living City*, Vol. I, Oxford University Press, 1990, p. 87
15. Gupta, Suparna (ed.), *Women in History: Education*, West Bengal History Society, Progressive Publishers, Kolkata, 2001
16. Reddy, Sheshalatha "Henry Derozio and the Romance of Rebellion (1809-1831)", *DQR Studies in Literature*, Vol. 53, 2014, pp. 27–42; Roy, Samaren, *The Bengalees: glimpses of history and culture*, Allied Publishers, New Delhi, 1999, p. 119
17. Chakravarti, Uma, *'Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai'*, Zubaan Publishers, New Delhi, 1998
18. Banerjee, Kalyani, "Women Class and Caste, Socio-Economic Status of Lower Caste Women", *Women in Politics*, Manuscript, Howrah, 2000.

19. Azad, Humayun. *Women, Bangladesh*, Next Publication, February 1992.
20. Begum, Maleka. *Women's Movement of Bengal*, The University Press Limited, Dhaka, Reprint 2010
21. Banerjee, Ranjit. *Women's Emancipation Movement and Bengali Literature in the Nineteenth Century (1850-1900)*, Pustak Bipani, Calcutta, 1998.
22. Vidyadarshan, Tattvabodhini, Sambad Bhaswar, Ghosh, Vinay (ed.), *Sociology of Bengal in Periodicals* (Volume III), Papyrus, Calcutta, 1981 AD, p. 292.
23. Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*, Translated and edited by H. M. Parshley, Picador, London, 1988.